শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল

শ্রীশ্রীষড়্ভুজ-গৌরাঙ্গ



ভুজৈঃ ষড়্‌ভিরেভিঃ সমাখ্যাতি কশ্চিন্
নিসর্গোগ্রষড়্‌বর্গহন্তেতি ভোস্ত্বাম্।
বয়ং ক্রমহে হে মহেচ্ছ ত্বমেভিঃ
চতুর্বর্গদো ভক্তিদঃ প্রেমদশ্চ ॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর


শ্রীগুরু
জ
প
হ
রে
কৃ
ষ্ণ
হ
রে
রা
ম
ভ
জ
নি
তাই
গৌ
র
রা
ধে
শ্যা
ম

ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পঞ্চ শততম
মহাজয়ন্তী উৎসবের উপকরণ

শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর বিরচিত

আকুমার বৈষ্ণবব্রতী, সাধুসেবী, পরম বিরক্ত,
চমৎকার চন্দ্রিকা, গোবিন্দ দামোদর স্তোত্র, শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ
প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদক, প্রেমধর্ম পরিষৎ প্রতিষ্ঠাতা
মহান্ত শ্রীযুক্ত ভগবান দাস কাব্য ব্যাকরণতীর্থ ভাগবতভূষণ মহোদয়
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

প্রকাশক—

শ্রীআনন্দ গোপাল শাস্ত্রী
বুড়ি আমবাগান
পোঃ—নবদ্বীপ, নদীয়া

প্রথম সংস্করণ ঃ
শ্রীশ্রীদোল পূর্ণিমা
চৈতন্যাব্দ ৪৯৬
বঙ্গাব্দ ১৩৮৮

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা—৭৩

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

মুদ্রনে ঃ—
শ্রীবিমল কুমার মিশ্র
শঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, নবদ্বীপ

আনুকূল্য—চল্লিশ টাকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গিরিধারী জয়তি
জয়জয় সিদ্ধ শ্রীল চৈতন্যদাস বাবা

যিনি মাধব-গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ে সিদ্ধগণনে প্রথম স্তরের মধ্যমণি, শ্রীল সিদ্ধ ভগবান দাস বাবা সহ যাঁহার
সতীনত্ব.ভাবসম্পন্ন। যিনি শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের একীভূত তনু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গে মধুর ভাবসিদ্ধা। যাঁর
দিব্য সাধনা ও অলৌকিক জীবনাদর্শ জগৎমঙ্গলের। যাহার (সঙ্গ) ভবিষ্যদ্বাণীর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক
প্রভু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ, যিনি গৌরাঙ্গাবতার সপ্রমাণে
নদীয়া রাজসভাস্থ অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত মণ্ডলীকে অল্পাক্ষরে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন,
যাহার—স্বেচ্ছা নিত্যলীলা প্রবেশে নবদ্বীপ-ধাম শোক সাগরে ডুবিয়াছিল।
ধামেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে যাঁর সমাধি মন্দির দর্শনে সফল মানব জনম।
যিনি মাদৃশ অবোধ শিশুকে দীর্ঘদিন তার
সমাধি সেবাধিকারে ধন্য করিয়াছেন।
যিনি পরম্পরায় দীন দাসের পরমেষ্ঠি গুরুদেব।
শ্রীশ্রীলোচন দাস ঠাকুর বিরচিত
শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থখানি
সিদ্ধ শ্রীল চৈতন্য দাস বাবার
পুণ্য স্মরণোদ্দেশ্যে পঞ্চম
ভক্তি অর্ঘ্য
দীন সেবক দাস কর্তৃক
অর্পিত হইল।

ইতি—
ভগবান দাস

প্রীতি উপহার ঃ

পূজনীয়-

শ্রী [illegible]

[illegible]

অর্পিত হইল।

স্বাক্ষর—

[illegible]

তারিখ—

২রা আশ্বিন ১৩৭৪

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণৌ জয়তু

প্রকাশকের নিবেদন

স্বানন্দরস সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ নিজ সৌন্দর্য্য আস্বাদন করার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে প্রকট হ'লেন শ্রীধাম নবদ্বীপে। তাই বেদের শিরোভাগে—সুবর্ণ জ্যোতীঃ তৈঃ ৩।১০।৭, "এবময়মন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরন্ময়ঃ" বেঃ স্বঃ ১।২।৫, শঙ্কর ভাষ্য "যদা পস্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশম" মুঃ ৩।১।৩, তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপং যথা মহারাজনম্" বৃঃ ২।৩।৬ "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, বৃঃ ৪।৪।১৬, ইত্যাদি রূপে কীর্ত্তন করে—উত্তর মীমাংসায়—জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ, ১।১।২৪, "জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ১।৩।৪০, বলে প্রতিপাদন করেছেন, আবার সর্ব প্রমাণ শিরোমণি শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে—"তপ্তজাম্বুনদ প্রখ্যম্, ১১।২৭।৩৮ বলে উদাত্ত স্বরে ঘোষনা ক'রে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—আদিত্যবর্ণং তমসঃ—পরস্তাৎ, ৮।৯, "আদিত্যবর্ণমাদিত্যস্যৈব নিত্যচৈতন্যপ্রকাশো বর্ণো যস্য" শঙ্কর ভাষ্য, গান করেছেন। তাই ঋক্ পরিশিষ্টে—রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা, বিভ্রাজন্তে জনেষু আ, সিদ্ধান্তরত্নম্ ২।২২ বলে এ' সংবাদ দেন। শ্রীরাধা আলিঙ্গিত তনু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মহিমা সকল শাস্ত্র বর্ণন করেন, কিন্তু—অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।

প্রস্তুতঃ—শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থখানি সেই সর্বাবতারী প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বিশ্বপাবনী লীলা বর্ণনার অন্যতম। বর্ত্তমানে শ্রীভক্তহৃদয়-সরোরুহে লীলা সুরধনীর আস্বাদন উৎকণ্ঠা দেখে আজীবন বৈষ্ণবব্রতব্রতী-সাধুসেবী-পরমবিরক্ত-পণ্ডিত মহান্ত শ্রীমদ্ভগবান দাসজি কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ ভাগবত ভূষণ মহাশয় ভগীরথ রূপে আনেন এ' লীলামৃত সুরদীর্ঘিকা। বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যাপৃত থেকে এ মহদ্ গ্রন্থ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন নিজে। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ অধ্যাপক-মহোদয় যাবতীয় সংশোধনের ভার গ্রহণ করেন, শুধু তাই নয়-তাঁর অমূল্য সময়ের মাধ্যমে আলোচনা পূর্ণ বিস্তৃত ভূমিকা দিয়ে আমাদের চির ঋণী করেছেন। তাঁর সহজ সরল সাবলীল ভাষার দ্বারা এ' শ্রীগ্রন্থের দুরূহ বিষয় সমূহ ব্যাখাত হ'য়ে শ্রীগৌরলীলামৃত সাগরে প্রবেশের সোপান হয়েছে।

সুদীর্ঘকাল থেকে চেষ্টা করেও মুদ্রনালয়ের বৈগুণ্য বশতঃ শ্রীগ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে, আশা করি এ অপরাধ থেকে অদোষদরশী শ্রীভক্তবৃন্দ ক্ষমা করবেন।

বিভিন্ন পুঁথির পাঠ মিল করে নির্ভুল করার প্রভুত চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও যা ত্রুটি রয়েছে তারজন্য শ্রীগৌরভক্তগণের চরণে সকাকু বদ্ধকর ক্ষমা প্রার্থনা করে—

দীন প্রকাশক—

শ্রীআনন্দ গোপাল

ভূমিকা

নিরস্য সর্ব সন্দেহানেকী কৃত্য সুদর্শনম্।
প্রকাশিত রহস্যং তং নমামি গুরুমীশ্বরম্॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের প্রিয়তম শিষ্য শ্রীলোচন দাস শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলে এই গ্রন্থ রচনা করেন। রচনার সময় উল্লিখিত হয় নাই। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের বিশেষ চরিত্র এই গ্রন্থের ৩, ৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

এই মঙ্গল কাব্যের চারিটি বিভাগ—সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড। শ্রীমুরারি গুপ্তের সংস্কৃত শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ বা কড়চা অবলম্বনে এই গ্রন্থ পাঁচালীতে রচিত। আরম্ভে মধ্যে ও শেষে ইহা গ্রন্থকার বারংবার (১১১ বার) স্বীকার করিয়াছেন। ইহার বর্ণিত শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবলী সূচীপত্রে দ্রষ্টব্য। পয়ার, লঘু ত্রিপদী, মধ্য তরজা, করুণা প্রভৃতি ছন্দে রচিত গ্রন্থের ভাষা সরল ও লালিত্যপূর্ণ এবং গানের উপযোগী বিবিধ রাগ রাগিনীর নির্দেশ আছে ইহাতে। তত্ব বিন্যাস সুগভীর অথচ প্রসাদ গুণযুক্ত পাঠকের অনুসন্ধিৎসা বর্দ্ধক। অলৌকিক শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাকে লোক সমাজে সর্বসাধারণের গ্রহণোপযোগী করিয়া দিয়াছেন শ্রীলোচন দাস ঠাকুর। এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, মূলে যথা সম্ভব বিশুদ্ধ পাঠ রক্ষা করিয়া পাদ টীকায় দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের সরল ব্যাখ্যা সংযোজিত করা হইয়াছে।

"শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে। জগত মোহিত যার ভাগবত গীতে॥" (৫ম পৃষ্ঠা)।

ঠাকুর লোচনের এই উক্তি হইতে জানা যায়—ইতঃ পূর্বে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের (১৪৯৫—৭ শকে) "শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত" রচিত হইয়াছিল। অপর দিকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচিত (১৫১৩ শকে সমাপ্ত) শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠে জানা যায় (১৮.৩৩-৪৮)

বৃন্দাবন-দাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল'। যাঁহার শ্রবনে নাশে সর্ব অমঙ্গল॥ (৩৫, ৪৪)।

অর্থাৎ ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচিত গ্রন্থের 'চৈতন্য মঙ্গল' নাম থাকিলেও উহা চৈতন্য ভাগবত নামেই প্রচারিত হয়। এইরূপ স্পষ্ট নির্দেশ "প্রেম-বিলাস" নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। (১৫২২ শকে রচিত) চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল। বৃন্দাবনে মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥ (১৯শ বিলাস)।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কৃত শ্রীচৈতন্য ভাগবতই শ্রীগৌরলীলার প্রথম ভাগ স্বরূপ এবং প্রথম আস্বাদ্য। উহাতে শ্রীশ্রীগৌরহরির শ্রীনন্দনন্দন স্বরূপ স্বয়ং ভগবত্তা—শ্রীনারায়ণাদিক্রমে অশেষ

বিশেষে আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার আনুগত্যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তার উপর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কণ্ঠোক্ত শ্রীস্বরূপ দামোদরের কড়চা এবং শ্রীরায় রামানন্দের প্রত্যক্ষীকৃত শ্রীরাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের একীভূত তনু রসরাজ মহাভাব শ্রীগৌরাঙ্গের পরতত্ত্ব—সীমার পরাকাষ্ঠা জানাইয়াছেন এবং শ্রীগৌরলীলাকে রসিকশেখর পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ব্রজ লীলার পরিশিষ্ট রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন—ব্রজ প্রেমদান লীলা। ইহাই শ্রীগৌরলীলার দ্বিতীয় ভাগ।

অতঃপর শ্রীলোচন দাস ঠাকুর এই শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের সূত্রখণ্ডে দ্বারকালীলার পরিশিষ্ট রূপে শ্রীগোলোক বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার নির্দেশ দান করিয়াছেন—প্রকারান্তরে ব্রজ প্রেম মাধুর্য্য দান লীলা-শ্রীনাম সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে।

এই লীলার উৎস শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৩।৪১) শ্রীরুক্মিনী প্রভৃতি মহষীগণের উক্তিতে—
"ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত। বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্॥ ৪১
কাময়ামহে এতস্য শ্রীমৎ পাদরজঃ শ্রিয়ঃ। কুচকুঙ্কুম গন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ॥ ৪২
ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ। গাবশ্চায়য়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ॥ ৪৩

অর্থাৎ হে স্বাধ্বি দ্রোপদী! আমরা পৃথিবীর সার্বভৌম পদ, ইন্দ্রপদ, এই উভয় পদ, অথবা অণিমাদি ঐশ্বর্য, ব্রহ্মপদ, মোক্ষপদ, অথবা শ্রীহরির সালোক্যাদি পদও কামনা করি না। পরন্ত শ্রীব্রজলক্ষীর কুচকুঙ্কুম গন্ধযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলপরাগ মস্তকে ধারণ করিতে কামনা করি। যাহা দুর্লভ হইলেও ব্রজ গোপীগণ, পুলিন্দী রমণীগণ, ব্রজের তৃণগুল্ম ও গোপসখাগণ গোচারণকারী মহাত্মার শ্রীচরণ স্পর্শ বাঞ্ছা করেন। এই প্রেম সর্বজ্ঞ শ্রীদ্বারকানাথেরও অগোচর। তাহা জানিতে হইলে—

যদি রাধাভাব হৃদে কর আরোপন। তবে সে জানিবে নিজ প্রেমার লক্ষণ॥
এবোল শুনিয়া প্রভুর হিয়া চমৎকার। কি বৈলে কি বৈলে দেবি কহ আর বার॥

অতঃপর শ্রীদ্বারকানাথ কর্তৃক ব্রজে শ্যামা সখীরূপে রসরাজ মহাভাব পরস্পর আলিঙ্গিত শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ দর্শন এবং উক্ত প্রেম কলিযুগে প্রচারের প্রতিজ্ঞা করণ। পুনরায় শ্রীভাগবতোক্ত বেদস্তুতিতিতে (১০।৮৭) শ্রুতি গণের উক্তিতে—

স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগভুজ দণ্ড বিষক্ত ধিয়ো বয়মপি তে সমা সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজ সুধাঃ॥

ব্রজ স্ত্রীগণ ভূজঙ্গরাজের শরীর সদৃশ শ্রীগোবিন্দের বাহু যুগলের সৌন্দর্যে সখীভাবে আসক্ত চিত্ত। আমরাও তাঁহাদের সমজাতীয় কৃপা প্রাত্রী এবং সমচিত্তা হইয়াও মঞ্জরী ভাবে শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণকমল মধু সুষ্ঠু ধারণ যোগ্যা। এই বাক্যে শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণ সেবাভিলাষ জ্ঞাপন পূর্বক চিত্তে মঞ্জরী ভাবে দৃঢ় আশাবদ্ধ।

বংশী গীতে ব্রজ দেবীগণ (১০.২১) "পূর্ণঃ পুলিন্দ" বাক্যে গর্বের সহিত বলিতেছেন—

পুলিন্দীরমনীগণই ধন্যা। অন্যস্ত্রীগণকে ধিক্। আর আমাদের মত যাহারা তাহারা এইরূপে হৃদয়ের ব্যথা দূর না করিয়া মঞ্জরীভাবে লীলা কীর্তন করিতে করিতে বরং উৎকণ্ঠাই বর্দ্ধিত করি। (শ্রীধরস্বামী)।

নদিয়া নাগরী ভাবের উৎস

পুরস্ত্রীগণের উক্তি (শ্রীভা ১০।৪৪।১৪-৬)—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং
লাবণ্যসারমসমোধ্বর্মনন্য সিদ্ধম্।
দৃগ্ ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ—
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥

অর্থাৎ হায় হায় কি কষ্ট! অল্পপুণ্য আমাদের। যেহেতু অসময়ে (রঙ্গমঞ্চে মল্লযুদ্ধকালে) আমরা শ্রীকৃষ্ণের দর্শণ পাইলাম। মহাসুকৃতিশালী ব্রজবাসীগণ, তন্মধ্যেও গোপীগণ বহুপুণ্যবতী। হে সখি! গোপীগণ এমন কি তপস্যা করিয়াছিল, সেই তপের সন্ধান যদি তোমরা কোন গণকের মুখ হইতে জানিতে পার তবে বল, সেই তপ এই জন্মেই করিয়া ব্রজভূমিতে গোপী হইব। যে হতু তাহারা এই শ্রীকৃষ্ণের রূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লাবণ্যের সার অমৃত পান করিতেছে। এইরূপ অসমোধ্বর্—ইহার সমান নাই, অধিকত নাইই। তাহাও অনন্যসিদ্ধ—অন্য অলঙ্কারের দ্বারা ইহার রূপলাবণ্য বর্দ্ধিত হয় নাই কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ। আর যশঃ শ্রী প্রভৃতি ষড়্ বিধ ঐশ্বর্যের একমাত্র আশ্রয়। এইপ্রকার লক্ষ্মীতুর্লভ প্রতিক্ষণে নিত্যনবীন রূপ যাহা গোপীগণ নয়নসমূহ দ্বারা পান করিতেছেন।

পুর=নগর, পুরস্ত্রী=নাগরী, নদিয়া পুরস্ত্রী=নদীয়া নাগরী। ইহারাও শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যনব-নবায় মান রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া প্রথম বিবাহের জলসাহি ক্রীড়ায় বরসজ্জা দর্শনে, বরবধূ দর্শনে এবং দ্বিতীয় বিবাহে বরদর্শনে যে সকল ভাব বিতর্ক ও উক্তি করিয়াছেন, সত্য সত্যই ঐ সকল চিত্তাকর্ষক।

যথাযোগ্য অবসরে কবিবর শ্রীলোচনদাসঠাকুর স্বরচিত প্রৌঢ়োক্তি দ্বারা বিশেষ পরিপাটীর সহিত তাদৃশ রুচি ও অধিকার বিশিষ্ট জনগণের রসপুষ্টি করিয়াছেন।

ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ।
অন্যে ব্যবহরন্ত্যেতত্তুরীকৃত্য গৃহাদিব ॥

অখিল তত্ত্ব কবিত্বাদির জ্ঞান ভাণ্ডার ব্যাসদেবের চিত্তরূপ মহান আকাশ। যেমন ভাণ্ডার গৃহ হইতে ব্যবহারার্থ দ্রব্যসকল প্রয়োজন মত কাজে লাগান হয়, তদ্রূপ অন্য সকলের জ্ঞান সেই তুলনায় গৃহকাশ স্বরূপ। অধিকার বিচারে শ্রীদেবর্ষি নারদ বলিতেছেন—(শ্রীভা ৭।১।৩০-১)

গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।

সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥

তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।

হে-যুধিষ্ঠির মহারাজ! গোপীগণ কামভাবে, কংস ভয়হেতু, শিশুপালাদি রাজগণ বিদ্বেষবশতঃ, যাদবগণ সম্বন্ধহেতু, আপনারা স্নেহবশতঃ এবং আমরা ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে চিত্তের অভিনিবেশ বশতঃ পরম গতি লাভ করিয়াছি। অতএব অধিকারানুসারে ইহার যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনটিকে নিবিষ্ট করা উচিৎ। এস্থলে গোপীগণের যে 'কাম' উহা বস্তুতঃ প্রেম।

'প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্॥' ব্রজগোপীগণের অপ্রাকৃত আনন্দচিন্ময়রস প্রেমই লোক প্রথানুসারে 'কাম' নামে অভিহিত করা হয়। নিত্যসিদ্ধ' স্বরূপশক্তি ব্রজবাসীগণের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমও নিত্যসিদ্ধ, উহা তটস্থাশক্তি জীবের স্বরূপে অসম্ভব। একমাত্র ভক্তিপথে নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাদিক্রমে ভাব ও প্রেম বিশুদ্ধ জীবচিত্তে উদিত হয়। ইহার ঊর্দ্ধতন ভূমিকা স্নেহ, মান, প্রণয়াদি একমাত্র গোপীদেহেই প্রকাশিত হয়। প্রেমরসই অপ্রাকৃত সর্বরসের আদ্যস্তর।

পূর্বোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের দৃষ্টান্ত সমুহের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে—শ্রীরাধিকানুগত্যে ব্রজগোপীগণ। আর শ্রুতিগণ মথুরাপুরস্ত্রীগণ, দ্বারকামহিষীগণ সকলেই ব্রজগোপীর আনুগত্যে শ্রীবৃন্দাবনে নবকিশোর নটবর গোপবেশ বেণুকর অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীনন্দনন্দন বিষয়ক মধুররসের আস্বাদনাভিলাষী। কারণ শ্রীভগবদিচ্ছায় দেশকাল পাত্র অনুসারেই বিবিধ বৈচিত্রী যুক্ত হয়। তদনুরূপ ধাম ও পরিকর বৈশিষ্টে লীলার আস্বাদন বৈশিষ্ট্যও সর্ববাদিসম্মত। গোলোকে যিনি একমাত্র শ্রীরাধাবল্লভ, তিনিই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপীজনবল্লভ। ব্রজে যাঁহার বংশীগীতে শ্রী-অজ-ভবাদি চরাচর বিমোহিত, নদীয়ায় অখিল জনমঙ্গল প্রেমনাম সংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোড়িত। "দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্‌হরিকীর্ত্তনাৎ" কলিযুগে শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের মাধ্যমে সর্বরস আস্বাদ্য।

সর্বরসপুর অখিলরসামৃত মূর্তি শ্রীগৌরকৃষ্ণে সর্বরসই প্রযোজ্য। তন্মধ্যে কান্তাভাব সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপূজ্য। তাহার আশ্রয় নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীগণ। সাধনসিদ্ধা বা কৃপাসিদ্ধা তটস্থাশক্তি জীবের প্রাপ্য ও কাম্য যাহা তাহাই আলোচ্য—(বিলাপকুসুমাঞ্জলি ঃ ১৬)

পাদাব্জয়োস্তব বিনাবর-দাস্যমেব, নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে

সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

হে দেবি শ্রীরাধিকে! তোমার শ্রীচরণকমলদ্বয়ের ক্ষুদ্র দাস্য সেবাভিলাসী, তদ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই কোন সময়েও নিশ্চয়ই কামনা করি না, তোমার সখীত্ব পদে আমার নিত্য পুনঃ পুনঃ নমস্কার থাকুক। তোমার দাসীত্বপদে আমার সত্যই পুনঃপুনঃ অভিলাষ থাকুক। স্বরূপশক্তির আনুগত্য ব্যতীত, স্বরূপশক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া কোন জীব সরাসরি শ্রীভগবৎসেবা পাইতে পারে না —ইহাই সর্বশাস্ত্র ও মহাজন সিদ্ধান্ত।

গৌরনাগরী ভাব

শ্রীগৌরসুন্দরের নাগরীভাব (নাগর—প্রেমিক রসিকশেখর, নাগরী—প্রেমিকা) রাধাভাষ, ব্রজগোপী-ভাব।

বাল্যলীলায়—আর একদিনে, খেলে শিশু সনে, নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে, শচীর ভবনে, পূরল বাসনা মোর॥

সংকীর্ত্তনে—প্রভু নাহি মেলে আঁখি, কহে মোর কাঁহা সখী
কাঁহা পাব রায় দরশন।
এখনি আছিনু সেথা, কে মোরে আনিল এথা,
রসে রসে নিকুঞ্জ ভবন॥
গেল সুখ সম্পদ, এবে ভেল বিপদ,
বিসাদয়ে এদাস লোচন॥

রজনী জাগিয়া গোরা থাকে। হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে
লোচন বলে এইরস গূঢ়।
বুঝয়ে রসিকজন, না বুঝয়ে মূঢ়॥ —ঐ পরিশিষ্ট দ্রঃ।

আশীর্বাদ কর মোরে শুণ মাতাপিতা। সাধলাগে কৃষ্ণের চরণে দেঙ মাথা॥
যার যেই নিজপতি সেই তাহা চায়। তারচিত্ত বান্ধিবারে করয়ে উপায়॥
রূপ যৌবন যত এরস লাবণ্য নিজপতি ভজিলে সে সব হয় ধন্য।
মনে মনে কর সবে এই অনুভব। পতিবিনু যুবতীর মিছা হয় সব॥
কৃষ্ণপদ বিনু মোর নাহি অন্য গতি। নিজ অঙ্গদিয়া সে ভজিব প্রাণপতি॥
ইহা বলি মহাপ্রভু করয়ে রোদন। ক্ষণেক অন্তরে সব কৈল সম্বরণ॥

—(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্য ১৩ অধ্যায় ২০০ পৃ)

অবতার তত্ত্ব বিচার

"দ্বাপরে পরিচর্যায়াং"

রাধাকৃষ্ণ অবতারে করিল বিহার। আপনে স্বতন্ত্র রাধা প্রকৃতি আকার॥
প্রকৃতিপুরুষ যেন দোঁহে আত্মতনু। দোঁহে একতনু কার্য বুঝি হৈলা ভিনু॥
রাধানাম ধরে কৃষ্ণ আরাধনা কাজে। পরিচর্যা করে যেন গোপিকা সমাজে।
প্রেমভক্তি করে গোপী শতশত শাখা প্রকৃতি স্বরূপ সেই কেবল রাধিকা॥
কৃষ্ণে সমর্পয়ে সব দেহের স্বভাব। নিত্য নৌতুন তার বাঢ়ে অনুরাগ॥
এই পরিচর্যা ধর্ম না বুঝিল কেহো। এই কথা কহে সব ভাগবত সেহো॥

"কলৌ তৎ হরিকীর্ত্তনাৎ"

কলিযুগে গৌরদেহ প্রকাশে আপনা। যুগ অবতার কার্য প্রকাশয়ে প্রেমা ॥
রাধার বরণে অঙ্গ গৌরঅঙ্গ হঞা। রাধিকার ভাবরস অন্তরে ভরিয়া ॥
সেইভাবে কান্দে এই রসিকশেখর। বিকশিত পুলক কদম্ব কলেবর ॥
সে প্রেমে গর গর মাতোয়াল হঞা। হুঙ্কার গর্জন করে কাঁদিয়া কান্দিয়া ॥
গর্জন শুনি অচেতন কলিকাল। চেতন পাইয়া সভে আনন্দ বিশাল।
তেঞি রাধাকৃষ্ণ বলি নাচে কান্দে হাসে। অন্ধকার দূরে গেল পাইল প্রকাশে ॥
দ্বাপরে উপজে কৃষ্ণ প্রেমময়তন। কলি অচেতন লোক করাএ চেতন ॥
প্রেম প্রকাশয়ে গোরা করি দীনভাব। আপনা বিলায় আপে মানে নিজ লাভ ॥
এহেন ঠাকুর কোন কৈল ঠাকুরাল। না ভজিতে প্রেম দেই নাহিক বিচার ॥
এই কলিযুগে গৌরচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম। অংশ প্রবেশিল ইথে কহিল এমর্ম ॥
পূর্ণ পূর্ণ অবতার চৈতন্য গোসাঞি। এহেন করুণানিধি আর কেহো নাঞি ॥
কার্য অবতারে যুগ অবতার এক। যুগ অনুরূপ তেঞি গৌর পরতেখ ॥
কলৌ পীত, সংকীর্তন ধর্ম শাস্ত্রে কহে। এই বিশ্বম্ভর প্রভু কভু আন নহে ॥

—(ঐ—৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা)

ব্রজলীলায় আশ্রয়ালম্বন ভাবময়ী প্রিয়া গোপীগণই নবদ্বীপ লীলায় চতুঃ ষষ্টি মহান্তরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের লইয়াই শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মসংস্থাপন অর্থাৎ শ্রীনামসংকীর্তনের মাধ্যমে প্রেমদান লীলাবিলাসাদি প্রমাণিত হয়—অনন্ত সংহিতা প্রভৃতি তন্ত্রে ও শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে।

সংকীর্ত্তন যজ্ঞ

সর্বলোক কর্ণগর্ত কুণ্ডপরিসর। জিহ্বা স্রুব, ধ্বনিরস ঘৃতমনোহর ॥
অন্তরে প্রবিষ্ট হৈয়া ভাব অগ্নিজ্বালে। অগ্নিশিখা পুলকাশ্রু কম্প কলেবরে ॥
সর্বপাপ মুক্ত হৈয়া সব জন নাচে। সালোক্যাদি মুক্তি তার ফিরে পাছে পাছে ॥
কদাচ না দেখে সেই নয়নের কোণে। নাচিয়া বুলয়ে কৃষ্ণরস আস্বাদনে ॥
যে যজ্ঞ বেঢ়িয়া রহে বৈষ্ণব আচার্য জানিবে কীর্ত্তন যজ্ঞ সর্বযজ্ঞ আর্য।
ইহাতে জন্মিল এই প্রেম মহাধন। ইহার গৃহস্থ নিত্যানন্দ আবরণ ॥
গদাধর পণ্ডিত এই প্রেমের গৃহিণী। এইতত্ত্ব জানিবে সকল ভক্তমণি ॥
অদ্বৈত আচার্য গোঁসাই আমারে আনিয়া। সংকীর্ত্তন যজ্ঞ স্থাপে সুদৃষ্টি হইয়া ॥
শ্রীনিবাস নরহরি আদি ভক্তগণ। তো সবারে লৈয়া মোর যজ্ঞের স্থাপন ॥
এই যজ্ঞ কলিকালে দেহ ঘরে ঘরে। তরুক সকল লোক পতিত পামরে ॥

—ঐ ১৭৫ পৃষ্ঠা।

প্রেমরস

আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভিঃ
তাভির্য এব নিজ রূপতয়াঃ কলাভিঃ।
গোলোকে এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি। (ব্রহ্মসং ৫।৩৭)

যিনি গোলোকবাসিগণের ও অন্যপ্রিয়বর্গের পরমপ্রিয়তমরূপে নিরন্তর অবস্থান করিলেও প্রথমে যাঁহাদের "আনন্দচিন্ময়রস" প্রেমময় উজ্জ্বলরস দ্বারা শ্রীগোবিন্দ বিভাষিত এবং পুনরায় শ্রীগোবিন্দের উক্ত রস দ্বারা যাঁহারা প্রতিভাবিত সেই গোপীগণের সঙ্গেই তিনি গোলোকেই অবস্থান করেন। কারণ তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কলারূপা স্বকীয়া প্রেয়সী। আবার তাঁহাদের সঙ্গেই ব্রজে পরকীয়া ভাবে রাসাদিলীলা করেন। আমি ব্রহ্মা সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি।

(শ্রীজীবপাদকৃত টীকার ভাবার্থ)

সূর্যের আলোক যেমন সূর্যকে এবং অপরকে প্রকাশ করে। সেইরূপ প্রেমরসও বিষয় ও আশ্রয় উভয়কেই বিভাবিত ও প্রতিভাবিত করে—শ্রীব্রহ্মসংহিতার উক্ত প্রমাণে পাওয়া যায়।

শ্রীভক্তিরসবিজ্ঞানাচার্য শ্রীরূপ গোস্বামীবর প্রীতির ব্যাখ্যায় বলেন—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমোখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্‌॥

সম্বন্ধমাত্রই যখন উভয়নিষ্ঠ, তখন প্রীতির সম্বন্ধটিও উভয়নিষ্ঠ। তাহা জানিবার উপায় ছয় প্রকার—যিনি প্রীতি দান করেন এবং প্রীতির পাত্র হইতে প্রীতি গ্রহণ করেন, অন্তরের গোপনীয় রহস্য কথা বলেন ও জিজ্ঞাসা করেন, প্রীতির উপহার ভোজন করেন ও ভোজন করান, উভয়েই প্রেমিক। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রেমসম্বন্ধ ব্রজবাসিতেই মুখ্য, "রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্য ব্রজবাসি জনে।" অন্যত্র গৌণ 'গৌণঃ স্যাদ্‌গুণযোগতঃ'। স্বরূপশক্তি ব্রজবাসিগণের কৃপায় তটস্থা শক্তি জীবস্বরূপে তাঁহাদের গুণ সঞ্চারিত হইলে জীবও প্রেমসম্বন্ধ লাভ করেন।

শ্রীগৌর উপদিষ্ট শ্রীনামই গৌরবশীকারক প্রেমরস প্রদাতা

ততোধিক দয়ালবড় তাহার সে নাম। নাম হৈতে তারে পাই—এই মুখ্য কাম॥
তাঁর বাক্য আছে পূর্বে মো সবার তরে। নাম যেই লয় সেই পাইব আমারে॥
এত চিন্তি নাম লৈতে বসিলা সবাই। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া আর যত যত যেই॥
কি বালকবৃদ্ধ কিবা যুবক যুবতী। নাম লৈতে বসিলা গৌরাঙ্গ করি গতি॥
নাম পাশে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্ত সিংহ। দাণ্ডাইলা মহাপ্রভু গতি হৈল ভঙ্গ॥

—(চৈতন্যমঙ্গল ২০৬ পৃ

তথ্য ও তত্ত্ব

লীলাগ্রন্থ সমূহে বর্ণিত বিষয়বস্তুর দুইটি দিক্ দৃষ্ট হয়। একটি সর্বসাধারণের বোধগম্য বর্ণনা, অপরটি বিজ্ঞ বা অভিজ্ঞজন গণেরই বোধগম্য, সর্বসাধারণের নহে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে লীলাবতার বর্ণন দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান বিশ্বমঙ্গলের জন্য প্রতিকল্পে মৎস্যাদি নানা অবতার গ্রহণ করেন—ইহাই সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় এবং ইহাই এই অধ্যায়ের 'তথ্য'।

অপর একটি দিক্ যাহা বিজ্ঞগণেরও অজ্ঞাত ছিল—সেইটি সূত গোস্বামী প্রকাশ করিলেন—

"এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্."

অর্থাৎ এই বর্ণনার মধ্যে পুরুষাবতার তিনজন, গুণাবতার তিনজন, লীলাবতার ২২ জন, ভগবান্ একজন এবং স্বয়ং-ভগবান্ একজন। তন্মধ্যে প্রথম পুরুষের কেহ অংশ, কেহ কলা। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং-ভগবান—অনন্যাপেক্ষি স্বরূপ—ইহাই 'তত্ত্ব' বিদ্বদনুভব। অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

সেইরূপ প্রস্তুত গ্রন্থে যে সকল বর্ণনা দৃষ্ট হয় তাহারও দুইটি দিক—একটি তথ্য, উহা সর্বসাধারণের চিত্তাকর্ষক। যেমন বিবাহলীলা। তন্মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের যে রূপ তাহা সর্বচিত্তাকর্ষক, ত্রিভুবনের লোভনীয়, একত্র সকল সৌন্দর্যের সন্নিবেশ, নারীগণ মনোহারী, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ, তদুপরি একাধারে রসরাজ-মহাভাব স্বরূপ—ইহাই 'তত্ত্ব'। এই গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ আলোচনা দ্বারা শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাই লভ্য হয়—গৌরশক্তি শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া "শ্রীশক্তি", শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া "ভূ-শক্তি", গদাধরাদি "লীলা শক্তি"।

লক্ষ্মীঠাকুরাণী বন্দো বিদিত সংসারে।
প্রভুর বিরহ সর্প দংশিল যাঁহারে॥
নবদ্বীপময়ী বন্দো বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যাঁর অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙ্গা পা॥
পণ্ডিত গোঁসাই সে বন্দিব একমনে॥

(—৪ পৃষ্ঠা)।

শ্রীগোলোকপতি শ্রীশ্রীগৌরহরি দ্বিভুজ। তাঁহার দক্ষিণে শ্রীরাধিকা—অনুচরীগণ সহ, বামে শ্রীরুক্মিণী দেবী আদি অষ্ট মহিষী। —(৩৭ পৃষ্ঠা)—

রাধিকা দক্ষিণ-পাশে, অনুচরী করি কাছে
রতন কলস করি করে।
বাম-পাশে রুক্মিণী, কাছে করি সঙ্গিনী
রত্ন ঘটে পূর্ণ জল ভরে॥

———

জৈমিনি রীতি

(শাস্ত্রার্থ নির্ণয় প্রণালী)

বেদ বাক্যের বলাবল মীমাংসায় মহর্ষি জৈমিনি যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, সেই রীতিও শ্রীমদ্ গৌড়ীয় দর্শনাচার্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (৭৪ অনু) স্বীকার করিয়াছেন—

শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থ বিপ্রকর্ষাৎ। —(পূর্বমীমাংসাদর্শন —৩।৩।১৪) শ্রুতি (নিরপেক্ষ সুস্পষ্ট কণ্ঠোক্তি), লিঙ্গ (শ্রুতি বলে কল্পিত যুক্তি), বাক্য (আকাঙ্খাদিযুক্ত অনেক পদের একার্থতা), প্রকরণ (শ্রবণারম্ভে জ্ঞেয় বস্তু), স্থান (একদেশ, ক্রম), সমাখ্যা (সংজ্ঞা—লৌকিকী ও বেদিকী)। এই ছয় প্রকার প্রমাণ দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্নীত হয়। কিন্তু সমবায় স্থলে ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষায় পর পরের দুর্বলতা ও পূর্বের প্রবলতা স্বীকার্য—অর্থবোধের বিলম্বহেতু। অতএব শ্রুতি অপেক্ষা যুক্তি দুর্বল, শাস্ত্র কোন দিনই যুক্তির অধীন নহে, শাস্ত্রানুকূল যুক্তিই গ্রাহ্য। সুতরাং শ্রুতি প্রমাণই সর্বপেক্ষা প্রবলতম প্রমাণ।

শ্রীলোচনের শ্রুতিপ্রমাণে শ্রীখণ্ডবাসীর ভাবধারা

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের স্বরূপ ও ভাব—

অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণময় তনু। অনুগত জনে না বুঝায় প্রেম বিন্দু ॥
রাধাকৃষ্ণ রসে তনু গড়িয়াছে যেন। ভাবের উদয় হয় যখন যেমন ॥
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে রাধা-ভাবের আবেশে। রাধাকৃষ্ণরস মূর্তিমন্ত পরকাশে ॥
চৈতন্য সম্মত পথে সে শুদ্ধ বিচার। অতুল সরস ভাব সব অবতার ॥
বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যাঁর। রাধাপ্রিয় সখী তিঁহো মধুর ভাণ্ডার ॥
এবে কলিকালে গৌরসঙ্গে নরহরি। রাধাকৃষ্ণ প্রেমার ভাণ্ডারে অধিকারী ॥

শ্রীরঘুনন্দনের স্বরূপ ও ভাব —

মদন বলিয়া অবতার জানাইল। চৈতন্যের কোলে সবে তেমতি দেখিল ॥
কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগমন মোহে। নাহি ভিনাভিন সবে সমান সিনেহে ॥
পিতা যার মহামতি শ্রীমুকুন্দদাস। চৈতন্য সম্মত পথে নির্মল বিশ্বাস ॥
ময়ূরের পাখা দেখি রাজ সন্নিধানে। পড়িলেন কৃষ্ণরস আকর্ষিয়া মনে ॥

(৪৪—৪৫ পৃষ্ঠা)

অলমতি বিস্তরেণ ॥

জয় সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরহরি ॥ জয় শ্রীনরহরি ॥ জয় শ্রীলোচন ঠাকুর ॥
জয় শ্রীখণ্ডবাসী। জয় শ্রীশ্রীবৈষ্ণববৃন্দ ॥ জয় জয় ॥

শ্রীচরণরেণু প্রার্থী—কানাইলাল অধিকারী (পঞ্চতীর্থ)

ধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দিরে সিদ্ধবাবার সমাধিমন্দির, শ্রীনবদ্বীপধাম।



পরমেষ্ঠি শ্রীগুরবে নমো নমঃ।

পরাৎপর শ্রীগুরবে নমো নমঃ।

সম্পাদকের-পরিচয় গৌরব শ্রীলসিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবা ও শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবা মহারাজ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌর গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী শরণম্

॥ সম্পাদকীয় ॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপায় শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থে সম্পাদকীয় সৌভাগ্য ভাগ্যে লাভ হলো অগণিত বাধা বিঘ্নের মধ্যে। কালের করাল গতিতে বহু ক্ষতি তজরূপের ভিতরে দীর্ঘ দিনের পর শ্রীগ্রন্থ দর্শনে ধন্য হল্যাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা গ্রন্থের মধ্যে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল অন্যতম। ঈশ্বরলীলা চরিত্র বর্ণনা শক্তি সম্পন্ন পার্ষদভিন্ন অন্যের পক্ষে অসম্ভব, বিশেষত শ্রীচৈতন্য লীলা বর্ণনা।

প্রস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরনিষ্ঠ পার্ষদলীল শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের প্রিয়তম শিষ্য। ইঁহার শ্রীপাঠ অজয় নদীর তীরে কোগ্রাম। স্থানটি বর্দ্ধমান জিলা শহরের ১৫ ক্রোশ এবং গুসকরা ষ্টেশনের ৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। শ্রীলোচনদাস ঠাকুর ১৪৪৫ শকে জন্মগ্রহণ করেন এইরূপ জনশ্রুতি আছে এবং শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল রচনা করতঃ লোচন নামের যথার্থতা সম্পাদন পূর্ব্বক অলৌকিক শক্তির পরিচয় দান করেন। শ্রীঠাকুর লোচন পিতৃকুল ও মাতৃকুলের একমাত্র সন্তান হওয়ায় আদরের দুলাল ছিলেন। (২৬৭ পৃষ্ঠা)

আমার পরমেষ্ঠি গুরুদেব সিদ্ধ শ্রীল চৈতন্য দাস বাবার একাধিক বার শ্রীখণ্ডে সাময়িক বাস করিতেন ঠাকুর পরিবারের ঐকান্তিক প্রাণের টানে। শ্রীখণ্ডের শ্রীগৌর নিষ্ঠতা ও নাগরীভাব প্রসিদ্ধ। আমাদের সিদ্ধবাবার জীবনীতেও পাওয়া যে,

"সাধন হ'ল যারা আমার ভজন হল সারা।
ন'দের চাঁদের কান্তা আমি কান্ত আমার গোরা"

অগ্রহায়নী পুর্ণিমাতে ধামেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে ইহাই বলিতে বলিতে গৌরধামে গমন করেন।

তাই শ্রীশ্রীগৌরৈকজীবন শ্রীল নরহরি সরকার শিষ্য শ্রীলোচন দাস রচিত শ্রীচৈতন্য মঙ্গল সম্পাদনে পরম তৃপ্তি। শ্রীখণ্ডে শ্রীলনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধান। তার ভজন স্থলী বড়ডাঙ্গার উৎসবে শ্রীলোচন দাস ঠাকুর মহান্তগণকে মাল্য চন্দনাদি সম্ভাষণ করেছিলেন। শ্রীযদুনন্দন দাস কৃত 'কর্ণানন্দ' রচনা ১৫১৯ শক।

"শ্রীযদুনন্দন লোচন দুই জন।
লইলেন পুষ্পমাল্য সুগন্ধি চন্দন॥ (ভক্তি রত্নাকর)

পদাবলী মাধুর্য্য পাঠকগণের আস্বাদনের জন্য বাছাই করে ১৮।২০ খানি পদ দেওয়া হইয়াছে। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কয়েকখানি চিত্রে শোভিত করা হল। শ্রীলোচন দাস ঠাকুর কৃত শ্রীগৌরের রূপ বর্ণনার পদগুলি অনুপম। আমার অতিপ্রিয় একখানি গোরারূপের বৃহৎ পদ আংশিক উপহার দিয়ে।

উপসংহার করি। গৌরাঙ্গ রূপ—

অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরা দেহ।
জগৎ ছানিয়া কেবা রস সিঙাড়িল গো
একই কৈল সুধই সুলেহ ॥
অখণ্ড পীযূষ ধারা কেবা আঙটিল গো
সোনার বরণে হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা ফেনী তুলিল গো
হেন বাসো গোরা অঙ্গখানি।
অনুরাগের দধি প্রেমের সাচনা দিয়ে
কেনা পাতিয়াছে দু'টি আঁখি।
তাহাতে অধিক মহু লহু লহু ভাষনি
হাসিয়া কহয়ে গুটি গুটি
বিজুরী বাটিয়া কেবা গা'খানি মাজিল গো
চাঁদে মাজিল মুখখানি
মদন বাটিয়া কেবা বদন গড়িল গো
অপরূপ রূপের বলনি ॥
জয়রে জয়রে জয় হেন প্রেম রসালয়
ভাঙ্গি বিলাইল গোরারায়।
নির্জীবে জীবন পাইল পঙ্গুগিরি ডিঙ্গাইল
আনন্দে লোচন দাস গায়।

পরিশেষে—"হা শ্রীশচীনন্দন চিত্ত চৌর
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর"

মৌখিক ও এই বলেই বৈষ্ণব, আচার্য্য ও ভক্ত চরণে প্রণতি ও প্রার্থনা সকলে করুণা করুণ যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রসঙ্গালাপ ও স্মরণ করে যেতে পারি।

দুর্গমে পথি সেইন্ধস্য স্খলৎপাদ পতস্মুহুঃ।
স্ব কৃপা যষ্ঠি দানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥

জয় জয় গৌরহরি। জয় ঠাকুর লোচন দাস। জয় সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবা ॥

—শ্রীভগবান দাস

—*—

সূচীপত্র

—০—

সূত্রখণ্ড।

আদিখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

—০—

মধ্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

শেষখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

ইতি সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত শ্রীচরণকমলেভ্যো নমো নমঃ।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল

সূত্রখণ্ড।

—ঃঃ—

ভক্তি-প্রেম-মহার্ঘ-রত্ননিকর-ত্যাগেন সন্তোষয়ন্
ভক্তান্ ভক্তজনাতিনিষ্কৃতি-বিধৌ পূর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ।
পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হুঙ্কার-বজ্রাঙ্কুশৈঃ
শ্রীসন্ন্যাসি-শিরোমণি-র্বিজয়তাং চৈতন্য-রূপঃ প্রভুঃ॥১॥

পঠ-মঞ্জরী রাগ

নমো নমো বন্দোঁ, দেব গণেশ্বর,
বিঘ্ন-বিনাশন মহাশয়।
একদন্ত মহাকায়, সর্ব্বকার্য্যে সহায়
জয় জয় পার্ব্বতী-তনয়॥
হরগৌরী বন্দোঁ মাথে, জুড়িয়া যুগল হাতে
চরণে পড়িয়া করোঁ সেবা।

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল = যে শ্রীগ্রন্থে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের পরম-কল্যাণ মধুর সুবিমল লীলা কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা পাঠ করিলে ত্রিতাপ-দগ্ধ ও পাপ-মলিন জীবের চিত্ত সুশীতল ও নির্ম্মল হইয়া পরম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

সূত্রখণ্ড—যে অংশে শ্রীগ্রন্থের ভূমিকা-স্বরূপ অর্থাৎ যাহাতে ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত বন্দনা এবং গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়-সমূহের, এবং লীলা প্রয়োজনাদির সংক্ষেপে সূত্রপাত করা হইয়াছে।

১। যিনি ভক্তি ও প্রেম-রূপ অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়া ভক্তগণের সন্তোষ বিধান করিয়াছেন, যিনি ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি ও অজ্ঞান-তমঃ দূর করিবার জন্য কলিতে পরিপূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যিনি হরিনামের মহা হুঙ্কার-রূপ বজ্রাঘাতে নিখিল পাষণ্ডগণের দর্প চূর্ণ করতঃ তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়াছেন, অমিত-প্রভাবশালী ন্যাসীচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় জয় হউক। 'বজ্রাঙ্কুরৈঃ পাঠান্তর = বজ্রাঙ্কুশৈঃ।

২। 'বন্দোঁ' = বন্দনা করি। 'গণেশ্বর' = শ্রীগণেশ দেব। 'জুড়িয়া যুগল হাতে' = করযোড়

ত্রিজগতে এক কর্ত্তা, বিষ্ণুভক্তি বরদাতা,
সবে এক এই দেবী দেবা।
সরস্বতী-বন্দোঁ মুণ্ডে, কেলি কর মোর তুণ্ডে,
কহোঁ গৌরহরি-গুণগাথা।

অবিদিত ত্রিজগতে, গৌরবর্ণ বাণীনাথে,
অদ্ভুত অপরূপ কথা ॥২॥
কাকু করোঁ দেবগণে, আর যত গুরুজনে,
বিঘ্ন না করিহ কহো ইথি।

করিয়া। "ত্রিজগতে এক কর্ত্তা' = ত্রিভুবনেশ্বর।'বিষ্ণু-ভক্তি বরদাতা' = যাঁহাদের কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। 'সবে···দেবা' একমাত্র সর্ব্বদেবেশ্বর ভক্ত ইঁহারাই। 'মুণ্ডে' = মাথায়। 'কেলি ···গুণগাথা' = আমার মুখে আর্বিভূত হইয়া খেলা কর, যাহাতে তোমার কৃপায় আমি যেন গৌরাঙ্গলীলা গৌরাঙ্গ গুণ-কীর্ত্তন করিতে পারি। 'অবিদিত... ...কথা' = এই গৌর-বর্ণ বাণীনাথ অর্থাৎ সরস্বতী পতি শ্রীগৌরাঙ্গ হইলেন ত্রিভুবনের অগোচর তাই কেহ তাঁহার মহিমার শেষ পায় না, কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে না, তাঁহার লীলা-কথা হইল অত্যদ্ভুত, অতি মধুর।

নমো নমো ·· ...দেবগণে' = এখানে অনেকের মনে হইতে পারে যে, তাইত শ্রীলোচন দাস ঠাকুর এরূপ একনিষ্ঠ গৌর ভক্ত হইয়া তিনি আবার অন্য দেব দেবীর বন্দনা করিতেছেন কেন? উহার উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার প্রাণের ঠাকুর প্রাণ-বল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদের গুণ গাহিবার জন্য তদীয় অপূর্ব্ব অলৌকিকলীলা কীর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহার চিত্তে এরূপ প্রবল বাসনা ও আগ্রহ হইয়াছে যে, তিনি স্বীয় বৈষ্ণবোচিত পরম দৈন্য বশতঃ, লীলা বর্ণন বিষয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ অক্ষম মনে করিয়া, অভীষ্ট লাভের বিঘ্ন আশঙ্কায়, দীন হীনের ন্যায় করযোড়ে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন দেব-দেবীগণের শরণাপন্ন হইতেছেন এবং প্রার্থনা করিতেছেন, তোমরা সকলে আমাকে এই কৃপা কর যেন আমি নির্ব্বিঘ্নে আমার হৃদয়ারাধ্যদেবের গুণ গাহিতে পারি। এতদর্থে তিনি সর্ব্বপ্রথমেই সর্ব্বদেবাগ্রপূজ্য বিঘ্ন বিনাশন শ্রীগণেশ-দেবের বন্দনা করিতেছেন। স্বীয় প্রাণপতি গৌর কৃষ্ণের গুণকীর্ত্তনের জন্য, তচ্চরণে ভক্তি ও ভালবাসা লাভের জন্য, তদীয় ভজনে প্রগাঢ় অনুরাগ ও লালসা বৃদ্ধির জন্য তদীয় দেবদুর্ল্লভ চরণারবিন্দ সেবা লাভের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতায় অন্য দেব-দেবীর বন্দনা ও তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিলে তাহাতে কোন দোষ হয় না, এতদ্বিষয়ে মহাজন বলিয়াছেন :—

সর্ব্বদেব পূজিব না হইব তৎপর।
সবার কাছে মাগি ল'ব কৃষ্ণভক্তি-বর ॥

আরও দেখুন, শ্রীব্রজদেবীগণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া আদ্যাশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীকাত্যায়নী দেবীর নিকট সকাতরে ঐরূপে প্রার্থনা করিয়াছেন, যথা—

'কাত্যায়নি! মহামায়ে! মহাযোগিন্যধীশ্বরি!
নন্দগোপ-সুতং দেবি! পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০ স্কন্ধ ২২ শ অঃ।

আরও দেখা যায় যে, বরাহরূপী শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, কোনও ব্যক্তি যদি অগ্রে গণেশের পূজা না করিয়া আমার পূজা করে, তবে তাহাতে তাহার একটি সেবা অপরাধ হয় যথা—

অপূজয়িত্বা বিঘ্নেশং ··· নরঃ পূজাস্তু যঃ কুর্য্যাৎ।
বরাহ পুরাণ (হরিভক্তিবিলাস ৮ম বিলাস)

এক্ষণে ইহা স্পষ্টই বোধগম্য হইল যে, পরমারাধ্যপাদ শ্রীল গ্রন্থকারের এবম্বিধ বন্দনাদি কিছু মাত্র দোষাবহ হয় নাই, বরং তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি বিষয়ে পোষকতারই নিমিত্ত হইয়াছে।

না চাহোঁ সম্পদ বর, মুই অতি পামর,
নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হউ পুঁথি ॥
বিষ্ণুভক্ত বন্দোঁ আগে, যত যত মহাভাগে,
যাঁর গুণে পৃথিবী পবিত্র।
সর্ব্বজীবে করে দয়া, বিশেষে আরতি পাইয়া,
ত্রিভুবন মঙ্গল চরিত্র ॥
মুই অতি অভাজন, না বুঝোঁ ডাহিন-বাম
আকাশ ধরিতে চাহোঁ বাহে।
অন্ধে দিব্যরত্ন বাছে, পর্ব্বত না দেখোঁ কাছে,
না জানি কি পরিণামে হয়ে ॥
সবে এক ভরসা আছে, প্রভু নাহি কাহো বাছে,
গুণ গায় উত্তম-অধমে।
সর্ব্ব জীবে এক দয়া সবে পায় পদ-ছায়া,
অধিকারী-নাহিক নিয়মে ॥৩॥
যে পুনঃ বৈষ্ণব জন, তার কথা কহি শুন,
অকারণে দয়া সর্ব্বলোকে।
পর-লাগি জীবন, পর লাগি ভূষণ,
পর-উপকারে মানে সুখে ॥
ঠাকুর শ্রীনরহরি, দাস প্রাণ অধিকারী,
যাঁর পদ-প্রতিআশে আশ।
অধমেহ সাধ করে, গৌর-গুণ গাহিবারে,
সে ভরসা এ লোচন দাস ॥
তাঁর পদ পরসাদে, গাইব অনবসাদে,
এই মোর ভরসা অন্তর।

৩। 'কাকু' = মিনতি। 'বিঘ্ন ...ইথি" = আমি সকলের নিকট করযোড়ে এই মিনতি করিতেছি যে, ইহাতে অর্থাৎ শ্রীগৌরলীলা-বর্ণনে যেন কেহ বাধা দিও না। 'বিষ্ণুভক্ত ··মহাভাগে' = যত যত বৈষ্ণব-মহাত্মা আছেন, এখন আগে তাঁহাদের বন্দনা করি।

'যার গুণে পৃথিবী পবিত্র' — যাহাদের পদধূলি জগৎ পবিত্র করে ; যাঁহারা হইলেন ভুবন-পাবন।

'বিশেষ আরতি পাইয়া' — যাঁহাদের শরণাগত হইলে, তাঁহারা বিশেষরূপ দয়া করেন।

'ত্রিভুবন-মঙ্গল-চরিত্র' = যাঁহাদের আচার ও ক্রিয়া-কলাপ ত্রিজগতের মঙ্গল বিধান করে।

'অভাজন" = দুস্কৃতি, পামর।

'না বুঝোঁ ডাহিন বাম' — আমার ভাল মন্দ জ্ঞান নাই, আমার কোনও জ্ঞানই নাই।

"বাহে' = হস্ত দ্বারা। 'অন্ধে দিব্যরত্ন বাছে" = অন্ধের পক্ষে ভালমন্দ রত্ন বাছাও যেমন, আমার দশাও ঠিকই তদ্রূপ অর্থাৎ সে যেমন উহার কিছুই করিতে পারে না, গৌরলীলা-বর্ণনে আমার ক্ষমতাও অবিকল সেইরূপ।

'পর্ব্বত...কাছে' = আমার সম্মুখে যে পর্ব্বতরূপ বাধা রহিয়াছে তা আমি দেখিতে পাইতেছি না অর্থাৎ আমার নিজের অক্ষমতা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। 'না জানি পরিণামে' — আমি কাজে লাগিতেছি বটে, কিন্তু শেষে যে আমার দশা কি হইবে তা বুঝিতে পারিতেছি না — হয় ত ঠাকুর গড়াইতে গিয়া ঢেঁকি গড়াইয়া বসিব।

৪। 'পর লাগি ভূষণ' = পরের মঙ্গলার্থে তাঁহারা পৃথিবীর ভূষণ-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

'ঠাকুর ... ... দাস' = শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ পার্ষদ খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ গ্রন্থকার ইহা বলিতেছেন, যেহেতু শ্রীসরকার-ঠাকুর-প্রভু হইলেন তাঁহার শ্রীগুরুদেব। "প্রাণ-অধিকারী' = প্রাণবল্লভ।

'যাঁর .. ... আশ' = যাঁহার শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র ভরসা করিয়া। 'অধমেহ' = আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিও। 'সে .. দাস' = তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই এই লোচন দাসের একমাত্র ভরসা-স্থল।

'অনবসাদ' — অবসন্ন না হইয়া ; পরমোৎসাহে

সে দু'খানি চরণ, ইষ্ট সিদ্ধি-কারণ,
হৃদয়ে থুইব নিরন্তর ॥৪॥

কেদার রাগ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ।
কৃপা করি কর প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত ॥
করুণাভরণ সব হেম-গোরা-গা।
বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙা পা ॥
সকল ভকত লৈয়া বৈসহ আসরে।
ও-পদ-শীতল-বা' লাগুক কলেবরে ॥৫॥
শচীর দুলাল প্রভু! করোঁ পরণাম।
তিলেক করুণা-দিঠে কর অবধান ॥
অদ্বৈত-আচার্য-গোসাঁই দেব-শিরোমণি।
যাঁর পদ-পরসাদে ধন্য এ ধরণী ॥
বন্দিয়া গাইব সে সীতার প্রাণনাথ।
করুণা করহ প্রভু করোঁ জোড়হাত ॥
অভিন্ন-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধুত।
নিত্যানন্দ-রাম বন্দোঁ রোহিণীর সুত ॥৬॥
গৌরগুণ-গরবে গর্গর মাতোয়ার।
বন্দিয়া গাইব আগে চরণ তাঁহার ॥
মিশ্র পুরন্দর বন্দোঁ—বিশ্বম্ভরের পিতা।
শচী-ঠাকুরাণী বন্দোঁ—ঠাকুরের মাতা ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বন্দিব সানন্দে।
যাঁর লাগি মহাপ্রভু ফুকারিয়া কান্দে ॥
লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী বন্দোঁ বিদিত সংসারে।
প্রভুর বিরহ-সর্প দংশিল যাঁহারে ॥৭॥
নবদ্বীপময়ী বন্দোঁ বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যাঁর অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙ্গা পা ॥
পণ্ডিত গোসাঁই সে বন্দিব একমনে।
ঈশ্বর-মাধব-পুরীর বন্দিয়া চরণে ॥
গোসাঁই গোবিন্দ বন্দোঁ আর বক্রেশ্বর।
গৌরপদ-কমলে যে মত্ত মধুকর ॥
পুরী যে পরমানন্দ আর বিষ্ণুপুরী।
গদাধর দাস সে বন্দিব শিরোপরি ॥৮॥
গুপ্ত বেজা বন্দিব হরিষ-মনোরথে।
গোরা-গুণ গাও যদি দয়া কর চিতে ॥
শ্রীবাস-ঠাকুর বন্দোঁ আর হরিদাস।
বাসুদত্ত-মুকুন্দ-চরণে করোঁ আশ ॥

৫। 'নরহরি'—খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার-ঠাকুর-প্রভু। 'গদাধর'—পঞ্চতত্ত্বান্তর্গত শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভু। 'করুণাভরণ .. পা'—আমার সোণার গৌরাঙ্গের সমস্ত শ্রীঅঙ্গই করুণারূপ অলঙ্কারে সুশোভিত অর্থাৎ তিনি একেবারেই করুণাময় তাঁহার পরম শান্তিময় শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার লীলা-গুণ কীর্ত্তন করিব।

'সকল ভকত'—সমস্ত পার্ষদবর্গ। 'আসরে'—এই গ্রন্থরচনা-রূপ কার্যক্ষেত্রে। 'বা'—বায়ু।

৬। 'করোঁ'—করি। 'পরণাম'—প্রণাম।

'সীতার প্রাণনাথ'—সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র। 'অভিন্ন চৈতন্য'—যিনি শ্রীগৌরাঙ্গসহ একই বস্তু। 'ঠাকুর অবধূত'—শ্রীনিতাই চাঁদ।

৭। 'গরবে'—মহিমায়। 'গর্গর'—গরগর ; বিভোর। 'মাতোয়ার'—মত্ত। 'পুণ্ডরীক কান্দে'—ইঁহাকে মহাপ্রভু এত ভালবাসিতেন যে ইঁহার নিমিত্ত 'বাপ বাপ" বলিয়া কাঁদিতেন।

'বিরহ-সর্প"—বিচ্ছেদরূপ সর্প।

৮। 'নবদ্বীপময়ী"—শ্রীনবদ্বীপের লক্ষ্মী স্বরূপিণী।

রায় রামানন্দ বন্দোঁ পিরীতের ঘর।
পণ্ডিত জগদানন্দ বন্দোঁ নিরন্তর॥
রূপ-সনাতন বন্দোঁ পণ্ডিত দামোদর।
রাঘব-পণ্ডিত বন্দোঁ প্রণতি বিস্তর॥৯॥
শ্রীরাম সুন্দর গৌরীদাস আদি যত।
নিত্যানন্দ-সঙ্গী বন্দোঁ যতেক ভকত॥
কুলের ঠাকুর বন্দোঁ শ্রীইষ্টদেবতা।
ইহলোকে পরলোকে সেই সে রক্ষিতা॥
তাঁহা বিনু নাহি মোর তিন লোকে বন্ধু।
নরহরি দাস বন্দোঁ গৌর-প্রেমসিন্ধু॥
গোবিন্দ-মাধব-ঘোষ বাসু-ঘোষ আর।
ভূমে পড়ি কর জোড়ি করোঁ নমস্কার॥১০॥
শ্রীবৃন্দাবন-দাস বন্দিব এক-চিতে।
জগৎ মোহিত যাঁর 'ভাগবত'-গীতে॥
বন্দনা গাইতে ভাই হবে অনুক্ষণ।
ঘরের ঠাকুর বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন॥
সকল-মহান্ত-প্রিয় শ্রীরঘুনন্দন।
প্রভু যাঁরে আগে দিলা মাল্য চন্দন॥
শ্রীমূর্ত্তিরে লাড়ু সে যেবা খাওয়াইল।
তাঁহারে মনুষ্য-বুদ্ধি কেহো না করিল॥১১॥
তাঁর পিতা বন্দিব সে শ্রীমুকুন্দ দাস।
চৈতন্য-সম্মত-পথে নির্মল বিশ্বাস॥
কারো নাম জানি কারো নাম নাহি জানি।
সবারে বন্দিব সবে মোর শিরোমণি॥
মহান্ত বন্দিব আর মহান্তের জন।
এক ঠাঁই বন্দি গাই সবার চরণ॥
আগু পাছু বিচার না কর কেহো মনে।
অক্ষরানুরোধে বন্দনা না হয় ক্রমে॥১২॥
যাঁর নাম নাহি করি ভ্রমেতে বন্দনা।
শত পরণাম -- কর অপরাধ মার্জ্জনা॥
পৃথিবীর ভকত বন্দোঁ অন্তরীক্ষচারী।
সবার চরণে একে একে নমস্করি॥
গোরা-গুণ গাও মোর এই প্রতিআশ।
এ লোচন দাস বলে পূর' মোর আশ॥১৩॥

বরাড়ী রাগ। দিশা।

প্রাণ ভাইয়া নিবেদোঁ নিবেদোঁ নিজ কথা। (মূর্চ্ছা)। কিরে কি আরে কি ওরে প্রাণ হয়। আগে আশীর্ব্বাদ মাগোঁ, যত যত মহাভাগ, তবে সে গাইব গুণ-গাথা॥ আরে রে হয় হয়।

৯। 'গুপ্ত বেজ'" = বৈদ্যরাজ শ্রীমুরারিগুপ্ত।

'গাও" = গাই। 'পিরীতের ঘর" = অত্যন্ত কৃষ্ণ-প্রেমময়।

১০। 'তিন লোকে"— স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে।

১১। 'ভাগবত গীতে" = সুমধুর ও সরল পয়ার-ছন্দে রচিত গৌরগুণগাথা-পরিপূর্ণ 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত" গ্রন্থে।

'ঘরের ...শ্রীরঘুনন্দন" = শ্রীরঘুনন্দন হইলেন গ্রন্থ-কর্ত্তার গুরুদেব শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভুর ভ্রাতু-স্পুত্র; সেইজন্য তিনি শ্রীরঘুনন্দনকে ঘরের ঠাকুর বলিতেছেন।

১২। 'অক্ষরানুরোধে' = ছন্দানুরোধে; ছন্দের মিল রাখিবার জন্য।

'ক্রমে' = ঠিক পরে পরে; পর পর।

১৩। 'অন্তরীক্ষচারী' = দেবতা, গন্ধর্ব্বাদি ঊর্দ্ধ-লোকবাসিগণ। 'প্রতিআশ' = প্রত্যাশা।

মো ছার অধমাধম নাহি জানোঁ তত্ত্ব।
গোরা-গুণ-চরিত্রের কি কব মহত্ত্ব॥
না জানিয়া প্রলাপ করিয়া কিবা কাজ।
উত্তম জনের ঠাঁই ঠেকিলে হবে লাজ॥
অধিকারী নহোঁ তবু করোঁ পরমাদ।
গোরা-গুণ-মাধুরীতে বড় লাগে সাধ॥
মুরারি গুপত বেজা বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর থাকে গোরাচাঁদের সমীপে॥১৪॥
তাঁহার মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে।
'হনুমান্' বলি যাঁর খ্যাতি পৃথিবীতে॥
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যেবা লঙ্কাপুরী দহে।
সীতার বার্ত্তা উদ্ধারিয়া শ্রীরামেরে কহে॥
বিশল্যকরণী আনি লক্ষ্মণে জীয়ায়।
সেই সে মুরারি গুপ্ত বৈসে নদীয়ায়॥
সর্ব্ব তত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ।
গৌর-পদ-অরবিন্দে ভকত প্রবীণ॥
জন্ম হৈতে বালক-চরিত্র যে যে কৈল।
আদ্যোপান্তে যেই রূপে প্রেম প্রচারিল॥১৫॥
দামোদর-পণ্ডিত সব পুছিল তাঁহারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥
শ্লোকবন্ধে হৈল পুঁথি 'গৌরাঙ্গ চরিত'।
দামোদর-সংবাদ মুরারি-মুখোদিত॥
শুনিয়া আমার মনে বাঢ়িল পিরীত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গ-চরিত॥
অধিকারী নহোঁ তবু কহোঁ এই দোষে।
অবজ্ঞা না কর কেহো না করিহ রোষে॥১৬॥
অমৃত দেখিয়া কার না লাগয়ে সাধে।
অজ্ঞান বালক ইচ্ছে আকাশের চাঁদে॥
গোরা-গুণ গাইতে ঐছন মোর সাধ।
ঐছন সময়ে মাগোঁ বৈষ্ণব প্রসাদ॥
বৈষ্ণব-চরণে মুই করোঁ পরণাম।
গোরা-গুণ গাঙ মোর এই হিয়া-কাম॥
আমার ঠাকুর প্রভু নরহরি দাস।
প্রণতি মিনতি করে এ লোচন দাস॥১৭॥

১৪। 'উত্তম ... ... লাজ' = বিজ্ঞ ভক্তগণ বলিবেন, তাই ত এ যে কিছুই জানে না দেখিতেছি; সুতরাং তাহাতে আমার লজ্জা হইবে।

'মো ছার ·· ···সাধ' = এতদ্দারা পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্ত্তা মহোদয়ের নিরতিশয় দৈন্য ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রীতি প্রকাশ পাইতেছে।

১৫। "হনুমান্ বলি' = শ্রীমুরারি গুপ্ত হইলেন শ্রীহনুমানের অবতার। 'যেবা' = যে হনুমান্।

'বিশল্যকরণী .. .. জীয়ায়' — শ্রীলক্ষ্মণ-দেব শক্তিশেলে আহত হইলে হনুমান্ গন্ধমাদন-পর্ব্বত সহ এই ঔষধ আনয়ন করেন ও তদ্দারা লক্ষ্মণ জীবিত হন।

'অন্তরীণ' = অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ।

'ভকত প্রবীণ" = নৈষ্ঠিক ভক্ত।

'বালক চরিত্র' = বাল্যলীলা।

১৬। 'দামোদর পণ্ডিত' = শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী। "শ্লোলবন্ধে··· ·· মুখোদিত' = শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীমুখের বর্ণনাবলম্বনে শ্লোক-রচিত মুরারি গুপ্তের কড়চা। 'অধিকারী... .. দোষে' = গৌর-গুণ বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার কিছুই নাই, তথাপি যে তাহা বলিতেছি এইটাই আমার দোষ।

১৭। 'না লাগয়ে সাধে" = খাইতে ইচ্ছা না করে? 'ঐছন সময়ে' = এরূপ অবস্থায়।

'হিয়াকাম' = অন্তরের সাধ; প্রাণের বাসনা।



শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব, শ্রীধামনবদ্বীপ।

প্রকাশক ঃ
মহান্ত শ্রীভগবান দাস কাব্য ব্যাকরণতীর্থ, ভাগবতভূষণ।
শ্রীগৌরাঙ্গবিহার, তপোবন ভজনাশ্রম।
হীরালাল পাল রোড, শ্রীনবদ্বীপধাম।

রিপ্রোডাক্‌সন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৬

মারহাটি রাগ। দিশা।

হরি রাম রাম গোরাচাঁদ আরে প্রাণ মোর হয়॥ধ্রু॥

প্রথমে কহিব কথা অপূর্ব্ব-কথন।
আচার্য্য গোসাঁই কৈল গর্ব্ভের বন্দন॥
পৃথিবীতে জনম লৈল ত্রিজগত নাথ।
সাঙ্গোপাঙ্গ যত যত পরিষদ-সাথ॥
পিতা-মাতা বালক লালিল যেনমতে।
অন্নপ্রাশনে নাম থুইল হরষিতে॥
বাল্য-চরিত্র-কথা কহিব বিধান।
শূন্য-চরণে শুনি নূপুর-নিসান॥১৮॥
পরশি অশুচি-দেশ চলে আচম্বিতে।
আপন-মায়েরে জ্ঞান কহিলা যেমতে॥
পুরনারীগণ কহে বুঝিতে চরিত।
তার বোলে নারিকেল আনিলা ত্বরিত॥
কুক্কুর-শাবক লৈয়া খেলায় ঠাকুর।
দেখিয়া সকল লোক আনন্দ প্রচুর॥
বালকের সঙ্গে খেলা খেলে রাজপথে।
গুপ্ত তেজ প্রকাশ দেখিল যেনমতে॥১৯॥
বালক-সহিতে হরিসঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য।
দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত-চিত্ত॥
যেনমতে হাতে খড়ি দিলা তার বাপ।
যা শুনিলে দূরে যায় অমঙ্গল তাপ॥
তবে ত কহিব কথা শুন সাবধানে।
খেলে বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপ-জ্যেষ্ঠ-সনে॥
ইন্দ্র উপেন্দ্র যেন দুই সহোদর।
কহিব তাহান কথা শুনিবে উত্তর॥২০॥
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা যেনমতে।
বিশ্বম্ভর পিতামাতা প্রবোধে কথাতে॥
তবে ত কহিব বিশ্বম্ভরের চরিত।
বালক-সহিতে খেলা খেলে বিপরীত॥
সকল বালক মেলি জাহ্নবীর কূলে।
বালুকায় পক্ষ-পদচিহ্ন দেখি বুলে॥
দেখিয়া তাহার পিতা দুঃখী হৈল মন।
ঘরেরে আনিয়া কৈলা তর্জ্জন গর্জ্জন॥২১॥
স্বপনে তাঁহারে কৃপা কৈলা যেনমতে।
কহিব সকল কথা শুন একচিতে॥
কর্ণবেধ চূড়াকর্ণ আর উপবীত।
কহিব সকল কথা আনন্দিত-চিত॥
বাল্য-সমাধানে হৈলে যৌবন-প্রবেশ।
দিনে দিনে করে প্রেমা-প্রকাশ অশেষ॥
গুরু-স্থানে পড়িলেন সতীর্থের সনে।
বঙ্গজের কথায় পরিহাসয়ে যেমনে॥২২॥
মায়ে আজ্ঞা দিলা একাদশী করিবারে।
অনেক প্রকাশ-কথা কহিব সে কালে॥

১৮। 'গর্ব্ভের' = শ্রীশচী মাতার গর্ব্ভের।
'পৃথ্বীতে' = পৃথিবীতে। 'ত্রিজগত নাথ' = ত্রিভুবনাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ। 'লালিল' = পালন করিল। 'নিসান' = শব্দ।

১৯। 'অশুচি দেশ' = অপবিত্র স্থান।
'আচম্বিতে' = হঠাৎ। 'জ্ঞান' = তত্ত্বকথা।
'বুঝিতে চরিত' = অদ্ভুত কার্য্য কিছু করিতে পারেন কি না তাহা দেখিবার জন্য।

'প্রকাশ' = স্বরূপ-প্রকাশ; ভগবত্ত-প্রকাশ।

২০। 'উপেন্দ্র' = ইন্দ্রের কনিষ্ঠ।

২১। 'প্রবোধ' = সান্ত্বনা করেন। 'বুলে' = ভ্রমণ করে।

২২। 'তাঁহারে' = পিতাকে। 'উপবীত' = পৈতা। 'সমাধানে' = শেষে; অবসানে।
'সতীর্থ' = সমপাঠী; সহাধ্যায়ী (class mate)
'বঙ্গজের' = বাঙ্গালের।

হেনই সময়ে জগন্নাথ-পরলোক।
কান্দয়ে যেমতে প্রভু পাইয়া পিতৃশোক ॥
তবে ত কহিব কথা অপরূপ আর।
বিবাহ করিলা প্রভু—আনন্দ অপার ॥
গঙ্গা-দরশনে আর যে হৈল রহস্য।
সাবধানে শুন কথা কহিব অবশ্য ॥২৩॥
পূর্ব্বদেশ-গমন কহিব ভালমতে।
লক্ষ্মী-স্বর্গ আরোহণ হৈল যেনমতে ॥
দেশেরে আসিয়া পুন বিবাহ করিলা।
শিষ্যে বিদ্যাদান দিয়া গয়ারে চলিলা ॥
প্রত্যেকে কহিব কথা শুন সর্ব্বজন।
অনেক আনন্দ পাবে না ছাড় যতন ॥
দেশ-আগমন-কথা কহিব বিশেষ।
প্রেম প্রকাশয়ে নিরন্তর রসাবেশ ॥২৪॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই অনেক আনন্দ।
শুনিতে পুলক বান্ধে অমিয়া অখণ্ড ॥
ভক্তসন্দর্শন-কথা প্রেমার প্রকাশ।
কহিবার আগে উঠে হৃদয়ে উল্লাস ॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই নদীয়া বিহার।
অমিয়ার ধারা যেন প্রেমার প্রচার ॥
অতি অপরূপ কথা প্রকাশিলা প্রভু।
চারি যুগে ভক্ত যাহা নাহি শুনে কভু ॥২৫॥
হেন অদভুত কথা ভক্তি-পরচার।
কহিব সে মধ্যখণ্ডে নদীয়া বিহার ॥
সকল ভকত মেলি হইলা যেনমতে।
প্রত্যেক কহিব কথা যে জানি কহিতে ॥

প্রথমে কহিব শচী পাইলা প্রেমদান।
পথেতে যেমতে শুনে বংশীর নিস্বান ॥
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা ভাবের আবেশে।
আচম্বিতে দৈববাণী উঠিল আকাশে ॥২৬॥
মুরারিরে কৃপা কৈলা বরাহ আবেশে :
ব্রহ্মা-আদি দেব দেখে আপন-আবাসে ॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রেম পাইল তবে।
কহিব সকল কথা শুন সর্ব্বভাবে ॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর প্রভুর প্রসাদে।
প্রেমায় বিহ্বল হৈয়া দিবানিশি কান্দে ॥
একে একে দিল সর্ব্বজনে প্রেমদান।
কহিব সকল কথা যেমত বিধান ॥২৭॥
ভক্তকে প্রসাদ আম্রবীজ-আরোপণে।
যা শুনিলে সর্ব্বজনের দ্বিধা ঘুচে মনে ॥
অধ্যাত্ম আচ্ছাদি প্রভু প্রেম প্রকাশয়।
জ্ঞানগম্য নহে প্রভু - সবারে বুঝায় ॥
তবে ত কহিব কথা অপূর্ব্ব কথন।
যেমতে হইল নিত্যানন্দ-সন্দর্শন ॥
হরিদাস প্রভু সনে মিলয়ে যেমনে।
অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দের মিলনে ॥
যেনমতে জগাই-মাধাই নিস্তারিলা।
পিতা-পুত্রে ব্রহ্মণেরে যেন কৃপা কৈলা ॥২৮॥
শিবের গায়নে কৃপা কৈল যেনমতে।
আচম্বিতে খেদ উঠে ব্রাহ্মণ-চরিতে ॥
যেনমতে জাহ্নবীতে দিলা প্রভু ঝাঁপ।
যা শুনিলে তিন লোকে উঠে হিয়া-কাঁপ ॥

২৩। 'একাদশী' = একাদশীর উপবাস।
২৬। 'মেলি' = মিলন। 'নিস্বান' = শব্দ।
২৭। 'আপন-আবাসে' = নিজের বাড়ীতে। 'সর্ব্বভাবে' = একাগ্রচিত্তে; একমনে।
২৮। 'দ্বিধা' = সন্দেহ; অবিশ্বাস। 'অধ্যাত্ম আচ্ছাদি' = জ্ঞানযোগ দূর করিয়া। 'জ্ঞানগম্য = জ্ঞানযোগে পাইবার যোগ্য। 'পিতা-পুত্রে ব্রাহ্মণেরে' = ব্রাহ্মণ পিতাকে তাহার পুত্রের সহিত।

তবে আর অপরূপ শুনিবে বিধানে।
দেবালয় মার্জ্জনা প্রভু করিলা যেমনে ॥
শুনিবে অনেক কথা অতি অপরূপ।
কুষ্ঠব্যাধি নিস্তারিলা এ বড় কৌতুক ॥২৯॥
বলরাম-আবেশ-কথা কহিব বিশেষ।
যা শুনিলে সবে পাবে আনন্দ অশেষ ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যের বাড়ীতে প্রকাশ।
প্রেম-পরকাশে ছায় এ ভূমি আকাশ ॥
অনেক রহস্য-কথা কহিব তাহাতে।
বৈরাগ্য অদ্ভুত প্রভুর উঠে যেনমতে ॥
কেশব ভারতী দেখি নদীয়া-নগরে।
সন্ন্যাস করিব বলি উল্লাস অন্তরে ॥৩০॥
যেনমতে সর্ব্ব ভক্তগণের বিলাপ।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া শোক-সাগরে দিলা ঝাঁপ ॥
সন্ন্যাস-আশয়ে নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।
সন্ন্যাস করিলা প্রভু ভারতী সহায় ॥
কহিব সম্যক্ সব যত বিবরণ।
আচার্য্য-প্রভুর ঘর গেলা যেনমনে ॥
সবা-সন্দর্শনে আর যেবা হৈল কথা।
সবা প্রবোধিয়া প্রভু যাত্রা কৈলা যথা ॥
পুরুষোত্তম দেখিবারে চলিলা যেমতে।
কহিব রহস্য-কথা গ্রাম রেমুণাতে ॥৩১॥
ক্রমে ক্রমে কহিব সে পথের চরিত।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক পাইবে পিরীত ॥
যাজপুর যাই প্রভু যে কৈল রহস্য।
একাম্রনগর-কথা কহিব অবশ্য ॥
জগন্নাথ-সন্দর্শন হৈল যেনমতে।
সার্ব্বভৌমে প্রকাশ শুনিবে একচিতে ॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই অমৃতের সার।
শেষখণ্ড-কথা আছে কহি শুন আর ॥
মধ্যখণ্ড সায় পুঁথি প্রেমার প্রকাশ।
আনন্দ-হিয়ায় কহে এ লোচন-দাস ॥৩২॥

ধানশী রাগ। তরজা ছন্দ।

জয় রে জয় রে জয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
আপনি অবনী অবতার।
অহহ লোকের ভাগ্যে, পৃথিবী সোহাগ করে,
শ্রীপদ যাহার অলঙ্কার ॥
ত্রিজগত-দীপ নব- দ্বীপেরে উদয় কৈল,
করুণা-কিরণ-পরকাশে।
অনেক দিনের যত, ভকত পিয়াসী ছিল,
ধাওল প্রেম-প্রতিআশে ॥৩৩॥
মধুময় কমলে যেন, ষটপদ ভ্রমরা বুলে,
যেন চাঁদ-চকোরির মেলি।
বরিষার মেঘ দেখি, চাতক ফুকারে যেন,
পিউ পিউ ডাকে মাতোয়ালি ॥

৩০। "ছায়" = ছেয়ে ফেলিল; আবৃত করিল।
৩১। 'আচার্য্য-প্রভুর' = শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের।
'যেনমন' = যেরূপে। 'যথা' = যেরূপে।
'পুরুষোত্তম' = শ্রীক্ষেত্র; শ্রীপুরীধাম।
৩২। 'চরিত' = লীলা।
'সার্ব্বভৌমে প্রকাশ' = ষড়্ভুজ-রূপ-প্রকাশ।
৩৩। 'সোহাগ' = আদর।
'ত্রিজগত দীপ' = ত্রিজগতের আলো-স্বরূপ; ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ স্থান। 'পিয়াসী' = পিপাসু।
৩৪। 'ষট্পদ' = ছয়খানি-পা-বিশিষ্ট ভ্রমর।

নাচয়ে ভাবক ভোরা, প্রেম বরিষয়ে গোরা,
হুঙ্কার গর্জ্জন সিংহনাদে।
অধনের ধন যেন, হারাইয়া পেয়েছে হেন,
অনুগত আরতিয়া কাঁদে ॥৩৪॥
বনের হাতিয়া যেন, বন-দাবানলে পুড়ি,
অমিয়া-সায়রে দিল ঝাঁপ।
ঐছন প্রেমার রঙ্গে, অঙ্গ ডুবায়ল গো,
পাসরল পূরুবের তাপ ॥
ভালি রে ঠাকুর বলে, কেহো মালসাট মারে,
প্রেমানন্দে আপনা পাসরে।
যে প্রেম লখিমী মাগে, কর জুড়ি অনুরাগে,
অবিচারে বিলায় সবারে ॥৩৫॥
কি কহিব আর কথা, অনন্ত ভুলিল যথা,
কিবা রস প্রেমার মাধুরী।
শেষ বলিয়ে যারে, শিরে ধরে এ সংসারে,
সেই আজু নিতাই নাম ধরি ॥
প্রেমরসে গরগর, না চিনে আপন পর,
সবারে বুঝায় এই কথা।
পদতল তাল-ভরে, ধরণী টলমল করে,
জিনি মদমত্ত হাতী মাতা ॥
আর অপরূপ শুন, মহেশ অদ্বৈত নাম,
যার গুণ-গানে আগেয়ান।
চৈতন্য-ঠাকুর-সনে, প্রেমরস-আলাপনে,
পাসরিল এ যোগ গেয়ান ॥৩৬॥
রসিক সঙ্গীর সঙ্গে, প্রেম বিলাসই রঙ্গে,
সবারে বুঝায় অবিরোধে।
এই দুই ঠাকুর বহি, দয়ার ঠাকুর নাহি,
যা লাগি উদয় গোরাচাঁদ ॥
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, সর্ব্বজনে হরি বলে,
সবে করে প্রেম প্রতি আশ।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম, সবে অভিলাষী গো,
হাসি কহে এ লোচন দাস ॥৩৭॥

বরাড়ী রাগ। দিশা।

হরি রাম রাম হয় রে হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
আলো মুই গোরার নিছনি লৈয়া মরি।
গোরা-রূপের গুণের বালাই লইয়া।
বিলাইল প্রেম গোরা জগত ভরিয়া ॥
আরে রে আরে আরে আরে হয় রে ॥ ধ্রু ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য সুখানন্দ ॥
গদাধর-পণ্ডিত জয় জয় নরহরি।
জয় জয় শ্রীনিবাস ভক্তি-অধিকারী ॥
চৈতন্য গোসাঁইর যত প্রিয় ভক্তগণ।
সবার চরণ হৃদে করিয়ে বন্দন ॥
কহিব চৈতন্য-কথা শুন সাবধানে।
অবতার কলিযুগে হইল যেমনে ॥

'আরতিয়া'=আর্ত্তি করিয়া, কাতর স্বরে।
৩৫। 'দাবানল'=দাবাগ্নি; গাছে গাছে ঘর্ষণ হইয়া বনে যে স্বাভাবিক অগ্নি হয়। 'অমিয়া-সায়রে' =অমৃত-সাগরে। 'লখিমী'—শ্রীলক্ষ্মী-দেবী।
'অবিচারে'—ভাল-মন্দ ছোট-বড় বিচার না করিয়া।
৩৬। 'অনন্ত'—শ্রীঅনন্ত-দেব। 'শেষ'—শ্রীঅনন্ত-দেব। 'সেই ... ধরি'—সেই অনন্তদেব নিতাই হইলেন। 'চিনে'—জানে। 'মদমত্ত'—মদমত্ত। 'মহেশ ... নাম'—মহাদেব অদ্বৈত হইলেন। 'অগেয়ান'—জ্ঞানহারা, উন্মত্ত; বিভোর। ৩৭। 'এই দুই ঠাকুর'—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু।

মুরারি গুপত বেজা প্রভু-তত্ত্ব জানে।
দামোদর-পণ্ডিত পুছিলা তাঁর স্থানে ॥৩৮॥
কহ শুনি কি লাগি গৌরাঙ্গ অবতার।
শুনিতে আনন্দ চিতে হইছে আমার॥
কেনে শ্যামবর্ণ ত্যজি হৈলা গৌরতনু।
কেনে বা কীর্ত্তনে লুটে গায়ে মাখে রেণু॥
কেনে বা নাগর-বেশ ছাড়িয়া সন্ন্যাস।
কেনে দেশে দেশে বুলে করিয়া হুতাশ॥
কেনে কান্দে রাধা রাধা গোবিন্দ বলিয়া।
কেনে ঘরে ঘরে বুলে প্রেম যাচাইয়া॥
কহিবা সকল কথা পরম নিগূঢ়।
যা শুনিলে ত্রাণ পায় অখিলের মূঢ় ॥৩৯॥
শুনিয়া মুরারি কহে—শুনহ পণ্ডিত।
এই সব তত্ত্ব তোমায় করিব বিদিত॥
সত্যযুগে চারি অংশ ধর্ম—শাস্ত্রে কয়।
ত্রেতায়ে ত্রিভাগ ধর্ম গণনা করয়॥
দ্বাপরে অর্দ্ধেক ধর্ম কহিয়ে তোমারে।
কলিযুগে এক অংশ ধর্ম্মের বিচারে॥
অধর্ম বাঢ়িল—ধর্ম হইল যে ক্ষীণ।
স্বধর্ম ত্যজিল—বর্ণ-আশ্রম-বিহীন॥
পাপময় ঘোর আন্ধিয়ার হৈল কলি।
মজিল সকল লোক—অধর্ম-বিকলি ॥৪০॥
ধর্মহীন দেখিয়া নারদ-মহামুনি।
কলি তারিবারে দয়া কহিলা আপনি॥
ভাবিলেন কলিসর্প গিলিল সবারে।
মনে হৈল ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিবারে॥
কৃষ্ণ বিনু ধর্ম কেহো না পারে স্থাপিতে।
অবশ্য আনিব কৃষ্ণ কলিতে ত্বরিতে॥
ভক্ত-ইচ্ছা গোবিন্দের হয় সর্ব্বকাল।
বেদপুরাণ শাস্ত্রে সে আছয়ে বিচার ॥৪১॥
যদি কৃষ্ণদাস মুই হঙ সর্ব্বথায়।
কলিতে আনিব তবে প্রভু যদুরায়॥
দেখোঁ আগে কলিযুগ করে কোন্ কর্ম্ম।
তবে সে আনিব কৃষ্ণ সর্ব্বময় ধর্ম্ম॥
আনিব সকল দেবগণ তাঁর সঙ্গে।
অস্ত্র-পারিষদ আদি করি সাঙ্গোপাঙ্গে॥
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ সনকাদি মুনি।
পৃথিবীতে জনমিব দেবী কাত্যায়নী॥
দ্বারকায় যত আছে আর যদুবংশে।
পৃথিবীতে জনমিব নিজ-নিজ-অংশে ॥৪২॥
কহিব সকল কথা শুন সাবধানে।
পৃথিবীতে অবতার হইল যেনমনে॥
সব-অবতার-সার গোরা-অবতার।
এমন করুণা কভু নাহি হয়ে আর॥
পরদুঃখে কাতর নারদ-মহামুনি।
কৃষ্ণ-কথারস-গান দিবস রজনী॥
কৃষ্ণকথা-লোভে বুলে সংসার ভ্রমিয়া।
না শুনিল কৃষ্ণনাম জগত চাহিয়া॥
কৃষ্ণরসে গদগদ আধ আধ ভাষ।
ক্ষণেক রোদন ক্ষণে অট্ট অট্ট হাস ॥৪৩॥
বীণা-সনে গুণ গায় ঝরে আঁখি-নীর।
কৃষ্ণরসাবেশ মুনির অন্তর-বাহির॥

৩৮। 'পুছিলা'=জিজ্ঞাসা করিলেন।
৩৯। 'রেণু'—ধূলা।
'হুতাশ'=হাহাকার; ক্রন্দন।
'যাচাইয়া'—যাচিয়া দিয়া।
৪০। 'বর্ণ-আশ্রম বিহীন'—বর্ণাশ্রম-ধর্ম-শূন্য।
৪১। 'কলি তারিবারে'—কলিহতে জীব উদ্ধার করিবার জন্য।
৪৩। 'যেনমনে'=যেমতে।

ঐছন প্রেমার রঙ্গে অঙ্গ গড়াইয়া।
না শুনিল কৃষ্ণনাম জগত ঘুরিয়া॥
অন্তরে দুঃখিত মুনি বিস্মিত হিয়ায়।
লোক-নিস্তারণ-হেতু না দেখি উপায়॥
দংশিল সকল লোকে কলি কালসর্পে।
নিরন্তর দগধ মুগধ মায়া দর্পে॥
শিশ্নোদর পরায়ণ জগত ভরিয়া।
মূর্চ্ছিত সকল লোক কৃষ্ণ পাসরিয়া॥৪৪॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ অভিমানে।
নিরন্তর সিঞ্চে হিয়া গরল-সেচনে॥
'এ আমি আমার' বলি মরে অকারণে।
কে আপনি কে আপনা কিছুই না জানে॥
ঐছন লোকের দুঃখ দেখি মহামুনি।
অন্তরে চিন্তিত হৈয়া মনে মনে গুণি॥
ঘোর কলিযুগে জীবের না দেখি নিস্তার।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দ্বারকার দ্বার॥
দ্বারকার ঠাকুর দেব-দেব-শিরোমণি।
সত্যভামা-গৃহে সুখে বঞ্চিয়া রজনী॥৪৫॥
প্রভাতে উঠিয়া কৈল যে বিধি উচিত।
রুক্মিণীর ঘর যাব করিলা ইঙ্গিত॥
বুঝিয়া রুক্মিণীদেবী আপনা-মঙ্গল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল॥
গৃহ সম্মার্জ্জন করে অঙ্গের সুবেশ।
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অশেষ॥
সুমঙ্গল পূর্ণঘট ঘৃত বাতি জ্বলে।
প্রভু শুভ আগমন কৈলা হেন কালে॥

মিত্রবৃন্দা নগ্নজিতা সুশীলা সুবলা।
প্রভু-নির্ম্মঞ্ছন করে আনন্দে বিহ্বলা॥৪৬॥
সুবাসিত গন্ধজল প্রভু-কাছে আনি।
পাদ-প্রক্ষালন করে দেবী শ্রীরুক্মিণী॥
আপন-সম্পদ পদ ধরি নিজ-বুকে।
অনুরাগে নেহারই ক্ষণে দেই মুখে॥
হৃদয়ে শ্রীপদ ধরি কান্দয়ে রুক্মিণী!
বিস্মিত হইয়া কিছু পুছে চক্রপাণি॥
কান্দনার হেতু কিছু না বুঝি তোমার।
কি লাগি কান্দহ দেবি! কহ সমাচার॥৪৭॥
তুমি প্রাণাধিকা মোর জগজনে জানে।
তোমার অধিক কেবা কহ না আপনে॥
কিবা অবজ্ঞায় তোয় আজ্ঞা না পালিল।
স্বরূপে কহ না দেবি! কি দোষ করিল॥
একমাত্র পুরুষে যে পরিহাস কৈল।
আজিহ তোমার চিত্তে সে কথা আছিল॥
কত পরণতি কৈল বিনয় করিয়া।
তভু না ঘুচিল তোর এ কঠিন হিয়া॥
ঐছন নিষ্ঠুর বাণী প্রভু-মুখে শুনি।
সরস সম্ভাষে কিছু কহয়ে রুক্মিণী॥৪৮॥
অন্তর কঠিন মোর কভু নহে আন।
এক মহাভাগ্য সবে তুমি মোর প্রাণ॥
তোমার পদারবিন্দ তো হ'তে অধিক।
আজিহ নাচয়ে শিব পিবই মাধ্বীক॥
জগতে যতেক সব তোর সুগোচর।
সবে না জানহ পদ-প্রেমার উত্তর॥

৪৪। 'দগধ'=দগ্ধ। 'মুগধ'=মুগ্ধ।
'মায়া-দর্পে'=মায়ার প্রভাবে। 'শিশ্নোদরপরায়ণ" =কাম ও উদর-পরায়ণ; কামুক ও পেটুক।
৪৫। 'গুণি'=ভাবিতে লাগিলেন।

৪৭। 'প্রভু নির্মঞ্ছন'=প্রভুর সেবা।
'আপন সম্পদ পদ"= স্বীয় সর্ব্বস্বধন কৃষ্ণ-শ্রীচরণ।
'নেহারই'=দেখে। 'চক্রপাণি'=শ্রীকৃষ্ণ।
৪৮। 'স্বরূপে"=ঠিক্ করিয়া।

যদি রাধা-ভাব হৃদে কর আরোপণ।
তবে সে জানিবে নিজ-প্রেমার লক্ষণ ॥৪৯॥
এ বোল শুনিয়া প্রভুর হিয়া চমৎকার।
কি বৈলে কি বৈলে দেবি! কহ আরবার॥
ভালমতে না শুনিল যে বলিলা তুমি।
ঐছন কি আছে যাহা নাহি জানি আমি॥
এহেন অদ্ভুত কথা শুনি মোর হিয়া।
বাঢ়য়ে আরতি কিছু বিস্ময় পাইয়া॥
হেন কি দুর্ল্লভ পদ আছে ত্রিজগতে।
আশ্চর্য্য মানিয়ে যাহা দেখিতে শুনিতে॥
তোর মুখে শুনি মোর অগোচর আছে।
আনন্দে আমার হিয়া কি জানি করিছে॥
কহ কহ কহ দেবি! এহেন বিশ্বাস।
চরণ-মহিমা কহে এ লোচন দাস ॥৫০॥

ধানশী রাগ।

বলে দেবী রুক্মিণী, শুন প্রভু গুণমনি,
চিত্তে কিছু না ভাবিহ আন।
যা লাগি কান্দিয়ে আমি, সে কথা না জান তুমি
আর যত সব তুমি জান॥
তোমার পদ-কমলে, কি আছে কতেক বলে,
ভালে না জানহ তুমি ইহা।
এ পদ আমার ঘরে, ছাড়ি যাবে অন্যন্তরে,
তা লাগি কান্দয়ে মোর হিয়া॥
এ পদ-পদুম-গন্ধে, যায় যেই দিগ-অন্তে,
সে দিক ছাড়য়ে জরা মৃত্যু।
পদ-মকরন্দ-পানে, জীবে যেই যেই জনে,
তারে কিবা দিবা-নিশি-ঋতু ॥৫১॥
পাদপদ্ম-সুপরাগে, যে ধরয়ে অনুরাগে,
তার পদ পাই পুণ্যভাগে।
কান্দিয়া কহিয়ে কথা, যত আছে মনব্যথা,
সব নিবেদিয়ে তুয়া আগে॥
তুমি ঠাকুর সবাকার, তোমার ঠাকুর আর,
কে আছয়ে সকল সংসারে।
তোর পদ-অনুরাগে, এ-রস-আস্বাদ পাবে,
এই পঁহু নিবেদিয়ে তোরে॥
রাধামাত্র জানে ইহা, ও রস-পিরীতি পাইয়া
যত সুখ যতেক সোহাগ।
ভকত-বিস্ময় গুণে, যেই কথা রাত্রিদিনে,
কি না রস প্রেম অনুরাগ ॥৫২॥
ব্রহ্মা-আদি দেবা দেবী, লখিমী-চরণ সেবী,
সে পুন আপনি অনুরাগে।
কর-কমলে কমলা, অতি-আরতি-বিভোলা,
এই পাদপদ্ম-সেবা মাগে॥
সে পুন হৃদয়ে রহি, শয্যায় শুতয়ে নাহি,
বদনে বদন রহু রমা।
এ-পদ-মাধুরী-আশে, সেহো তাহা নাহি বাসে
কেবা কহু চরণ-মহিমা॥

'পরণতি' = প্রণাম; দোষ-স্বীকার।
৪৯। 'পিবই' = পান করে। 'মাধ্বীক' = মধু। 'পদ-প্রেমার উত্তর' = তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রীতির মহিমা। ৫০। 'আরতি' = উদ্বেগ; উৎকণ্ঠা।
৫১। 'অন্যন্তরে' = অন্যত্র; অন্য স্থানে। 'পদুম' = পদ্ম। 'দিগ অন্তে' = দিগন্তে; দিকে।
'তারে ঋতু' = তার আর কি দিন রাত্রি, কি শীত গ্রীষ্ম কিছুই জ্ঞান থাকে না। "জীবে" = বাঁচিবে।
৫২। 'সুপরাগে' = রেণু; ধূলিকণা। 'পুণ্য-ভাগে' = মহাভাগ্যে।
৫৩। 'অতি আরতি-বিভোলা' = অতিশয় অনুরাগে বিভোর হইয়া

যদি রাধা-ভাব হৃদে কর আরোপণ।
তবে সে জানিবে নিজ-প্রেমার লক্ষণ ॥৪৯॥
এ বোল শুনিয়া প্রভুর হিয়া চমৎকার।
কি বৈলে কি বৈলে দেবি! কহ আরবার॥
ভালমতে না শুনিল যে বলিলা তুমি।
ঐছন কি আছে যাহা নাহি জানি আমি॥
এহেন অদ্ভুত কথা শুনি মোর হিয়া।
বাঢ়য়ে আরতি কিছু বিস্ময় পাইয়া॥
হেন কি দুর্ল্লভ পদ আছে ত্রিজগতে।
আশ্চর্য্য মানিয়ে যাহা দেখিতে শুনিতে॥
তোর মুখে শুনি মোর অগোচর আছে।
আনন্দে আমার হিয়া কি জানি করিছে॥
কহ কহ কহ দেবি! এহেন বিশ্বাস।
চরণ-মহিমা কহে এ লোচন দাস ॥৫০॥

ধানশী রাগ।

বলে দেবী রুক্মিণী, শুন প্রভু গুণমনি,
চিত্তে কিছু না ভাবিহ আন।
যা লাগি কান্দিয়ে আমি, সে কথা না জান তুমি
আর যত সব তুমি জান॥
তোমার পদ-কমলে, কি আছে কতেক বলে,
ভালে না জানহ তুমি ইহা।
এ পদ আমার ঘরে, ছাড়ি যাবে অন্যত্তরে,
তা লাগি কান্দয়ে মোর হিয়া॥
এ পদ-পদুম-গন্ধে, যায় যেই দিগ-অন্তে,
সে দিক ছাড়য়ে জরা মৃত্যু।
পদ-মকরন্দ-পানে, জীবে যেই যেই জনে,
তারে কিবা দিবা-নিশি-ঋতু ॥৫১॥
পাদপদ্ম-সুপরাগে, যে ধরয়ে অনুরাগে,
তার পদ পাই পুণ্যভাগে।
কান্দিয়া কহিয়ে কথা, যত আছে মনব্যথা,
সব নিবেদিয়ে তুয়া আগে॥
তুমি ঠাকুর সবাকার, তোমার ঠাকুর আর,
কে আছয়ে সকল সংসারে।
তোর পদ-অনুরাগে, এ-রস-আস্বাদ পাবে,
এই পঁহু নিবেদিয়ে তোরে॥
রাধামাত্র জানে ইহা, ও রস-পিরীতি পাইয়া
যত সুখ যতেক সোহাগ।
ভকত-বিস্ময় গুণে, যেই কথা রাত্রিদিনে,
কি না রস প্রেম অনুরাগ ॥৫২॥
ব্রহ্মা-আদি দেবা দেবী, লখিমী-চরণ সেবী,
সে পুন আপনি অনুরাগে।
কর-কমলে কমলা, অতি-আরতি-বিভোলা,
এই পাদপদ্ম-সেবা মাগে॥
সে পুন হৃদয়ে রহি, শয্যায় শুতয়ে নাহি,
বদনে বদন রহু রমা।
এ-পাদ-মাধুরী-আশে, সেহো তাহা নাহি বাসে
কেবা কহু চরণ-মহিমা॥

'পরণতি' = প্রণাম; দোষ-স্বীকার।
৪৯। 'পিবই' = পান করে। 'মাধ্বীক' = মধু। 'পদ-প্রেমার উত্তর' = তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রীতির মহিমা। ৫০। 'আরতি' = উদ্বেগ; উৎকণ্ঠা।
৫১। 'অন্যত্তরে' = অন্যত্র; অন্য স্থানে। 'পদুম' = পদ্ম। 'দিগ অন্তে' = দিগন্তে; দিকে।
'তারে ঋতু' = তার আর কি দিন রাত্রি, কি শীত গ্রীষ্ম কিছুই জ্ঞান থাকে না। "জীবে" = বাঁচিবে।
৫২। 'সুপরাগে' = রেণু; ধূলিকণা।
'পুণ্য-ভাগে' = মহাভাগ্যে।
৫৩। 'অতি আরতি-বিভোলা' = অতিশয় অনুরাগে বিভোর হইয়া

লখিমী আপন-সুখ, সে চাহে কান্তর-মুখ,
হেন পদ-পরসাদ প্রেমা।
রাধামাত্র ইহা জানে, যে ভুঞ্জিল বৃন্দাবনে,
তার ভাগ্যপথে নাহি সীমা ॥৫৩॥
এ পুন জগতে ধান্ধা, তারি গুণে তুমি বান্ধা,
আজিহ না ছাড় হিয়া জাপ।
রাধানাম লৈতে আঁখি, ছলছল করে দেখি,
হেন পদ-প্রেমার প্রতাপ ॥
এ পদ আমার ঘরে, উল্লসিত অন্তরে,
কান্দি পুন বিচ্ছেদের ডরে।
তোমার অধিক তোর, শ্রীপদপঙ্কজ জোর,
অনুভবি করহ বিচারে ॥
তুমি যাহার ধেয়ান, তুমি সমাধি গেয়ান,
তুমি মাত্র সর্ব্বত্র সহায়।
এহেন তোমার দাস, তুয়া পদে করে আশ,
এই অপরূপ বড় মোয় ॥৫৪॥
যে পদে লখিমী দাসী, সে কেনে তা অভিলাষী
ঐছন তোমার ঠাকুরাল।
ঠাকুর হইয়া পুন, তার ভাল নাহি মান,
অবিচারে তারে দেহ শাল ॥
পদ-মকরন্দ-রসে, যে ভুঞ্জয়ে অভিলাষে,
অক্ষয় অব্যয় সে ভাণ্ডার।
কিবা বাণী লখিমিনী, আপনাকে ধন্য মানি,
বিনি সেবা পরবশ তার ॥
সালোক্যাদি মুক্তি চারি, তার পাছে অনুসারী
নাহি চায় নয়ানের কোণে।
যে পড়িল প্রেমরসে, আর কিবা তার বাসে,
বৈকুণ্ঠাদি তুচ্ছ করি মানে ॥৫৫॥
কর জুড়ি বলি পঁহু, ও-পদ-কমল-মহু,
মধুকর করি দেহ বর।
ও-পদ-বিচ্ছেদ-ডরে, এ পাপ পরাণ ঝুরে,
কভু না ছাড়িহ মোর ঘর ॥
পদ-অরবিন্দ-গুণ, রুক্মিণী কহিল শুন,
কেবল করুণা পরকাশ।
তাহে সে প্রভুর দয়া, খলবল করে হিয়া,
গুণ গায় এ লোচন দাস ॥৫৬॥

ধানশী রাগ।

ও কি আরে হয় হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥

হেন অপরূপ কথা, শুন গোরা-গুণগাথা
শ্রবণ-মঙ্গল নাম হয়।
আরে হয় ॥ ধ্রু ॥

শুনিয়া রুক্মিণী-বাণী অন্তর-উল্লাসে।
অরুণ কমল-আঁখি করুণা-জলে ভাসে ॥
অঙ্গ হেলাইয়া পহুঁ লহু লহু বোলে।
সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিণী করি কোলে ॥
চিবুকে দক্ষিণ কর বয়ান নেহালে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দ-হিলোলে ॥
হেন অদভুত কথা কভু নাহি শুনি।
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ কহিলা আপনি ॥৫৭॥
হেনকালে নারদ আইলা আচম্বিত।
বয়ান বিরস মুনির অন্তরে চিন্তিত ॥

৫৫। 'ঠাকুরাল' = প্রভাব; ঐশ্বর্য্য; ঈশ্বরত্ব। 'শাল' = শাস্তি। 'তার পাছে অনুসারী' — তাঁর পিছু পিছু গমন করে; তার আজ্ঞাকারী হয়।
"আর কিবা তার বাসে' = অন্য কিছু কি তাহার আর ভাল লাগিতে পারে?

৫৬। 'মহু' = মধু।

৫৭। 'চিবুকে' = দাড়িতে; থুতনীতে।

৫৮। 'আশ্লেষে' = আলিঙ্গন।

উঠিয়া সম্ভ্রমে দেবী পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
বসাইলা দিব্যাসনে কুশল পুছিয়া॥
ঠাকুর উঠিয়া কৈল নিবিড় আশ্লেষে।
সরস সম্পদ কথায় নারদ সম্ভাষে॥
অনুরাগে রাঙা দুই আঁখি ছল ছল।
গদগদ ভাষ মুনি করে টলমল॥৫৮॥
অঙ্গ নিরখিতে আঁখি ভাসে প্রেম-নীরে।
কহিবারে চাহে কিছু কহিতে না পারে॥
প্রভু সুধাইল মুনি! কহ সুনিশ্চিত।
এহেন দুর্ব্বল কেনে অন্তরে চিন্তিত॥
তুমি মোর প্রাণাধিক মুই তোর প্রাণ।
তোমারে দুঃখিত দেখি হৈনু অগেয়ান॥
নারদ কহয়ে প্রভু! কি কহিব আমি।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্ব-অন্তর্যামী॥৫৯॥
তোর গুণ-গানে মোর অমিয়া আহার।
তোর গুণ-লোভে বুলোঁ সকল সংসার॥
কৃষ্ণনাম না শুনিল সংসার ভ্রমিয়া।
নিজ-মদে মত্ত লোক তোমা পাসরিয়া॥
অহঙ্কারে মুগধ মূর্চ্ছিত সর্ব্ব লোক।
কৃষ্ণহীন জীব দেখি—এই মোর শোক॥
লোকের নিস্তার-হেতু না দেখি উপায়।
এই মনঃকথা মন সদাই ধেয়ায়॥৬০॥
নিবেদিল অন্তরে যে ছিল মোর দুখ।
তোর পদ-পরসাদে আর সব সুখ॥
হাসিয়া কহেন প্রভু শুন মহামুনি।
পূরুবের যত কথা পাসরিলা তুমি॥
কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিলা যেনমতে।
মহেশ-সংবাদ মহাপ্রসাদ-নিমিত্তে॥
আর অপরূপ কথা রুক্মিণী কহিল।
শুনিয়া বিহ্বল আমি প্রতিজ্ঞা করিল॥৬১॥
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে।
দীন ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে॥
ভকত-জনের সঙ্গে ভকতি করিয়া।
নিজ-প্রেম বিলাইব ঈশ্বর হইয়া॥
গুণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রকট করিব।
নবদ্বীপে শচী-গৃহে জনম লভিব॥
গৌর দীর্ঘ কলেবরে বাহু জানু-সম।
সুমেরু-সুন্দর তনু অতি মনোরম॥
কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হৈলা।
দেখিয়া নারদ অতি আরতি বাঢ়িলা॥
সুমেরু-সুন্দর তনু প্রেমার আবেশে।
কহয়ে লোচন গোরার প্রথম প্রকাশে॥৬২॥

শ্রীরাগ। দিশা।

ও কি গৌরাঙ্গ জয় জয়॥ মূর্চ্ছা॥
কি না মোর গৌরাঙ্গপ্রেম-অমিয়া,
ও কি গৌরাঙ্গ আরে জয় জয়॥ধ্রু॥
দেখিয়া নারদ-মুনি হরিষ-হিয়ায়।
বরিখয়ে আঁখি-নীর সহস্র-ধারায়॥
কোটি-ইন্দু জিনি জ্যোতি কোটি-রবিতেজে।
কোটি কাম জিনি লীলা গৌরবর রাজে॥
ঝলমল অঙ্গতেজ চাহিতে না পারি।
আঁখি মুদি রহে মুনি কাঁপে থরথরি॥
তেজ সম্বরিলা প্রভু নারদে নেহারে।
অবশ নারদ দেখি ডাকে উচ্চস্বরে॥৬৩॥

৫৯। 'সুধাইল'—জিজ্ঞাসা করিল।
৬০। 'কৃষ্ণহীন'=কৃষ্ণভক্তি-বিহীন।
৬১। 'কাত্যায়নী .. .. নিমিত্তে'=শ্রীমহাদেব শ্রীভগবতীকে কৃষ্ণের মহাপ্রসাদ দেন নাই বলিয়া

সম্বিত পাইয়া মুনি সে রূপ ধেয়ানে।
পুন দরশন লাগি পিয়াস নয়ানে ॥
ঠাকুর কহেন শুন মুনি মহাভাগ।
অব্যাহত-গতি তোমার সর্ব্বত্র সোহাগ ॥
ঘোষণা করহ শিব-ব্রহ্মা-আদি লোকে।
গৌর অবতার মুই হব কলিযুগে ॥
গুণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ করিব।
নিজ-ভক্তি-প্রেমরস সুখ প্রচারিব ॥৬৪॥
শতশত শাখা ভক্তিপথে নাহি সীমা।
একমুখ হউ লোক প্রচারিব প্রেমা ॥
নিজ-নিজ-ভক্তগণ আর পারিষদ।
পৃথিবী জনম' গিয়া প্রেমভক্তি সাধ ॥
ঐছন শ্রীমুখ-বাণী শুনিয়া নারদ।
খণ্ডিল সকল দুঃখ পদ পরসাদ ॥৬৫॥
চলিলা নারদ-মুনি বীণা বাজাইয়া।
এই মনঃকথা-রসে পরবশ হৈয়া ॥
কি দেখিল অপরূপ গোরা-রূপ-ঠাম।
কি দেখিল সকরুণ অরুণ নয়ান ॥
কি দেখিল অমিয়া-অধিক পরকাশ।
কি দেখিল শ্রীমুখের মধুরিম হাস ॥৬৬॥
যত যত অবতার সবা হৈতে সার।
কভু নাহি দেখি হেন প্রেমার ভাণ্ডার ॥
সফল জনম দিন সফল নয়ান।
কি দেখিনু গোরা-রূপ প্রসন্ন নয়ান ॥
এহেন করুণানিধি কভু নাহি দেখি।
পাসরিতে নারি হিয়া চিয়াইল আঁখি ॥

চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি চলি যায় পথে।
নৈমিষ অরণ্যে দেখা উদ্ধবের সাথে ॥৬৭॥
উদ্ধব সংভ্রমে উঠি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
দণ্ডবত করে ভূমে চরণে পড়িয়া ॥
শুভদিন হেন মানে আপনাকে ধন্য।
শুভক্ষণে দেখা হৈল নৈমিষ-অরণ্য ॥
নারদ তুলিয়া কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
চুম্বন করিয়া নৈল মস্তকের ঘ্রাণ ॥
উদ্ধব আনিয়া দিলা আসন বসিতে।
নিজ-মনঃকথা পুছে হাসিতে হাসিতে ॥৬৮॥
জনম সফল মোর দিন স্বতন্তর।
এক নিবেদঁউ চির-বেদনা অন্তর ॥
পূরুবে ত ব্যাস এই নৈমিষ-অরণ্যে।
বেদ বিচারিয়া জাড্য না ঘুচিল মনে ॥
তব পরসাদে কথা নিগূঢ় শুনিল।
লোক-নিস্তারণ-হেতু ভাগবত হৈল ॥৬৯॥
তুমি সর্ব্ব-তত্ত্ব-বেত্তা প্রভু-তত্ত্ব জান।
বুঝিয়া ঠাকুর মন ভবিষ্য বাখান' ॥
কলিযুগে লোকের নিস্তার কেনমনে।
পাপাবৃত অন্ধ লোক হৃদয় নয়নে ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে লোকের ধর্ম্ম জানি।
ঘোর কলিযুগে জীবের নাহি পাপ বিনি ॥
দয়া করি কহ যদি ঘুচাও সন্দেহ।
তোমার অধিক আর দয়াবন্ত কেহ ॥৭০॥
হাসিয়া কহয়ে মুনি অন্তরে উল্লাস।
ভাল সুধাইলে হে উদ্ধব হরিদাস ॥

তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই মহাপ্রসাদ আমি শৃগাল কুকুরকে পর্যন্ত দিয়া খাওয়াইব ও তাহাতে সকলের উদ্ধার সাধন করিব।

৬৪। 'সম্বিত'=জ্ঞান; চেতনা। 'পিয়াস'=পিপাসা; লালসা। ৬৬। 'পরবশ'=বিভোর।

৬৭। 'চিয়াইল'=চেতন হইল; সতেজ হইল।

৬৮। 'সংভ্রমে'=সসংকোচে। 'পাদ্য'=পাদ-প্রক্ষালনার্থ জল।

৬৯। 'দিন স্বতন্তর'=জীবন ধন্য। 'নিবেদঁউ'=নিবেদন করি।

পরম নিগূঢ় কথা কহি তোর সনে।
ঐছন আছিল শোক বড় মোর মনে॥
এখনে জানিল মুই কলিযুগ ধন্য।
কলিযুগ বহি ধন্য নাহি আর অন্য॥
সত্য-আদি যুগধর্ম্ম আচার কঠিন।
কলিযুগ ধর্ম্ম—হরিনাম পরবীণ॥
নাম গুণ সঙ্কীর্ত্তনে বন্ধ মুক্ত হৈয়া।
নৃত্যগীতে বুলে যম-ভয় এড়াইয়া॥৭১॥
আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে।
দ্বারকায় যে দেখিনু আপন-নয়ানে॥
এই কথা-রসে প্রভু রুক্মিণীর সাথে।
নিজ-প্রেম বিলসিব – হেন লয় চিতে॥
সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিণী করি কোলে।
অন্তরে চিন্তিত মুই গেনু হেনকালে॥
দুঃখিত দেখিয়া প্রভু পুছিল আমারে।
এহেন মূরতি কেনে দেখিয়ে-তোমারে॥৭২॥
এই মনঃকথা মুই কহিল পদ পাইয়া।
প্রসন্ন-বদনে প্রভু কহিলা হাসিয়া॥
রুক্মিণী কহিল পদ-প্রেমার মহিমা॥
শুনিয়া বিহ্বল প্রভু – আরতি-গরিমা॥
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে।
দীনভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে॥
ঘোর কলিযুগ—পাপময় ধর্ম্মহীন।
লোক বুঝাবার তরে হৈব মহা দীন॥৭৩॥
প্রেমময় গৌর দীর্ঘ সুবরণ তনু।
বিশাল হৃদয় বাহু-যুগ সম জানু॥
কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হৈলা।
নিজ প্রেমা বিলসিব—প্রতিজ্ঞা করিলা॥

যে দেখিল যে শুনিল কহিল তোমারে।
ঘোষণা দিবারে যাব সকল সংসারে॥
পৃথিবী জনম' গিয়া প্রেমভক্তি-লোভে।
হেন অপরূপ প্রভু হবে কলিযুগে॥৭৪॥
শুনিয়া নারদ-বাণী উদ্ধব বিকল।
চরণে পড়িয়া কান্দে আনন্দে বিহ্বল॥
হেন অদভুত কথা কহিলে আমারে।
জীব সঞ্চারিলে যেন নির্জীব শরীরে॥
জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে।
চলিলা নারদ বীণা বাজাইয়া উল্লাসে॥
জৈমিনি ভারতে নারদ-উদ্ধব-সংবাদ।
শুনিয়া লোচন দাসের আনন্দ-উন্মাদ॥
আমার বচনে যদি প্রতীত না যায়।
বিচার করুক পুঁথি বত্রিশ-অধ্যায়॥৭৫॥

ভাটিয়ারী রাগ। দিশা।

মোর প্রাণ গোরাচাঁদ আরে হয়॥

চলিলা নারদমুনি বীণা গায় গুণ।
শুনিয়া বিহ্বল হিয়া পড়ে পুনঃপুন॥
ক্ষণেক রোদন ক্ষণে অট্ট-অট্ট হাস।
ক্ষণেক কাঁপয়ে ক্ষণে আধ আধ ভাষ॥
ক্ষণে হুহুঙ্কার ছাড়ে মারে মালসাট,।
গোরা গোরা বলি কান্দে অন্তর উচাট॥
পাসরিতে নারে গোরার সুমধুর প্রেম।
অঙ্গ ঝলমল তেজ দিনকর যেন॥৭৬॥
চলিতে না পারে প্রেমে অন্তর-উল্লাসে।
আঁখির নিমিখে গেলা শিবের কৈলাসে॥

৭০। 'কেনমনে' = কেমন করিয়া।
৭১। 'পরবীণ' = সহজ ও অত্যুত্তম।
৭৩। 'আরতি-গরিমা' = আগ্রহ-বাড়িল।
৭৫। 'জীব' = প্রাণ। ৭৬। 'উচাট' = উচাটন,

মহেশ দেখিব বলি বাঢ়িল আনন্দ।
কহিব কৃষ্ণের কথা করিয়া প্রবন্ধ॥
ঐছন আনন্দ-কথা গাহি তিন লোকে।
বৃন্দাবন-ধন প্রকাশিব কলিযুগে॥
যে প্রেম যাচয়ে শিব বিরিঞ্চি অনন্ত।
তাহা বিলসিব কলি অধম দুরন্ত ॥৭৭॥
হেন অদভুত কথা কহিব মহেশে।
শুনিয়া ঠাকুর পাবে বড়ই সন্তোষে॥
কাত্যায়নী-প্রসাদ লইব পদধূলি।
যাঁর পদ-পরসাদে হরিনাম বলি॥
চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা মহেশের দ্বার।
সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি নন্দী মহাকাল॥
পরণাম করি নন্দী গেলা অভ্যন্তরে।
পার্ব্বতী-মহেশ যথা নিজ-অন্তঃপুরে ॥৭৮॥
জানাইলা দ্বারেতে নারদ-আগমন।
আনন্দ-হৃদয়ে দোঁহে চলিলা তখন॥
নারদ দেখিয়া হাসি সম্ভাষে ঠাকুর।
চরণে পড়িলা মুনি— ভক্ত সুচতুর॥
মহেশ বিশেষ জানে বৈষ্ণব-মহিমা।
নারদে গৌরব করে প্রকাশিয়া প্রেমা ॥৭৯॥
গাঢ় আলিঙ্গন করে অন্তর-সন্তোষে।
চরণে পড়িয়া মুনি দেবীকে সম্ভাষে॥
করে ধরি লৈয়া গেলা নারদ-তপোধনে।
গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসনে॥
পুত্র-স্নেহে নারদের পুছে কাত্যায়নী।
কুশল-মঙ্গল কহ প্রিয় মহামুনি ॥৮০॥
চতুর্দ্দশ ভুবনের তুমি তত্ত্ব জান।
আজি কোথা হৈতে তব শুভ আগমন॥

নারদ কহয়ে শুন অদভুত কথা।
জগত নিস্তার হেতু তুমি মাতা পিতা॥
পূরুবের যত কথা পাসরিলে তুমি।
চরণে ধরিয়া এবে স্মরাইব আমি ॥৮১॥
আদ্যোপান্ত যত কথা কহি তোর স্থানে।
শুনিয়া প্রসাদ মোরে করিবে আপনে॥
পূরুবে প্রভুরে কিছু পুছিল উদ্ধব।
তব অন্তর্দ্ধানে কিবা পৃথিবী রহিব॥
ভকত রহিব কিবা এই মহী-মাঝে।
শুনিয়া ঠাকুর যোগ কহে নিজ-কাজে॥
আমি জল আমি স্থল আমি মহী বৃক্ষ।
আমি দেব গন্ধর্ব্ব আমি যক্ষ রক্ষ ॥৮২॥
উৎপত্তি প্রলয় আমি সর্ব্বজীব-প্রাণ।
আমি সর্ব্বময় আমার কাঁহা অন্তর্দ্ধান॥
ঐছন ঠাকুর-বাণী শুনিয়া উদ্ধব।
বুকে কর হানি কহে নিজ অনুভব॥
তুমি সর্ব্বময় প্রভু আমি ইহা জানি।
তোমার অধিক তোর পদ দুইখানি॥
যে পড়িল পদনখ-চন্দ্রিকার পাশে।
আর কি কহিব সেই কাহা নাহি বাসে ॥৮৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৬।৪৬) উদ্ধববাক্যং—

ত্বয়োপভুক্ত-স্রগ্-গন্ধ-বাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥*॥

মোর বল —উচ্ছিষ্ট ভুঞ্জিয়া হরি-দাস।
তোর মায়া জিনি তোর উচ্ছিষ্টের আশ॥
ঐছন ঠাকুর আর উদ্ধবের কথা।
শুনিয়া হৃদয়ে মোর লাগি গেল ব্যথা॥

ব্যাকুল। ৭৭। 'করিয়া প্রবন্ধ' = পরম যত্নে। ৮২। 'যোগ' = তত্ত্ব।

৮৩। 'চন্দ্রিকা' = জ্যোৎস্না। 'সেই…বাসে' = তার আর কিছুই ভাল লাগে না।

এতদিন ধরি মোর পথ-পরিচয়।
আজিহ না জানোঁ মুই উচ্ছিষ্ট-নিশ্চয়॥
উচ্ছিষ্টের বলে হরি দাস বল ধরে।
প্রভু-বিদ্যমানে উচ্ছিষ্টেরে পুরস্করে ॥৮৫॥
হেন মহাপ্রসাদ মুই না ভুঞ্জিল কভু।
অন্তরে জানিলুঁ মোরে বঞ্চিয়াছে প্রভু॥
এই মহাপ্রসাদ মুই ভুঞ্জিয়ে কোন্ বুদ্ধি।
কেমন উপায়ে পরসন্ন হবে বিধি॥
এই মনঃকথা-রসে বৈকুণ্ঠেরে গেনু।
লখিমী-দেবীর সেবা বহুবিধ কৈনু॥
পরসন্ন হৈয়া দেবী পরিতোষে বৈল।
'মাগ বর দিব' বলি প্রতিজ্ঞা করিল ॥৮৬॥
প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মনে প্রতিআশ হৈল।
সেই সে কুশল-বাণী পুন দঢ়াইল॥
কাতর-বয়ানে বৈলুঁ করজোড় করি।
চিরদিন অন্তরে বেদনা বড় মোরি॥
সর্ব্ব লোক জানে তোর সেবক নারদ।
না ভুঞ্জিল মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ॥
প্রভুর উচ্ছিষ্ট মোরে দেহ একমুষ্টি।
চরণে ধরিয়া বলি— চাহ শুভ-দৃষ্টি ॥৮৭॥
শুনিয়া লখিমীদেবী বয়ান বিস্ময়।
কহিতে লাগিলা কিছু করিয়া বিনয়॥
প্রভু-আজ্ঞা নাহি কারে দিবারে উচ্ছিষ্ট।
আজ্ঞা লঙ্ঘি মুনি তোরে দিব অবশিষ্ট॥
বিলম্ব করহ যদি আমারে চাহিয়া।
বিলম্বে সে দিতে পারি সঞ্চাত করিয়া॥
ঐছন মধুর বাণী বৈল ঠাকুরাণী।
ভাল ভাল বৈলুঁ কাজ বুঝিয়া আপনি ॥৮৮॥
কতদিন বহি একদিন পঁহু রসে।
কর পরশিয়া দেবী বসাইলা পাশে॥
হাসিয়া কহয়ে কথা সরস-সম্ভাষে।
অনুমতি লেই দেবী অন্তর-তরাসে॥
প্রণতি করিয়া কহে নিবেদন আছে।
হৃদয়-তরাস মোর ঘুচাহ সঙ্কোচে॥
সঙ্কট ঘুচাও প্রভু রাখ নিজ-দাসী।
চরণে ধরিয়া বলি শুন গুণরাশি ॥৮৯॥
লখিমী কাতরে কহে প্রভুকে তরাসে।
সুদর্শন-পানে প্রভু চাহে বিস্ময়-হাসে॥
কাঁপে চক্র সুদর্শন বলে কাতর-বাণী।
লখিমী-সঙ্কট প্রভু কিছুই না জানি॥
লখিমী কহয়ে সুদর্শনের নাহি দোষ।
নারদের দায়ে মোর হৈল হিয়াশোষ॥
দ্বাদশ বৎসর মোর অজ্ঞাত-সেবা কৈল।
পরিতোষ পাইয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিল॥
'মাগ বর দিব' বলি কৈলুঁ মুই সত্য।
পুন দঢ়াইল মুনি সেই কথা নিত্য ॥৯০॥
মাগিল যে বর তোর উচ্ছিষ্টের তরে।
মোর শক্তি কিবা তোর আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে॥

---

* শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে ভগবন্! তোমার উচ্ছিষ্ট-ভোজী দাস আমরা তোমার উপভুক্ত মালা, চন্দন, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদিতে ভূষিত হইয়া তোমার মায়াকে জয় করিব।

৮৫। 'মোর পথ-পরিচয়' = ভক্তি-পথে বিচরণ করিতেছি। 'উচ্ছিষ্ট নিশ্চয়' = প্রসাদের মহিমা। 'প্রভু-বিদ্যমানে' = প্রভুর চেয়েও। 'পুরস্করে' = সমাদর করে। ৮৬। 'কোন্ বুদ্ধি' = কি প্রকারে?

৮৭। 'বৈলুঁ' = বলিলাম। 'মোরি' = আমার।

৮৮। 'অবশিষ্ট' = প্রসাদ। 'সঞ্চাত' = সংগ্রহ।

৮৯। 'তরাসে' = ভয়ে। 'রসে' = প্রীতিপূর্ব্বক। 'সঙ্কট' = বিপদ। 'গুণরাশি' = গুণনিধি।

এই কথা কৈলুঁ—মোর প্রমাদ নিকট।
রাখ নিজ দাসী প্রভু! ঘুচাও সঙ্কট॥
বুঝিয়া কহিল প্রভু শুনহ লখিমি।
বড়ই প্রমাদ কথা কহিলে যে তুমি॥
নিভৃতে সে দিহ যেন আমি নাহি জানি।
শুনিয়া সন্তোষ পাইল প্রভু-আজ্ঞাবাণী॥৯১॥
কতদিন বহি সেই জগত জননী।
মহাপ্রসাদ মোরে দিলা ডাকিয়া আপনি॥
লখিমী-প্রসাদে মহাপ্রসাদ পাইনু।
পূর্ণ-মনোরথে মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিনু॥
কোটি ইন্দু-সম জ্যোতি কোটি কাম রূপ।
কোটি দিবাকর-তেজ হৈল অপরূপ॥৯২॥
শতগুণ তেজ মহাপ্রসাদ-পরশে।
বীণা বাজাইয়া সুখে আইলুঁ কৈলাসে॥
আমাকে দেখিয়া পুন পুছিলা মহেশ।
হাসিয়া কহিলা আজি অপরূপ বেশ।
অতি অপরূপ তেজ দেখিতে বিস্ময়।
আজি কেন হেন রূপ কহ না নিশ্চয়॥
আদ্যোপান্ত যত কথা সকলি কহিল।
শুনিয়া মহেশ পুন আমারে গঞ্জিল॥৯৩॥
ঐছন দুর্ল্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া।
একেলা ভুঞ্জিলা মুনি! আমারে না দিয়া॥
আমা দেখিবারে পুন আসিয়াছ প্রেমে।
এহেন দুর্ল্লভ ধন না আনিলে কেনে॥
শুনিয়া মহেশ-বাণী লজ্জিত হইয়া।
নমিত-বয়ানে চাহি নখে নখ দিয়া॥
আছে মহাপ্রসাদ বলিয়া দিলুঁ সুখে।
পাছু না গণিল হর—দিল নিজ-মুখে॥
আনন্দে নাচয়ে মহা মহেশ ঠাকুর।
পদতল-ভরে মহী করে দুরদুর॥৯৪॥
প্রেমভরে টলমল সুমেরু পর্ব্বত।
কম্পমানা বসুমতী চমক সর্ব্বত্র॥
প্রেমে যোগেশ্বর কাঁপে আপনা না ধরে।
রসাতল যায় মহী মহেশের ভরে॥
অনন্তের ফণা ঠেকে কচ্ছপের পৃষ্ঠে।
গ্রীবা বক্র করি কূর্ম্ম চাহে একদৃষ্টে॥
বক্র গ্রীবা করে ভরে যত দিগ্‌বাহ।
হুহুঙ্কার-নাদে ফাটে ব্রহ্মাণ্ড কটাহ॥৯৫॥
মহেশের ভর মহী সহিতে না পারি।
আস্তে-ব্যস্তে গেলা যথা মহেশের পুরী॥
কাত্যায়নী স্থানে মহী কহে কর জুড়ি।
মহেশের নৃত্য-ভরে প্রাণ আমি ছাড়ি॥
প্রতিকার কর দেবি! সৃষ্টি রাখিবারে।
প্রমাদ পড়িল্ল নহে সকল সংসারে॥
পৃথিবী-কাতরবাণী শুনিয়া পার্ব্বতী।
সত্বরে চলিয়া গেলা যথা পশুপতি॥৯৬॥
পূর্ণরসাবেশে নাচে দেবদেব-রায়।
মহেশ-আবেশ ভাঙ্গে কর্কশ কথায়॥
বিষম বেদনে অন্তর দুঃখিত হইয়া।
কর্কশ-হৃদয়ে বলে পার্ব্বতী দেখিয়া॥
কি কৈলে কি কৈলে দেবি! হেন অবিধান।
এ আবেশ-ভঙ্গ মোর মরণ-সমান॥

৯০। 'হৈল হিয়াশোষ'—অন্তরে দুঃখ হইল। ৯১। 'নিভৃতে'—গোপনে। ৯২। 'হৈল"=আমার হইল। ৯৩। 'গঞ্জিল"=তিরস্কার করিল। ৯৪। "নমিত-বয়ানে'—নত মুখে; নীচু-মুখে। 'নখে নখ দিয়া"=নখকোণে। 'পাছু না গণিল'—পরে কি হইবে তাহা ভাবিল না। ৯৫। 'দিগ্‌বাহ'=দিক্‌পতি। ৯৭। অবি-ধান'=অন্যায় কাজ। 'রিপু"—শত্রু।

তো অধিক রিপু মোর নাহি ত্রিভুবনে।
এহেন আনন্দ মোর ঘুচাইলে কেনে ॥৯৭॥
শুনিয়া কাতরে দেবী বলে আরবার।
পৃথিবী দেখহ প্রভু! সম্মুখে তোমার॥
তব পদ-তাল-ভরে যায় রসাতল।
সৃষ্টি নষ্ট হয় তেঁই কৈলুঁ কটূত্তর॥
অপরাধ কৈল—দোষ ক্ষম মহাশয়।
হাসিয়া মহেশ দিলা পৃথিবী-বিদায়॥
পুনরপি পুছে দেবী মিনতি করিয়া।
এক নিবেদঁউ প্রভু সন্দেহ লাগিয়া ॥৯৮॥
কৃষ্ণের আবেশে তুমি নাচ প্রতিদিনে।
আজি মহী রসাতল যায় কি কারণে॥
কোটি-দিবাকর-তেজ কিরণ প্রচণ্ড।
অতি অপরূপ তেজ না ধরে ব্রহ্মাণ্ড॥
আজি কেনে অপরূপ আনন্দ অনন্ত।
সবিশেষ কহ মোরে প্রভু গুণবন্ত॥
মহেশ কহয়ে শুন আনন্দ-কাহিনী।
প্রভুর উচ্ছিষ্ট মোরে দিলা মহামুনি ॥৯৯॥
দুর্ল্লভ সে ত্রিজগতে বিষ্ণু-নিবেদিত।
বিশেষ অধরামৃত বেদে অবিদিত॥
হেন মহাপ্রসাদ আমি করিল ভক্ষণ।
সফল জনম মোর আজি শুভক্ষণ॥
নারদ-প্রসাদে মহাপ্রসাদ-পরশ।
কহিল মঙ্গল কথা-সম্পদ সরস॥
শুনি ঠাকুরের বাণী কহে মহামায়া।
এতদিনে জানিল তোমার যত দয়া ॥১০০॥
অর্দ্ধ-অঙ্গে ধর মোরে সকলি কপট।
কৈতব-পিরীতি আজি হইল প্রকট॥
এহেন দুর্ল্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া।
একেলা খাইলা দেব! আমারে না দিয়া॥
লজ্জায় অবশ হৈয়া বলে শূলপাণি।
এ ধনের অধিকারী না হও ভবানি॥
শুনিয়া রুষিলা হিয়া—বলে আদ্যাশক্তি।
বৈষ্ণবী সে নাম মোর করোঁ বিষ্ণুভক্তি ॥১০১॥
প্রতিজ্ঞা করিছোঁ এই সবার ভিতরে।
জানিবে আমারে দয়া প্রভুর অন্তরে॥
এই মহাপ্রসাদ মুই দিমু জগতেরে।
মোর প্রতিজ্ঞায় খাবে শৃগাল-কুক্কুরে॥
ঐহন প্রতিজ্ঞা যবে কাত্যায়নী কৈল।
জানিয়া বৈকুণ্ঠনাথ আপনে আইল॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া দেবী কৈল পরণাম।
নিবেদন কৈল দেবী সজল-নয়ান॥
কাতর-অন্তরে কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥১০২॥

বিভাষ রাগ।

বলে পঁহু লহু-বোলে, নহ দেবি উতরোলে,
এ কি হয়ে তোর ব্যবহার।
তোর মায়া-বন্ধে অন্ধ, সকল সংসারখণ্ড,
তেঁই সৃষ্টি আছয়ে আমার॥
তুমি মোর আদ্যাশক্তি, তুমি সে জানহ ভক্তি,
তুমি মোর প্রকৃতি-স্বরূপা।
আমি তোমা বহি নহি, তুমি আমা বহি কহি,
যে করহ তোমারি সে কৃপা॥

৯৮। 'কটূত্তর' = কড়া কথা।
'নিবেদঁউ' নিবেদন করি; বলি।

১০১। "কৈতব-পিরীতি" = কপট ভালবাসা।
'শূলপাণি' = মহাদেব। 'ভবানি' = হে দুর্গে।

হর-গৌরী আরাধনে, সর্ব্বলোক আমা জানে
হর-গৌরী মোর আত্মতনু।
তোর পরসন্ন হিয়া, ঘুচিল সকল মায়া,
ঘুচিল স্ব-পর-ভেদ ভিনু ॥১০৩॥
ঐছন প্রতিজ্ঞা তোর, এহেন উচ্ছিষ্ট মোর,
অবিরোধে দিবে সবাকারে।
মহাপ্রসাদের গন্ধে, সবে হবে মুক্ত-বন্ধে,
ঘুচাইবে নির্ব্বন্ধ-বিচারে ॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী, পুন কহে কাত্যায়নী,
মোরে যদি দয়া থাকে চিতে।
অবশ্য উচ্ছিষ্ট দিবে, ভুঞ্জিব সকল জীবে,
অবিরোধে পাবে ত্রিজগতে ॥
পুন কহে গুণমণি, শুন দেবি কাত্যায়নি,
প্রতিজ্ঞা পালিব আছে কথা।
পূরব-রহস্য এই, তোমারে নিভৃতে কই,
ঘুচিবে সংসার-জ্বর চিন্তা ॥১০৪॥
পূরুব-রহস্য যত, কেহো নাহি জানে তত্ত্ব,
সমুদ্র মথিল দেবগণে।
মন্দার মথন-দণ্ড, রজ্জু ফণী অনন্ত,
লোম উপজিল ঘরিষণে ॥
সে মোর কলপতরু, যাচক যাচিঞা করু,
যার যত যেই মনে বাসে।
যে জন যে ধন চায়, সে জন সে ধন পায়,
বিমুখ না করে প্রতিআশে ॥১০৫॥
তহিঁ এক দিব্য তেজে, চারু তরুবর মাঝে,
শ্রীচৈতন্য অধিষ্ঠিত দেহে।
সে মোর সহজ রূপ, কেবল করুণা-ভূপ,
আর যত সেহ-সম নহে ॥
যত যত অবতার, সেই সে আশ্রয়াগার,
লীলা-কলা-বিলাসের তরে।
পৃথিবী রহিব আমি, ত্রিজগত-নাথ স্বামী,
করুণা করিব পরচারে ॥১০৬॥
কলিযুগে সবিশেষ, সঙ্কীর্ত্তন-পরকাশে,
হ'ব আমি মনুজ-মূরতি।
তনু হ'ব হেম-গৌর, প্রতিজ্ঞা পালিব তোর,
প্রচারিব পরম পিরীতি ॥
এ মোর অন্তর হিয়া, 'তোমারে কহিল ইহা,
সম্বরি রাখহ নিজ-মনে।
সব-অবতার-সার, কলি গোরা-অবতার,
নিস্তারিব লোক নিজ-গুণে ॥
বিষ্ণু-কাত্যায়নী সনে, সংবাদ ব্রহ্মপুরাণে,
উৎকলখণ্ডেতে পরকাশ।
রাজা সে প্রতাপরুদ্র, সর্ব্ব গুণের সমুদ্র,
ব্যক্ত কৈল অনেক প্রকাশ ॥১০৭॥
এ কথা তোমার সনে, স্মরণ নাহিক কেনে,
হাসি হাসি বলে মুনিরাজে।
প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে, ঘোষণা দিবার তরে
কলিযুগ অবতার কাজে ॥
সবে কলিযুগ পাইয়া, পৃথ্বীতে জনম' গিয়া,
নাম বিপর্য্যহ নিজ অংশে।
সেই সর্ব লোকনাথ, সর্ব পারিষদ সাথ,
জনম লভিব বিপ্রবংশে ॥১০৮॥

১০৪। 'নির্ব্বন্ধ-বিচারে'—কর্মফলের ভোগাভোগ। 'সংসার-জ্বর-চিন্তা'—সংসার-জ্বালার ভাবনা।

১০৬। 'যত আশ্রয়াগার'—সর্ব্ব অবতারের আশ্রয়-স্থল।

১০৭। 'মনুজ মূরতি'=মানব-আকৃতি। 'সম্বরি'—গোপন করিয়া; সাবধানে।

১০৮। 'বিপর্য্যহ'=পরিবর্ত্তন কর।

শুনিয়া নারদ-বাণী, উল্লসিত শূলপাণি,
উল্লসিতা দেবী কাত্যায়নী।
আনন্দে ভরল পুরী, সবে বলে হরি হরি,
উঠিল আনন্দ-রোল ধ্বনি ॥
চলিলা-নারদ মুনি, উঠিল বীণার ধ্বনি,
সে স্বর মধুর রস সিঞ্চে।
অমিয়া মধুর ধারা, শ্রবণে পূরিল পারা,
ত্রিভুবন-জন-মন রঞ্জে ॥
আপনা পাসরে যাইতে, চলিতে না পারে পথে
অনুরাগে অরুণ বদন।
না জানিল পথশ্রম, ভালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম,
উপনীত ব্রহ্মার সদন ॥১০৯॥
দেখি ব্রহ্মা অতি ব্যস্তে, মহা হরষিত-চিতে,
নারদে করিলা অভ্যুত্থান।
মুনি পরণাম করে, পড়িয়া চরণ তলে,
তুলি ব্রহ্মা কৈলা আলিঙ্গন ॥
পুছিল কুশল বাণী, আগমনে ধন্য মানি
চির দরশন অনুরাগে।
হেন লয় মোর মনে, দেখি তোর সুবদনে,
রহস্য কহিবে মহাভাগে ॥
তোর মুখোদিত বাণী, শ্রবণে অমিয়া মানি,
হিয়া জুড়াউক কহ শুনি।
কৈছন লোকের কথা, কিবা প্রভু গুণগাথা,
কি দেখিলে কি শুনিলে তুমি ॥১১০॥
কথা কহে পরিপাটী, নারদের আরভটী,
স্ফুরিত অধর দোলে অঙ্গ।
বাষ্প জল ঝরে আঁখি, অরুণ অধর দেখি,
কথারম্ভে দ্বিগুণ আনন্দ ॥
শুন অদভুত কথা, তুমি সব সৃষ্টিকর্ত্তা,
তোর বলে ঝুলিয়ে ব্রহ্মাণ্ড।
যুগ অনুরূপ রূপে, ধর্ম্মকর্ম্ম করে লোকে,
কলিযুগে পাপ পরচণ্ড ॥১১১॥
দ্বাপর শেষের লোকে, সর্ব্ব দুঃখময় শোকে,
দেখি মোর কলিকে তরাস।
কাতর হৃদয় মোর, গেলুঁ পঁহু বরাবর,
সুধাইনু কলির সাহস ॥
কলি পাপময় যুগে, নিস্তার পাইবে লোকে,
কহ প্রভু কেমন উপায়।
ব্রাহ্মণ সে বেদহীন, সর্ব্বলোক ধর্মক্ষীণ,
মোর হিয়ায় এ বড় সংশয় ॥
শুনিয়া কাতর বাণী, বলে পঁহু গুণমণি,
দূর কর অন্তরের চিন্তা।
কলি লোক নিস্তারিব, নিজভক্তি প্রচারিব,
অবতার করিব মো তথা ॥১১২॥
দান ব্রত তপ ধর্ম, আর যত যত কর্ম্ম,
সব আরোপিব হরিনামে।
কলি মহাদোষ দেখ, এক মহাগুণ লেখ,
মুক্ত-বন্ধ হ'বে সঙ্কীর্ত্তনে ॥
ঘোষণা বোলহ তুমি, শিব-ব্রহ্মা-আদি ভূমি,
সবে জনমহ কলি পাইয়া।
করুণা-বিগ্রহ আমি, জনম লভিব ভূমি,
যুগ-অনুরূপ গৌর হৈয়া ॥১১৩॥

১১০। 'কৈছন লোকের কথা' = সপ্তভুবনের খবর কি ? ১১১। 'আরভটী' = আর্ত্তি; অনুরাগ। ১১২। "পঁহু-বরাবর" = প্রভুর সমীপে। 'সুধাইনু' = জিজ্ঞাসা করিলাম। ১১৩। 'আরোপিব' = সংস্থাপন করিব। 'ভূমি' = পৃথিবীতে।

শুভ ছন্দ। পাহিড়া রাগ। দিশা।

জয় জয় গৌরাঙ্গচাঁদ নদীয়া উদয় কলিকালে। (মূর্চ্ছা)

আহা রে আমার প্রভুর গুণ শুন।
এ তিন ভুবন আলো কৈল যার গুণ ॥
নাহারে গৌরাঙ্গচাঁদের কথা শুন
আরে কি আরে হয় হয় ॥ধ্রু॥
ঐছন শুনিয়া বাণী বিরিঞ্চি-ঠাকুর।
হৃদয়ে রোপিল প্রেম-অমিয়া-অঙ্কুর ॥
গণ্ড পুলকিত আঁখি অশ্রুধারা গলে।
আনন্দে বিহ্বল ব্রহ্মা মুনি কৈলা কোলে ॥
বোলয়ে বিরিঞ্চি শুন মহামুনিবর।
তোর পরসাদে আজি প্রসন্ন অন্তর ॥১১৪॥
বিষয় বিপাকে সব মায়াবন্ধে অন্ধ।
তোর পরসাদে লোক হবে মুক্ত-বন্ধ ॥
লোক-নিস্তারণ হেতু তোর মাত্র চিন্তা।
পূরুব রহস্য কিছু কহি শুন বার্ত্তা ॥
সনকাদি মুনি যত আমার নন্দনে।
অন্তর প্রকাশি কিছু কৈল মোর স্থানে ॥
আমারে কহিল তুমি প্রভুর প্রিয়পুত্র।
যে কিছু পুছিয়ে তার কহ মোরে সূত্র ॥
অচিন্ত্য অব্যয় প্রভু নিত্যানন্দ ব্রহ্ম।
সূক্ষ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বময় ধর্ম ॥১১৫॥
অনন্ত নির্গুণ নিরঞ্জন নিরাকার।
আদ্য মধ্য অন্ত নাহি এ বুদ্ধি বিচার ॥
ঐছন ঠাকুর হৈয়া পৃথিবীতে জন্ম।
অজ হৈয়া জন্মি করে প্রাকৃতের কর্ম ॥
বৃন্দাবনে রাস কৈল গোপবধূ-সঙ্গে।
কামিজন যেন কাম-রস করে রঙ্গে ॥
কি নারী পুরুষ সেই আত্মা সব জনে।
ঐছন রমণ তাঁর অসন্তোষ কেনে ॥১১৬॥
ঐছন সন্দেহ মোর হৃদয়ে বিশাল।
তত্ত্ব কহ চতুর্ম্মুখ ঘুচাও জঞ্জাল ॥
ঐছন সন্দেহ-কথা সনকাদি বৈল।
শুনিয়া হৃদয়ে মোর বিস্ময় লাগিল ॥
অন্তর-চিন্তায় মোর মলিন বদন।
মোর অগোচর এ প্রভুর আচরণ ॥
বেদান্তের পার প্রভু কেবা জানে তত্ত্ব।
আমা-হেন কত ব্রহ্মা আছে শত শত ॥
এই মনঃকথা আমি কহিবারে বেলে।
হংসরূপে আসি প্রভু বৈল হেনকালে ॥১১৭॥
চারি শ্লোক সমাধান কহিল আমারে।
সেই সমাধান আমি দিল তা সবারে ॥
সন্তোষ পাইল সেই সব মহাশয়।
পরিতোষে গেলা যার যথা মনে লয় ॥
সেই চতুঃশ্লোক-তত্ত্ব সর্ব্ব-রসভাণ্ড।
তার তত্ত্ব জানে হেন নাহিক ব্রহ্মাণ্ড ॥
কতদিন বহি ব্যাস নৈমিষ-অরণ্যে।
সব বিবরিল যত ভারত-পুরাণে ॥১১৮॥
না থুইল শেষ কিছু বলিবার তরে।
জাড্য না ঘুচিল তবু পড়িল ফাঁপরে ॥
মূর্চ্ছা গেলা ব্যাসদেব অরণ্য-ভিতরে।
জানি উপজিল দয়া প্রভুর অন্তরে ॥

১১৪। 'প্রেম অমিয়া-অঙ্কুর"—প্রেমামৃত-বীজ 'গণ্ড'=গাল।

১১৬। 'অজ'=জন্মরহিত। 'প্রাকৃতের'= সাধারণ লোকের মত। 'ঐছন...কেনে"=তিনি কি জন্য এরূপ কাম-বিলাস করিলেন—তাঁহার আবার মনের বিকার কি প্রকারে হইতে পারে?

১১৮। 'চারিশ্লোকে"—চতুঃশ্লোকি-ভাগবতঃ। (শ্রীভাগবত ২।৯।৩০—৩৫ শ্লোক)

শুভ ছন্দ। পাহিড়া রাগ। দিশা।

জয় জয় গৌরাঙ্গচাঁদ নদীয়া উদয় কলিকালে। (মূর্চ্ছা)
আহা রে আমার প্রভুর গুণ শুন।
এ তিন ভুবন আলো কৈল যার গুণ ॥
নাহারে গৌরাঙ্গচাঁদের কথা শুন
আরে কি আরে হয় হয় ॥ধ্রু॥
ঐছন শুনিয়া বাণী বিরিঞ্চি-ঠাকুর।
হৃদয়ে রোপিল প্রেম-অমিয়া-অঙ্কুর ॥
গণ্ড পুলকিত আঁখি অশ্রুধারা গলে।
আনন্দে বিহ্বল ব্রহ্মা মুনি কৈলা কোলে ॥
বোলয়ে বিরিঞ্চি শুন মহামুনিবর।
তোর পরসাদে আজি প্রসন্ন অন্তর ॥১১৪॥
বিষয় বিপাকে সব মায়াবন্ধে অন্ধ।
তোর পরসাদে লোক হবে মুক্ত-বন্ধ ॥
লোক-নিস্তারণ হেতু তোর মাত্র চিন্তা।
পূরুব রহস্য কিছু কহি শুন বার্ত্তা ॥
সনকাদি মুনি যত আমার নন্দনে।
অন্তর প্রকাশি কিছু কৈল মোর স্থানে ॥
আমারে কহিল তুমি প্রভুর প্রিয়পুত্র।
যে কিছু পুছিয়ে তার কহ মোরে সূত্র ॥
অচিন্ত্য অব্যয় প্রভু নিত্যানন্দ ব্রহ্ম।
সূক্ষ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বময় ধর্ম ॥১১৫॥
অনন্ত নির্গুণ নিরঞ্জন নিরাকার।
আদ্য মধ্য অন্ত নাহি এ বুদ্ধি বিচার ॥
ঐছন ঠাকুর হৈয়া পৃথিবীতে জন্ম।
অজ হৈয়া জন্মি করে প্রাকৃতের কর্ম ॥
বৃন্দাবনে রাস কৈল্য গোপবধূ-সঙ্গে।
কামিজন যেন কাম-রস করে রঙ্গে ॥
কি নারী পুরুষ সেই আত্মা সব জনে।
ঐছন রমণ তাঁর অসন্তোষ কেনে ॥১১৬॥
ঐছন সন্দেহ মোর হৃদয়ে বিশাল।
তত্ত্ব কহ চতুর্ম্মুখ ঘুচাও জঞ্জাল ॥
ঐছন সন্দেহ-কথা সনকাদি বৈল।
শুনিয়া হৃদয়ে মোর বিস্ময় লাগিল ॥
অন্তর-চিন্তায় মোর মলিন বদন।
মোর অগোচর এ প্রভুর আচরণ ॥
বেদান্তের পার প্রভু কেবা জানে তত্ত্ব।
আমা-হেন কত ব্রহ্মা আছে শত শত ॥
এই মনঃকথা আমি কহিবারে বেলে।
হংসরূপে আসি প্রভু বৈল হেনকালে ॥১১৭॥
চারি শ্লোক সমাধান কহিল আমারে।
সেই সমাধান আমি দিল তা সবারে ॥
সন্তোষ পাইল সেই সব মহাশয়।
পরিতোষে গেলা যার যথা মনে লয় ॥
সেই চতুঃশ্লোক-তত্ত্ব সর্ব্ব-রসভাণ্ড।
তার তত্ত্ব জানে হেন নাহিক ব্রহ্মাণ্ড ॥
কতদিন বহি ব্যাস নৈমিষ-অরণ্যে।
সব বিবরিল যত ভারত-পুরাণে ॥১১৮॥
না থুইল শেষ কিছু বলিবার তরে।
জাড্য না ঘুচিল তবু পড়িল ফাঁপরে ॥
মূর্চ্ছা গেলা ব্যাসদেব অরণ্য-ভিতরে।
জানি উপজিল দয়া প্রভুর অন্তরে ॥

১১৪। 'প্রেম অমিয়া-অঙ্কুর' — প্রেমামৃত-বীজ 'গণ্ড' = গাল।

১১৬। 'অজ' = জন্মরহিত। 'প্রাকৃতের' = সাধারণ লোকের মত। 'ঐছন...কেনে' = তিনি কি জন্য এরূপ কাম-বিলাস করিলেন—তাঁহার আবার মনের বিকার কি প্রকারে হইতে পারে?

১১৮। 'চারিশ্লোকে' — চতুঃশ্লোকি-ভাগবত। (শ্রীভাগবত ২।৯।৩০—৩৫ শ্লোক)

আমারে ডাকিয়া দিল চারি শ্লোক এই।
এই পর-ধন লৈয়া যাহ ব্যাস-ঠাঁই॥
ব্যাস নাহি জানে মোর আচরণ তত্ত্ব।
এই শ্লোক-অনুসারে করু ভাগবত॥১১৯॥
সেই ভাগবত তুমি কহিও নারদে।
তার জিহ্বায় সরস্বতী কহিব শবদে॥
এতেকে কহিয়ে তুমি শুন মুনিবর।
যুগে যুগে তুমি মাত্র জীবে দয়া কর॥
জীবের নিস্তার-হেতু তুমি মহাজন।
ভাগবত দিব্য শাস্ত্র — নাহি আর ধন॥
নির্ব্বিষয় ভাগবত স্বতন্ত্র-পুরুখ।
না বুঝিয়া শাস্ত্র-জ্ঞান করয়ে মূরুখ।
হেন ভাগবত-কথা কৃষ্ণ-অবতারে।
গর্গমুনি বৈল নামকরণের কালে॥
এবে সে স্মরণ হৈল গর্গমুনি-বাণী।
চারিযুগ-অনুরূপ বরণ-কাহিনী॥১২০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮.১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥১২১॥

সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ লোকে পরচার।
ত্রেতায় অরুণ-কান্তি যজ্ঞ-নাম তার॥
এবে কৃষ্ণবর্ণ এই নন্দের কুমার।
পরিশেষে পীতবর্ণ হৈব অবতার॥
ক্রমভঙ্গ বলি শ্লোকে সন্দেহ যাহার।
চারিযুগে তিনবর্ণ এ বুদ্ধি তাহার॥
শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ - চারি বর্ণ কহি।
চারিযুগ বহি আর এক যুগ নাহি॥
নহে বা বিচারি দেখ গৌর কোন্ যুগে।
আস্তে-ব্যস্তে কহিলে সন্দেহ নাহি ভাঙ্গে॥
ইহার বিচার কিছু কহি তাহা শুন।
অজ্ঞ জনেরে ইহা বুঝাব এখন॥
একাদশে এই কথা কয় ভাগবতে।
রাজা প্রশ্ন কৈল করভাজন-মুনিতে॥১২২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।১৯) রাজোবাচ—

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশোনৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাং॥১২৩॥

কোন্ কালে ভগবান্ কোন্ বর্ণ ধরে।
কি নাম তাহার সেই হৈল কোন্ কালে॥

'সমাধান' = মীমাংসা। 'বহি' = বাদে; পরে। ১১৯। 'জাড্য' = জড়তা; মনের গ্লানি। 'পর ধন' = পরম রত্ন। 'আচরণ-তত্ত্ব' = লীলা-মাহাত্ম্য। ১২০। 'কহিব শবদে' = সব ব্যক্ত করিবেন। 'নির্ব্বিষয় ......পুরুখ' = শ্রীমদ্ভাগবত হইলেন সর্ব্বপ্রকারেই শ্রীভগবৎ-স্বরূপ; ইনি শ্রীভগবত্তুল্যই নির্ব্বিকার ও স্বাধীন; কিন্তু মূর্খ লোকে বুঝিতে না পারিয়া শ্রীভাগবতকে সাধারণতঃ শাস্ত্র-স্বরূপ বলিয়াই জ্ঞান করে পরন্তু ইনি হইলেন শ্রীভগবানেরই শ্রীঅঙ্গ। 'বৈল' = বলিলেন। 'নামকরণের কালে' = শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সময়ে।

'বরণ-কাহিনী' = বর্ণের কথা।

১২১। গর্গমুনি বলিলেন, হে নন্দ! তোমার এই বালক যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের দেহ ধারণ করেন; অন্য তিন যুগে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও কলিতে ইঁহার বর্ণ যথাক্রমে শুক্ল রক্ত ও পীত হইয়া থাকে; এক্ষণে এই দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন।

১২২। 'আস্তে-ব্যস্তে' = তাড়াতাড়ি করিয়া। 'রাজা' = মহারাজ শ্রীনিমি।

১২৩। মহারাজ শ্রীনিমি বলিলেন, হে মুনিবর! ভগবান্ কোন্ যুগে কিরূপ বর্ণ ধারণ করেন এবং কি প্রকারের মানবগণ কি নামে বা কোন্ বিধিতে তাঁহার

কোন্ কালে কোন্ ধর্ম কেমন মানুষ।
কোন্ বিধি পূজা করে কিসে বা সন্তোষ ॥১২৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২০-২২)—

শ্রীকরভাজন উবাচ—

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥
কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষো বিভ্রদ্দণ্ড-কমণ্ডলু॥
মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ॥১২৫॥

রাজাকে কহিল মুনি শুন সাবধানে।
সত্য-আদি যুগে লোক পূজয়ে যেমনে॥
সত্যযুগে শ্বেত বর্ণ হংস-নাম ধরে।
চতুর্ব্বাহু তপোধর্ম জটা বাকল পরে॥
দণ্ড কমণ্ডলু কৃষ্ণসার উপবীত।
শান্ত নির্ব্বৈর সম লোকের চরিত॥১২৬॥

ত্রেতায়াং যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫ ২৪-২৫)—

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥
তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিং।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ॥১২৭॥

সেই প্রভু ত্রেতাযুগে রক্ত বর্ণ ধরে।
চারি বাহু ত্রিমেখল স্রুক্-স্রুব করে॥
তপ্ত-হাটক কেশ শিরের উপরে।
সর্ব্বদেবময় প্রভু আপে যজ্ঞ করে॥
ত্রয়ী-বিদ্যা আত্মা তার নাম ধরে 'যজ্ঞ'
বেদ-বিধিমতে পূজা করে ধর্ম্মবিজ্ঞ॥১২৮॥

দ্বাপরে যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৭-২৮, ৩১)

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণং।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ!
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥১২৯॥

দ্বাপরেতে শ্যামবর্ণ ধরে ভগবান্।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ অঙ্গে পীত পরিধান॥

পূজা করিয়া থাকেন, তাহা এক্ষণে বর্ণনা করুন।

১২৫। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে কেশব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আকার-বিশিষ্ট হন ও নানারূপ বিধিতে পূজিত হইয়া থাকেন। সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ, জটা, বল্কল, কৃষ্ণসারমৃগ চর্ম্ম, উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে মানবগণ শান্ত, শত্রুভাবশূন্য, মিত্রভাবাপন্ন ও সকলের প্রতি সমভাব বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা শম অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় জয়, দম অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় জয় এবং তপস্যা করিয়া শ্রীভগবানের যাজন করিতেন।

১২৬। 'বাকল' = বল্কল; গাছের ছাল। 'কৃষ্ণসার' = কৃষ্ণসারমৃগের চর্ম। 'নির্ব্বৈর' = শত্রুহীন। 'সম' = সর্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন।

১২৭। ত্রেতাযুগে শ্রীভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ ত্রিগুণিত অর্থাৎ তিন নহর কটিভূষণযুক্ত, স্বর্ণবর্ণ কেশ ধারী বেদাত্মা এবং স্রুক্ স্রব (যজ্ঞপাত্র বিশেষ) হস্তে পরিলক্ষিত হইতেন। তৎকালে মনুষ্যগণ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মবাদী হইয়া সর্ব্বদেবময় সেই শ্রীহরিকে বেদবিদ্যা দ্বারা অর্চ্চনা করিতেন।

১২৯। 'করে' = হস্তে। 'তপ্ত হাটক' = উত্তপ্ত স্বর্ণবর্ণ ও সমুজ্জ্বল। 'ত্রয়ী বিদ্যা' = বেদ।

মহারাজরাজাধিপ লক্ষণ বিরাজে।
ভাগ্যবান্ জন তারে বেদ-তন্ত্রে যজে ॥
এইমত প্রতি যুগে যুগে অবতার।
সে যুগে যে যুগ-ধর্ম—করয়ে প্রচার ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ গেল।
শ্বেত রক্ত আর কৃষ্ণ বরণ কহিল ॥
তিন যুগে তিন বর্ণ কৈয়া দিল মুনি।
সাবধানে শুন কলিযুগের কাহিনী ॥১৩০॥

তথাহি কলৌ যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণ-বর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥১৩১

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ আছয়ে যাহাতে।
'কৃষ্ণবর্ণ' নাম তার কহে ভাগবতে ॥
কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' তেঁহ শুন সর্ব্বজন।
গোরা গোরা বলি এবে গাই তে কারণ ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ যত আর।
সবার সহিত প্রভু কৈলা অবতার ॥
অঙ্গ বলরাম বলি—তেঁই কহি 'সাঙ্গ'।
উপ অঙ্গ আভরণ তেঁই সে 'উপাঙ্গ' ॥
সুদর্শন-আদি অস্ত্র আর পারিষদ।
সংহতি আইলা সবে প্রহ্লাদ নারদ ॥
যত যত অবতারের দাস দাসী যত।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার—নাম লৈব কত ॥১৩২॥
এতেকে বৈষ্ণব সব কহে অনুভবে।
যে নাম আছিল তথা যেবা নাম এবে ॥
সামান্য মানুষে ইহা জানিব কেমনে।
বিশ্বাস করিতে নারে অধমের মনে ॥
এই ত কারণে মুনি কহিল বচন।
সেই সে জানিব ইহা সুমেধা যে জন ॥
সঙ্কীর্ত্তন-প্রায় যজ্ঞ—ধর্ম্ম পরকাশ।
সুমেধা জনার তাতে পরম উল্লাস ॥
এতেকে বলিয়ে—নহে সুমেধা যে জন।
চারিযুগে তিন বর্ণ তাহার বাখান ॥১৩৩॥
কান্তি কৃষ্ণ বর্ণ কৃষ্ণ—দুই হৈল এক।
আর দুই যুগের বর্ণ এক নাহি দেখ ॥
কলি বা দ্বাপর দুই যুগে এক বর্ণ।
দুই যুগে এক বর্ণ—এই তার মর্ম্ম ॥
সত্য ত্রেতা শ্বেত রক্ত দুই বর্ণ আছে।
কলি দ্বাপরেতে এক বর্ণ হৈল পাছে ॥
গর্গমুনির বাক্য কেন বল ক্রমভঙ্গ।
ক্রমভঙ্গ নহে—শুন আছে বড় রঙ্গ ॥১৩৪॥

১২৯। দ্বাপর-যুগে শ্রীভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, নিজ অস্ত্রধারী ও শ্রীবৎসাদি-চিহ্নে চিহ্নিত ছিলেন। তৎকালে মানবগণ পরমতত্ত্বজ্ঞান লাভেচ্ছু হইয়া মহারাজচক্রবর্ত্তি লক্ষণান্বিত সেই পরমপুরুষ শ্রীভগবানকে বেদ ও তন্ত্রের বিধিমতে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে রাজন্! দ্বাপরে উপাসকগণ এইরূপ নানাতন্ত্র বিধানে জগদীশ্বরকে স্তব করিয়া থাকেন। কলিযুগেও বিবিধ তন্ত্রমতে যেরূপ বিধানে তাঁহার ভজনা করিতে হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

১৩১। কলিতে ইনি অর্থাৎ শ্রীভগবান্ হইলেন কৃষ্ণ কীর্ত্তনকারী ও কান্তিতে পীতবর্ণধারী; ইনি অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত। সুপণ্ডিতগণ সঙ্কীর্ত্তনময় যজ্ঞে ইঁহার যজন করিয়া থাকেন।

১৩২। 'সাঙ্গোপাঙ্গ'—অঙ্গ অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত ও উপাঙ্গ অর্থাৎ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ সহ।

'অস্ত্র'—শ্রীহরিনামাদি।

'পার্ষদ'—শ্রীগদাধরাদি। 'সংহতি'=সঙ্গে।

১৩৩। 'সঙ্কীর্ত্তন প্রায়'—সঙ্কীর্ত্তনময়।

ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান কহিবার তরে।
তিন কাল কহে চারি যুগের ভিতরে ॥
সত্য ত্রেতা বহি দ্বাপর বর্ত্তমান।
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ অবতার কৃষ্ণ-নাম ॥
'ইদানীং' বলিয়া তেঁই বৈল গর্গমুনি।
ভূতকাল-ভিতরে ভবিষ্যকাল গণি ॥
ভবিষ্যত্তা তার আছে ইহাতেই জানি।
ভূতের ভিতরে তেঁই ভবিষ্য বাখানি ॥
ভবিষ্যত্তা ভূত-মধ্যে— প্রমাণে পণ্ডিত।
নিশ্চয়তা আছে তার - এইত ইঙ্গিত ॥১৩৫॥
তথাপি তাহাতে 'তথা' শব্দ দিল মুনি।
শুক্ল রক্ত বলি 'তথা' কিঁ কাজ কাহিনী ॥
'তথা' শব্দে পূর্ব-উক্ত শুক্ল রক্ত যথা।
কলিযুগে পীতবর্ণ হ'ব হরি তথা ॥
এবে দ্বাপরেতে এই কৃষ্ণতাকে গেল।
গর্গমুনি চারি-যুগে তিন-কাল কহিল ॥
আমার বচন যে না লয় অবজ্ঞাতে।
কি কারণে 'তথা' শব্দ কহুক সভাতে ॥
এতেক কহিয়ে আমি শুন মোর বোল।
কহয়ে লোচন কথা না ঠেলিহ মোর ॥১৩৬॥
আর অপরূপ শুন শ্লোকের ব্যাখ্যান।
এই মাত্র ব্যাখ্যা—ইহা পরম প্রমাণ ॥
এই ত ব্যাখ্যার আছে অপূর্ব্ব পূর্ব্বপক্ষ।
যুগ অবতার কৃষ্ণ -- এ বড় অশক্য ॥
আর যুগে অবতার—অংশ কলা লিখি।
আপনে সে ভগবান্—ভাগবত সাক্ষী ॥১৩৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১৩৮॥

যুগ অবতার কৃষ্ণ কহিব কেমতে।
এ বচন তবে কেনে কহে ভাগবতে ॥
বৃন্দাবনচন্দ্র যুগ-অবতার নহে।
পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ ভাগবত কহে ॥
এই ত কারণে কিছু কহি তাহা শুন।
অবজ্ঞা না কর কেহো—কর অবধান ॥১৩৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩) –

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥১৪০॥

গর্গমুনি কহিল গভীর বড় বোধে।
কেমনে বুঝিব ইহা আমরা অবোধে ॥
বুদ্ধিমান্ হয় যদি জানে ভক্তজনে।
বুদ্ধিমান লোক তাহা করয়ে প্রমাণে ॥
চারি যুগে চারি বর্ণ কহিলেন মুনি।
ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান ত্রিকাল-কাহিনী ॥
চারিযুগে তিন কাল কহিবারে চাহে।
তেঁই সব কথা ব্যাস এক শ্লোকে কহে। ১৪১॥

১৩৫। 'ভূত'=অতীত।

১৩৮। এই সমস্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত অবতারগণের মধ্যে কেহ বা পরমপুরুষ শ্রীভগবানের অংশ, কেহ বা অংশের অংশ. পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ হইলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীভগবানের অংশকলারূপ অবতারগণ যুগে যুগে অসুর পীড়িত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

১৩৯। 'এই ত কারণে'=ইহার কারণ যে কি তাহা।

১৪০। ইহার অনুবাদ ১২১ দাগে দ্রষ্টব্য।

১৪১। 'বুদ্ধিমান - প্রমাণে'=যদি কেহ ঠিক বুদ্ধিমান হন, তবে তিনি ভক্তজনই বটেন—তিনিই ইহা

সত্য ত্রেতা দ্বাপর আর যুগ কলি।
শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ চৌযুগ-ভিতরি॥
চারি যুগ আছে চারি কাল হয় যবে।
এইমত অবতার ক্রম হয় তবে॥
তবে সে কহিলে হয় যথাক্রম-কথা।
যথা অবতার কথা অনুসারে তথা॥
এতেকে সে ক্রমভঙ্গ হেন শ্লোকে দেখে।
'তথা' শব্দে ভবিষ্যকাল গর্গমুনি লেখে॥১৪২॥
কেবা অবতার আর চারি বর্ণ কার।
কেবা অবতারী কিবা বিচার ইহার॥
আপনেহি ভগবান্ জন্মি যদুবংশে।
পৃথিবীতে অবতার করে আর অংশে॥
বিশেষ্য বিশেষণ করি বাখানয় কেনে।
এই সে সন্দেহ ইথে—দ্বিধা তে কারণে॥
যতেক চৌ যুগ তাতে অংশ অবতার।
যুগ-অনুরূপ বর্ণ হয় তা সবার॥
ধর্ম্মসংস্থাপন-অধর্ম্মবিনাশ-নিমিত্তে।
প্রতিযুগে অংশ-অবতার হয় তাতে॥১৪৩॥
আপনেই দ্বাপরে ভগবান হরি।
অবতার-শিরোমণি সবার উপরি॥
এবে কৃষ্ণতাকে গেল—গর্গমুনি কহে।
শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ—বর্ণ কৃষ্ণ নহে॥
প্রতি দ্বাপরে কৃষ্ণনাম কৃষ্ণবর্ণ।
তদ্রূপতা গেল প্রভু এই শুন মর্ম॥
যেন দ্বাপরেতে কৃষ্ণ তেন গৌরচন্দ্র।
কলি-দ্বাপরেতে অন্য যুগের স্বতন্ত্র॥
এই দুই যুগে এক পূর্ণ অবতার।
ব্যাস কহিলেন উদাহরণ হইার॥১৪৪॥

তথাহি বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে—

তমারাধ্য তথা শম্ভুং গ্রহিষ্যামি বরং সদা।
দ্বাপরোদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু॥
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥১৪৫॥

আর কিছু কহি শুন ভগবদ্গীতা।
শ্রীমুখোদিত প্রভুর নিজ নিজ কথা॥১৪৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (৪।৮)

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥১৪৭॥

সাধুজন-পরিত্রাণ ধর্ম-সংস্থাপন।
অধর্ম-বিনাশ-হেতু কহিল এ মর্ম॥
যুগে যুগে জন্ম আমি লভিয়ে আপনি।
এই দুই যুগে মাত্র আপনেই আমি॥
এক যুগ-শব্দে কহি আর নাম 'যুগে'।
বিশেষণ-বিশেষ্য করি বাখানয় লোকে॥

বুঝেন। এইরূপ বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ ভক্তলোকই ইহার সমর্থ হইতে পারেন।

১৪২। 'ক্রম'=পারম্পর্য্য; পূর্ব্বোক্তির প্রথমটার সঙ্গে শেষোক্তির প্রথমটার সম্বন্ধ, দ্বিতীয়টার সঙ্গে দ্বিতীয়টার—এইরূপ ঠিক পরে পরে সম্বন্ধ, যেমন এখানে সত্যে শ্বেত, ত্রেতায় রক্ত ইত্যাদি।

১৪৫। আমি সর্ব্বদা সেই মহাদেবকে আরাধনা করিয়া এই বর লইব যে, তুমি দ্বাপরাদি যুগে মানব-কুলে অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া কল্পিত শাস্ত্র দ্বারা লোক সকলকে আমা হইতে বিমুখ করিও ও আমাকে গোপন রাখিও, যাহাতে সৃষ্টির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ লোকে যেন মৎপরায়ণ (হরিপরায়ণ) না হইতে পারে, কারণ তাহা হইলে তাহারা উদ্ধার হইয়া যাইবে, সুতরাং তদ্দারা সৃষ্টিও লোপ পাইবে।

১৪৭। শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি সাধুগণের

যুগ বিশেষণ যুগের— তেঁই 'যুগ' বলি।
এক ত দ্বাপর যুগ আর যুগ কলি ॥
যুগে যুগে চারিযুগ বলি কেনে বল।
কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার অংশ কেনে কর ॥
সে চারিযুগের কথা আর ঠাঁই কহে।
তাহাও কহিব আমি মন দেহ তাদে ॥১৪৮॥

তথাহি তত্রৈব (৪।৭)—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥১৪৯॥

যে যে কালে যে যে যুগে ধর্মের হয় হানি।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সে সে কালে জানি ॥
তদাকালে আপনাকে করিয়ে সৃজন।
প্রতিযুগে অবতার অংশেতে জনম ॥
এতেকে কহিয়ে আমি শুন মোর বোল।
কহয়ে লোচন— কথা না ঠেলিহ মোর ॥১৫০॥
কলিযুগে গৌর কৃষ্ণ জানিয়াছি আমি।
বিশেষে সন্দেহ মোর ঘুচাইলে তুমি ॥
আর অপরূপ শুন কলিযুগ-মর্ম।
আশ্রয়ে নিস্তারে লোক সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম।
দান ব্রত তপ হোম স্বাধ্যায় সংযম।
বাসনা-বিষয় যত এ বিধি নিয়ম ॥১৫১॥

কর্মকাণ্ড খ্যাতি শুনে সব মায়াবন্ধ।
নাম-গুণ-মহিমা না জানে ছার অন্ধ ॥
কর্মসূত্রে বন্দী জীব ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
নিবৃত্তি না হয় কর্ম—নারে সম্বরিতে ॥
প্রলয়ের কালে সব কর্মবন্ধ ঘুচে।
হেন বন্ধ ঘুচে কৃষ্ণকথা যবে পুছে। ১৫২॥
হেন গুণ সঙ্কীর্ত্তন—কলিযুগধর্ম।
ঘোর পাপময় বলে না জানিয়া মর্ম্ম ॥
যুগ-ধর্ম সঙ্কীর্ত্তন ঘুচাবে কেমনে।
কেবা ধর্ম-সংস্থাপন করে প্রভু বিনে ॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা শুন গীতার বচনে।
প্রভু অবতার হয় যেই যেই কারণে ॥১৫৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৪।৮)

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।১৫৪॥

সাধুজন-পরিত্রাণ অধর্ম বিনাশ।
ধর্ম-সংস্থাপন প্রতি যুগেতে প্রকাশ ॥
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম ইহা মান।
কলি গোরা অবতার - কভু নহে আন ॥
ইহা বলি মুনি-সনে কোলাকোলি করে।
আনন্দে বিহ্বল ব্রহ্মা আপনা পাসরে ॥১৫৫॥

রক্ষা, পাপিগণের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

১৪৮। 'এই দুই যুগে"=দ্বাপরে ও কলিতে। 'আপনেই আমি'—স্বয়ং ভগবান্ আমি।

১৪৯। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় হয়, তখন তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

১৫১। 'স্বাধ্যায়"=বেদ-পাঠ। 'সংযম"=ইন্দ্রিয়-দমন। 'বাসনা বিষয়'=কামনার মধ্যে।

১৫২। 'কর্ম্মকাণ্ড-খ্যাতি"=দান-ব্রতাদি কর্ম-যোগের প্রশংসা। 'নিবৃত্তি.. সম্বরিতে'=কর্ম্ম-বন্ধ ঘুচে না এবং কর্ম ত্যাগ করিতেও পারে না; সুতরাং ভব-বন্ধ-মোচনও হয় না।

১৫৩। "'হেন গুণ মর্ম—কলিযুগের মহৎ গুণ এই যে, ইহাতে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে পরিত্রাণ-লাভের একমাত্র ধর্ম; কিন্তু লোকে এই গূঢ় কথা

এক কহে আর উঠে গোরা-গুণের প্রভায়।
সকল ইন্দ্রিয় সুখ করিবারে চায়॥
আর কথা শুন প্রভুর সহস্রেক-ন মে।
এককালে তুই নাম বৈল একু ঠামে॥১৫৬॥

তথাহি মহাভারতে শান্তিপর্ব্বনি—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥১৫৭॥

হেমগৌর-কলেবর সুবরণ-দ্যুতি।
সন্ন্যাস-করণে সে পরম-মহাযতি॥
ভবিষ্যপুরাণে শুন কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা।
কলি জনমিব তিনবার এই আজ্ঞা॥১৫৮॥

তথাহি ভবিষ্যপুরাণে—

জায়ধ্বং ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥১৫৯॥

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে।
কলিযুগ-ধর্ম-মর্ম্ম বিচারহ মনে॥
পাপময় কলিযুগ - কহে সর্ব্বজনে।
অধর্ম প্রকট— ধর্ম্ম ক্ষীণ আচরণে॥
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন এই ধর্ম তার।
এই হরিনাম পুন সর্ব-ধর্ম্ম-সার॥
দান-ব্রত-তপ-হোম-যজ্ঞ-জপ-ফল।
সর্ব্বশক্তি নামে দিল—নাম মহাবল॥১৬০॥

বিষয়ী বিষয়-ভোগে নাম করে চিন্তা।
আগে ভোগ দেই পাছে হরিভক্তি-দাতা॥
শ্রদ্ধাবন্ত জন যদি হরিগুণ গায়।
সব সুখ ছাড়ি প্রভু তার পাছে ধায়॥
এহেন কৃষ্ণের নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তন।
পাপময় কলিযুগে কহে সর্ব্ব-ধর্ম্ম॥
যুগের স্বভাবে ইহা যুগ-ধর্ম্ম কহি।
পাপময় কলিযুগে পর-ধর্ম্ম এহি॥
যদি বা বলিবা পাপ দুশ্চেষ্ট-কারণে।
প্রকাশিলা মহাখড়্গ নাম-সঙ্কীর্ত্তনে॥
সত্য-আদি-প্রজা কেনে কলি-জন্ম মাগে।
হরিপরায়ণ লোকে হবে কলিযুগে॥১৬১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৮)—

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ॥১৬২॥

কৃষ্ণ-অবতারে কেনে লৈয়া সর্বশক্তি।
পাপাশয়-জনে নাহি দেই প্রেমভক্তি॥
ঐছন করুণা কহ কোন্ যুগে আর।
না ভজিতে প্রেম দেই কোন্ অবতার॥
পাপানাশ হেতু আছে ধর্মকর্ম তীর্থ।
কভু কি সে ধর্মশীল পায় হেন অর্থ॥১৬৩॥

বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে ঘোর পাপময় বলে।

১৫৪। ইহার অনুবাদ ১৪৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

১৫৬। 'প্রভায়'=প্রভাবে। 'তুই নাম'—সুবর্ণবর্ণ ইত্যাদি ও সন্ন্যাসকৃৎ ইত্যাদি।

১৫৭। সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ অর্থাৎ পরম সুন্দর, চন্দনমালা-পরিশোভিত সন্ন্যাস-গ্রহণকারী, শম—শ্রীকৃষ্ণরহস্য প্রকাশক, শান্ত এবং নিষ্ঠা ও শান্তি-পরায়ণ।

১৫৯। 'শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে দেবগণ, পৃথিবীতে ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ কর, জন্মগ্রহণ কর জন্মগ্রহণ কর। কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে আমি শচীসুত হইয়া জন্মগ্রহণ করিব।

১৬২। হে মহারাজ! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর-যুগের লোকে কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন,

এতেকে জানিল কলি সর্ব-যুগ-সার।
সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম বহি ধর্ম নাহি আর॥
এতেক বিচার-কথা কহিল বিরিঞ্চি।
শুনিয়া নারদ বীণা বাজায় সুসঞ্চি॥
এহেন অমৃত ব্রহ্মা নারদ-সম্ভাষ।
আনন্দ হিয়ায় কহে এ লোচন দাস। ১৬৪॥

সিন্ধুড়া রাগ।

নারদ কহয়ে ব্রহ্মা কি কহিব আর।
যে কিছু কহিলা—এই হৃদয়ে আমার॥
কর্মবন্ধে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত কল্প।
দৈবে সে বৈষ্ণব-সেবা ঘটে যদি অল্প॥
তাঁর মহোত্তম কথা নিগূঢ় শুনিয়া।
পালয়ে পরম-যত্নে সাবধান হৈয়া ১৬৫॥
তবে মুক্তবন্ধ হৈয়া কৃষ্ণ-পর হয়।
সালোক্যাদি মুক্তি চারি অঙ্গুলে না ছোঁয়॥
তারপর প্রেমভক্তি গোপিকার ভাব।
কে আছয়ে অধিকারী সে সব আলাপ॥
যা সবার বশ প্রভু ত্রিজগত-নাথ।
প্রাকৃত-জনে সে যেন কুলটার সাথ।
গোপিকার প্রেম কথা কে কহিতে জানে।
গুল্মলতা জন্ম উদ্ধব মাগে যার গুণে॥১৬৬॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ১০।৪৭।৬১—

আশামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥১৬৭॥

যে প্রভুর চরণ ব্রহ্মা মহেশ ধেয়ায়।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র খুঁজি উদ্দেশ না পায়॥
অশেষে লখিমী যার পদ করে সেবা।
বাক্-অগোচর যার পদমধু প্রভা।
চারি বেদে যাহার মহত্ত্ব নিত্য গায়।
অনন্ত মহিমা গুণ—ওর নাহি পায়॥১৬৮॥
শেষ মহাশয় যার শয়নের শয্যা।
হেন প্রভু করে গোপিকার পরিচর্য্যা॥

কারণ কলিযুগে জন্মাইলে তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত হইতে পারিবেন।

১৬৩। 'পাপনাশ..... অর্থ"=পাপ নাশ করিবার জন্য দান-ব্রতাদি ধর্মকর্ম ও তীর্থ পর্য্যটনাদির ব্যবস্থা রহিয়াছে বটে, কিন্তু এইরূপ ধর্মাচরণকারী ব্যক্তি কি উদ্দ্বারা কখনও পরমানন্দময় হরিসঙ্কীর্ত্তন-জনিত প্রেমানন্দ-ধন লাভ করিতে পারে?

১৬৪। 'সুসঞ্চি"=অতি সুস্বরে।

১৬৫। 'এই হৃদয়ে আমার'—ইহা আমার চিত্তে গাঁথা রহিল।

১৬৬। "কৃষ্ণ-পর"—কৃষ্ণপরায়ণ।

১৬৭। শ্রীউদ্ধব বলিলেন, আহা! যে বৃন্দাবনে গোপীগণ দুস্ত্যজ পতিপিত্রাদি স্বজন ও ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেদের অন্বেষণীয় কৃষ্ণপদারবিন্দ আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমি কবে সেই বৃন্দাবনে গোপীপদরজঃসেবী গুল্ম (ছোট ছোট বৃক্ষ), লতা বা ওষধি (যে সব গাছের ফল পাকিলে মরিয়া যায়) বৃক্ষ—এই সমস্তের মধ্যে কোনও একটি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিব?

১৬৮। 'ধেয়ায়"=ধ্যান করে।
'উদ্দেশ'=খোঁজ-খবর।
'অশেষে"=বিবিধ প্রকারে।
'লখিমী'—শ্রীলক্ষ্মীদেবী।

আর কত ভকত আছয়ে শত শত।
হেনরূপে বশ কৈল গোপী-অনুগত ॥
কোথা কৃষ্ণ পরমাত্মা — নিগূঢ় এ প্রেমা।
কোথা গোপী বনচারী ব্যভিচারী কামা ?
ঐছন ভকতি-তত্ত্ব বুঝিবারে চাই।
পরম নিগূঢ় ভক্তি ইহা বই নাই ॥১৬৯॥
হেন ভক্তি প্রচারিব কলিযুগে প্রভু।
লখিমী অনন্ত যাহা পায় নাহি কভু ॥
সবারে বোলহ ব্রহ্মা এই ব্রহ্মালোকে।
নিজ-নিজ অংশে জন্ম লউক কলিযুগে ॥
ইহা বলি মহামুনি অন্তর-উল্লাসে।
চলিলা নারদ -- কহে এ লোচন দাসে ॥১৭০॥

মল্লার রাগ। ত্রিপদীছন্দ।
প্রাণ গোরাচাঁদ নারে হয় ॥ধ্রু।

চলিলা নারদমুনি, বীণার গর্জন শুনি,
শ্রবণ-মঙ্গল গায় গীত—না।
অমিয়া সিঞ্চিল যেন, জগত জনের মন,
ত্রিভুবন আনন্দে চমকিত—না ॥
জয় জয় হরিবোল, আনন্দময় কল্লোল,
ঘোষণা পড়িল তিন লোকে—না।
অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে, জনম লভিব রঙ্গে,
গোরা অবতার কলিযুগে—না ।১৭১॥
ঐছন করুণাকর, দেখিব নয়ানে মোর,
অমিয়া সিঞ্চিব কলেবরে—না
জয় জয় জগন্নাথ, যতেক ভকত সাথ,
নিজ ভক্তি করিব প্রচারে—না ॥
কলিযুগ ধনি ধনি, কলি লোক সব ধনি,
অবনী নদীয়া যার মাঝে - না।
ধনি মিশ্র পুরন্দর, ভবনেতে যাঁহার,
জনম লভিব গোরারাজে—না ॥
এ সব সঙ্গীর সঙ্গে, হরি-গুণ গাব রঙ্গে,
বাজিব মৃদঙ্গ করতাল - না।
ভুবন চতুর্দ্দশে, বরিখব প্রেমরসে,
কীর্ত্তন করব পরচার—না ॥১৭২।
বৃন্দাবন-গুণ-রস, প্রণয় সে সরবস,
আপনে আস্বাদি দিব সবে—না।
দেব নাগ-নরগণে, আচণ্ডাল সব জনে,
পিয়াইব যাহা করি লোভে—না।
আনন্দ আনন্দ গুণ, মঙ্গল মঙ্গল শুন,
বৃন্দাবন-ধন পরকাশ—না।
সকল-ভুবন-পতি, জনম লভিব ক্ষিতি,
আনন্দে ভুলিল লোচন দাস—না ॥১৭৩

বরাড়ী রাগ।

মোর প্রাণ রে আরে রে গোরাচাঁদ নারে হয় ॥ধ্রু॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্র আদি লোকে।
শুনিয়া আনন্দময় নাচয়ে কৌতুকে ॥
অঙ্কুরিত মৃত-তরু যেন দেখে লোকে।
নারদ আনন্দময় ভ্রময়ে কৌতুকে ॥
হেনমতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে আচম্বিত।
ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় দেখে লোকের চরিত।

'বাক্-অগোচর' = বর্ণনাতীত।
'পদ-মধু প্রভা' = অমৃতময় শ্রীপাদপদ্মের মহিমা।
'ওর' = সীমা।
১৬৯। 'শেষ মহাশয়' = অনন্ত-দেব।
'বশ ... অনুগত' = গোপী অনুগা হইয়া ভজনপূর্ব্বক কৃষ্ণকে বশীভূত করিলেন।
'ব্যভিচারী' = কুলটা, 'কামা' = কামপরায়ণা ?
১৭২। 'করুণাকর' = করুণাময়; দয়াময়।

দান ব্রত তপস্যা ছাড়িল সর্ব্বজনে।
নিজ-নিজ-কর্ম ছাড়ে উদর-পালনে ॥১৭৪॥
কৃষ্ণ উপাসনা ধর্ম ছাড়িল ব্রাহ্মণ।
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র ছাড়ে ব্রাহ্মণ সেবন ॥
মাতা পিতা গৌরব ছাড়িয়া সব জনে।
স্ত্রীয়ের গৌরব করে কায় বাক্য মনে ॥
তবে অনুমানি মুনি জাগিল নিশ্চয়।
এই কলিযুগ—ইথে নাহিক সংশয় ॥
যা লাগিয়া তিনলোকে ঘোষণা পড়িল।
কারে নিবেদিব সেই কলিযুগ আইল ॥১৭৫।
চিন্তিত হইয়া মুনি বসিলা ধেয়ানে।
আচম্বিতে শুভবাণী উঠিল গগনে ॥
জগন্নাথ দারুব্রহ্ম আমি নীলাচলে।
লোক নিস্তারণ-হেতু সমুদ্রের কূলে ॥
পূরব বৃত্তান্ত নাহি স্মরণ যে তোর।
কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞায় আজ্ঞা পাইলে মোর।
চল চল মুনিরাজ নীলাচল পুরী।
আচরিহ জগন্নাথ আজ্ঞা অনুসারি। ১৭৬।
চলিলা নারদ মুনি আনন্দ হিয়ায়।
উঠিলা বীণার ধ্বনি জগত জুড়ায় ॥
'হাহা জগন্নাথ' বলি অনুরাগে ধায়।
দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগত-রায় ॥
যত অবতার তার আশ্রয় সদন।
সব-কলা-রসময় প্রসন্ন-বদন ॥
চরণে পড়িয়া মুনি বলে কর জুড়ি।
কৃপা কর জগন্নাথ! আইলা যুগ কলি ॥১৭৭॥

মহাঘোর পাপেতে পড়িল সর্ব্ব লোকে।
শিশ্নোদর-পরায়ণ মগ্ন মহাশোকে ॥
শুনিয়া ঠাকুর কিছু হাসিয়া কহিল।
কর পরশিয়া তারে [illegible] বলিল ॥
পরম নিগূঢ় কথা কহি তোর সনে।
গোলোকে চলহ মুনি আমার বচনে ॥১৭৮॥

পাহিড়া রাগ। ত্রিপদী ছন্দ।

বৈকুণ্ঠ-উপরি স্থান, গোলোক যাহার নাম,
শ্রীগৌরসুন্দর তাহে রাজা।
লখিমী অধিক নারী, কি পুরুষ কিবা স্তিরী
সুখময় সকল পরজা ॥
রাধা আর রুক্মিণী, এই দুই ঠাকুরাণী,
তার অংশে যতেক নাগরী।
শত শত শাখা-ভক্তি, এ দোঁহার লৈয়া শক্তি
সেবা করে হৈয়া অনুচরী ॥১৭৯॥
আর দেবী সত্যভামা, রূপে গুণে অনুপমা
সব-রস বৈদগ্ধীর সীমা।
লীলা-বিলাস লাবণ্য, সর্ব কলা-রস ধন্য,
ত্রিজগতে রমণী পরমা ॥
সঙ্গীত বলিয়ে যারে, তাল সঞ্চারণ স্বরে,
শব্দব্রহ্ম জগতে বাখানে।
বলিয়ে পঞ্চম বেদ, যে বুঝয়ে স্বরভেদ
বুদ্ধিরূপা সর্ব্বত্র সমানে ॥১৮০॥

১৭৪। 'কর্ম্ম' = ধর্ম্ম-কর্ম।
'উদর-পালনে' = উদর ভরণের নিমিত্ত।
১৭৫। 'নিবেদিব' = বলিব।

১৭৯। 'স্তিরী' = নারী। 'পরজা' = প্রজা।
'শাখা-ভক্তি' = ভক্তিস্বরূপিণী অনুগতা নারী।
১৮০। 'বৈদগ্ধী' = রস-চাতুর্য্য।

পুরুষ ঠাকুর অংশ, সকল বৈষ্ণব বংশ
রসময় রঙ্গ নামা পুরী।
ঐছন মহিমা তার, কহিতে শকতি কার,
এক মুখে কহিতে না পারি॥
যতেক গোপিকাগণে, রাস কৈল বৃন্দাবনে,
রাধা আদি করি করে সেবা।
দ্বারকায় ছিল যত, রুক্মিণীর অনুগত,
আর যত রস অনুভবা॥১৮১॥
ভক্তি বিনু নাহি তায়, নিরবধি যশ গায়
স্বতন্ত্র হইয়া পরাধীন।
মুক্ত পুন সর্বজন, প্রাকৃত জনের হেন,
ভকতি করয়ে যেন দীন॥
সালোক্যাদি চারি মুক্তি, বৈকুণ্ঠনাথের শক্তি
ভক্তিহীন আপনে স্বতন্ত্র।
লখিমী সম্পদময়, দীনভাব নাহি রয়,
ভকতি কেবল পরতন্ত্র॥১৮২॥
শর্করা সে আপনে, নিজ-স্বাদ নাহি জানে,
পরজনা করে উপভোগ।
ঐছন মুকতি-পদ, ভক্তিপথে দেই বাধ,
সব-পর প্রেমভক্তিযোগ॥

বিধাতার অগোচর, সে পুরী আমার ঘর,
করুণা কারণে আইলুঁ এথা।
শ্রীচৈতন্য সর্ব্বেশ্বর, গৌর দীর্ঘ কলেবর,
দেখিয়া ঘুচাহ মনোব্যথা॥১৮৩॥
যে রূপে দেখিবে তথা, সে রূপে আসিব হেথা
কীর্ত্তন করিব পরচার।
ঘুচাব সকল দুখ, প্রচারিব প্রেমসুখ,
কলিলোক করিব নিস্তার॥
চলিলা নারদ-মুনি, শুনি অপরূপ বাণী,
বেদ-অগোচর এই কথা।
বৈকুণ্ঠ-উপর আর, বৈকুণ্ঠ দেখিব যার,
সকল ভুবনে গুণ-গাথা॥১৮৪॥
মুক্তি পরমুক্তি আর, ভাগবতের বিচার,
শুনিল নিগূঢ় যত কথা।
লোক-বেদ অবিদিত, আর যত অবেকত,
বেকত দেখিব আজি তথা॥
অনুরাগে ধায় মুনি, বীণার শবদ শুনি,
বৈকুণ্ঠের প্রজা হরষিত।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া, প্রেমায় বিহ্বল হৈয়া,
সুমঙ্গল গায় গুণগীত॥১৮৫॥

১৮১। 'পুরুষ ঠাকুর-অংশ' = যেখানে পুরুষমাত্রেই শ্রীভগবানের অংশবিশেষ।

'সকল বৈষ্ণব-বংশ' = সকলেই পরম বৈষ্ণব।

'রসময়-রঙ্গ নামা পুরী' = সেই স্থান হইতেছে রঙ্গরসময়। 'রস অনুভবা' = রসিকা নাগরী।

১৮২। 'যশ' = কৃষ্ণযশ।

'স্বতন্ত্র হইয়া পরাধীন' = স্বাধীন হইয়াও সকলে ভক্তিদেবীর অথবা মূল নায়িকার অধীন।

'মুক্ত ... দীন' = সেখানে সকলে মুক্তপুরুষ হইয়াও সাধারণ ভক্তের ন্যায় দৈন্যভাব অবলম্বন করেন।

'সালোক্যাদি ... স্বতন্ত্র' = এই সমস্ত মুক্তিগণ শ্রীনারায়ণের শক্তিবিশেষ হইয়াও এ সকলে ভক্তি নাই বলিয়া ইহারা স্বাধীন ভাবাপন্ন।

'ভকতি কেবল পরতন্ত্র' = কেবল ভক্তিদেবীই হইলেন পরাধীন ভাবাপন্ন অর্থাৎ অতিদীন।

১৮৩। 'সব পর' = সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৮৪। 'বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ' = বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত অন্য শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠ শ্রীগোলোক

দেখিল বৈকুণ্ঠনাথ, সব পারিষদ-সাথ,
বসি আছে স্বর্ণ-সিংহাসনে।
পড়িয়া চরণ-তলে, মুনি পরণাম করে,
তুলি পহুঁ কৈল আলিঙ্গনে ॥
হাসিয়া কহিল পঁহু, কি তোর অন্তরে রহু,
কহ মুনি হৃদয় সত্বরে।
উৎকণ্ঠা হৃদয়ে মোর, পালিব বচন তোর,
অগোচর করিব গোচরে ॥১৮৬॥
করযোড়ে বলে মুনি, তুমি সর্ব্ব-অন্তর্যামী,
তোরে মুই কি বলিব আর।
দারুব্রহ্ম-রূপে মোরে, যে কহিলে অন্তরে,
সেই রূপ দেখাহ তোমার ॥
পহুঁ কহে শুন মুনি, নিভৃতে কহিয়ে আমি,
সেই রূপ সহজ-স্বরূপ।
তার ছায়া মায়া যত, অবতার শত শত,
সে শুধু করুণাময় ভূপ ॥১৮৭॥
যার শক্তি-ছায়া আমি, ব্যাপিত সকল ভূমি,
সর্বময় বিষ্ণু সর্বেসর্ব্ব।
লক্ষ্মী মোর অনুচরী, আর এই মুক্তি চারি,
তোরে এই কহিল সন্দর্ভ ॥
যার ছায়া বিষ্ণু আমি, সম্পদ-ছায়া লখিমী,
বৈকুণ্ঠের ছায়া এ বৈকুণ্ঠ।
মুক্তি-ছায়া চারি মুক্তি, সবে আরোপিয়া শক্তি
সেবে নাথ সে পহুঁ বৈকুণ্ঠ ॥১৮৮॥
রাধা মাত্র প্রকৃতি, প্রেমময় আকৃতি,
যার বশ পুরুষ প্রধান।
প্রকৃতি দক্ষিণ বাম, ললিতা বিশাখা নাম,
তিন গুণ শকতি সন্ধান ॥১৮৯॥
নিশ্চয় বচন মোরি, অনায়া সে গৌরহরি,
প্রকট করুণা কল্পতরু।
চন্দ্র মুনি চলি যাই, সেই মহাপ্রভু ঠাঁই,
সকল ভুবনে শিক্ষাগুরু ॥
চলিলা মুনীন্দ্ররায়, বীণা হরিগুণ গায়
আনন্দে অবশ অঙ্গ কাঁপে।
পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা,
প্রেমবারি দু'নয়ানে ঝাঁপে ॥১৯০॥
প্রেম-মদে মাতোয়ার, ক্ষণে হয় চমৎকার,
ক্ষণে ডাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া।
ক্ষণে আধ পদ যায়, ক্ষণে ক্ষণে ফিরি চায়,
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে চলে ধাইয়া ॥
আচম্বিতে বায়ু বহে, জুড়ায় সকল দেহে,
কোটী চাঁদ জিনিয়া সে জ্যোতি।
শ্রীপাদপদ্ম-গন্ধে, আউলায় শরীর-বন্ধে,
হেন বুঝি তঁহি কাম কাঁতি ॥১৯১॥
অনেক মদনরায়, অনুগত কাজে ধায়,
প্রেম বিনু না দেখিয়ে লোক।
না দিবা রজনী জানি, না দেখিয়ে ভিনাভিনি
সর্বজন হরিব অশোক ॥
গমন নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত কলা,
নয়ান চ হনি আকর্ষণ।
রঙ্গ বিনু নাহি অঙ্গ, ভাব বিনু নাহি সঙ্গ,
রসময় দেহের গঠন ॥১৯২॥

ধাম।

১৮৭। 'সহজ-স্বরূপ' = স্বাভাবিক রূপ।

'ভূপ' = রাজা।

১৮৮। 'সর্ব্বেসর্ব্ব' = সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

'সন্দর্ভ' = রহস্য।

১৯১। 'আউলায় শরীর-বন্ধে' – দেহের গ্রন্থি সব শিথিল হয়; শরীর এলাইয়া পড়ে।

১৯২। 'ভিনাভিনি' = ঝগড়া-বিবাদ।

তনু চিদানন্দময়, ভূমি চিন্তামণি হয়,
কল্পতরু সর্ব্বতরু তথা।
সুরভি যতেক সব, কামধেনু অভিনব,
উদ্ধবাদির আশা গুল্মলতা ॥
সব তরু কল্পদ্রুম, তহিঁ এক নিরুপম,
রত্নবেদী তার চারি পাশে।
স্বর্ণ-সিংহাসন তায়, বসিয়া গৌরাঙ্গ-রায়
সরস মধুর লহু হাসে॥১৯৩॥
সশাখ মঙ্গল-ঘটে, সিংহাসন-সুনিকটে
বামপদাঙ্গুষ্ঠ পরশিয়া।
রতন-প্রদীপ জ্বলে, যেন দিবাকর করে,
আলোকিত জগত ভরিয়া ॥
রাধিকা দক্ষিণ-পাশে, অনুচরী করি কাছে,
রতন কলস করি করে।
বাম-পাশে রুক্মিণী, কাছে করি সঙ্গিনী,
রত্ন-ঘটে পূর্ণ জল ভরে॥১৯৪॥
নগ্নজিতা জল ভরে, দেই মিত্রবৃন্দা-করে,
মিত্রাবৃন্দা সুলক্ষণা-করে।
সে দেই রুক্মিণী-করে, দেবী ঢালে প্রভু শিরে
অভিষেক সুরনদী-জলে ॥
তিলোত্তমা জল ভরে, দেই মধুপ্রিয়া-করে,
মধুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী করে।
সে দেই রাধিকা-হাতে, রাই ঢালে প্রভু-মাথে
অভিষেক করে গঙ্গাজলে ॥১৯৫॥

সত্যভামা অন্তরে, দিব্য গন্ধ করি করে,
দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার।
লক্ষ্মণা সুভদ্রা ভদ্রা, সত্যভামা পরতন্ত্রা,
অনুক্রমে করে দেই তার ॥
আর দিব্য নারী যত, চারি পাশে কত শত,
দিব্য ভূষা দিব্য উপহার।
রতন-স্তবক করে, রহে প্রভু বরাবরে,
জয়জয় মঙ্গল উচ্চার ॥১৯৬॥
গোলোকনাথের স্নান, ইহা বহি নাহি আন,
আগমে কহিল এই ধ্যান।
হেমগৌর-কলেবর, মন্ত্র চারি অক্ষর,
সহজ বৈকুণ্ঠনাথ শ্যাম ॥
শ্যাম-দেহে চারি হাত, ধরয়ে বৈকুণ্ঠনাথ,
চারি হস্তে চারি অস্ত্র তার।
হেম কিরণীয়া পঁহু, হেম অঙ্গে হাসে লহু,
দ্বিভুজ শরীর শুন সার ॥১৯৭॥
ঐছন সময়ে মুনি, দেখিয়া সে গৌরমণি,
বিভোর পড়িলা পদতলে।
আঁখি মিলিবারে নারে, পুন চাহে দেখিবারে
সিনাইল নয়নের জলে ॥
স্নান সমাধিয়া পঁহু, হাসিয়া সে লহু লহু
নারদে তুলিয়া লৈল কোলে।
ঘুচিল সংশয়-চিন্তা, খণ্ডিল মনের ব্যথা
পঁহু-প্রিয় লহু লহু বোলে॥১৯৮॥

'গমন নটন-লীলা' — চলন যেন ঠিক নৃত্যের ন্যায় সুন্দর। "বচন সঙ্গীত-কলা" — কথা যেন ঠিক সঙ্গীতের ন্যায় মধুর। 'নয়ন-চাহনি আকর্ষণ' = চোখের চাহনিতে মন আকর্ষণ করে। 'রঙ্গ বিনু নাহি অঙ্গ" = সকলেই কেবল রঙ্গময়।

'ভাব বিনু নাহি সঙ্গ' = সকলেই কেবল ভাবময়।

১৯৩। 'সুরভি" = গাভী।

১৯৬। 'অনুক্রমে' — পর পর।

'বরাবরে' = সমীপে।

১৯৮। 'সিনাইল" = ভিজাইল।

মুনি বলে মহাপ্রভু, হেন অপরূপ কভু,
না দেখিল না শুনিল আমি।
জনম সফল আজি, দেখিল অমিয়া-রাজি,
ধনি ধনি আপনাকে মানি॥
ব্রহ্মাদি না জানে তত্ত্ব, অবতার অবিদিত,
অচিন্ত্য বলিঃ। বলি তোমা।
জ্যোতির্ম্ময় বলে কেহ, মুখে না নির্ব্বচে সেহ
কহিবারে নাহিক উপমা॥১৯৯॥
কেহ বলে পরাৎপর, প্রধান পুরুষবর,
বিচারি না করে নিরূপণা।
সর্বময় তোর শক্তি, দেখিয়া না পায় মুক্তি,
অগোচর তোর আচরণা॥
সহস্রফণা অনন্ত, না পাইয়া গুণের অন্ত,
দ্বিজিহ্বা ধরিল সব মুখে।
না পাইল গুণের ওর, ঐছন ঠাকুর গৌর,
কৃপাবলে দেখিল তোমাকে॥২০০॥
যে পুন আরতি করে, তুয়া পদ অনুসরে
নানা-বুদ্ধি নহে এক মত।
কেহ বলে সর্বব্যাপী, সূক্ষ্মবাদী সাংখ্যযোগী,
স্থূলসেবা করয়ে ভকত॥
কেহ বেদ-অনুসারে, নিত্য ধর্ম-কর্ম করে,
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুগত।
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত যেই, সমাধান নাহি পাই
না বুঝিয়া কহে নানা মত॥২০১॥
অন্যোন্যে বিরোধ কেনে, ইহা নাহি অনুমানে
কহে পুন একই অদ্বৈত।
না বুঝি তোমার মর্ম, পক্ষ ধরি করে কর্ম,
তোর কথা সব অবিদিত॥
এবে পদ-পরসাদে, নিরবধি প্রাণ কাঁদে,
ছাড়ি ইহা প্র কৃত মূরতি।
পুন জনমিব আর, করি কৃষ্ণ সংসার,
আচরিব এই প্রেমভক্তি॥২০২॥
ঐছন নারদ বাণী, শুনি কহে গুণমণি,
চল চল চল মুনিরাজ।
কলি লোক নিস্তারিব, নিজ ভক্তি প্রচারিব,
জনমিয়া নদীয়ার মাঝ॥
চলহ নারদ তুমি, শ্বেতদ্বীপে আছি আমি,
বলরাম নামে সহোদর।
অনন্ত যাহার অংশ, একাদশ রুদ্রবংশ,
সেবা করে মহেশ ঈশ্বর॥২০৩॥
রেবতী-রমণী-সঙ্গে, আছয়ে বিলাস-রঙ্গে,
ক্ষীরজলনিধি-মহী-মাঝে।
যত অবতার হয়, সেই মাত্র সহায়,
আগে করি- করে নিজ-কাজে॥
চল চল মুনিরাজ, গোচর করহ কাজ,
কহিবে করিয়া পরবন্ধ।
নিজ-নিজ-অংশ লৈয়া, পৃথ্বীতে জনম' গিয়া,
স্বনাম ধরহ নিত্যানন্দ॥
আনন্দে নারদ-মুনি, শুনিয়া ঠাকুর বাণী,
হিয়া-সুখে বলে হরিবোল।
কহয়ে লোচন দাস এ দোঁহার সম্ভাষ
শুনি উঠে আনন্দ হিল্লোল॥২০৪॥

১৯৯। 'অমিয়া-রাজি' = সুধারাশি।
'ধনি ধনি' = ধন্য ধন্য। 'মুখে সেহ" – তাহাও মুখে বর্ণনা করিতে পারে না।
২০০। 'পরাৎপর" = শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ।
'আচরণা'— কার্য্য।
'দ্বিজিহ্বা'— দুইটা করিয়া জিহ্বা।
২০২। 'পক্ষ ধরি"— এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া।
'অবিদিত' = বুদ্ধির অগম্য।

ধানশী রাগ। ক্ষুদ্র ছন্দ।

রাঙ্গা চরণ কমল বলি যাও।

এস এস প্রেম বিলাও প্রেমে জগৎ মাতাও হে ॥ধ্রু।

নারদে বিদায় দিয়া বসিলা ঠাকুর।
আপন-অন্তর-কথা তুলিলা অঙ্কুর ॥
পৃথিবীতে জনম লভিব যে কারণে।
তত্ত্ব কহি সর্ব্বজন শুন সাবধানে ॥
নিজবৃন্দ লৈয়া প্রভু কহে সব কথা।
মহামহেশ্বর করে পৃথিবীর চিন্তা ॥
ডাহিনে রাধিকা রহে বামেতে রুক্মিণী।
তাহার অন্তরে যত প্রধান রঙ্গিণী ॥২০৫॥
তাহার অন্তরে যত প্রিয় পারিষদ।
তাহার অন্তরে যত আর অনুগত ॥
প্রাণনাথ-প্রিয়কথা শুনিব শ্রবণে।
লাখ লাখ আঁখি এক সুন্দর-বদনে ॥
অনেক চকোর যেন একচন্দ্র-আশে।
পিবই অমিয়া-রাশি মুখ-পরকাশে ॥
যুগে যুগে জন্ম মোর পৃথিবীর মাঝে।
সাধুপরিত্রাণ ধর্ম্ম রাখিবার কাজে ॥২০৬॥
ধর্ম-সংস্থাপন করি না বুঝই কেহো।
অধিক বাঢ়য়ে পাপ পরমাদ সেহো ॥
সত্যযুগ অধিক ত্রেতায় বাঢ়ে পাপ।
দ্বাপরে তাহার অধিক এ বড় সন্তাপ ॥
কলি ঘোর অন্ধকার নাহি ধর্ম্মলেশ।
করুণা বাঢ়িল দেখি সর্ব্বজন-ক্লেশ ॥
অধর্ম-বিনাশ-হেতু মোর অবতার।
অধর্ম্ম বাঢ়য়ে পুন কি কাজ আমার ॥২০৭॥
ঐছন জানিয়া দয়া উপজিল চিতে।
জনম লভিব নিজ-প্রেম প্রকাশিতে ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি প্রকাশিয়া।
বুঝাইব লোকে ধর্মাধর্ম বিচারিয়া ॥
নবদ্বীপে জন্ম হবে শচীর উদরে।
গঙ্গার সমীপে জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ॥
অন্য অবতার হেন অবতার নহে।
অসুর-সংহার হেতু পৃথিবী বিজয়ে ॥২০৮॥
মহাকায় মহাসুর মহা অস্ত্র মোর।
মহারণে প্রহার করিয়া করোঁ চুর ॥
এবে সেই সর্ব্বজন হৃদয়-আসুরি।
খড়্গ-অস্ত্রে ছেদ্য নহে রণে কিবা করি ॥
নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তন বৈষ্ণবের শক্তি।
প্রকাশ করিব আমি নিজ-প্রেমভক্তি ॥
এইমতে কলি-পাপ করিব সংহার।
সবে চল আগে পাছে না কর বিচার ॥২০৯॥
এবে নাম সঙ্কীর্ত্তন তীক্ষ্ণ-খড়্গ লৈয়া।
অন্তর আসুর জীবের ফেলিব কাটিয়া ॥
যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম দূর দেশে যায়।
মোর সেনাপতি ভক্ত যাইবে তথায় ॥

২০৪। 'ক্ষীরজলনিধি মহী মাঝে'—ক্ষীরসমুদ্র নামক স্থানের মধ্যে; ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে।

'আগে করি'—অগ্রে লইয়া।

'পরবন্ধ'—যত্ন; আদর।

২০৫। 'অঙ্কুর'—বীজ; সূত্র।

২০৮। 'অন্য...বিজয়ে'—অন্য অবতারে যেমন দুষ্টকে বিনাশের নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হই, এ অবতারে সেরূপ নহে।

২০৯। 'হৃদয় আসুরি'—হৃদয়ের দৈত্যভাব অর্থাৎ পাষণ্ডত্ব।

নিজ-প্রেমে ভাসাইব এ ব্রহ্মাণ্ড সব।
কভু না রাখিব দুঃখ শোক এক লব ॥
ভাসাইব স্থাবর জঙ্গম দেবগণে।
শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥২১০॥

বরাড়ী রাগ।

চলিলা নারদ-মুনি, উঠিল বীণার ধ্বনি,
পাণি পদ না চলয়ে আর।
যাইতে না পথ দেখে, প্রেমজলে আঁখি ঝাঁপে,
টলমল যেন মাতোয়ার ॥
পদ দুই চারি যাই, পুন পড়ে সেই ঠাঁই,
'কৃষ্ণ' নাম আধ আধ বলে।
অনেক শকতি উঠি, ধরিয়া ধরণী কটি,
নদী বহে নয়নের জলে ॥
ক্ষণে মহা উনমাদ, হুহুঙ্কার সিংহনাদ,
গোরা-রূপ হৃদয়ে ধেয়ান।
বাহ্য নাহি অন্তরে, না জানে আপনা পরে,
সবে এক গৌর-গেয়ান ॥২১১॥
কোটি-রবি তেজ যেন, অঙ্গের কিরণ হেন,
নারদ চলিলা অন্তরীক্ষে।
উত্তরিলা সেই ধাম, যথা প্রভু বলরাম,
চমক লাগিল শ্বেতদ্বীপে।
পুরী প্রবেশিয়া রহি, চমকি চৌদিকে চাহি,
লাখ লাখ হিমকর-দ্যুতি।
বায়ু বহে মন্দ মন্দ, দিব্য সে কুসুম গন্ধ,
প্রতি দ্বারে লম্বে গজমোতি। ২১২॥
সত্ত্বগুণ সর্ব্বলোক, নাহি জরা মৃত্যু শোক,
সর্ব্বজন সবাকার বন্ধু।
যখন সে দিকে দিঠি, সেই সব জন মিঠি,
বলদেবময় ক্ষীরসিন্ধু ॥
দেখিয়া নারদ-মুনি, ধনি ধনি মনে গণি,
ধনি ধনি আপনাকে মানে।
ত্রিজগত-নাথ স্বামী, দেখিব নয়ানে আমি,
কান্দিয়া পড়িব শ্রীচরণে ॥২১৩॥
সেই বলরাম-রায়, যুগে যুগে সহায়,
করি কৃষ্ণ করে অবতার।
খেলায় বিবিধ খেলা, অনন্ত বিনোদ-লীলা,
করি করে অসুর সংহার ॥
সেই প্রভু বলরাম, নিজ-অংশে তিন ঠাম,
রহি করে কৃষ্ণের পিরীতি।
আদ্য মধ্য আর অন্ত, যার অংশ অনন্ত,
এক ফণায় ধরি রহে ক্ষিতি ॥

২১০। 'ধর্ম'—সঙ্কীর্ত্তনরূপ ধর্ম।

২১১। 'অনেক কটি'—মাটি ধরিয়া কত কষ্টে উঠেন। 'বাহ্য ..... গেয়ান'—তাঁহার আর অন্তর্বাহ্য জ্ঞানও নাই বা আপন পর জ্ঞানও নাই অর্থাৎ তিনি গৌর প্রেমে বিভোর হইয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন—অন্য সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, কেবল গৌর রূপই তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া রহিয়াছে—গৌর বই তাঁর আর অন্য জ্ঞান, অন্য চিন্তা একেবারেই রহিত হইয়া গিয়াছে।

২১২। 'অন্তরীক্ষে' = আকাশে; উর্দ্ধলোকে। 'উত্তরিলা' = আসিলেন। 'হিমকর-দ্যুতি' = সুশীতল, সুবিমল ও সমুজ্জল চন্দ্রকিরণ-দীপ্তি। 'লম্বে গজমোতি' = মুক্তামালা ঝুলিতেছে।

২১৩। 'মিঠি' = মিষ্ট; অতি সুমধুর। 'বলদেবময় ক্ষীরসিন্ধু' = সমস্ত ক্ষীরসমুদ্রের সর্ব্বত্রই যেন শ্রীবলদেব বিরাজ করিতেছেন।

নিজ-প্রেমে ভাসাইব এ ব্রহ্মাণ্ড সব।
কভু না রাখিব দুঃখ শোক এক লব॥
ভাসাইব স্থাবর জঙ্গম দেবগণে।
শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে॥২১০॥

বরাড়ী রাগ।

চলিলা নারদ-মুনি, উঠিল বীণার ধ্বনি,
পাণি পদ না চলয়ে আর।
যাইতে না পথ দেখে, প্রেমজলে আঁখি ঝাঁপে,
টলমল যেন মাতোয়ার॥
পদ দুই চারি যাই, পুন পড়ে সেই ঠাঁই,
'কৃষ্ণ' নাম আধ আধ বলে।
অনেক শকতি উঠি, ধরিয়া ধরণী কটি,
নদী বহে নয়নের জলে॥
ক্ষণে মহা উনমাদ, হুহুঙ্কার সিংহনাদ,
গোরা-রূপ হৃদয়ে ধেয়ান।
বাহ্য নাহি অন্তরে, না জানে আপনা পরে,
সবে এক গৌর-গেয়ান॥২১১॥
কোটি-রবি তেজ যেন, অঙ্গের কিরণ হেন,
নারদ চলিলা অন্তরীক্ষে।
উত্তরিলা সেই ধাম, যথা প্রভু বলরাম,
চমক লাগিল শ্বেতদ্বীপে।
পুরী প্রবেশিয়া রহি, চমকি চৌদিকে চাহি,
লাখ লাখ হিমকর-দ্যুতি।
বায়ু বহে মন্দ মন্দ, দিব্য সে কুসুম গন্ধ,
প্রতি দ্বারে লম্বে গজমোতি। ২১২॥
সত্ত্বগুণ সর্ব্বলোক, নাহি জরা মৃত্যু শোক,
সর্ব্বজন সবাকার বন্ধু।
যখন সে দিকে দিঠি, সেই সব জন মিঠি,
বলদেবময় ক্ষীরসিন্ধু॥
দেখিয়া নারদ-মুনি, ধনি ধনি মনে গণি,
ধনি ধনি আপনাকে মানে।
ত্রিজগত-নাথ স্বামী, দেখিব নয়ানে আমি,
কান্দিয়া পড়িব শ্রীচরণে॥২১৩॥
সেই বলরাম-রায়, যুগে যুগে সহায়,
করি কৃষ্ণ করে অবতার।
খেলায় বিবিধ খেলা, অনন্ত বিনোদ-লীলা,
করি করে অসুর সংহার॥
সেই প্রভু বলরাম, নিজ-অংশে তিন ঠাম,
রহি করে কৃষ্ণের পিরীতি।
আদ্য মধ্য আর অন্ত, যার অংশ অনন্ত,
এক ফণায় ধরি রহে ক্ষিতি॥

২১০। 'ধর্ম'—সঙ্কীর্ত্তনরূপ ধর্ম্ম।

২১১। 'অনেক কটি'—মাটি ধরিয়া কত কষ্টে উঠেন। 'বাহ্য ....গেয়ান'—তাঁহার আর অন্তর্বাহ্য জ্ঞানও নাই বা আপন পর জ্ঞানও নাই অর্থাৎ তিনি গৌর প্রেমে বিভোর হইয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন—অন্য সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, কেবল গৌর রূপই তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া রহিয়াছে—গৌর বই তাঁর আর অন্য জ্ঞান, অন্য চিন্তা একেবারেই রহিত হইয়া গিয়াছে।

২১২। 'অন্তরীক্ষে'=আকাশে; উর্দ্ধলোকে। 'উত্তরিলা'=আসিলেন। 'হিমকর-দ্যুতি'= সুশীতল, সুবিমল ও সমুজ্জল চন্দ্রকিরণ-দীপ্তি। 'লম্বে গজমোতি'= মুক্তামালা দুলিতেছে।

২১৩। 'মিঠি'=মিষ্ট; অতি সুমধুর। 'বলদেবময় ক্ষীরসিন্ধু'=সমস্ত ক্ষীরসমুদ্রের সর্ব্বত্রই যেন শ্রীবলদেব বিরাজ করিতেছেন।

আপনে ঈশ্বর হৈয়া, শ্বেতদ্বীপ-মাঝে রৈয়া,
বিলাস করয়ে নানা-রঙ্গে।
সর্ব্বোপরি পরিণাম, সেই মহাপ্রভুর ঠাম,
সেবা করে অপরূপ রঙ্গে ॥২১৪॥
গমনের কালে ছত্র, বসিতে আসন বস্ত্র,
শয়নের কালে হয় শয্যা।
প্রলয়ে সে বটপত্র, মহারণে দিব্য অস্ত্র,
নানামতে করে পরিচর্য্যা ॥
এক অংশে সেবা করে, আর অংশে মহী ধরে,
হেন প্রভু বলরাম মোর।
ত্রিজগত অধিরাজ, দেখিব ক্ষীরোদ-মাঝ,
প্রভু-আজ্ঞা করিব গোচর ॥২১৫॥
এই দুই প্রভু মাত্র, যেন রাজা মহাপাত্র,
পৃথিবী পালয়ে এক-যুক্তি।
আর যত রুদ্রবংশ, সেহো যাঁর অংশাংশ,
অবতার করিবেন ক্ষিতি ॥
হেন মনঃকথা-রসে, মুনি ভেল পরবশে
পুরী প্রবেশিলা মহানন্দে।
দেখে ত্রিজগত নাথ, সব-পারিষদ-সাথ
অপরূপ বলরামচান্দে ॥২১৬॥
অম্বুর-পর্বত যেন, বসি শ্বেত-সিংহাসন,
অমৃত-মধুর মন্দ হাসে।
রাতা-উতপল আঁখি, ঢুলু ঢুলু যেন দেখি,
আধ বাণী মুখেতে নিকশে ॥
তারক ভ্রমরা আধ, আচ্ছাদিল তার সাধ,
আধ উদাস আঁখি দেখি।
মণি মুকুতা প্রবাল, দিব্য রত্নময় হার,
অলঙ্কারে অঙ্গ নাহি লখি ॥২১৭॥
আলিস বালিশ করে, বাম কর দিয়া শিরে,
ডাহিনে রেবতী-কর ধরে।
রেবতী তাম্বুল করে, দেই প্রভুর অধরে,
অনুরাগে বয়ান নেহারে ॥
অনুচরী চারি পাশে, চামর ঢুলায় হাসে,
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী ধ্বনি শুনি।
কেহো বীণা বেণু বায়, কেহো বা সঙ্গীত গায়,
তাল সঙ্গে পরম-রমণী ॥২১৮॥

২১৪। 'সেই ... অবতার'—শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যুগে সেই শ্রীবলরামকে স্বীয় সহায়-স্বরূপে লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

'নিজ অংশে তিন ঠাম'—তিন অংশে তিন স্থানে তিন মূর্ত্তিতে অর্থাৎ কারণ সমুদ্রে প্রথম পুরুষ, গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়-পুরুষ, ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়-পুরুষ রূপে।

'আদি মধ্য অন্ত'—সর্ব্বপ্রকারে।

'সর্ব্বোপরি পরিণাম'—সেই শ্রীশেষদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-রূপে। 'ঠাম'=শ্রীবিগ্রহ।

২১৬। 'এই দুই প্রভু মাত্র'—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম।

'মহাপাত্র'—সর্ব্বপ্রধান রাজ-কর্মচারী; প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister)

'রাজা মহাপাত্র'=শ্রীকৃষ্ণ হইলেন রাজা ও তাঁহার সর্বপ্রধান সহায় হইলেন শ্রীবলরাম।

'এক-যুক্তি'=একযোগে।

'রুদ্রবংশ"=একাদশ রুদ্র, মহারুদ্র।

'ভেল পরবশে"=বিভোর হইলেন।

২১৭। 'অম্বুর-পর্ব্বত"—ধবল গিরি।

'রাতা-উতপল' রক্তপদ্ম। 'নিকশে"=বাহির হয়।

'তারক-ভ্রমরা'=চোখের তারারূপ ভ্রমর।

উদাস'—শিথিল; ঢল-ঢল।

'অলঙ্কারে অঙ্গ নাহি লখি'=সর্ব্বাঙ্গই অলঙ্কারে ঢাকা, তাহাতে যেন অঙ্গ আর দেখা যাইতেছে না।

২১৮। 'তাল ..... রমণী"=অতি মনোহর সুমধুর তাল গান রাগ সঞ্চারণ করিতেছে।

তাহার অন্তরে যত, অনুগত শত শত,
যার যেই কাজে নিয়োজিত।
ঐছন সময়ে মুনি, করিল বীণার ধ্বনি,
ঠাকুর দেখিল আচম্বিত॥
বিহ্বল নারদ মুনি, টলমলি পড়ে ভূমি,
ঠাকুর তুলিয়া নিল কোলে।
চিরদিনে অনুরাগে, দেখিলা সে মহাভাগে
তুষিলা শীতল মহা বোলে॥২১৯॥
হাসিয়া সম্ভাষে পহুঁ, কহ কোথা হৈতে তুহুঁ
রহস্য করিবে হেন বাসি॥
কহ না কেমনে কাজ, শুনিতে হৃদয় মাঝ
আনন্দ উঠয়ে রাশি রাশি॥
সম্ভ্রমে কহয়ে মুনি, কি কহিতে আমি জানি,
তুমি প্রভু সর্ব্ব-অন্তর্যামী।
যে কিছু কহিতে জানি, সেই কথা অনুমানি,
যে জুয়ায় কর গো আপনি॥২২০॥
পাপময় কলিযুগে, না দেখি নিস্তার লোকে,
দয়া উপজিল প্রভু-চিতে।
পালিব ভকত-জন, আর ধর্ম-সংস্থাপন,
জনম লভিব পৃথিবীতে॥
অধর্ম্ম-বিনাশ-কাজে, আর কোন মর্ম আছে,
হেন বুঝি আকার-ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা দিলা আমারে, ঘোষণা দিবার তরে,
শুনি লোক ভেল আনন্দিতে॥২২১॥

রাধা-ভাব অন্তরে, রাধা-বর্ণ বাহিরে,
অন্তর্ব্বাহ্য রাধাময় হব।
সঙ্গে সখা-সখী-বৃন্দ, আর ভক্ত অনন্ত,
ব্রজভাবে অখিল মাতাব॥
সাঙ্গোপাঙ্গে পারিষদে, জন্ম গিয়া পৃথিবীতে,
স্বনাম ধরহ নিত্যানন্দ।
তোর অগোচর নহে, তাঁর মর্ম-কর্ম্ম-দেহে,
কহিল যে আজ্ঞা গৌরচন্দ্র॥২২২॥
শুনি বলরাম রায়, আনন্দে চৌদিকে চায়,
অট্ট অট্ট হাসে উচ্চনাদে।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার, প্রকাশয়ে চমৎকার,
আপনা পাসরে প্রেমানন্দে॥
আজ্ঞা দিল নিজ জনে, পৃথিবী কর গমনে,
প্রভু-আজ্ঞা পালিবার তরে।
চলহ নারদ তুমি, জনম লভিব আমি,
অগোচর করিব গোচরে॥২২৩॥
ঐছন অমৃত-কথা, শুন গোরা গুণগাথা,
সব জন কর অবধানে।
সব-অবতার সার, কলি গোরা-অবতার
বিচার করহ সবে মনে॥
তৃণ ধরি দশনে, বলোঁ মো কাতর-মনে,
গোরা-গুণে না করিহ হেলা।
সংসারে না দেহ মতি, কর কৃষ্ণে পিরীতি,
সংসার তরিতে এই ভেলা॥

২১৯। 'চিরদিনে' = অনেকদিনের পর।

২২০। 'রহস্য... বাসি' = মনে হইতেছে তুমি যেন গূঢ় কথা কিছু বলিবে। 'অনুমানি' = নিবেদন করি। 'জুয়ায়' = যোগ্য হয়; করা উচিত হয়।

২২১। 'আর কোন মর্ম্ম আছে' = আর কিছু গূঢ় অভিপ্রায় আছে।

২২২। 'রাধা-ভাব' = শ্রীরাধিকার প্রেমভাব। 'রাধা-বর্ণ' = শ্রীরাধিকার স্বর্ণ-বর্ণ অঙ্গ-কান্তি; গৌরবর্ণ। 'তাঁর মর্ম্ম কর্ম দেহে' = তাঁহার অভিপ্রায়, কার্য্য ও তাঁহার অবতার-করণ।

২২৩। 'অগোচর করিব গোচরে' = গুপ্তধন ব্যক্ত করিব; নিগূঢ় প্রেমধন প্রচার করিব।

কভু নাহি হয় যেই, গোরা-অবতার সেই,
হইব পরম-পরকাশ।
নির্জীবে জীবন পাবে, অন্ধে পথ বিচরিবে,
গুণ গায় এ লোচন দাস ॥২২৪॥

ভাটিয়ারী রাগ।

ভাই রে গাও গাও নিতাই-চৈতন্য-গুণগাথা ॥

হেনকালে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈলা।
নিজ-নিজ অংশে সবে জন্মিতে লাগিলা ॥
মহেশ ঠাকুর সর্ব আগে আগুয়ান।
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম কমলাক্ষ নাম ॥
পড়িয়া শুনিয়া গুণে পরবীণ হৈল।
'অদ্বৈত আচার্য্য' বলি পদবী লভিল ॥
সেই মহামহেশ্বর সত্ত্বগুণ ধরে।
তমোগুণ বলি যারে ঘোষয়ে সংসারে ॥২২৫॥
অন্তর্বাহে বিচার না করে কেহো পুন।
বাহ্য আচরণ দেখি বলে তমোগুণ ॥
কৃষ্ণের কেবল আত্মা—নামে হরিহর।
পরাকৃত তমোগুণ—গুণের ভিতর ॥
প্রাকৃত ভকত বলি যেই তমোগুণী।
অধম বলিয়ে অল্প জনে যবে জানি ॥
এ কেমনে হরিহর বল তমোগুণ।
অবজ্ঞা না কর যবে মোর বোল শুন ॥২২৬॥
মনে অনুমান করি করহ বিচার।
এতেকে বলিয়ে—গোরা অবতার-সার ॥
সব অবতারে তার খেলার সংহতি।
বলরাম জনম লভিলা এই ক্ষিতি ॥
ব্রাহ্মণের কুলে—যুগধর্ম-অনুরূপ।
নিতাই আনন্দ-কন্দ সহজ-স্বরূপ ॥
এক অংশে যাহার সহস্র ফণা ধরে।
এক ফণে মহী ধরে সৃষ্টি রাখিবারে ॥২২৭॥
পদ্মাবতী-উদরে জনমে বলরাম।
পিতা হাড়ো ওঝা সে পরমানন্দ নাম ॥
পিতামাতা নাম থুইল কুবের পণ্ডিত।
বৈরাগ্য হৃদয়ে—নিত্যানন্দ সুচরিত ॥
শুক্লা ত্রয়োদশী শুভযোগ মাঘমাসে।
পৃথ্বীতে জনম লৈলা পরম-হরিষে ॥
কাত্যায়নী জনম লভিলা মহী-মাঝে।
সীতা নাম ধরে বিপ্রকুলের সমাজে ॥২২৮॥
অদ্বৈতঠাকুর-সনে একত্রে বিলাস।
দোঁহে মিলি প্রেমভক্তি করয়ে প্রকাশ ॥
আমি অল্পবুদ্ধি কার কিবা তত্ত্ব জানি।
অবতার-নির্ণয় বা কেমনে বাখানি ॥
মহান্তের মুখে যেই শুনিয়াছি কাণে।
তাহাও কহিতে নারি—সঙ্কোচ পরাণে ॥
আমার শকতি নাহি করিতে নির্ণয়।
নাম লৈব মাত্র যাঁর যেবা নাম হয় ॥২২৯॥

২২৪। "ভেলা"=তরি; নৌকা।
'বিচরিবে"=বিচরণ করিবে; চলিবে ॥
'নির্জীবে বিচরিবে'=অসম্ভব সম্ভব হবে অর্থাৎ দেবদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম যাহা কেহ কখনও পায় নাই, তাহা আচণ্ডাল সকলেই পাইবে।

২২৫। 'মহাপ্রভু'=শ্রীবলরাম-মহাপ্রভু।
'মহেশ-ঠাকুর'=শ্রীমহাদেব।
'কমলাক্ষ'=শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর অপর নাম।
'পরবীণ'=প্রবীণ; সুদক্ষ।
২২৬। 'পরাকৃত'=প্রাকৃত; কনিষ্ঠ।

আগে পাছে বিচার না কর কেহো মনে।
আখর অনুরোধে গ্রন্থ নাহি হয় ক্রমে ॥
শচীদেবী জগন্নাথ মিশ্র-পুরন্দর।
আপনে ঠাকুর জন্ম লৈলা যাঁর ঘর ॥
গোপীনাথ নাম কাশীমিশ্র যে ঠাকুর।
চৈতন্য-সম্মত-পথে আনন্দ প্রচুর ॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর গদাধর দাস।
মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস ॥২৩০॥
রায়-রামানন্দ আর বাসুদেব দত্ত।
হরিদাস ঠাকুর আর গোবিন্দানুগত ॥
ঈশ্বর-মাধব-পুরী বিষ্ণুপুরী আর।
বক্রেশ্বর পরমানন্দ পুরী শুদ্ধাচার ॥
পণ্ডিত জগদানন্দ আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
রাঘব-পণ্ডিত আদি পৃথিবী আসিয়া ॥
রামদাস গৌরীদাস ঠাকুর সুন্দর।
কৃষ্ণদাস পুরুষোত্তম শ্রীকমলাকর ॥২৩১॥
কালা কৃষ্ণদাস আর উদ্ধারণ দত্ত।
দ্বাদশ গোপাল ব্রজে ইহার মহত্ত্ব ॥
পরমেশ্বর দাস আর বৃন্দাবন দাস।
কাশীশ্বর শ্রীল রূপ সনাতন প্রকাশ ॥
গোবিন্দ-মাধব-ঘোষ বাসু ঘোষ আর।
সবে মিলি আসি কৈল ভকতি প্রচার ॥
দামোদর-পণ্ডিত মিলিয়া পাঁচ ভাই।
জনম লভিলা পৃথিবীতে এক ঠাই ॥২৩২॥

পুরন্দর পণ্ডিত আর পরমানন্দ বৈদ্য।
পৃথিবী আইলা যত ছিলা অন্ত আদ্য ॥
শ্রীনরহরি-দাস ঠাকুর আমার।
বিশেষ কহিব কিছু চরিত্র তাঁহার ॥
তাঁহার মহিমা আমি কি কহিতে জানি।
আপন-বুদ্ধির শক্তি যেই অনুমানি ॥
অভিমান কেহো কিছু না করিহ মনে।
প্রণতি করিয়ে নিজ-গুরুর চরণে ॥২৩৩॥
যাঁর পদ-পরসাদে আমি হেন ছার।
তোমরা ঠাকুর—গুণ কহি তো সবার ॥
শ্রীনরহরি-দাস ঠাকুর আমার।
বৈদ্যকুলে মহা কুল-প্রভাব যাঁহার ॥
অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণময় তনু।
অনুগত জনে না বুঝায় প্রেম বিন্দু ॥
অসংখ্য জীবেরে দয়া কাতর-হৃদয়।
কৃষ্ণ অনুরাগে সদা অথির-আশয় ॥২৩৪॥
রাধাকৃষ্ণ-রসে তনু গড়িয়াছে যেন।
ভাবের উদয় হয় যখন যেমন ॥
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে রাধা-ভাবের আবেশে।
রাধাকৃষ্ণ-রস মূর্ত্তিমন্ত পরকাশে ॥
চৈতন্য-সম্মত পথে সে শুদ্ধ বিচার।
অতুল সরস ভাব সব অবতার ॥
সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সম্মান পিরীতি।
সকল সংসারে যাঁর নির্ম্মল কীরিতি ॥২৩৫॥

২৩০। 'আখর ... ক্রমে'=ছন্দের মিল রাখিবার জন্য পরপর নাম দেওয়া চলে না।

২৩৩। 'যত ছিলা অন্ত আদ্য'=আগাগোড়া সকলেই। 'ঠাকুর'=গুরুঠাকুর। গুরুদেব।

২৩৪। 'বৈদ্যকুলে ...... যাঁহার'=বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম, তাঁহার কুল-মহিমা অত্যন্ত অধিক।

'অনর্গল'=অবাধ; অপরিসীম।

'অথির-আশয়'=ব্যাকুল-হৃদয়।

২৩৫। 'রাধাকৃষ্ণ-রসে'=কৃষ্ণপ্রেমে।

'অতুল........ অবতার'=অপূর্ব্ব অত্যুত্তম রসময় ভাব-সমূহ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়।

২৩৬। 'শ্রীখণ্ড ভূখণ্ড-মাঝে'=শ্রীখণ্ড নামক স্থানে।

শ্রীখণ্ড-ভূখণ্ড-মাঝে যাঁর অবস্থিতি।
'নরহরি চৈতন্য' বলিয়া যাঁর খ্যাতি ॥
বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যাঁর।
রাধা-প্রিয়-সখী তিঁহো মধুর ভাণ্ডার ॥
এবে কলিকালে গৌর-সঙ্গে নরহরি।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমার ভাণ্ডারে অধিকারী ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে প্রচুর ॥২৩৬॥
শ্রীমূর্ত্তিকে লাড়ু খাওয়াইল যেই জন।
তারে অল্পবুদ্ধি করে কোন্ মূঢ়জন ॥
সহজে বৈষ্ণব নহে বর্ণের ভিতর।
কৃষ্ণ-সঙ্গে যার কথা সে কৃষ্ণ কেবল ॥
শ্রীমূর্ত্তির সনে কথা যার অনুব্রত।
তাহারে কেমনে জানোঁ কেমন মহত্ত্ব ॥২৩৭॥
যাহারে চৈতন্য বৈল— মোর প্রাণ তুমি।
প্রকাশ করিলা যারে অভিরাম গোস্বামী।
মদন বলিয়া অবতার জানাইল।
চৈতন্যের কোলে সবে তেমতি দেখিল ॥
কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগ-মন মোহে।
নাহি ভিনাভিন—সবে সমান সিনেহে ॥
সর্ব্বদা মধুর বাণী বোলয়ে বদনে।
সর্ব্বকাল না শুনিল উৎকট-কথনে ॥
চাতুরী মাধুরী লীলা-বিলাস-লাবণ্য।
রসময় দেহ তার এ সংসারে ধন্য ॥২৩৮॥
পিতা যার মহামতি শ্রীমুকুন্দ-দাস।
চৈতন্য-সম্মত-পথে নির্মল বিশ্বাস ॥
ময়ূরের পাখা দেখি রাজ-সন্নিধানে।
পড়িলেন কৃষ্ণ-রূপ আকর্ষিয়া মনে ॥
কে জানে কেমন রূপ চৈতন্যের সঙ্গী।
জানয়ে অনন্ত আদি যাঁরা অঙ্গ-সঙ্গী ॥
জীবে কি দেখিতে পায় কৃষ্ণের বৈভব।
সেই জন দেখে যাতে কৃষ্ণ-অনুভব ॥২৩৯॥
কি কহিব আর অন্য পারিষদ যত।
পৃথিবী আইলা সবে—নাম নিব কত ॥
সমুদ্রের জল যদি কলসে পরমাণি।
পৃথিবীর রেণু যদি একে একে গণি ॥
আকাশের তারা যদি গণিবারে পারি।
তবু গোরা অবতার কহিবারে নারি ॥
মুই অতি অল্পবুদ্ধি কি কহিব আর।
মূরুখ হইয়া করোঁ বেদের বিচার ॥২৪০॥
অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্য রত্ন চাহে।
খর্ব্ব যেন চাঁদ ধরিবারে মেলে বাহে ॥
পঙ্গুমহী লঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার।
ক্ষুদ্র পিপীলিকা গিরি চাহে বহিবার ॥

২৩৭। 'অল্পবুদ্ধি করে'=ক্ষুদ্র জ্ঞান করে।

'কৃষ্ণ ..... কেবল'=কৃষ্ণের সঙ্গে যাঁর কথাবার্ত্তা হয়, তিনি কৃষ্ণেরই স্বরূপ, কৃষ্ণেরই তুল্য, তাঁহার দেহ কৃষ্ণেরই দেহ। 'অনুব্রত'=নিয়ত ; যখন তখন। 'তাহারে . মহত্ত্ব'—তাঁহাকে কি প্রকারে চিনিব, আর তাঁর মহিমাই বা কিরূপে বুঝিব ?

২৩৮। 'প্রকাশ করিলা যারে'=যাঁহার মহিমা প্রকাশ করিলেন।

'মদন .. জানাইল'—যিনি হইলেন কন্দর্পের অবতার। 'ভিনাভিন'—ভিন্নভেদ নাই ; পক্ষপাত নাই। 'সিনেহে'=স্নেহ করে ; ভালবাসে।

'সর্ব্বকাল'—কোনও সময়ে ; কখনও।

'উৎকট-কথনে'=কর্কশ বাক্য ; কড়া কথা।

'চাতুরী'=চতুরতা। 'মাধুরী'=মাধুর্য্য।

'লীলা-বিলাস-লাবণ্য'=চরিত্রের সৌন্দর্য্য।

২৩৯। 'পড়িলেন মনে'—চিত্তে কৃষ্ণ-রূপের

ঐছন হৃদয়ে আশা-বিলাস আমার।
গোরা-অবতার কথা করিতে প্রচার ॥
করজোড় করি বলি—শুন সর্ব্বজন।
বাচাল করয়ে গোরা-গুণে মূকজন ॥২৪১॥
নিজিহ্বে কহয়ে সে প্রকট চাটুবাণী।
না পড়ি মূরুখ কহে ব্রহ্মের কাহিনী ॥
পৃথিবী জনমি মহা মহা ভাগবত।
কৃষ্ণের গোপত কথা করিছে বেকত ॥
অকারণে করুণা করয়ে সর্ব্ব জীবে।
মাতা যেন দুরন্ত তনয়ে পরিষেবে ॥২৪২॥
ঐছন প্রভুর দয়া দেখিয়া অগাধ।
অধম হইয়া অমৃতের করোঁ সাধ ॥
শ্রীনরহরি দাস দয়াময় দেহে।
পাতকী দেখিয়া দয়া বান্ধল সিনেহে ॥
দুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি দুরাচারে।
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমারে ॥২৪৩॥
তাঁর দয়াবলে আর বৈষ্ণব-প্রসাদে।
এই ভরসায় পুঁথি হইবে অবাধে ॥
করজোড় করি বলি কাতর-বয়ানে।
আত্ম নিবেদিয়ে মুই বৈষ্ণব-চরণে ॥২৪৪॥
মোর অধিক অধম নাহিক মহী মাঝে।
বৈষ্ণবের কৃপাবলে সিদ্ধ হউ কাজে ॥
দশনে ধরিয়া তৃণ এ লোচন দাস।
প্রণতি মিনতি করে—পূর' মোর আশ ॥
সূত্রখণ্ড সায় পুঁথি শুন সর্ব্বজন।
অবতার আদিখণ্ডে কহিব এখন ॥২৪৫॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল-গ্রন্থে সূত্রখণ্ড সমাপ্ত।

স্মৃতি হওয়ায় ভাবাবেশে মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

'কেমন রূপ' = কিরূপ; কি অদ্ভুত।

'যাঁরা অঙ্গ- সঙ্গী' = যাঁহারা তাঁর অবতারের সঙ্গেই অবতীর্ণ হইয়াছেন; যাঁহারা তাঁর সঙ্গের সাথী।

'বৈভব' = ঐশ্বর্য্য।

২৪০। "কলসে পরমাণি" = কলসীতে করিয়া মাপা যায়।

'তবু নারি" = তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের যে মহিমা তার কিছুই বর্ণনা করিতে পারি না।

২৪১। 'বাতে" = বাত।

'পঙ্গু — — অম্বার' = খোঁড়া যেমন পৃথিবী ভ্রমণ করিবার জন্য আস্ফালন করে।

'বাচাল—মূকজন' = গৌর-গুণের প্রভাবে বোবাকেও বক্তা করে।

২৪২। 'নির্জিহ্বে' = যার জিহ্বা নাই।

'প্রকট পটু বাণী" = সুস্পষ্ট সুন্দর কথা।

ব্রহ্মের" = বেদের। 'কাহিনী' = কথা।

'পরিষেবে" = লালন পালন করে।

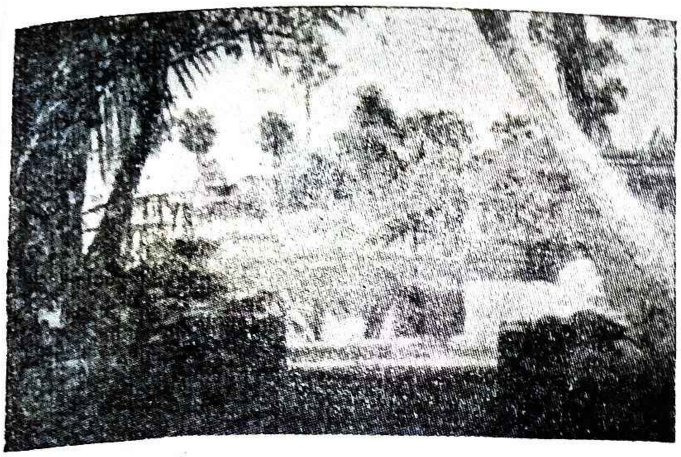
২৪৩। 'দয়া বান্ধল সিনেহে' = স্নেহ বশতঃ চিত্তে দয়া হইল।

২৪৪। 'নিবেদিয়ে' = নিবেদন করি

২৪৫। 'পূর' — পূর্ণ কর; পুরাও।

'সায়' — শেষ হইল।

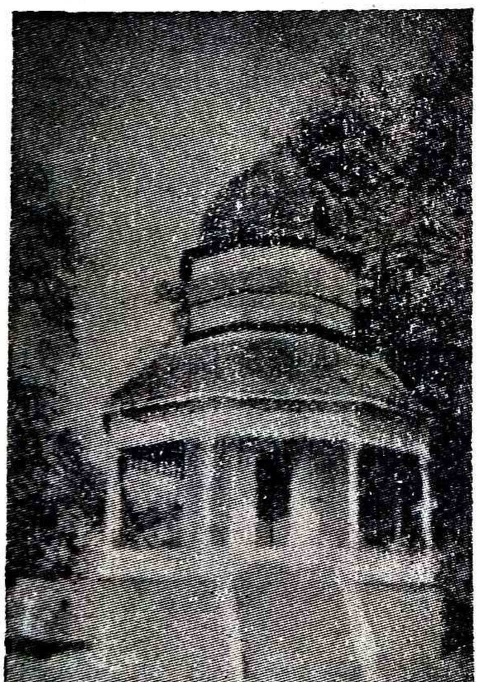
'অবতার' অবতারের বৃত্তান্ত।



মধুপুষ্করিণী শ্রীপাট শ্রীখণ্ড



তেজস্বী শ্রীঅভিরাম শ্রীরঘুনন্দন মিলন স্থান।



শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দির, বড়ডাঙ্গা।



শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনারম্ভ স্থান।
শ্রীবটবৃক্ষতলা, বড়ডাঙ্গা শ্রীপাট শ্রীখণ্ড।


শ্রীগুরু
ভ
জ
নি
তাই
গৌ
র
রা
ধে
শ্যা
ম
জ
প
হ
রে
কৃ
ষ্ণ
হ
রে
রা
ম

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল

আদিখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

জন্মলীলা

ধানশী রাগ। দিশা।

জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ।
মোর প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
প্রভু গোরাচাঁদ নারে জয় জয়॥

জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গ নরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বশক্তিধারী॥
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য মহেশ্বর।
জয় জয় গৌরাঙ্গের ভক্ত মহাবর॥
সবার চরণ-ধূলি মস্তকে ধরিয়া।
আদিখণ্ড-কথা কহি শুন মন দিয়া॥
সর্ব্ব নিজ-জন যবে জনম লভিল।
সাজ সাজ বলি শব্দ ঘোষণা পড়িল॥১॥
পৃথিবী চলিতে আর নাহিক বিলম্ব।
আপনি ঠাকুর শচী-গর্ভে অবলম্ব॥
জয় জয় শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া।
দেব নাগ নরে দেখে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
কেহো যারে বলে জ্যোতির্ম্ময় সনাতন।
কেহো যারে বলে সূক্ষ্ম স্থূল নারায়ণ॥
কেহো যারে বলে স্থূল সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম।
সে জন আপনে শচীগর্ভে অবলম্ব॥২॥
তেজোময় বায়ুরূপ গর্ভ বাঢ়ে নিতি।
দেখিয়া ত সর্ব্ব লোকের বাঢ়য়ে পিরীতি॥
দিনে দিনে তেজ বাঢ়ে শচীর শরীরে।
দেখিয়া সকল লোক হরিষ অন্তরে॥
না জানিয়ে কোন্ জন আইল শচী-ঘরে।
ঘরে ঘরে ইহা মনে সবাই বিচারে॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে।
শচীর উদরে মহানন্দ পরকাশে॥৩॥
ছয় মাস পূর্ণ যবে শচীর উদর।
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ঘর॥
হেনই সময়ে এক অদভুত কথা।
আচম্বিতে অদ্বৈত-আচার্য্য আইল তথা॥
ঘরে বসি আছে জগন্নাথ দ্বিজবর্য্য।
সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি অদ্বৈত-আচার্য্য॥

১। মহাবর' — মহাশক্তিশালী।
২। 'অবলম্ব' = আশ্রয় করিলেন।
কেহো — নির্বিশেষজ্ঞানী.
'জ্যোতির্ম্ময় সনাতন' = জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম।
'সূক্ষ্ম স্থূল নারায়ণ' — নৈয়ায়িকগণ নিরাকার ঈশ্বর ও ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহধারী ভগবান্।
কোহো — বৃহদারণ্যকোপনিষদ (২।৩)
'স্থূল সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম" = সাকার ও নিরাকার ব্রহ্ম।

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঁই সর্ব্বগুণধাম।
ত্রিজগতে ধন্য তার নাহিক উপাম ॥৪॥
দেখি মিশ্র-পুরন্দর বড়ই সম্ভ্রমে।
বসিতে আসন আনি দিলেন আপনে ॥
চরণের ধূলি লৈল মস্তক-উপর।
সম্ভ্রমে আচার্য্য কৈল বিনয় বিস্তর ॥
পাদ-প্রক্ষালনে জল দিলা শচীদেবী।
শচী দেখি সম্ভ্রমে উঠিলা অনুরাগী ॥
অনুরাগে রাঙ্গা দুই কমল-লোচন।
বাষ্প ঝলমল আঁখি—অরুণ বদন ॥৫॥
সকম্প অধর গদগদ কণ্ঠস্বর।
ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল ॥
শচী প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম।
চমকিত শচীদেবী দেখি অবিধান ॥
জগন্নাথ সসন্দেহ – শচী সবিস্মিতা।
কি কর কি কর—বলে হৃদয়ে দুঃখিতা ॥
জগন্নাথ বলে—শুন আচার্য্য-গোসাঁই।
তোমার চরিত্র কেহো বুঝিবারে নাই ॥৭॥
দয়া করি কহ যদি ঘুচাহ সন্দেহ।
নহে বা এ চিন্তা-অগ্নি পোড়াইবে দেহ ॥
আচার্য্য কহয়ে—শুন মিশ্র-পুরন্দর।
জানিবে সকল পাছে—কহিল উত্তর ॥
পুলকিত সব অঙ্গ জানিয়া সন্দর্ভ।
গন্ধ চন্দনে পূজে শচীর শ্রীগর্ভ ॥
সাত প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম।
কিছু না কহিলা গেলা আপনার স্থান ॥৭॥

এথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গণে।
মোর গর্ভ বন্দনা করিলা কি কারণে ॥
আচার্য-গোসাঁই কৈল গর্ভের বন্দনা।
কোটীগুণ তেজ শচী—পাসরে আপনা ॥
সব সুখময় দেখে—না দেখয়ে দুখ।
সর্ব্ব দেবগণ দেখে আপন সম্মুখ ॥
ব্রহ্মা শিব শক্র আদি যত দেবগণ।
উদর-সম্মুখে সবে করয়ে স্তবন ॥৮॥
জয় জয় অনন্ত অদ্বৈত সনাতন।
জয়াচ্যুতানন্দ নিত্যানন্দ জনার্দ্দন ॥
জয় সত্ত্ব-রজস্তম—প্রকৃতির পর।
জয় মহাবিষ্ণু কারণ-সমুদ্র-ভিতর ॥
জয় পরব্যোম-নাথ মহিমা বিস্তার।
জয় সত্ত্ব পরসত্ত্ব বিষ্ণুসত্ত্বাকার ॥
জয় গোলোকের পতি রাধার নাগর।
জয় জয় অনন্ত-বৈকুণ্ঠ-অধীশ্বর ॥৯॥
জয় জয় নিশ্চিন্ত পহুঁ ধীর ললিত।
জয় জয় সর্বমনোহর নন্দসুত ॥
এবে কলিযুগে শচী-গর্ভেতে প্রকাশ।
আপনে ভুঞ্জিতে আইলা আপন-বিলাস ॥
জয় জয় পরানন্দ-দাতা ওহে প্রভু।
এহেন করুণা আর নাহি হয় কভু ॥
আপনি আপন-দাতা হৈলা কলিকালে।
পাত্রাপাত্র বিচার না হবে গদাধরে ॥১০॥
যে প্রেম যাচিঞা করেঁা আমরা-সব দেবে।
না পাইলুঁ লব-লেশ-গন্ধ-অনুভবে ॥

৪। 'উপাম' — উপমা ; তুলনা।
৫। 'অনুরাগী' = অনুরাগ-ভরে ; প্রীতি-ভরে।
৬। 'অবিধান' = অসঙ্গত আচরণ, অবৈধ কার্য্য।
৭। 'সন্দর্ভ' = বৃত্তান্ত ; নিগূঢ় রহস্য।
৮। 'শক্র' = ইন্দ্র।
৯। 'পরব্যোম-নাথ' = বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণ।
১০। 'আপনে…বিলাস' = হে কৃষ্ণ! তুমি

সে প্রেম-মধুর-রস আপনি খাইয়া।
ভুঞ্জাইবে আচণ্ডালে—দোষ না দেখিয়া ॥
তুয়া প্রেম লব-লেশ মোরা যেন পাই।
তোর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-গুণ যেন গাই ॥
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-দাতা গৌরহরি।
ইহা বলি দেবগণ প্রদক্ষিণ করি ॥ ১১॥
চারিমুখে ব্রহ্মা করে বহুবিধ স্তুতি।
তরাসিল শচীদেবী চমকিত-মতি ॥
সর্ব্বজীবে দয়া ভেল শচীর অন্তরে।
আত্মজ্ঞানে দয়া করে— নাহি ভিন্ন পরে ॥
দশমাস পূর্ণ হৈল গর্ভ দিশে দিশে।
আপনা পাসরে দেবী মনের হরিষে ॥
শুভদিন শুভক্ষণ পৌর্ণমাসী তিথি।
ফাল্গুনের শুভ নিশি হিমকর-দ্যুতি ॥১২॥
রাহু চন্দ্র গরাসয়ে অদভুত বেলে।
উঠিল চৌদিক ভরি হরি-হরি-বোলে ॥
চৌদিক ভরল আর দিব্য চারুগন্ধে।
পরসন্ন দশদিক— বায়ু মন্দ-মন্দে ॥
ষড় ঋতু উদয় ভৈ গেল সেই কালে।
প্রভু-শুভজন্ম পৃথিবীতে হেন বেলে ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্য যানে চায়।
গোরা অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধায় ॥১৩॥

একমাত্র শুনি ধ্বনি—'হরি হরি' বোল।
জন্মমাত্র প্রকট করিল প্রভু মোর ॥
শচীর উদরে মহাবৈকুণ্ঠ-সম্পদ।
আনন্দে বিভোর দেবী বলে গদগদ ॥
জগন্নাথ পণ্ডিতেরে ডাকে হাতসানে।
জনম সফল— দেখ পুত্রের বয়ানে ॥
পুরনারীগণ জয় জয় দেই সুখে।
আনন্দে বিভোর সবে দেখিয়া বালকে ॥১৪॥
বেদ-দেব-নাগকন্যা সবাই আইলা।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ জয় জয়-ধ্বনি কৈলা ॥
গৌর-নাগরিমা-গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড।
প্রতি অঙ্গে রসরাশি অমিয়া অখণ্ড ॥
দেখিতে দেখিতে সবার জুড়াইল নয়ান।
সবার মনে হৈল— এই নাগরীর প্রাণ ॥
এহেন বালক কভু নাহি দেখি শুনি।
ইহারে দেখিয়া প্রাণ কি করে না জানি ॥১৫॥
মানুষের হেন চিন না দেখিয়ে কিছু।
দিব্য-বিলাসিনী কহে—জানিব ইহা পাছু ॥
জগন্নাথ বিভোর দেখিয়া পুত্র-মুখ।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তর কৌতুক ॥
কত চান্দ উদয় দেখিয়ে মুখখানি।
প্রফুল্ল-কমল-দল বয়ান বাখানি ॥

গৌর হইয়া তোমার স্বীয় লীলারস উপভোগ করিতে আসিলে।

'আপন দাতা' = নিজপ্রেম দাতা।

'পাত্রাপাত্র' = যোগ্যাযোগ্য।

'গদাধরে' = গদাধর অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ গৌরের নিকট।

১১। 'যাচিঞা' = প্রার্থনা।

'দোষ না দেখিয়া' — দোষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া।

১২। 'তরাসিল' = ভয় পাইল।

'আত্মজ্ঞানে' = নিজের মত ভাবিয়া।

'দিশে দিশে' = দিনে দিনে।

'হিমকর-দ্যুতি' = চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল।

১৩। 'অদ্ভুত বেলে' = অপূর্ব্ব শুভক্ষণে।

'পরসন্ন' = প্রফুল্ল ; আনন্দিত।

১৪। 'হাতসানে' = হাত দিয়া ইসারা করিয়া।

১৫। 'নাগরিমা' = নাগরালি ; নাগরিয়া রস।

উন্নত নাসিকা তিল-কুসুম জিনিয়া।
ঝলমল গোরা-অঙ্গ কিরণ অমিয়া ॥১৬॥
অধর অরুণ আর চারু গণ্ড-দ্যুতি।
সুন্দর চিবুক দেখি উঠয়ে পিরীতি ॥
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ বিশাল হৃদয়।
আজানুলম্বিত ভুজ তনু রসময় ॥
বিশাল নিতম্ব উরু কদলী সে যেন।
অরুণ-কমলদল দু'খানি চরণ ॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ সে পঙ্কজ-পদতলে।
রথ ছত্র চামর স্বস্তিক জম্বুফলে ॥
উর্দ্ধরেখা ত্রিকোণ কুঞ্জর কুম্ভবরে।
সব অপরূপ রূপ অমিয়া উগরে ॥১৭॥
হেন অদভুত রূপ পৃথিবীর মাঝে।
মহারাজ-রাজাধিক লক্ষণ বিরাজে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ।
পৃথিবী আইলা সবে কৌতুক-কারণ ॥
নয়ানে লাগিল সবার অমিয়া-অঞ্জন।
চির-অনুরাগে করে প্রিয় দরশন ॥
জন্মমাত্র বালক হইল যেই দেখা।
ছিল যেন কত কাল পূরুবের সখা ॥১৮॥
প্রতি অঙ্গে অমিয়া সঞ্চরে রাশি রাশি।
নিরখিতে নয়নে হৃদয়ে হেন বাসি ॥
বালক দেখিয়া বুক ভরল আনন্দে।
আলসল অঙ্গ—শ্লথ হৈল নীবিবন্ধে ॥
জন্মমাত্র বালক দেখিল এইক্ষণে।
কত কোটি কাম জিনি সুন্দর বদনে ॥
হেন অনুমানি সবে দেই জয় জয়।
স্বরূপে মানুষ নহে শচীর তনয় ॥১৯॥
অভিনব-কামদেব শচীর নন্দন।
স্রবয়ে অমিয়া যবে করয়ে ক্রন্দন ॥
আপনে গোলক-নাথ কৈল অবতার।
নির্দ্ধারিল নারীগণ অনুমান-সার ॥
সব-লোক-নাথ এই অবনী প্রকাশ।
আনন্দে বিভোর কহে এ লোচন দাস ॥২০॥

মঙ্গল-গুজ্জরী রাগ।

মঙ্গল কর উচ্ছাহ।
আনন্দে শচীর মন্দিরে গোরা-গুণ গাহ।
নাহারে তারে আরে হয়। মূর্চ্ছা। ধ্রু ॥২১॥

শচী-মিশ্রপুরন্দর, আনন্দে গরগর,
গদগদ ভেল কণ্ঠস্বরে।
ইষ্ট কুটুম্ব আনি, বোলয়ে মধুর বাণী,
অবিলম্বে পুত্রোৎসব করে ॥

১৬। 'চিন' = চিহ্ন।
'দিব্য-বিলাসিনী' = সুন্দরী নারীগণ।
'বয়ান' = বদন। 'বাখানি' = শোভা করে।
১৭। 'পঙ্কজ-পদতলে' = চরণতলে পদ্ম।
'ধ্বজ ... কুম্ভবরে' = এ সমস্তই হইল চরণ-চিহ্ন।
'অমিয়া উগরে' = অমৃত বর্ষণ করে।
১৮। 'কৌতুক-কারণ' = আমোদচ্ছলে, রঙ্গ-ভরে।
'অমিয়া-অঞ্জন' = সুধারূপ কজ্জল; অমৃত-স্বরূপ।
১৯। 'নিরখিতে... বাসি' = চোখে দেখলে মনে হয় যে বুকে করিয়াছি।
'আলসন' = শিথিল হইল।
'শ্লথ হৈল নীবিবন্ধে' = কটিবস্ত্র বন্ধন খসিয়া গেল।
'স্বরূপে' = আসলে; সত্য সত্য।
২০। 'অভিনব কামদেব' = অপ্রাকৃত নবীন মদন।

জয় জয় জয়, চৌদিকে সুখময়,
আনন্দে ভরল নগরী।
কুলবধূ যত, আওল শতশত,
বিলায় সিন্দুর পিঠালি॥
পুত্র করি কোলে, আনন্দে প্রেমভরে,
গদগদ বলে শচীদেবী।
আশীর্ব্বাদ কর, পদধূলি দেহ,
বালক হউ চিরজীবী॥
বালক নহে মোর, আপন বলি বর,
দেহ না সব নারীগণে।
অমিয়া-অধিক দেহ, পরিণাম বিপর্য্যয়,
নিমাই বলিয়া থুইল নামে॥২২॥
এ অষ্ট-দিবসে, শিশুগণে সন্তোষে,
বিলায়ই এ অষ্ট কলাই।
নবরাত্রি মহোৎসব, আনন্দময় সব,
বাজয়ে আনন্দ-বাধাই॥
বাঢ়য়ে দিনে দিনে, শচীর নন্দনে,
অবনী পূর্ণিমার চাঁদে।
কাজরে উজোর, নয়ান-যুগল,
গোরোচনা-তিলক সুছাঁদে॥২৩॥
এ কর চরণ, সঘনে চালন,
ঈষত হাসয়ে মুচকি।
শচী জগন্নাথ, দেখি অদভুত,
নিরখে অনিমিখ-আঁখি॥

শ্রীঅঙ্গ মার্জন, করে নিতি নিতি,
সুগন্ধি-তৈল হরিদ্রা।
বদন চুম্বয়ে, হিয়া ভরি থোয়ে,
ধন্য শচী সুচরিত্রা॥২৪॥
ঐছন দিনে দিনে, বাঢ়য়ে অনুক্ষণে,
আনন্দ নদীয়া-নগরে।
কিবা দিবা রাতি, না জানে বার তিথি,
প্রেমায় আপনা পাসরে॥
নদীয়া-নগরে, আনন্দ ঘরে ঘরে,
না জানি কি নারী পুরুষে।
বাল বৃদ্ধ অন্ধ, প্রেম-পরবন্ধ,
মাতল অতুল হরিষে॥২৫॥
শারদ-শশী জিনি, বদন অনুমানি,
মদন-সদন বিরাজে।
যুবতী যত ছিল, উমতী সবে ভেল,
ছাড়ল গুরু গৃহ-কাজে॥
দিনে তিন বেরি, ধায়ে পুরনারী,
বালক দেখিবার তরে।
দেখি দেখি বলি, সবেই কোলে করি,
পুলক ভরে কলেবরে॥
ঐছন দিনে দিনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
আনন্দ কহিল না যায়।
নরহরি-দাস-, পদ করি আশ,
লোচন দাস গুণ গায়॥২৬॥

'স্রবয়ে' = ক্ষরিত হয়; ঝরে।

'গোলোক-নাথ' = শ্রীকৃষ্ণ।

২১। 'উচ্ছাহ' = উৎসব; আনন্দ; উৎসাহ।

২২। 'বালক ··· নারীগণে' = ওগো মেয়েরা সব! এ ছেলে আমার নহে, এ ছেলে তোমাদেরই; তোমরা ইহাকে আপনার বলিয়া আশীর্ব্বাদ কর।

'অমিয়া-অধিক···নামে' = এ ছেলের দেহ এত সুমধুর যে পাছে কাহারও নজর পড়িয়া শেষকালে ইহার কোনও অমঙ্গল হয়, সেই জন্য যেন হেলা করিয়াই যা তা একটা নাম রাখিল 'নিমাই'।

২৩। 'উজোর' = উজ্জ্বল।

'অনিমিখ-আঁখি' = একদৃষ্টে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাল্যলীলা

সিন্ধুড়া রাগ

এইমত দিনে দিনে শচীর কুমার।
বাঢ়য়ে শরীর যেন অমিয়ায় সার॥
কি দিব উপমা তার দিতে নাহি পারি।
খলবল করে প্রাণ কহিতে না পারি॥
নিতি ষোলকলা-পূর্ণ ইন্দু মুখচন্দ্র।
সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ॥২৭॥
রাঙ্গা সে অধর ভরা মুচকি-হাসিতে।
অমিয়া-সায়র যেন হিল্লোল-সহিতে॥
রসে ডুবুডুবু রাতা নয়ন-যুগল।
কাজর-অমিয়াপঙ্কে কে বাঁধ বাঁধল॥
শচী পুণ্যবতী জগন্নাথ ভাগ্যবান্।
সাদরে নিরখে দোঁহে পুত্রের বয়ান॥২৮॥
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে খটি করে।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে॥
শচী-স্তনযুগে দুটি চরণ রাখিয়া।
দোলে যেন সোণার লতিকা বায়ু পাইয়া॥
অতি দীর্ঘ নয়ান সুন্দর অট্টহাসি।
অধরে অমিয়া-রাশি যেন পড়ে খসি॥২৯॥
নাসিকা শুকের ওষ্ঠ জিনি মনোহর।
গণ্ডযুগ জ্যোতির্ম্ময় গঠন সুন্দর॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে।
নামকরণ হৈল অন্নপ্রাশন-দিবসে॥
পুত্র-মহোৎসব করে মিশ্র-পুরন্দর॥
অলঙ্কারে ভূষিত সোণার কলেবর॥৩০॥
অঙ্গদ কঙ্কণ করে— গলে মতি-হার।
কটি স্বর্ণ শিকলি - মপরা পায়ে আর॥
মাড়িল-হিঙ্গুল যেন কর-পদ-তল।
অধর বান্ধুলী —আঁখি রাতা-উতপল॥
বিজুরী মাজিল গোরা-অঙ্গে ঠাঁই ঠাঁই।
ঝলমল অঙ্গতেজ চাহিতে না পাই॥৩১॥
বিশ্ব-পালনে থুইল 'বিশ্বম্ভর' নাম।
সরস্বতী-সংবাদে যে পুরুষ প্রধান॥
ক্ষণে পিতামাতা-কর-অঙ্গুলী ধরিয়া।
অথির শরীর পড়ে পদ দুই গিয়া॥
অবেকত আধ আধ লহু লহু বলে।
চাঁদের সায়রে যেন অমিয়া উথলে॥৩২॥
এইমত দিনে দিনে আঙ্গিনা বেড়ায়।
ঘুচিল বিবিধ তাপ — জগত জুড়ায়॥
লখিমী লালিত পদ ধরণীর কোলে।
প্রেমেতে পৃথিবী-দেবী আপনা পাসরে।
গগনেতে এক চান্দ ভূমে দশ চাঁদ।
কিরণের তেজে সে আঁখি পাইল আন্ধ॥৩৩॥

২৫। 'প্রেম পরবন্ধ' = প্রেম-মুগ্ধ ; প্রেমপূর্ণ।
২৬। 'মদন-সদন' = কন্দর্পের আলয় ; কামের আশ্রয় স্থান। 'উমতী' – পাগলিনী।
'কহিল না যায়' = বর্ণনা করা যায় না ;
২৭। 'খলবল করে' – আঁকুপাঁকু করে ; অস্থির হয়।
২৮। 'রসে · বাঁধল' = রাঙা চোখ দুটি রসে ভরা ; উহাতে আবার কাজল দিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে কে যেন রসের সাগরে সুধাময় কাদা দিয়া বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছে।
২৯। 'খটি' = জেদ ; কোট।
৩১। 'মাড়িল'—মর্দ্দিত ; মাড়া।
'হিঙ্গুল'—সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ দ্রব্য-বিশেষ।
'বান্ধুলী'—পাকা তেলাকুচো ফলের ন্যায় লালবর্ণ।
'রাতা-উতপল'—লাল-পদ্ম-সদৃশ।
৩২। 'সরস্বতী···প্রধান'—বেদাদি শাস্ত্রে যাঁহাকে

আর দশ চাঁদ কর-অঙ্গুলির আগে।
পাতকী দেখিলে হিয়া-আন্ধিয়ার ভাগে ॥
শ্রীমুখ-চাঁদ কত কোটি চাঁদের রাজা।
ভুরু কামধনু দিয়া কাম কৈল পূজা ॥
কি কহিব আর তার করুণা-চন্দ্রিমা।
অন্তর-তিমির কাটে—নাহি করে ক্ষমা ॥
কে কহিতে পারে তার বালক-চরিত্র।
লৌকিক আচারে কৈল সংসার পবিত্র ॥৩৪॥
অগ্রজ যাহার বিশ্বরূপ-মহাশয়।
অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্র জানয়ে আশয় ॥
তাঁহার মহিমা-তত্ত্ব কে কহিতে পারে।
যাঁহার অনুজ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরে ॥
দিনে দিনে করে প্রভু করুণা প্রকাশ।
শুনি আনন্দিত-হিয়া এ লোচন দাস ॥৩৫॥

বরাড়ী রাগ

চাঁদ চাঁদ চাঁদ　　　গগন উপরে,
　　কে পাড়ি আনিয়া দিব।
কলঙ্ক মুছিয়া,　　　আমার গোরার,
　　কপালে চিত্র লিখিব ॥
আয় আয় চাঁদ আয়　　　আমার সোণার সুত,
　　চাঁদের লাগিয়া কাঁদে।
আখটি করিতে,　　　নিমাইর বোল,
　　অমিয়া-অধিক লাগে ॥ধ্রু॥
এখনি আসিবে,　　　নিমাইর বাপ,
　　ক্ষীর কদলক লৈয়া।
হের আসিছে বাছা,　　　হাউ দুরন্ত রে,
　　নিঁদ যাহ আঁখি মুদিয়া ॥৩৬॥
সোণার পদ্মমুখ,　　　রাতা পদ্ম আঁখি,
　　আধ মুদিত তারা।
হেন বুঝি পায়া,　　　মৌয়ের পাথারে,
　　ডুবিল আধ ভ্রমরা ॥
পাটের গিলাপ,　　　নেতের তুলি,
　　রচিয়া শয্যাখানি।
পুত্র কোলে করি,　　　পাথালি হইয়া
　　শুতিলা শচী-ঠাকুরাণী ॥
এক স্তন মুখে,　　　রহি রহি চাখে,
　　অঙ্গুলি নাড়য়ে আর।
লোচন বলে সব-,　　　দেব-শিরোমণি,
　　বালক-রূপেতে বিহার ॥৩৭॥

ধানশী রাগ। দিশা।
আরে আরে হয়। মূর্চ্ছা।

হেন অদভুত কথা,　　　শুন গোরা-গুণগাথা,
　　শ্রবণ-মঙ্গল গোরা-নাম রে ॥
ও কি আরে ও কি আরে আরে হয় ॥ধ্রু॥
আর একদিন কথা শুন সাবধানে।
আপনা প্রকাশ প্রভু কৈল যেনমনে ॥

মহাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।
'অবেকত'—অস্পষ্ট।　'সায়রে'—সাগরে।
৩৩। 'আঙ্গিনা'—উঠান।
'ধরণীর কোনে'—পৃথিবীর উপর।
'দশ-চান্দ'—দশটি পদনখ-চন্দ্র।
৩৪। 'হিয়া আন্ধিয়ার ভাগে'—হৃদয়ের অন্ধকার অর্থাৎ পাপ-তাপ দূরীভূত হয়।
৩৬। 'হাউ'—ছেলেপিলের ঘুম পাড়ানর জন্য ভয়

এক গৃহে জগন্নাথ গৃহান্তরে শচী।
পুত্র কোলে করি দেবী সুখে আছে শুতি ॥
শূন্য-ঘরে কত সৈন্য-সামন্ত ভরিল।
ঐছন দেখিয়া শচী তরাসিত হৈল ॥৩৮॥
যত দেবগণ আসি শচী-কোল হৈতে।
বসাইল রত্ন-সিংহাসনেতে ত্বরিতে ॥
অভিষেক করি নানাবিধ পূজা করি।
প্রদক্ষিণ করি পড়ে চরণেতে ধরি ॥
শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি সবে করে বারবার।
জয়-জয়-ধ্বনি সবে করিছে বিস্তার ॥৩৯॥
জয় জয় জগন্নাথ সবার পালন।
কলিযুগে সবাকারে করিবে পোষণ ॥
বৃন্দাবন-ধন-রস দিবে সবাকারে।
নিবেদন তোমার চরণে বিশ্বম্ভরে ॥
দেখি শচীমাতা বারম্বার চমকিত।
পুত্র পুত্র করি শচী ভেল মহাভীত ॥৪০॥
আপনারে নাহি ভয়—পুত্রগত-প্রাণ।
বালকে পাঠাইয়া দিল জগন্নাথ স্থান ॥
তোর পিতা শুতি আছে ঐ দেব-ঘরে।
তথা গিয়া সুখে নিদ্রা যাহ তার কোলে ॥
চলিলা ত গোরাচাঁদ মায়ের বচনে।
নূপুরের ধ্বনি শুনি শূন্য চরণে ॥৪১॥
বাহিরে আইলা যবে দেব-শিরোমণি।
সকল দেবতা আইলা পাছে জোড়পাণি ॥
প্রভু কহে—দেবগণ! নাচাহ আমারে।
গাও রাধাকৃষ্ণ-লীলা— কহিল সবারে ॥
দেবে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-গানেতে মিশাইয়া।
দিলেন আনন্দে গৌরচন্দ্র সে ধরিয়া ॥৪২॥
আপনে কান্দেন কান্দায়েন দেবগণে।
রাধা রাধা গোবিন্দ প্রভু বলিছে আপনে ॥
কালিন্দী যমুনা বৃন্দাবন বলি ডাকে।
রাধা রাধা বলিয়া ডাকয়ে প্রেমসুখে ॥
দেখিয়া পুত্রের লীলা মূর্চ্ছা শচী পাইলা।
শব্দ শুনি জগন্নাথ অধীর হইলা ॥৪৩॥
জগন্নাথ ডাকে—শচী কিনা ধ্বনি শুনি।
উচ্চস্বরে ডাকে তরাসিত শচীরাণী ॥
বাহিরে আসিয়া দোঁহে পুত্র কৈল কোলে।
শূন্য চরণ দেখি আপনা পাসরে ॥
তহিঁক্ষণে কৃষ্ণের চরিত্র মনে পড়ে।
শচীদেবী কহিল যে দেখিল নিজঘরে ॥৪৪॥
চারিমুখ পাঁচমুখ আদি যত দেবা।
দিব্য যানে আসি কৈল বালকের সেবা ॥
প্রাঙ্গণে নাচিল পুত্র রাধাকৃষ্ণ বলি।
আমি সে শুনিল—স্বপ্ন হেন মনে করি ॥
দেখিয়া তরাসে তব ঠাঁই পাঠাইল।
শূন্য-চরণে নূপুর-শবদ শুনিল ॥৪৫॥
এমত বালক দিব্য মূরতি সুঠান।
না জানি কখন কেবা করয়ে কুজ্ঞান ॥
সাতকন্যা মরি মোর এইটি ছাওয়াল।
ইহার সে কিছু হৈলে না জীব' মোর আর ॥
সাত পাঁচ নাহি মোর এই আঁখির তারা।
আন্ধলের নড়ি যেন এই ধন মোরা ॥৪৬॥

দেখাইতে হইলে লোকে যেমন বলে 'ঐ রে জুজু আসছে রে, ঘুমো ঘুমো'।

৩৭। 'মৌয়ের' = মধুর। 'পাথারে' = সাগরে। 'পাটের.. তুলি' = রেশমী কাপড়ের খোল অতি সূক্ষ্ম ন্যাকড়ার কুচি ভরিয়া।

৩৮। 'গৃহান্তরে' = অন্য গৃহে।

৪১। 'দেব-ঘরে' = ঠাকুর-ঘরে।

৪২। 'জোড়পাণি' = করযোড়ে।

ঘর-সরবস-ধন দেহ আত্মা তনু।
না রহে জীবন মোর গোরাচাঁদ বিনু ॥
বিঘ্ন-বিনাশন-হেতু প্রকার সে চিন্ত।
বালক-মঙ্গল করু দেব আদি-অন্ত ॥
হেনমনে অনুমানে রাত্রি সুপ্রভাতে।
খেলায় শচীর সুত বালক-সহিতে ॥৪৭॥
ক্ষণে আঙ্গিনায় লুঠি ধূলায় ধূসর।
দেখিয়া জননী কিছু বোলয়ে কাতর ॥
সোণার পুতলী তনু বদন সুছাঁদ।
উপমা দিবারে নারি আকাশের চাঁদ ॥
এহেন সুন্দর গায় ধূলায় পড়িয়া।
লুটাও বলহ কেনে মায়ের মাথা খাইয়া ॥৪৮॥
ইহা বলি ধূলা ঝাড়ি চুম্বয়ে বদন।
পুলকে পূরল অঙ্গ সজল লোচন ॥
তবে আর কত দিনে শচীর নন্দন।
বয়স্য-সহিতে করে বাহিরে পর্য্যটন ॥
গঙ্গাকূলে তরুমূলে খেলাইয়া বেড়ায়।
খেলায় মর্কট-খেলা এক চরণে যায় ॥৪৯॥
শুনিলেন শচী—গঙ্গাতীরে গৌরহরি।
ধরিতে চলিলা দেবী হাতে ছড়ি করি ॥
জানুর উপরে জানু—রহে একপদে।
দেখিয়া জননী ডাকে উৎকট শবদে ॥
মায়েরে দেখিয়া প্রভু পলাইয়া যায়।
মাতিল-কুঞ্জর যেন উলটিয়া চায় ॥৫০॥
ধর্ ধর্ বলি ডাক ছাড়ে শচীরাণী।
আগে আগে ধায় মোর প্রভু দ্বিজমণি ॥
ধরিবারে শচী যায় ধরিতে না পারে।
ধাইয়া সান্ধাইল গিয়া ঘরের ভিতরে ॥
ঘর-মধ্যে যত ভাণ্ড ভাজন আছিল।
ধর্ ধর্ করিতে সর্ব্ব আছাড়ি ভাঙ্গিল ॥৫১॥
নাসায় আঙ্গুলী শচী দাঁড়াইয়া চাহে।
হেঁট বদন করি প্রভু বিশ্বম্ভর রহে ॥
অতি বড় কম্পিত হইল লজ্জা-ভরে।
রোদন করয়ে প্রভু অশ্রু নেত্রে ঝরে ॥
চন্দ্রের উপরে যেন খঞ্জন বসিয়া।
উগারয়ে মতিহার যেমন গিলিয়া ॥৫২॥
দেখি শচী গৌর মুখ প্রেম-পূর্ণ হৈয়া।
আইস কোলে করি বলে মোর দুলালিয়া ॥
করে ধরি কোলে করি বলে শচীরাণী।
ঘর সরবস যাউ তোমার নিছনি ॥
এইমতে নানা লীলা করে গৌরহরি।
বুঝিতে না পারে শচী পুত্রের চাতুরী ॥৫৩॥
লোক-বেদ-অগোচর চরিত্র অপার।
উদ্ধত জানিল শচী না বুঝি বেভার ॥
সুদৃঢ় চঞ্চল পুত্র জানিল নিমাই।
দুঃখ ভাবে শচীদেবী সোঙরে গোসাঁই ॥
আর দিনে পরিণত আনি যত নারী।
পুছিলেন সবাকারে অনুনয় করি ॥৫৪॥

৪৬। 'করয়ে কুজ্ঞান'=গুণজ্ঞান করে; মন্দ করে। 'আন্ধলের লড়ি'=অন্ধের যষ্টি।

৪৭। 'প্রকার'=উপায়"। 'প্রকার সে চিন্ত' =কি উপায় করা যায় তাহা ভাব।

'দেব আদি-অন্ত'=আগাগোড়া সমস্ত দেবতাই।

'হেনমনে অনুমানে'=এইরূপ ভাবনা চিন্তায়।

৫০। 'মাতিল-কুঞ্জর'=মত্তহস্তী।

৫৩। 'ঘর…… নিছনি'=ঘরের সব ভাঙ্গা জিনিষ-পত্র তোমার যত বালাই লইয়া, তোমার সমস্ত অমঙ্গল লইয়া যাউক।

৫৪। 'গোসাঁই'=ঠাকুর-দেবতা।

'পরিণত'=বয়স্কা; বৃদ্ধা।

কত সাধে পুত্র মোরে দিলেন গোসাঁই।
ক্ষিপ্তমত আচরণ বুদ্ধি কিছু নাই॥
এক করে আর বলে বুঝিতে না পারি।
আচার-বিচার কিছু না করে বিচারী॥
শুনি সবে কান্দিতে লাগিলা দুঃখ-ভরে।
কোলে করি গোরাচাঁদে সবে মেলি বলে॥
কেনে কেনে বাপ! কর এত অমঙ্গল।
শুনি বিশ্বম্ভর হৈলা অত্যন্ত চঞ্চল॥৫৫॥
দেখি নারীগণ ব্যথা পাইল অন্তরে।
শচী যে কহিল তাহা দেখিল সত্বরে॥
কবে হৈতে এমত হইল পুত্র তোর।
শচী বলে না পারি কহিতে কিছু ওর॥
একদিন রাত্রে পুত্র ছিনু কোলে করি।
আসি সব দেবতা রহিল ঘর ভরি॥৫৬॥
দিব্য-সিংহাসনে মোর নিমাই রাখিয়া।
দণ্ডবত করে তারা ভূমিতে পড়িয়া॥
জাগিয়া দেখিনু মুই এত চমৎকার।
সেই হৈতে কিবা তন্ত্র হইল ইহার॥
শুনি সবে এই সত্য বলিলেন বাণী।
কোনো দেব ইহাতে রহয়ে অনুমানি॥৫৭॥
সব-দেব-নামে এক যজ্ঞ আরম্ভিয়া।
বিপ্র সব লৈয়া আইস মিশ্রেরে বলিয়া॥
স্বস্ত্যয়ন করি কর বালক-কল্যাণ।
পূজা পাইয়া দেব যেন যায় নিজ-স্থান॥
চিন্তা না করিহ শচী কহিল নিশ্চয়।
পূজা পাইলে দেব তোরে করিবে অভয়॥৫৮॥

সবারে বিদায় দিল পদধূলি লৈয়া।
কহিলেন শচী সব মিশ্রেরে যাইয়া॥
শুনি মিশ্র সচিন্তিত দ্রব্য সব করি।
যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণের গণকে আহরি॥
তবে শচী গৌর লৈয়া গেলা গঙ্গাস্নানে।
চঞ্চল ঘুচিল পুত্র – এই করি মনে॥৫৯॥
শচী আগে-আগে যায় বিশ্বম্ভর-রায়।
খেলিতে খেলিতে সে অশুচি-দেশে যায়॥
ত্যক্ত ভাণ্ড পরশ করিয়া চলি যায়।
দেখিয়া জননী-দেবী করে হায় হায়॥
অধিক চঞ্চল পুত্র হইল আমার॥৬০॥
স্বস্ত্যয়নের ধর্মে আর হইল বিস্তার॥৬০॥
ছি ছি বলিয়া ডাকে বলে কটূত্তর।
শুনিয়া সদয়-বাণী কহে বিশ্বম্ভর॥
"কি শুচি অশুচি কিবা ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব।
না বুঝি বিচার কিছু মরয়ে জগত॥
ক্ষিতি-জল-বায়ু-অগ্নি-আকাশ-আকার।
জগতে যতেক ইহা বহি নাহি আর॥৬১॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ বহি নাহি অন্য ধর্ম্ম।
তা বিনু সকল মিছা – কহিল এ মর্ম্ম"।
ইহা শুনি শচীদেবী বিস্ময় হইয়া।
সুরনদী স্নান কৈলা বিশ্বম্ভর লৈয়া॥
ঘরে আসি শচীদেবী জগন্নাথে কয়।
বালক চরিত্র কিছু শুন মহাশয়॥৬২॥
সর্ব্বযজ্ঞময় এই তোমার তনয়।
নিশ্চয়ে জানিল এই—বিঘ্ন কিছু নয়॥

৫৯। 'ব্রাহ্মণের গণকে আহরি' = ব্রাহ্মণ সকলকে আনয়ন করিয়া।

৬০। 'অশুচি-দেশে' = অপবিত্র স্থানে।

৬২। 'সুরনদী' = গঙ্গা।

৫৬। 'না পারি ...... ওর' = তা ত ঠিক করে কিছু বলিতে পাচ্ছি না।

৫৭। 'তন্ত্র' = বেভাব।

অশুচি-দেশেতে গিয়া কহে হেন বার্ত্তা।
না দেখিল না শুনিল বালকের কথা ॥
ইহা শুনি জগন্নাথ পুত্র কোলে কৈল।
ছুঁইল অশুচি-দেশ সব ভাল হৈল ॥৬৩॥
কুলের প্রদীপ মোর নয়নের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥
ইহা বলি দোঁহে পুত্র-বদন নেহারে।
প্রেমে গর গর তনু আপনা পাসরে ॥
অরুণ নয়নে অশ্রু শতধারা গলে।
পুলকিত সব অঙ্গ আধ আধ বলে ॥৬৪॥
তবে সেই বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপ-সনে।
খেলায় বিবিধ খেলা এ গীত নাচনে।
ইন্দ্র উপেন্দ্র যেন দুই সহোদর।
দেখি শচী জগন্নাথ হরিষ-অন্তর ॥
দোঁহে দোঁহার মুখ দেখি উপজিল হাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস ॥৬৫॥

শ্রীরাগ দিশা।

ও কি হোরে গৌরাঙ্গ জয় জয়। মুর্চ্ছা ॥
ও কি আরে মোর গৌরাঙ্গ প্রেম অমিয়া-আনন্দ।
কি না মোর গৌরাঙ্গ কি আরে জয় জয় ॥ধ্রু॥

এইমনে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আন।
বাড়য়ে শরীর যেন সুমেরু-বন্ধান।
অমৃতের ধারা যেন বচন-মাধুরী।
শুনি শচীদেবী অতি মনে কুতুহলী। ৬৬॥
কথাচ্ছলে কথা শুনিবারে চাহে রাণী।
প্রভু কহে—শুনিতে না পাই তোর বাণী ॥
উচ্চ করি শচী ডাকে মহাকুতুহলী।
শুনিতে না পাই—কহে গোরা-বনমালী ॥
বাৎসল্য-ভাবেতে মুগ্ধা হৈল শচীমাতা।
ক্রোধ করি ছাট লৈয়া যায় উনমতা ॥৬৭॥
আজি বাক্য নাহি শুন উদ্ধতের মত।
বৃদ্ধকালে তুমি মোরে নাহি দিবে ভাত ॥
এত বাক্য শুনি প্রভু শচীর নন্দন।
খটি করি না শুনিলা মায়ের বচন ॥
রুষিলা সে শচীদেবী চাহে একদিঠে।
ধাইয়া মারিবারে যায় হাতে লৈয়া ছাটে ॥৬৮
ধাইয়া গোরাচাঁদ গেলা অশুচির স্থানে।
ত্যক্ত মৃত্তিকার ভাণ্ড বর্জয়ে যেখানে ॥
দেখিয়া জননী নিজ-শিরে কর হানি।
হাহাকার করে দেবী বলে কটুবাণী ॥
অধিক সে বিশ্বম্ভর রুষিল হিয়ায়।
উপরি-উপরি ভাণ্ডে উঠিয়া দাঁড়ায় ॥৬৯॥
কুপিত বচন শুনি করে বিপরীত।
বুঝিয়া জননী কিছু করয়ে পিরীত ॥
আইস আইস বাপ! ছাড় জুগুপ্সিত কর্ম্ম।
এ নহে উচিত তোর ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ॥
ব্রাহ্মণ-কুমার তাহে কুলীনের পুত্র।
শুনি কি বলিব লোকে কুৎসিত চরিত্র ॥৭০॥
আইস আইস বাপ! স্নান কর গঙ্গাজলে।
মায়ের পরাণ ফাটে চড়সিয়া কোলে ॥

৬৩। 'না ...... কথা'—বালকে যে এরূপ আশ্চর্য্য জ্ঞানের কথা বলিতে পারে তা কখন দেখিও নাই, শুনিও নাই ৬৬। 'সুমেরু-বন্ধান'=সুমেরু-পর্ব্বতের ন্যায় সুন্দর ও সুদৃঢ়।

৬৭। 'ছাট'=ছড়ি।
৬৮। 'খটি=ছল'। 'রুষিলা'=রাগিলেন।
৭০। 'জুগুপ্সিত'—নিন্দিত; ঘৃণিত।
'কুৎসিত চরিত্র'—কদর্য্য কাজ।

নহে বা মরিব এই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া।
এ ঘরে ও ঘরে যেন বেড়াস্ কান্দিয়া ॥
কষিত এ দশবাণ-সুবরণ তনু।
এহেন সুন্দর গায় কালি মাখ কেনু। ৭১॥
অশুচি কুৎসিত স্থান ছাড় বাপ! মোর।
চান্দের কলঙ্ক যেন গায়ে কালি তোর ॥
শুনিয়া রুষিল বিশ্বম্ভর গুণরাশি।
বারে বারে কহোঁ তোরে তবু না বুঝসি ॥
অশুচি অশুচি করি বোলসি কুবোল।
কি শুচি অশুচি বিচারহ আগে মোর ॥৭২॥
ইহা বলি সম্মুখে ইষ্টকা লই হাতে।
ইষ্টকে প্রহার কৈল জননীর মাথে ॥
ইষ্টক-প্রহারে মূর্চ্ছা পাইলা শচীরাণী।
"মা মা" বলিয়া পুন কান্দয়ে আপনি ॥
কান্দনার রোল শুনি পূরনারীগণ।
নিকটে যে ছিল ধাইয়া আইল তখন ॥৭৩॥
গঙ্গাজল মুখে দিয়া সচেতন কৈল।
সংজ্ঞামাত্র "বিশ্বম্ভর" বলিয়া ডাকিল ॥
বাহু পসারিয়া শচী পুত্র কোলে কৈল।
মূর্চ্ছিত হইয়া পূর্ব্ব-জ্ঞান পাসরিল ॥
কান্দয়ে সে বিশ্বম্ভর মায়েরে দেখিয়া।
তহিঁ এক দিব্যনারী কহিল হাসিয়া ॥৭৪॥
চিবুকে ধরিয়া বিশ্বম্ভরে বলে বাণী।
নারিকেল-ফল দুই মায়ে দেহ আনি ॥
তবে সে জীয়বে শচী এই তোর মাতা।
নহে বা মরিস—এই শুন মোর কথা ॥

ইহা শুনি বিশ্বম্ভর হরিষ হইল।
তখনি যুগল নারিকেল আনি দিল ॥৭৫॥
তৎকাল-গলিত-বৃন্ত স্নিগ্ধ সোণাবাণ।
নারিকেল দুই আনি দিলা মায়ের স্থান ॥
দেখিয়া সে নারীগণ বিস্ময় হইল।
এইখানে শিশু নারিকেল কোথা পাইল ॥
তহিঁ এক দিব্য নারী বিলাসিনী আছে।
লহু লহু বোলে গোরাচাঁদে কিছু পুছে ॥৭৬॥
শিশু হৈয়া নারিকেল কোথা পাইলে তুমি।
তোমার চরিত্র কিছু বুঝিয়াছি আমি ॥
ঐছন শুনিয়া বাণী বিশ্বম্ভর-রায়।
হুহুঙ্কার করি ধরে মায়ের গলায় ॥
সচেতন হৈয়া শচী পুত্র কৈল কোলে।
লাখ লাখ চুম্ব দিল বদন-কমলে ॥৭৭॥
বয়ান মুছিল অঙ্গ-বসন-অঞ্চলে।
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন কৈল সুরনদী-জলে ॥
স্নান করাইল গঙ্গা জল-অভিষেকে।
অন্তর-বিস্ময়ে পুত্র-বদন নিরীখে ॥
সমুদ্র গম্ভীর কোটি-দিনকর-ছটা।
কোটি-নিশাকর-তেজ নখ কুড়ি-গোটা ॥৭৮॥
কোটি-কাম জিনি কিবা সুললিত তনু।
রঙ্গিম ভঙ্গিম আঁখি ভুরু কামধনু ॥
সর্ব্ব-লোক-নাথ সে অবনী পরকাশ।
দেখিয়া জননী পাইল অন্তরে তরাস ॥
পূরুব-রহস্য গর্ভ-ধারণের কালে।
দেখিল দেবতা চারিপাশে স্তুতি করে ॥৭৯॥

৭১। 'সিয়া'—আসিয়া।
'দশবাণ-সুবরণ'—সুনির্ম্মল ও সমুজ্জ্বল স্বর্ণের ন্যায়।

৭২। 'কি শুচি ... মোরে"—কোন্‌টা শুচি, কোন্‌টা অশুচি, তাহা আমার সামনে বিচার করিয়া বল।

৭৩। 'ইষ্টকা'—ইট।

৭৬। 'তৎকাল গলিত-বৃন্ত'—তখনই বোঁটা বা শিষ ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে।

'সোণাবাণ"—সোনালি-রঙের।

৭৮। 'নখ কুড়ি-গোটা"—হাত ও পায়ের কুড়িটা নখ

আর যত বালক-চরিত্রে যে যে কৈল।
তখনে সকল সেই স্মরণ হইল॥
নিশ্চয় জানিল—জ্যোতির্ম্ময় সনাতন।
নির্লেপ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন নারায়ণ॥
সর্ব্বময় সর্ব্বশক্তিধর আত্মারাম।
যোগীন্দ্রগণের ইহোঁ ধ্যান অনুপাম॥৮০॥
মোর ভাগ্য গণিবারে নারে কোনো জন।
ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি যত দেবগণ॥
সবার আরাধ্য এই আমার তনয়।
বলিতে বলিতে কোলে কৈল গৌররায়॥
যেই মাত্র কোলে কৈল বিশ্বম্ভর-হরি।
পুত্রভাবে শচীদেবী ঐশ্বর্য্য পাসরি॥৮১॥
ঘরেরে আইলা শচী বিস্ময় ভাবিয়া।
কোন্ দেব-আবির্ভাব হৈল পুত্রে সিয়া॥
এত চিন্তি রক্ষা বান্ধে অঙ্গে হাত দিয়া।
জনার্দ্দন হৃষীকেশ গোবিন্দ বলিয়া॥
শির তোর রক্ষা করু চক্র-সুদর্শন।
চক্ষু নাসিকা মুখ রাখুক নারায়ণ॥৮২॥
বক্ষ তোর রক্ষা করু দেব গদাধর।
ভুজ তোর রক্ষা করু প্রভু রঘুবর॥
উদর তোর রক্ষা করুন দামোদর।
নাভি তোর রক্ষা করুন নৃসিংহ-ঈশ্বর॥
জানু দুটী রক্ষা করু দেব ত্রিবিক্রম।
রক্ষা করু ধরাধর তোর দু'চরণ॥৮৩॥
সব অঙ্গে থুৎকৃতি দিয়া শচীমাতা।
পুত্রভাবে অতিশয় হৈলা উনমতা॥
হেনমতে আনন্দে-সানন্দে দিন গেল।
পরম মঙ্গল কাল আসি সন্ধ্যা হৈল॥
সুখে শচী গৌরহরি প্রাঙ্গণে রাখিল।
দাস দাসীগণে সন্ধ্যাকার্য্যে নিয়োজিল॥৮৪॥
দিন অবসানে সন্ধ্যাকাল যদি হৈল।
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র গগনে উদিল॥
হেনকালে গৌরচন্দ্র চতুর সুজান।
মা মা বলি কান্দে যেন বালক অজ্ঞান॥
শচী বলে—সন্ধ্যাকালে না কর ক্রন্দন।
যাহা চাহ তাহা দিব শুন মোর ধন॥৮৫॥
প্রভু কহে—চাঁদ দেহ আমারে পাড়িয়া।
হাসি হাসি শচী বলে—আরে অবোধিয়া॥
ধিক্ ধিক্ এ পুত্র হইল মোর ঘরে।
চাঁদ কি আকাশের কেহো ধরিবারে পারে॥
প্রভু বলে—বলিলে যে যাহা চাহ তুমি।
তাহা দিব এমন কহিলে কেন বাণী॥৮৬॥
এই লাগি চাঁদ নিতে হৈল মোর মন।
ইহা বলি উচ্চ করি করয়ে রোদন॥
আঁচলে ধরিয়া কান্দে নানা খটি করে।
চরণ আছাড়ে—করে নয়ান কচালে॥
মায়ের গলায় ধরি কান্দে গোরা-রায়।
খেলা খেলিবারে আকাশের চাঁদ চায়॥৮৭॥

৭৯। 'পূরুব···কালে'—মহাপ্রভুর গর্ভাবস্থানকালে দেবগণের স্তবাদি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা।

৮০। 'নির্লেপ"—নির্লিপ্ত।
'নির্ব্বিকার'—বিকারহীন।
'নিরঞ্জন'=নির্মল; নির্দ্দোষ।

৮৩। 'ধরাধর'=শ্রীঅনন্তদেব।

৮৪। 'থুৎকৃতি"—থুথু।
'আনন্দে-সানন্দে"=বড় সুখে।
'প্রাঙ্গণে'=উঠানে।

৮৬। 'অবোধিয়া'=বোকা ছেলে।

ক্ষণে খটি ক্ষণে লুটি মায়ের চুল ছিণ্ডে।
ধূলায় ধূসর—কর হানে নিজ-মুণ্ডে॥
দেখিয়া জননী বলে— অবোধিয়া পুত।
তোমার চরিত্র মোরে বড় অদভুত॥
আকাশের চান্দ কথি পাব ধরিবারে।
ওহেন কতেক চাঁদ তোমার শরীরে॥৮৮॥
হের দেখ লাজে চান্দ মলিন হইল।
না বুঝিয়া তোর আগে উদয় করিল॥
না জানিয়া নবদ্বীপ-চান্দের উদয়।
লজ্জা পাইয়া মেঘের ভিতর গিয়া রয়॥
নবদ্বীপে হাউ আইল শুনহ বচন।
না কান্দিহ আরে বাপ আমার জীবন॥৮৯॥
ইহা বলি কোলে করি চুম্ব দেই মুখে।
আপনা পাসরে দেবী প্রেমানন্দ-সুখে॥
আনন্দে-সানন্দে দেবী সম্পদ-বিহ্বলা।
দিক-বিদিক নাহি দেখি পুত্র-লীলা॥
অন্তর উল্লাসে দেবীর গদগদ ভাষ।
গোরা-গুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥৯০॥

ধানশী রাগ।

জয় জয় জয়, শচীর নন্দন,
আনন্দ কন্দ কিশোরা।
বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে,
করিয়া অর্ভক লীলা॥ ধ্রু॥
খেলিতে খেলিতে, তথি আচম্বিতে,
শ্বান শাবক দুই চারি।
বাঢ়ল কৌতুক, তহিঁ বাছি এক,
ধরি নিল গৌরহরি॥৯১॥
সঙ্গের ছাওয়ালে, কহিল তাহারে,
শুন শুন বিশ্বম্ভর।
কুৎসিত ছাড়িলে, ভাল তুমি নিলে,
না খেলিব যাব ঘর॥
তবে বিশ্বম্ভর, কহিল উত্তর,
এই ছানা সবাকার।
সবেই মিলিয়া, খেল ইহা লৈয়া,
থাকিবে ঘরে আমার॥৯২॥
ইহা বলি সেই, শ্বান-সুত লই,
চলিলা আপন-ঘরে।
নিজ-ঘরে গিয়া, গলে দড়ি দিয়া,
বান্ধিল পিণ্ডার উপরে॥
হেন কালে তথা, বিশ্বম্ভর-মাতা,
সমাধিয়া গৃহ কাজ।
স্নান করিবারে, গেলা গঙ্গাতীরে,
পুরনারী করি সাথ॥৯৩॥
তবে বিশ্বম্ভর, পাইয়া শূন্য ঘর,
শ্বানের শাবক লৈয়া।
বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে,
ধূলায় ধূসর হৈয়া॥
খেলিতে খেলিতে, বালক-সহিতে,
দোঁহে উপজিল দ্বন্দ্ব।
তবে গৌরহরি, একে পুরস্করি,
আরেরে বলিলা মন্দ॥৯৪॥
নিতি-নিতি আসি, কলহ করসি,
কেমন স্বভাব তোর।

৮৯। 'হাউ'=জুজু।
৯১। 'অর্ভক-লীলা'—ছেলে-খেলা। 'শ্বান-শাবক'=কুকুরের বাচ্চা।
৯৩। 'সমাধিয়া'=শেষ করিয়া।

হেন বুঝি তোর,　　চরিত আচার,
　　শ্বানের শাবক-চোর ॥
সেহো সেই কালে,　　রুষিয়া অন্তরে,
　　বাহিরে চলিল ধাইয়া।
শচীর সম্মুখে,　　বলে বড় ডাকে,
　　কোপে গরগর হৈয়া ॥৯৫॥
শুন শুন আরে,　　তোর বিশ্বম্ভরে,
　　শ্বানের শাবক লৈয়া।
ক্ষণে কোলে করে,　　ক্ষণে গলে ধরে,
　　আপনে দেখ না সিয়া ॥
শুনি শচীরাণী,　　বালকের বাণী,
　　সত্বরে আইলা ঘরে।
দেখে পরতেকে　　শ্বানের শাবকে,
　　বিশ্বম্ভর কোলে করে ॥৯৬॥
শিরে কর হানি,　　বোলয়ে জননী,
　　না জানি কি তোর লীলা।
সকল থাকিতে,　　অতি বিপরীতে,
　　কুক্কুর-ছা লৈয়া খেলা ॥
জনক তোহারি,　　অতি ধর্ম্মাচারী,
　　তাহার তনয় তুমি।
কি বলিবে লোকে,　　শ্বানের শাবকে,
　　খেলাহ কি সুখ মানি ॥৯৭॥
ব্রাহ্মণকুমার-,　　হেনই আচার,
　　কিছুই নহিল তোর।

ইহা যে শুনিব,　　কে ভাল বলিব,
　　এ শেল হৃদয়ে মোর ॥
এহেন সুন্দর,　　মূরতি তোহার,
　　ধূলা মাখ কিবা সুখে।
বলিতে বচন,　　নামাহ বদন,
　　আগি লাগু মোর মুখে ॥৯৮॥
কত চাঁদ জিনি,　　তোর মুখখানি,
　　এ থির-বিজুরী অঙ্গ।
বেশ নাহি চাও,　　ধূলা মাখ গায়,
　　অধম-বালক সঙ্গ ॥
ক্রোধে শচীদেবী,　　দন্তে ওষ্ঠ চাপি,
　　বালকেরে দেই গালি।
নিজ-ঘরে যাহ,　　কুক্কুর-ছা লহ,
　　মা-বাপেরে দেহ ডালি ॥৯৯॥
ইহা বলি সেই,　　পুত্র-মুখ চাই,
　　ডাকয়ে আনন্দে ভোর।
আইস আইস বাপ,　　কোলে আসি চাপ,
　　বদন চুম্বউঁ তোর ॥
শ্বানের শাবক,　　এড়ি দেহ বাপ,
　　স্নান কর গঙ্গাজলে।
বেলি দু'পহর,　　ক্ষুধা নাহি তোর,
　　কত দুখ দেহ মোরে ॥১০০॥
নহে শ্বান সুত,　　বান্ধি রাখ পুত,
　　স্নান করিবারে যাহ।

৯৪। 'পুরস্করি' = ভাল বলিয়া। 'আরেরে' = অন্যকে।

৯৫। 'হেন .... চোর' = তোর ব্যবহার দেখিয়া মনে হইতেছে তুই চোর।

৯৬। 'পরতেকে' = প্রত্যক্ষ ; সাক্ষাৎ।

৯৭। 'সকল ..... খেলা' = এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু দেখাইলেন যে, শ্রীভগবানের নিকট কোন জীবই অস্পৃশ্য বা ঘৃণিত নহে।

৯৮। 'ব্রাহ্মণ-কুমার ...—আচার' = বামুনের ছেলের মত আচার-ব্যবহার।

'বলিতে ..... বদন' = একটু বকিলে মুখখানি অমনই নীচু করিস্। আগি- অগ্নি।

৯৯। 'ডালি' = উপহার।

বিকালে খেলিহ, কুক্কুর-ছা লৈহ,
এখনেতে কিছু খাহ ॥
ও মুখ মলিন, সোণার নলিন,
আতপে যেন মৈলান।
নাসিকার আগে, ঘর্ম্ম-বিন্দু জাগে,
দেখিয়া বিদরে প্রাণ ॥১০১॥
মায়ের উত্তর, শুনি বিশ্বম্ভর,
হাসি উঠি বলে বাণী।
মোর শ্বান-সুতা, জানি যায় কোথা,
তবে সে জানিবে আপনি ॥
ইহা বলি হরি, মায়ের গলা ধরি,
স্নান করিবারে চায় ॥
এ ধূলি ঝাড়িয়া, বদন মুছিয়া,
গন্ধ-তৈল দিল গায় ॥১০২॥
স্নান করিবারে, যায় গঙ্গাতীরে,
বয়স্য করিয়া সঙ্গে।
সুরনদী-জলে, অতি কুতূহলে,
জলক্রীড়া করে রঙ্গে ॥
সবে সবা-অঙ্গে, জল দেই রঙ্গে,
মাতিল-কুঞ্জর যেন।
গোরা-বর-তনু, সুমেরু সে জনু,
অটল অদ্ভুত হেন ॥১০৩॥
এথা শচীদেবী, মনে অনুভবি,
শ্বানের ছা এড়ি দিল।
নিজ মাতা পাইয়া, সঙ্গে গেল ধাইয়া,
না জানি কোথারে গেল ॥

সেইখানে এক, আছিল বালক,
ধাইয়া গেলা গঙ্গাকূলে।
শুন বিশ্বম্ভর, জননী তোমার,
কুক্কুর-ছা এড়ি দিলে ॥১০৪॥
বালক-বচন, শুনিয়া তখন,
সত্বরে আইলা ধাইয়া।
যেখানে থাকিত, সেই শ্বান সুত,
সেখানে দেখিল গিয়া ॥
চারিদিকে চাই, শ্বান-শিশু নাই,
অন্তর জ্বলিল কোপে।
কান্দে উভরায়, গালি দেই মায়,
শ্বানের শাবক-শোকে ॥১০৫॥
শুন অবোধিনি, কি কৈলি জননি,
এ দুখ দেয়লি মোরে।
পরম সুন্দর, শ্বান-শিশুবর,
কেমতে দিলি কাহারে ॥
বলে শচীরাণী, আমি ত না জানি,
শ্বানের শাবক তোর।
এইখানে ছিল, কেবা কতি নিল,
সঙ্গের বালক চোর ॥১০৬॥
কোন্ প্রয়োজনে, করহ ক্রন্দনে,
শ্বানের শাবক লাগি।
লইল যে জন, করিয়া যতন,
কালি আনি দিব মাগি ॥
করহ অবধি, আপন শপথি,
করিয়া বলোঁ মো তোরে।

১০০। 'এড়ি দেহ' = ছাড়িয়া দাও।
'বদন চুম্বউ' = মুখে চুমু খাই।
১০১। 'নলিন' = পদ্ম। 'মৈলান' = মলিন, শুষ্ক।
১০২। 'জানি যায়' = যদি যায়।
১০৩। 'বয়স্য' = সমবয়স্ক সখা।
১০৫। 'উভরায়'.. উচ্চৈঃস্বরে।

শ্বানের শাবকে,　　আনি দিব তোকে,
　　না কান্দ না কান্দ আরে ॥১০৭॥
এতেক বলিয়া,　　বয়ান মুছিয়া,
　　পুত্র কোলে করি নিল।
শ্রীমুখ চাহিয়া,　　হরষিত হৈয়া,
　　লাখ লাখ চুম্ব দিল ॥
অঙ্গের মার্জ্জনা,　　করি শুচিপণা,
　　নাহাইল গঙ্গাজলে।
সন্দেশ মোদক,　　ক্ষীর কদলক,
　　ভক্ষণ করা'লো ভালে ॥১০৮॥
তিন ঝুটি মাথে,　　পাঁচ থুপী তাথে,
　　একত্র করিয়া বান্ধে।
নয়নে কাজর,　　সুরেখা উজোর,
　　দিঠিয়ে জগত রঞ্জে ॥
রক্ত-প্রান্ত ধড়া,　　কটী দিয়ে বেড়া,
　　প্রপদ অঞ্চল দোলে।
মুকুতার হার,　　হৃদয়-উপর,
　　চন্দন তিলক ভালে ॥১০৯॥
অঙ্গদ কঙ্কণ,　　অমূল্য রতন,
　　চরণে মগরা-খাড়ু ॥
বালকের ঠাঁই,　　খেলিবারে যাই,
　　হাতে করি ক্ষীর-লাড়ু।
বদন সুন্দর,　　জিনি শশধর,
　　বচন গভীর মধু।
বালকের মাঝে,　　শোভে দ্বিজরাজে,
　　তারায়ে বেঢ়ল বিধু ॥
ঐছন লীলায়,　　ঠাকুর খেলায়,
　　দেবতা দেখিয়া হাসে।
মার্জ্জার কুক্কুর,　　পরশে ঠাকুর,
　　কৌতুক লোচন দাসে ॥১১০॥

গৌরাঙ্গ-পরশে সে কুক্কুর ভাগ্যবান্।
স্ব-ভাব ছাড়িয়া তার হৈল দিব্য-জ্ঞান ॥
রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে নাচে।
দেখি নদীয়ার লোক ধায় সব পাছে ॥
কুক্কুরের আবেশ এমত সবে দেখি।
পুলকিত সব অঙ্গ অশ্রুময় আঁখি ॥১১১॥
আচম্বিতে শ্বান-দেহ ছাড়ি ভাগ্যবান্।
বিষ্ণু-লোক হৈয়া করে গোলোকে পয়ান ॥
সবে দেখে দিব্য এক রথ সে আসিয়া।
আকাশের পথে যায় তাহারে লইয়া ॥
সুবর্ণের রথ—চারু সহস্র শেখর।
মণি-মুকুতার ঝারা করে ঝলমল ॥১১২॥
লক্ষ লক্ষ ঘন্টাধ্বনি হইছে তাহাতে।
কাংস্য করতাল কত বাজে যূথে যূথে ॥
শঙ্খধ্বনি জয়ধ্বনি হরিধ্বনি শুনি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় রাধাকৃষ্ণ-বাণী ॥
ধ্বজ পতাকা সব উড়ে রথোপরে।
সূর্য্যের মণ্ডল ঢাকে কিরণ উজোরে ॥১১৩॥

১০৭। 'করহ অবধি'=কান্না শেষ কর; আর কেঁদো না।

১০৮। 'শুচিপণা'—শুদ্ধমত। 'নাহাইল'=স্নান করাইল।　১০৯। 'দিঠিয়ে'=দৃষ্টিতে।

'রঞ্জে'=আনন্দিত করে; মোহিত করে।

'রক্তপ্রান্ত'=লাল-পাড়-বিশিষ্ট।

'ধড়া"=কাপড়ের টুক্‌রা।

'প্রপদ অঞ্চল দোলে'—আঁচল বা কোঁচাটা পা পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে।

১১০। মগরা খাড়ু—মকর মুখ বিশিষ্ট বাঁকান মল।　তারায়ে বেঢ়ল বিধু'—তারাগণ যেন চাঁদকে বেড়িয়া রহিয়াছে।

'মার্জ্জার'—বিড়াল।

রথ-মধ্যস্থানে এক রত্নসিংহাসনে।
কামনীয় কান্তি তেঁহো অতি মনোরমে॥
দিব্য আভরণ তার অঙ্গ মাঝে সাজে।
কোটি কোটি মদন মূর্চ্ছিত হয় লাজে॥
পরম শীতল সেহ কোটিচন্দ্র জিনি।
রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ বলিয়া করে ধ্বনি॥১১৪॥
সিদ্ধগণ সবে আসি চামর করিয়া।
চলিলা গোলোক-পথে তাহারে লইয়া॥
ব্রহ্মা শিব সনকাদি সবে কর জুড়ি।
গৌরাঙ্গ-মহিমা গায় সবে রথ বেড়ি॥
জয় জয় কৃপাসিন্ধু শচীর নন্দন।
এমন করুণা প্রভু না কৈল কখন॥১১৫॥
কুক্কুর উদ্ধার করি গোলোকে পাঠায়।
দিব্য-দেহ হেন কভু কেহো নাহি পায়॥
জয় জয় অগতির গতি গৌরহরি।
জয় জয় অবতার-সবার উপরি॥
তোমার করুণায় কলি-জীব নিস্তারিব।
আর কিবা লীলা তোর অলৌকিক হব॥
মোরা সব দেব কবে হব ভাগ্যবান্।
পাইব তোমার পদ-প্রসাদ-প্রদান॥১১৬॥
কুক্কুর তরিয়া যায় তোমার পরশে;
এমন করুণা কভু নাহি হৃষীকেশে॥
কবে মোরা এমন হইব ভাগ্যভাগী।
কুক্কুরে কৃতার্থ কৈলে— তাই মোরা মাগি॥
নমো নমঃ অদোষ-দরশী গৌররায়।
নমো নমঃ তোমার সুন্দর দুই পায়॥১১৭॥
অনুব্রজে হেনরূপে যত দেবগণ।
কবে মোরা পাব গোরাচাঁদের চরণ॥
এথা গোলোকেরে আইলা মহাভাগ্যবান্।
গৌরাঙ্গের লীলা অনুব্রত করে গান॥
হেন অদভুত গোরাচাঁদের প্রকাশ।
আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচন দাস॥১১৮॥

তবে শচীদেবী, মনে অনুভবি,
ষষ্ঠীব্রত করিবারে।
পুরনারী যত, সবে করে ব্রত,
গিয়া বটবৃক্ষ তলে॥
নৈবেদ্যের সজ্জ, করিয়া সুসজ্জ,
আঁচলে ঢাকিয়া লৈয়া।
ব্রত করিবারে, যায় বটতলে,
অতি হরষিত হৈয়া॥১১৯॥
হেনই সময়, বিশ্বম্ভর-রায়,
খেলিতে খেলিতে পথে।
জননী দেখিয়া, আইলা ধাইয়া,
কি লয়ে যাও মা হাতে॥
বাহু পসারিয়া, পথ আগুলিয়া,
জননী রাখিতে চায়।

১১১। 'স্ব-ভাব'=নিজ পশুভাব ; পশুত্ব।
১১২। বিষ্ণুলোক—বৈকুণ্ঠ। 'শেখর' চূড়া।
১১৪। 'সূর্য্যের…উজোরে'=উজ্জ্বল জ্যোতিতে সূর্য্যমণ্ডলকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।
১১৭। 'হৃষীকেশে'—কৃষ্ণে। 'ভাগ্যভাগী'=ভাগ্যবান্।
১১৮। 'অনুব্রজে'=পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। 'মহাভাগ্যবান্'=সেই কুক্কুর-শাবক। 'অনুব্রত'=অনবরত ; নিয়ত।
১১৯। 'মনে অনুভবি'=মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন।

কি কি বলি যায়, ধরিবারে চায়,
আখটি করিয়া মায় ॥১২০॥
দেব-আরাধনে, করিয়া যতনে,
লইয়া নৈবেদ্য খানি।
ষষ্ঠী পূজিবারে, যাই বটতলে,
এখানে খেলহ তুমি ॥
আসিবার বেলে, প্রসাদ তোমারে,
আনি দিব শুন বাপ।
দেবতা পূজিব, বর সে মাগিব,
ঘুচিব অমঙ্গল তাপ ॥১২১॥
এতেক উত্তরে, জননী-অন্তরে,
জানিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর।
কহে লহু বাণী, অমিয়া-লাবণি,
মুখে মিলাইছে তার ॥
এইমনে তোরে, বলোঁ বারেবারে,
না বুঝসি অবোধিনি।
ক্ষুধায় আমার, পোড়য়ে অন্তর,
নৈবেদ্য খাইব আমি ॥১২২॥
ইহা বলি ধরি, সেই গৌরহরি,
নৈবেদ্য ভরিল মুখে।
দেখিয়া জননী, হাহাকার-বাণী,
অন্তর জ্বলিল দুখে ॥
দেবতার দ্রব্য, ঘৃত মধু গব্য,
বিশ্বম্ভর খাইল দেখি।
শচীর অন্তরে, ধক ধক করে,
কোপে ছলছল আঁখি ॥১২৩॥
অবোধিয়া পুত, বুঝাইব কত,
দেবতা না মান তুমি।
ব্রাহ্মণ-কুমার, হৈয়া দুরাচার,
এ দুঃখে মরিব আমি ॥
শুনি গৌরমণি, জননীর বাণী,
অন্তর জ্বলিল কোপে।
কহিল এ সব, না বুঝসি তব্,
কুবোল বোলসি মোকে ॥১২৪॥
শুন অবোধিনি, আমি সব জানি,
আমি তিন-লোক-সার।
যত যত দেখ, আমি মাত্র এক,
ত্রিভুবনে নাহি আর ॥
তরুমূলে যেন, জল নিষেচন,
উপরে সিঞ্চিত শাখা।
প্রাণ-নিষেবণ, ইন্দ্রিয় যেমন,
ঐছন আমার লেখা ॥১২৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৩১।১৪)—

যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥১২৬॥

১২০। 'আখটি' — বায়না; জেদ।

১২২। 'অমিয়া লাবণি' = অমৃতের মধুরিমা।

'এইমনে' — এই জন্যই।

'অবোধিনি' — অবুঝ; বোকা।

১২৩। 'ইহা ...... মুখে' = এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান্ ভোজন করিলে অন্য সব দেবতাই পরিতুষ্ট হন এবং অন্য দেবতাগণকে তাঁহারই প্রসাদ নিবেদন করা কর্ত্তব্য।

১২৪। 'তব্' = তবু।

১২৫। 'প্রাণ ...... যেমন' = প্রাণ যেমন ইন্দ্রিয়গণকে কার্য্যকরী করে।

'লেখা' = রীতি; নিয়ম।

ইহা বলি হরি, করিয়া চাতুরী,
মায়ের গলায় ধরে।
শচীর অন্তরে, ধক ধক করে,
গেলা ষষ্ঠী পূজিবারে ॥
তবে ষষ্ঠী-দেবী, বহুবিধ সেবি,
বোলয়ে কাতর-বাণী।
এ মোর ছাওয়াল, বড়ই ধামাল,
দোষ ক্ষেমিবে আপনি ॥১২৭॥
তুমি দিলে মোরে, এ ক্ষেপা কোঙরে,
কেমনে লইবে দোষ।
করিবে কল্যাণে, এ মোর নন্দনে,
না করিহ কিছু রোষ ॥
সাত পাঁচ নাই, এ ধন নিমাই,
দিলে গো করুণা করি।
বিঘ্ন নাহি হয়ে, এ মোর তনয়ে,
এ বালক দেবি! তোরি ॥
এতেক বলিয়া, চরণে ধরিয়া,
যত বৃদ্ধ-নারীগণে।
করিয়া প্রণতি, করয়ে কাকুতি,
আশীর্ব্বাদ কর মনে ॥
চরণের ধূলি দেহ নিজ বলি,
মোর গোরাচাঁদ-শিরে।
এ মোর ছাওয়াল, বড়ই চঞ্চল,
বুদ্ধি যেন হয় স্থিরে ॥১২৮॥
দন্তে তৃণ ধরি, বলে শচীরাণী,
সবার চরণ সেবি।
সবে দেহ বর, মোর বিশ্বম্ভর,
পুত্র হউ চিরজীবী ॥
ষষ্ঠী-পূজা করি, পুত্র করে ধরি,
ঘরেরে আইলা দেবী।
জগন্নাথ-সনে, করে অনুমানে,
মনে অনুভব ভাবি ॥
কি কহিব আর, সর্ব্ব-দেব-সার,
পৃথিবীতে পরকাশ।
বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে,
কহয়ে লোচন দাস ॥১২৯॥

বরাড়ী রাগ।

তবে আর কত দিনে, সেই শচীনন্দনে,
ধূলায় খেলায় রাজপথে।
এ ধূলি-ধূসর, হেম-গিরি কলেবর,
অনুগত বয়স্য সহিতে ॥
শিশু শিশু ধূলা খেলি, ক্ষণে হয় গালাগালি,
ধূলা রণে অঙ্গ দিগবাস।
সমান সে বয়ঃক্রম, সবে মিলি এক-মর্ম্ম,
ঘর্ম্মবিন্দু খেলার আয়াস ॥১৩০॥

'তরুমূলে .... লেখা' = এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু বুঝাইলেন যে, শ্রীভগবানের তৃপ্তিতে অন্য সকলেই পরিতৃপ্ত হন—কৃষ্ণে তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।

১২৬। বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে, যেমন তাহার গুঁড়ি, শাখা, উপশাখা সমস্তই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে এবং প্রাণে খাদ্যাদি উপহার-সমূহ প্রদান করিলে যেমন ইন্দ্রিয়গণ পরিতৃপ্ত হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীঅচ্যুতের পূজাতেই যাবতীয় দেবগণের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে—সমস্ত দেবতাই তাহাতে সন্তুষ্ট হন।

১২৭। 'হরি'—গৌরহরি। ধামাল—চঞ্চল।

১৩০। 'দিগবাস'—ন্যাংটা; উলঙ্গ।

সবে মিলি খেলা খেলে, গুপ্তবেজা হেনকালে,
সেই পথে আইলা আচম্বিত।
তার যে যে নিজ-জন, সঙ্গে করে আগমন,
জ্ঞান-পথ বিচারে পণ্ডিত ॥
যার সঙ্গে অনুমানে, যোগশাস্ত্র বাখানে,
কর শির করিয়া চালন।
দেখি বিশ্বম্ভর-রায়, তার পাছে পাছে ধায়,
অনুসরি গমন বচন ॥১৩১॥
দেখি বৈদ্য মুরারি, কটাক্ষে তিলেক হেরি,
পুন করে যোগের বাখান।
সেইমত বিশ্বম্ভরে, যোগের বাখান করে,
তেন নাড়ে হাত মুখখান ॥
এইমত বেরি বেরি, পরিহাসে গৌরহরি,
শিশুগণ সংহতি করিয়া।
দেখিয়া মুরারি বৈদ্য, নিজ-আচরণে গদ্য,
কুবচন কহিল রুষিয়া ॥১৩২॥
এচ্ছারে কে বলে ভাল, দেখিল ত ছাওয়াল,
মিশ্র-পুরন্দর সুত এই।
সর্ব্বত্র শুনিয়ে কথা, ইহার সে গুণগাথা,
ভালে নাম ইহার নিমাই ॥
ঐহন শুনিয়া বাণী, রুষিলা সে গৌরমণি,
অনুগতে কৃপার কারণে।
ভ্রূকুটি বদন করি, বলে বাক্‌চাতুরী,
জানাইব ভোজনের ক্ষণে ॥১৩৩॥

শুনি বিশ্বম্ভর-বাণী, মুরারি সে মনে গণি,
ঘর গেলা বিস্মিত-হিয়ায়।
গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতে, পাসরিল আন চিতে,
হৈল তবে ভোজন-সময় ॥
এথা বিশ্বম্ভর হরি, অঙ্গের সুবেশ করি,
কটিতে আঁটিয়া পিন্ধে ধড়া।
শিরে শোভে তিন ঝুটি, গলায় সে রসকাঠি,
কণ্ঠে লগ্ন মুকুতা দোবেড়া ॥১৩৪॥
নয়ানে কাজর-রেখা, পাঁচথুপী বান্ধে শিখা,
ঝলমল হেম-অলঙ্কার।
চরণে মগরা খাড়ু, হাতে করি ক্ষীর-লাড়ু,
চলিলা ঠাকুর-বিশ্বম্ভর ॥
মুরারি গুপ্তের ঘরে, গেলা নিজ অভ্যন্তরে,
ভোজন করয়ে বৈদ্যরাজ।
মেঘগম্ভীর-নাদে, নিজ-মন-পরসাদে,
মুরারি বলিয়া দিল ডাক ॥১৩৫॥
স্বর শুনি সঙরিল, গোরাচাঁদ যে কহিল,
গুপ্তবেজা চমকিত-চিত।
তবে সেই গৌরহরি, কি কর কি কর বলি,
সেইখানে হৈল উপনীত ॥
তরস্ত না হৈও তুমি, এইখানে আছি আমি,
ভোজন করহ বাণী বৈল।
মধ্য ভোজন-বেলা, ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা,
থাল ভরিয়ে মূত মূতিল ॥১৩৬॥

'আয়াস' = পরিশ্রম।

১৩১। 'যার' = শিষ্যদের। 'অনুমানে' = স্বীয় বোধ-অনুসারে।

'কর···চালন' = হাত নাড়িয়া মাথা নাড়িয়া।

'অনুসরি' = অনুকরণ করিয়া; সেইরূপে হাত পা মাথা নাড়িয়া।

১৩২। 'নিজ-আচরণে গদ্য' = নিজের কার্য্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ।

১৩৩। 'এচ্ছারে' = এটারে।

১৩৪। 'রসকাঠি' = অলঙ্কার-বিশেষ।

'কণ্ঠে · দোবেড়া' = গলায় দোফেরা মুক্তার মালা ঝুলিতেছে।

কি কি বলি ছি ছি করি, উঠিলা সে মুরারি,
করতালি দিয়া বলে গোরা।
ভক্তি-পথ ছাড়িয়া, কর শির নাড়িয়া,
যোগ বল এই অভিপারা ॥
জ্ঞান কর্ম্ম উপেখিয়া, কৃষ্ণ ভজ মন দিয়া,
রসিক শিদক্ষ চিদানন্দ।
ভৌতিকে যাহার দৃষ্টি, ও নহে ভজন-পুষ্টি,
নাহি বুঝ বুদ্ধি অতি মন্দ ॥১৩৭॥
পরম দয়ালু হরি, তিঁহো সর্ব্বশক্তিধারী,
জীবেতে সম্ভবে ইকি কথা।
তেঁহো ব্রহ্ম সনাতন, গোপীর জীবন-ধন,
না ভজিয়া কেনে দেহ ব্যথা ॥
ইহা বলি গৌরমণি, কতি গেলা নাহি জানি,
মুরারি দেখিতে নাহি পায়।
মনে মনে অনুমানে, এ ত কভু নহে আনে,
সত্য কৃষ্ণ—শচীর তনয় ॥১৩৮॥
এত অনুমান করি, তবে সেই মুরারি,
আস্তেব্যস্ত চলিলা সত্বর।
চলিতে না পারে পথে, অতি আনন্দিত-চিতে
গেলা যথা মিশ্র-পুরন্দর ॥
শচী জগন্নাথ মেলি, পুত্রেরে দুলাল করি,
তুমি মোর সরবস-ধন।
যেখানে সেখানে যাই, যথা যেবা দুখ পাই,
পাসরিয়ে দেখি চান্দ-বদন ॥১৩৯॥
ইহা বলি দোঁহে মেলি, দুই গালে চুম্ব করি,
কোলে করিবারে টানাটানি।
হেনকালে মুরারি, সেইখানে বরাবরি,
আনন্দে না নিঃসরয়ে বাণী ॥
দেখিয়া তরস্ত হৈয়া, শচী জগন্নাথ গিয়া,
বৈদ্যেরে করিল অভ্যুত্থান।
কারে কিছু না বলিল, আর সব পাসরিল,
দেখি গোরাচাঁদের বয়ান ॥১৪০॥
পুলকিত সব গা, আপাদ-মস্তক বা,
ধারা বহে নয়ানের জলে।
অরুণ কমল-আঁখি, ঐ সে প্রেমার সাখী,
গদগদ আধ-আধ বলে ॥
স্থির দাঁড়াইতে নারে, পড়িয়া চরণ-তলে,
পুনঃপুন করে পরণাম।
দেখিয়া সে বিশ্বম্ভর, মায়ের কোল ভিতর,
প্রবেশিল যেহেন অজান ॥১৪১॥
শচী জগন্নাথ বলে, আহাহা কি কৈলে কৈলে,
তোরে দেখি দেবতা-সমান।
আশীর্ব্বাদ-যোগ্য তোর, এই সে বালক মোর,
কি করিলে বড় অবিধান ॥

১৩৫। 'নিজ অভ্যন্তরে" = একদম অন্দর-মহলে। 'মেঘ-গম্ভীর-নাদে' = মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জনে।

১৩৬। তরস্ত-ব্যস্ত। নিয়ড়ে-নিকটে।

১৩৭। 'যোগ বল এই অভিপারা' — তুমি যোগ-পথের খুব ব্যাখ্যা কর এই না তোমার কাজ; তা এরূপ যে করে, এই তার শাস্তি।

'উপেখিয়া' — উপেক্ষা করিয়া।

'ভৌতিকে পুষ্টি' = পঞ্চভূতাত্মক অনিত্য জগতের প্রতি আসক্তি করিলে ভজন পরিপর্ক হয় না।

১৩৯। 'এত' = ইহা।

'দুলাল করি' = আদর করিতেছেন।

'সরবস-ধন' = সর্ব্বস্ব-ধন; যা কিছু সবই।

১৪০। 'অভ্যুত্থান' = সম্বর্দ্ধনা; সমাদর।

১৪১। 'যেহেন অজান" — যেন কিছুই জানে না।

তোরে বলি শূদ্র-মুনি, সর্ব লোকে বাখানি,
বালকে কি কৈল অপরাধ।
মোদের যে হয় হউ, বাঢ়ু শিশু-পরমাউ,
চিরজীবী দেহ আশীর্বাদ ॥১৪২॥
ইহা বলি হাতে ধরে, কাকুতি মিনতি করে,
শচী আর মিশ্র পুরন্দর।
হাসি কৈল মুরারি, এহি পুত্র তোহারি,
দেব-দেব-দেব বিশ্বম্ভর ॥
বালক লালিছ কাছে, ইহা ত জানিবে পাছে,
তোর সম নাহি ভাগ্যবান।
সম্বরি রাখিহ মনে, এই মোর বচনে,
এই গৌর সেই ভগবান্ ॥১৪৩॥
ইহা বলি গুপ্তবেজা, না করিল আন চর্চ্চা,
চলি গেলা হরিষ অন্তর।
পুলকিত সব গা, গোরা-পদ দেখিয়া,
গেলা যথা আচার্য্যের ঘর ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নাম, সেই সর্বগুণধাম,
সেই সর্বজন-শিক্ষাগুরু।
পড়ি সে চরণতলে, মুরারি মিনতি করে,
তুমি সর্ব্ববেত্তা কল্পতরু ॥১৪৪॥
দেখিলুঁ মো অদভুত, মিশ্র-পুরন্দর-সুত,
নিমাই-পণ্ডিত বিশ্বম্ভর।
বাল্যক্রীড়া করে রঙ্গে, সকল শিশুর সঙ্গে,
চরিত্র দেখিলুঁ লোকোত্তর ॥
ইহা শুনি দ্বিজমণি, হুহুঙ্কার করে ধ্বনি,
পুলকে পূরিল সব অঙ্গ।
রহস্য রহস্য এই, তোমারে নিভৃতে কই,
সেই ব্রহ্ম রসিক শ্রীঅঙ্গ ॥
ইহা বলি কোলাকুলি, দুজনে আনন্দে ভুলি,
বেকত করয়ে বিশোয়াস।
অখিল-ভুবনপতি, কৃপায় আইলা ক্ষিতি,
গুণ গায় এ লোচন দাস ॥১৪৫॥

ভাটিয়ারী রাগ। দিশা ॥

হরি বোল হরি বোল চৌদিক ভরি শুনি।
হাতে তালি জয় জয় নাচে দ্বিজমণি ॥ ধ্রু ॥

বয়স্য বালক সব করি একমেলা।
হরিগুণ-কীর্ত্তন ভাল পাতিয়াছে খেলা ॥
চৌদিকে বালক বেঢ়ি হরি হরি বলে।
আনন্দে বিভোর প্রভু ভূমে গড়ি বুলে ॥
বোল বোল বলি ডাকে মেঘগম্ভীর-স্বরে।
আইস আইস বলিয়া বালক কোলে করে ॥
শ্রীঅঙ্গ-পরশে বালক পাসরে আপনা।
ফাঁপরে পড়িয়া সেই বালক-কান্দনা ॥১৪৬॥
আপাদ-মস্তকে পুলক অশ্রুধারা গলে।
করতালি দিয়া বালক হরি হরি বলে ॥
চৌদিকে বালক বেঢ়ি মাঝে গোরা সিংহ।
মধুময় কমলে যেন বেঢ়িয়াছে ভৃঙ্গ ॥
হেন কালে সেই পথে দুই চারি পণ্ডিত।
বিশ্বম্ভরের খেলা সে দেখিল আচম্বিত ॥১৪৭॥

১৪২। 'তোরে ... বাখানি' = তুমি শূদ্র হইলেও, লোকে তোমাকে শূদ্ররূপী মুনি বলিয়া খুব প্রশংসা করে। 'শিশু-পরমাউ' = শিশুর আয়ু।

১৪৩। 'দেব-দেব দেব' = সর্ব্বদেবেশ্বর। 'সম্বরি' = সাবধানে।

১৪৫। 'লোকোত্তর' = অলৌকিক; অদ্ভুত।

তোরে বলি শূদ্র-মুনি, সর্ব লোকে বাখানি,
বালকে কি কৈল অপরাধ।
মোদের যে হয় হউ, বাঢ়ু শিশু-পরমাউ,
চিরজীবী দেহ আশীর্বাদ ॥১৪২॥
ইহা বলি হাতে ধরে, কাকুতি মিনতি করে,
শচী আর মিশ্র পুরন্দর।
হাসি বৈল মুরারি, এহি পুত্র তোহারি,
দেব-দেব-দেব বিশ্বম্ভর ॥
বালক লালিছ কাছে, ইহা ত জানিবে পাছে,
তোর সম নাহি ভাগ্যবান।
সম্বরি রাখিহ মনে, এই মোর বচনে,
এই গৌর সেই ভগবান্ ॥১৪৩॥
ইহা বলি গুপ্তবেজা, না করিল আন চর্চ্চা,
চলি গেল৷ হরিষ অন্তর।
পুলকিত সব গা, গোরা-পদ দেখিয়া,
গেলা যথা আচার্য্যের ঘর ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নাম, সেই সর্বগুণধাম,
সেই সর্বজন-শিক্ষাগুরু।
পড়ি সে চরণতলে, মুরারি মিনতি করে,
তুমি সর্ব্ববেত্তা কল্পতরু ॥১৪৪॥
দেখিলুঁ মো অদভুত, মিশ্র-পুরন্দর-সুত,
নিমাই-পণ্ডিত বিশ্বম্ভর।
বাল্যক্রীড়া করে রঙ্গে, সকল শিশুর সঙ্গে,
চরিত্র দেখিলুঁ লোকোত্তর ॥
ইহা শুনি দ্বিজমণি, হুহুঙ্কার করে ধ্বনি,
পুলকে পূরিল সব অঙ্গ।
রহস্য রহস্য এই, তোমারে নিভৃতে কই,
সেই ব্রহ্ম রসিক শ্রীঅঙ্গ ॥
ইহা বলি কোলাকুলি, দুজনে আনন্দে ভুলি,
বেকত করয়ে বিশোয়াস।
অখিল-ভুবনপতি, কৃপায় আইলা ক্ষিতি,
গুণ গায় এ লোচন দাস ॥১৪৫॥

ভাটিয়ারী রাগ। দিশা ॥

হরি বোল হরি বোল চৌদিক ভরি শুনি।
হাতে তালি জয় জয় নাচে দ্বিজমণি ॥ ধ্রু॥

বয়স্য বালক সব করি একমেলা।
হরিগুণ-কীর্ত্তন ভাল পাতিয়াছে খেলা ॥
চৌদিকে বালক বেঢ়ি হরি হরি বলে।
আনন্দে বিভোর প্রভু ভূমে গড়ি বুলে ॥
বোল বোল বলি ডাকে মেঘগম্ভীর-স্বরে।
আইস আইস বলিয়া বালক কোলে করে ॥
শ্রীঅঙ্গ-পরশে বালক পাসরে আপনা।
ফাঁপরে পড়িয়া সেই বালক-কান্দনা ॥১৪৬॥
আপাদ-মস্তকে পুলক অশ্রুধারা গলে।
করতালি দিয়া বালক হরি হরি বলে ॥
চৌদিকে বালক বেঢ়ি মাঝে গোরা সিংহ।
মধুময় কমলে যেন বেঢ়িয়াছে ভৃঙ্গ ॥
হেন কালে সেই পথে দুই চারি পণ্ডিত।
বিশ্বম্ভরের খেলা সে দেখিল আচম্বিত ॥১৪৭॥

১৪২। 'তোরে বাখানি' = তুমি শূদ্র হইলেও, লোকে তোমাকে শূদ্ররূপী মুনি বলিয়া খুব প্রশংসা করে। 'শিশু-পরমাউ' = শিশুর আয়ু।

১৪৩। 'দেব-দেব দেব' = সর্ব্বদেবেশ্বর। 'সম্বরি' = সাবধানে।

১৪৫। 'লোকোত্তর' = অলৌকিক; অদ্ভুত।

অপরূপ দেখে গোরা-বালকের খেলা।
বনফুল গাঁথিয়া সবার গলে মালা ॥
হরি হরি বলে মুখে—করে করতালি।
আনন্দে নাচিয়া বুলে মাঝে গৌরহরি ॥
আপনা পাসরি পণ্ডিত-সবে আইল মেলে।
করতালি দিয়া তবে তারাও হরি বলে ॥১৪৮॥
যেবা আসে যায় পথে দেখি হয় ভোলা।
কাঁকেতে কলসী করি চাহে নারীগুলা ॥
হরি হরি বোল শুনি জয়-জয়-নাদে।
আনন্দে ধাইল সবে দেখিবারে সাধে ॥
হরিবোল শুনিয়া শচী আইলা আচম্বিতে।
দেখিল আপন-পুত্র নিমাই-পণ্ডিতে ॥১৪৯॥
পুত পুত বলি শচী নিমাই কৈল কোলে।
সবারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুর-বাণী বোলে ॥
এমত বেভার সব পণ্ডিত-সভায়।
পর-পুত্র পাগল করি উন্মত্ত নাচায় ॥
কর্কশ কথায় সভার হইল চেতন।
কি কৈল কি কৈল বলি গণে মনে-মন ॥
বিশ্বম্ভরে লৈয়া গেলা বিশ্বম্ভরের মাতা।
আনন্দে লোচন গায় গোরা-গুণগাথা ॥১৫০॥

সিন্ধুড়া রাগ।

অকলঙ্ক কলানিধি উদয় নদীয়া-রে।
আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে সবে দেখ সিয়া-রে ॥
এইখানে এক কথা কহিব এখন।
মুরারিতে দামোদরে যে হৈল কথন ॥
মুরারিকে পুছিলা পণ্ডিত দামোদর।
এক নিবেদেউঁ চির বেদনা অন্তর ॥
কহ কহ গুপ্তবেজা পুছোঁ তোর ঠাঁই।
কতি গেলা বিশ্বরূপ – ঠাকুরের ভাই ॥১৫১॥
তাহার চরিত্র যবে পুছে দামোদর।
কহয়ে মুরারি বড় হরিষ-অন্তর ॥
শুন শুন দামোদর! পণ্ডিত-প্রধান।
যে জানিয়ে কহোঁ কিছু তোর বিদ্যমান ॥
বিশ্বম্ভর-জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ গুণধাম।
কি কহিব তার গুণ-চরিত্র বাখান ॥১৫২॥
অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্র জানিলা সকল।
তেমত তৎপর-বুদ্ধি সংসারে বিরল ॥
স্বচ্ছন্দ-হৃদয় দ্বিজ দেব-গুরু-ভক্ত।
পিতামাতার সেবা করে অতি অনুরক্ত ॥
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত জানে সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম।
বিষ্ণুভক্তি বিনু সে না করে কোন কর্ম ॥১৫৩॥
সর্ব্বলোক-প্রিয় সে পরম মহাসিদ্ধি।
অন্তরে বৈরাগ্য তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ঠা-বুদ্ধি ॥
সুমাধ্যায়ি-সনে কথা পুঁথি বামহাতে।
জগন্নাথ পিতা তা দেখিলা আচম্বিতে ॥
ষোড়শ বরিষ পুত্রের হৈল বয়ঃক্রম।
বিবাহের যোগ্য—রূপ যৌবন-সম্পন্ন ॥১৫৪॥
এই মনঃকথা পিতা হৃদয়ে চিন্তিল।
বিশ্বরূপ-যোগ্য কন্যা মনে বিচারিল ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে দ্বিজ আইলা নিজ-ঘরে।
শচী সনে বসি তবে যুকতি যে করে ॥

'ব্রহ্ম রসিক শ্রীঅঙ্গ'—রসময় শ্রীবিগ্রহধারী পরংব্রহ্ম পরমেশ্বর।

১৪৬। 'একমেলা'=একত্র; একসাথ।

১৪৮। 'মেলে'—দলে।

১৫২। 'গুণ-চরিত্র-বাখান'—গুণ ও কার্য্যাদির মহিমা।

হেনকালে বিশ্বরূপ আইলেন ঘর।
সুবিস্মিত দোঁহে দেখি বুঝিলা অন্তর॥
হৃদয়ে জানিল মোর বিবাহের তরে।
চিন্তিত হইলা দোঁহে কার্য্য করিবারে॥১৫৫॥
বিবাহ করিব আমি—এ নহে উচিত।
নহে বা জননী দুখ পাবে বিপরীত॥
এই মনে অনুমানি রাত্রি-সুপ্রভাতে।
বাহির হইয়া গেলা পুঁথি করি হাতে॥
গঙ্গাজল সন্তরণ করি পার হৈলা।
গত মাত্র মহাশয় সন্ন্যাস করিলা॥১৫৬॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

তৃতীয় প্রহর বেলা, পুত্র কেনে না আইলা,
পিতা মাতা চিন্তিত-হৃদয়।
জগন্নাথ খোঁজ করে, চাহে প্রতি ঘরে ঘরে,
না পাইলা আপন-তনয়॥
তবে লোক-কাণাকাণি, কার্য্য হৈল জানাজানি,
বিশ্বরূপ সন্ন্যাসকরণ।
তো কাণি মো কাণি কথা, শুনি জগন্নাথ পিতা,
আচম্বিতে হরিল চেতন॥১৫৭॥
শচীদেবী ইহা শুনি, মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমি,
অন্ধকার হৈল ত্রিজগত।
বিশ্বরূপ বলি ডাকে, আইস পুত্র দেখি তোকে,
কি লাগিয়া হৈলা বিরকত॥
সেহেন সুন্দর গা, সেহেন সুন্দর পা,
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
প্রহরেক ভোক্ তুমি, তিলেক সহিতে নার,
আখটি করিবে আর কাতে॥১৫৮॥
পড়িবারে যাও পুত, সোয়াস্থ না পাঙ চিত,
বেলি চাহোঁ তখনে তখন।
স্নান করিবারে যাও, তাহে স্থির নাহি পাঙ,
বিশ্বরূপ আসিবে কখন॥
তুমি মা বলিয়া ডাক, সেই ধন লাখেলাখ,
মুখ চাইয়া পাসরোঁ আপনা।
না জানি কি দুখ পাইয়া, মোর মুখে আগি দিয়া,
সন্ন্যাস করিলে দীনপণা॥১৫৯॥
কতি গেলা তোর পিতা, যাহ বিশ্বরূপ যথা,
ধরিয়া আনহ পুত্র ঘরে।
যে বলু সে বলু লোকে, পুত্র আনি দেহ মোকে,
পুন উপবীত দিমু তারে॥
জগন্নাথ বোলে বাণী, শুন দেবি শচীরাণি,
স্থির কর আপন-অন্তর।
শোক না করহ আর, মিথ্যা সব এ সংসার,
বিশ্বরূপ সুপুরুষবর॥১৬০॥
আমার বংশের ভাগ্য, বিশ্বরূপ পুত্র যোগ্য,
আকুমার করিল সন্ন্যাসে।
এই আশীর্ব্বাদ কর, সেই পথে রহু স্থির,
সন্ন্যাস রাখুক অনায়াসে॥

১৫৩। 'তৎপর-বুদ্ধি' = বিচক্ষণ। 'বিরল' = কম।
১৫৪। 'সমাধ্যায়ি সনে' = সমপাঠীর সহিত।
১৫৬। 'নহে বা' = আবার যদি নাও করি তবে।
১৫৭। 'তো কাণি কথা' — এর কাণ হইতে ওর কাণে, ওর কাণ হইতে তার কাণে এইরূপ।
১৫৮। 'বিরকত' = বিরক্ত ; বৈরাগী ; সন্ন্যাসী। 'ভোক্' = ক্ষুধা। 'আখটি' = আব্দার ; জেদ।
১৫৯। 'বেলি চাহোঁ' = বেলার দিকে চাই। 'পাসরোঁ আপনা' = নিজেকে ভুলিয়া যাই।

সম্পদে বিপদ হেন, না মানহ ইহা শুন,
শোক না করহ অকারণ।
একটি সন্ন্যাস করে, কোটি কুল নিস্তারে,
বিশ্বরূপ পুরুষ-রতন ॥১৬১॥
শুনি জগন্নাথ-বাণী, পুন কহে শচীরাণী,
কি কহিলে কহ মহাশয়।
একটি সন্ন্যাস করে, কোটি কুল নিস্তারে,
ভাল কৈল আমার তনয় ॥
এইমতে দুই জনে, হরিষ-বিষাদ মনে,
গোঙাইলা কতক সময়।
কি কহিব সে মহিমা, ভাগ্যপথে নাহি সীমা,
গোরাচাঁদ যাহার তনয় ॥
কহিল মুরারি গুপ্ত, দামোদর পণ্ডিত,
শুনি বিশ্বরূপের সন্ন্যাস।
পুনরপি পুছে কথা, বিশ্বম্ভর-গুণগাথা,
কহে দীন এ লোচন দাস ॥১৬২॥
বিশ্বম্ভর হেনকালে, বসিয়া মায়ের কোলে,
নেহারয়ে বাপের বয়ন।
কতি গেলা মোর ভ্রাতা, শুন শুন পিতা মাতা,
আমি তোর করিব পালন ॥
এহেন শুনিয়া বাণী, জগন্নাথ শচীরাণী,
দোঁহে মেলি পুত্র কৈল কোলে।
দেখি বিশ্বম্ভর-মুখ, পাসরিল যত দুখ,
এ কথা লোচন দাস বোলে ॥১৬৩॥

তৃতীয় অধ্যায়

পৌগণ্ড লীলা।

ধানশী রাগ।

এইমনে দিনে দিনে মিশ্র-পুরন্দর।
চিন্তিতে লাগিলা মনে দেখি বিশ্বম্ভর ॥
শুভদিন শুভক্ষণ তিথি সুনক্ষত্র।
হাতে খড়ি দিল তার সময় বিচিত্র ॥
দিনে দিনে পড়ে সেই জগতের গুরু।
দেখি শচী জগন্নাথ আপনা পাসরু ॥১৬৪॥
কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ বোলে।
দেখি শচী জগন্নাথ সব দুখ ভোলে ॥
দিন দুই তিনে সে লিখিল সর্ব্বফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা ॥
রামকৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
অহনিশ লিখেন পড়েন কুতূহলী ॥১৬৫॥
এইমতে খেলা-লীলায় কতদিন গেল।
শচী জগন্নাথ দোঁহে যুকতি করিল ॥
বিশ্বম্ভর চূড়াকর্ণ করি মনে মনে।
ইষ্ট-কুটুম্ব যত আনিল তখনে ॥
শচী বলে—শুভক্ষণ তিথি শুভদিনে।
করিব ত চূড়াকর্ণ দঢ়াইল মনে ॥১৬৬॥
নদীয়া-নগরে ঘরে ঘরে আনন্দিত।
ব্রাহ্মণ সজ্জন আনি লোকে যে পূজিত ॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে গায়নে গায় গীত।
করিল সে যজ্ঞ আদি যে বিধি-উচিত ॥
জয় জয় দেই যত কুলবধূগণ।
সবাকারে দিল পঞ্চ গুবাক চন্দন ॥১৬৭॥

'দীনপণা' — দীনহীন হইয়া।
১৬১। 'পুত্র যোগ্য' — উপযুক্ত পুত্র।
'আকুমার' = ছেলেবেলা হইতে।
১৬৬। 'দঢ়াইল' = নিশ্চয় করিল ; ঠিক করিল।

নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার।
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল ॥
মৃদঙ্গ পটহ বাজে কাংস্য করতাল।
সানাই-শবদ শুনি বড়ই রসাল।
চতুর্দ্দিকে হরি-ধ্বনি ঝাঁপিয়ে গগন।
চূড়াকর্ণ কর্ণবেধ করিল তখন ॥১৬৮॥
আনন্দিত হৈল সব নদীয়া-নগরী।
গৌরচন্দ্র-মুখ দেখি আপনা পাসরি ॥
হাটে মাঠে ঘাটে যেই যথা যথা যায়।
দোঁহে দোঁহো মিলি গোরাচাঁদ-গুণ গায় ॥
"পর-পুত্র দেখি হেন করয়ে হৃদয়।
শচী-জগন্নাথ-ভাগ্য কহনে না যায় ॥১৬৯
নবদ্বীপের ভাগ্য আর সংসারের ভাগ্য।
ও রূপ দেখিলে হয় নয়ানের শ্লাঘ্য" ॥
এ বোল শুনিয়া সর্ব্বজনের উল্লাস।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥১৭০॥

আর একদিন গঙ্গা-বালুকার তটে।
বালক সহিতে পহুঁ খেলে গঙ্গাঘাটে ॥
বালুকায় পক্ষ-পদচিহ্ন অনুসারি।
গমন করয়ে পক্ষ পদচিহ্ন ধরি ॥
এইমতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
বালক-সহিতে ক্রীড়া করয়ে নির্ব্বন্ধ ॥১৭১॥
এই পদচিহ্ন যেই বালকে ডিঙ্গায়।
সেই ততক্ষণে খেলা পরাজয় পায় ॥
যে জন ত আগে যাইয়া পারে ধরিবার।
সেই জন খেলা জিনে—কান্ধে চড়ে তার ॥
তার কান্ধে চড়ি তার পিঠে মারে ছাট।
কান্ধে করি লৈয়া যায় সঙ্কেতের ঘাট ॥১৭২॥
ইতা খেলে শিশু লই—বালুকায় ধায়।
মহা পরিশ্রমে ঘর্ম্ম নিকলই গায় ॥
হেনকালে জগন্নাথ মিশ্র-পুরন্দর।
স্নান করিবারে গেলা জাহ্নবীর তীর ॥
দেখিয়া পুত্রের খেলা ক্রোধ উপজিল।
পরিশ্রম দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল ॥১৭৩॥
সুবর্ণের পদ্ম যেন আতপে মৈলান।
মধু নিকলই যেন বদনের ঘাম ॥
ডাকিতে ডাকিতে মিশ্র যায় পাছে পাছে।
পিতা দেখি গোরাচাঁদ পাইলেন লাজে ॥
লাজে মুখ নাহি তোলে—অন্তরে তরাস।
আপনে পণ্ডিত গেলা গোরাচাঁদের পাশ ॥১৭৪॥
করে ধরি লৈয়া আইলা আপন-কুমার।
সকল বালক গেলা ঘরে আপনার ॥
জগন্নাথ গঙ্গাস্নান করি আইলা ঘর।
ঘরে আসি বিশ্বম্ভরে ভর্ৎসিলা বিস্তর ॥
পাঠ-সাঠ গেল তোর অধমের হেন।
কুবুদ্ধি করিয়া তুই বেড়াস্ অনুক্ষণ ॥১৭৫॥
ব্রাহ্মণ-কুমার হৈয়া হেন সে আচার।
ইহার উচিত ফল দিয়ে ত তোমার ॥
ইহা বলি জগন্নাথ হাতে ছাট ধরে।
তর্জ্জন করিতে শচী ধরে তাঁর করে ॥

১৭০। 'হয় নয়ানের শ্লাঘ্য' = চক্ষু সার্থক হয়।
১৭৩। 'নিকলই'—বাহির হইয়াছে।
'উপজিল' = উপস্থিত হইল।
১৭৫। 'আতপে'—রৌদ্রে।

না মারিহ পুত্র মোর না খেলাবে আর।
সর্ব্বদা পড়িবে কাছে থাকিয়া তোমার ॥১৭৬॥
বিশ্বম্ভর সান্ধইলা জননীর কোলে।
না খেলিব না খেলিব ধীরে ধীরে বোলে ॥
জগন্নাথে পাছে করি পুত্র আগুলিয়া।
না মারিহ পুত্র মোর মৈল ডরাইয়া ॥
ইহা বলি শচীদেবী পুত্র করি কোলে।
বয়ান মোছায়ে অঙ্গ-বসন-অঞ্চলে ॥১৭৭॥
না পড়ুক পুত্র মোর হউক মূরুখ।
মূরুখ হইয়া শত বরিষ জীউক ॥
শুনিয়া শচীর বাণী মিশ্র-পুরন্দর।
কহিতে লাগিলা কিছু সক্রোধ উত্তর ॥
মূরুখ হইলে পুত্র জীবেক কেমনে।
কেমনে ব্রাহ্মণ ইহায় কন্যা দিবে দানে ॥১৭৮॥
তবে জগন্নাথ দেখে পুত্রের বয়ান।
পিতা-পানে চাহে পুত্র তরাস নয়ান ॥
অন্তরে পোড়য়ে মিশ্র—বাহিরে কঠিন।
ফেলিল হাতের ছাট প্রেম-পরবীণ ॥
সজল-নয়ানে পুত্র লৈয়া করি কোলে।
পুত্রেরে বুঝায় মিশ্র সুমধুর-বোলে ॥ ১৭৯॥
পড়িলে শুনিলে বাপ! লোকে বলে ভাল।
আমি পাট-ধড়া দিব কদলক আর ॥
এইমতে আনন্দে-সানন্দে দিন গেল।
সন্ধ্যা সমাধিয়া মিশ্র শয়ন করিল ॥
নিদ্রাগত হৈল—রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্বপন দেখিয়া মিশ্র হইলা ফাঁপর ॥১৮০॥
রাত্রি-সুপ্রভাতে উঠি ডাকিল সবারে।
স্বপ্ন এক দেখিয়াছি কহি সবাকারে ॥

দেখিল ত একদ্বিজ পুরুষ বিশাল।
দিনমণি-কিরণ-বরণ উজিয়ার ॥
রত্ন-অলঙ্কারে সে ভূষিত দিব্য দেহ।
নিরখি না পারি ঝলমল করে গেহ ॥১৮১॥
বলিল আমারে মেঘ-গম্ভীর-বচনে।
তুমি মোরে নিজ-পুত্র করি মান কেনে ॥
আমি দেব-নারায়ণ ইহা নাহি জান।
কেবল আপন-সুত করি কেনে মান ॥
অজ্ঞ না জানয়ে স্পর্শমণির পরশ।
পুত্র জ্ঞানে জান মোরে এ বড় সাহস ॥১৮২॥
সর্ব্বশাস্ত্র জানি আমি সর্ব্ব-দেব গুরু।
আমা পড়াইতে কেন হাতে ছাট ধরু ॥”
ঐছন স্বপন আজি দেখিয়াছি আমি।
সে অবধি মোর হিয়া কি করে না জানি ॥
শচী অতি হৃষ্ট-মন আর সর্ব্বজন।
সবে নিরখয়ে গোরাচাঁদের বদন ॥১৮৩॥
শচী জগন্নাথ কোলে করে হিয়া ভরি।
“আমার তনয় বিশ্বম্ভর গৌরহরি ॥
অনন্ত মহিমা যার বেদে নাহি জানে।
শিব সনকাদি যারে না পায় ধেয়ানে ॥
হেন মহামহত্ত্ব মহিমা জানে কেবা।
মোর পুত্র হইয়া জনমে গৌর-দেবা” ॥১৮৪॥
বলিতে বলিতে স্নেহ বাৎসল্য হইল।
ঐশ্বর্য্য যতেক ভাব সব দূরে গেল ॥
স্বপন শুনিয়া সর্ব্ব জনের উল্লাস।
গোরা-গুণ গায় সুখে এ লোচন দাস ॥১৮৫॥

১৭৯। 'প্রেম-পরবীণ'—স্নেহ-পরবশ।

১৮১। 'উজিয়ার'—উজ্জ্বল। 'গেহ'—গৃহ।

বরাড়ী রাগ। দিশা

মোর প্রাণ আরে গোরাচাঁদ নারে হয় ॥ ধ্রু॥

এইমনে আনন্দে সানন্দে দিন যায়।
নদীয়া-নগর সুখ-সাগরে ভাসয় ॥
তিলেকের যত সুখ কে কহিতে পারে।
শচী-জগন্নাথের ভাগ্য ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে ॥
একদিন বয়স্থের সঙ্গে আচম্বিত।
জগন্নাথ দেখিল তনয় সুচরিত ॥১৮৬॥
নবম-বরিষ পুত্র যোগ্য সুসময়।
উপবীত দিব বলি চিন্তিল হৃদয় ॥
ঘরে আসি শচী-সঙ্গে যুকতি করিল।
দৈবজ্ঞ আনিয়া শুভদিন সে রচিল ॥
ইষ্ট কুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা।
আজ্ঞা কর দিব বিশ্বম্ভরের পইতা ॥১৮৭॥
আচার্য্য আনয়ে মিশ্র খ্যাত যে পণ্ডিত।
যজ্ঞ-কর্ম্ম জানে যেই বেদের বিহিত ॥
গুবাক চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।
শতশত কুলবধূ সিন্দুর পরিল ॥
খদিকা কদলক আর তৈল হরিদ্রা।
প্রত্যেকে সবারে দিল শচী সুচরিত্রা ॥১৮৮॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে হুলাহুলি জয়।
শুভ অধিবাস করে গোধূলি-সময় ॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার।
আশীর্ব্বাদ কৈল সবে যে বিধি-আচার ॥
রাত্রি-সুপ্রভাতে উঠি মিশ্র-পুরন্দর।
নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ-বিধি করিল সুন্দর ॥১৮৯॥
ব্রাহ্মণে পূজিল পাদ্য আচমন দিয়া।
যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভিল সময় বুঝিয়া ॥
এথা শচীদেবী যত আইও-সুইও লৈয়া।
পুত্র-মহোৎসবে বুলে কৌতুক করিয়া ॥
নাগরীর গণ যত গৌরাঙ্গে বেড়িল।
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করিবারে মন কৈল ॥১৯০॥
তৈল হরিদ্রা বিশ্বম্ভর-অঙ্গে দিল।
গন্ধ আমলকী দিয়া মস্তক মাজিল ॥
অভিষেক করাইল সুরনদী-জলে।
আপনা পাসরে সবে আনন্দ-হিল্লোলে ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল।
মৃদঙ্গ পটহ বাজে কাংস্য করতাল ॥১৯১॥
ঢাকের হুড়হুড়ি শুনি যোজনেক পথে।
শুনিয়া জুড়ায় হিয়া সানাহি-শবদে ॥
বীণা বেণু কপিলাস বংশীর নিশান।
রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ একতান ॥
নর্ত্তকে নাচয়ে— গীত গায়ে ত গায়ন।
শুভক্ষণ করি কৈল মস্তক মুণ্ডন ॥১৯২॥
প্রতি অঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত করিল।
গন্ধ মাল্য চন্দনেতে সুবেশ রচিল ॥
যজ্ঞস্থানে লৈয়া আইলা শচীর নন্দনে।
যথা বেদধ্বনি করে ব্রাহ্মণের গণে ॥
রক্তবস্ত্র উপবীত পরাইল অঙ্গে।
রূপ দেখি ভুলি গেলা আপনে অনঙ্গে ॥
গৌরচন্দ্র-কর্ণে মন্ত্র কহে তার বাপ।
দণ্ড করে দেখি ডরে ডরাইল পাপ ॥১৯৩॥
ভিক্ষা মাগয়ে প্রভু আশ্রম-আচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম— সর্ব্ব আশ্রমের সার ॥
যুগধর্ম্মে সন্ন্যাস করিতে মনে ছিল।
উপবীত কালে তাহা মনেরে পড়িল ॥

১৮৮। 'গুবাক"—সুপারি। 'খদিকা"—খই।
১৮৯। 'রায়বার'—স্তুতিবাদ।
১৯০। 'আইও-সুইও'—এয়োটেয়ো।
১৯২। 'যোজনেক'—৪ ক্রোশে ১ যোজন।

এইমন হইব বলি হইল আবেশ।
কলি সর্ব্বজনে আমি ঘুচাইব ক্লেশ ॥১৯৪।
পুলকিত সব অঙ্গ আপাদ-মস্তক।
কদম্ব-কেশর জিনি একটি পুলক ॥
করুণ অরুণ দুই দীঘল লোচন।
বাল-দিনকর যেন অঙ্গের কিরণ ॥
প্রেমারম্ভে মহাদম্ভ হুঙ্কার গর্জ্জন।
চমক লাগিল দেখি সকল ব্রাহ্মণ ॥১৯৫॥
সুদর্শন আদি যত পণ্ডিত প্রধান।
একত্র হইয়া সবে করে অনুমান ॥
সকল পণ্ডিত মেলি করয়ে বিচার।
মানুষ না হয় এই শচীর কুমার ॥
কোনো দেবতার তেজ জানিল নিশ্চয়।
এ তেজ গোবিন্দ বিনু আর কারু নয় ॥
আমরা কি জানি প্রভুর চরিত্র আচারে।
অনুমান করি সবে বুদ্ধির বিচারে ॥১৯৬॥
একজন বলে শুন আমার বচন।
না বুঝিয়ে—এই দঢ়—প্রভুর আচরণ ॥
যে কিছু কহিয়ে শুন আপনার মর্ম্ম।
লোক নিস্তারিতে প্রভু যুগে যুগে জন্ম ॥
কত কত অবতার কার্য্য-অনুসারে।
যুগের স্বভাবে সবে চারি অবতারে ॥
ধর্ম্ম-সংস্থাপন আর অধর্ম্ম-বিনাশে।
সাধুজন-পরিত্রাণে যুগে পরকাশে ॥১৯৭॥
অসুর-সংহার-হেতু যত অবতার।
কার্য্য অবতার বলি নাম সে তাহার ॥
শ্রীরামচন্দ্রাদি যত অবতার দেখি।
কার্য্য-অবতার—তার কার্য্যে পাই সাক্ষী ॥১৯৮॥
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ—যজ্ঞ তার ধর্ম।
দূর্বাদল শ্যাম প্রভু—রাক্ষস-ক্ষয় কর্ম্ম ॥
সকল ত্রেতায় নাহি হয় রঘুনাথ।
রাবণ বধিতে খেলে বানরের সাথ ॥
চৌদ্দ চৌযুগ সে রাবণের পরমাই।
কত কত ত্রেতা গেল দেখদেখি তাই ॥১৯৯॥
এতেকে বলিয়ে—সব ত্রেতা এক নহে।
কার্য্য-অনুসারে বলি যখন যে হয়ে ॥
সত্যে শ্বেত তপো-ধর্ম্ম হংস নাম জানি।
নৃসিংহাদি অবতার কার্য্য অনুমানি ॥
যুগ অনুরূপ বর্ণ ধর্ম সংস্থাপন।
যুগ-অবতার বলি জানিয়ে সে জন ॥২০০॥
দ্বাপরে কৃষ্ণের কথা শুন একমনে।
একলা ঠাকুর সেই—নহে অন্যজনে ॥
কার্য্য-অবতার কিবা যুগ-অবতার।
সর্বকলা পূর্ণ সেই নন্দের কুমার।
পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম যারে বলে সর্বজনে।
গোপিকা-লম্পট সেই জানিহ বৃন্দাবনে ॥২০১॥
অবতার-শিরোমণি কৃষ্ণ অবতার।
দ্বাপর-ভিতরে এই দ্বাপর যে সার ॥
আর দ্বাপরেতে আছে অবতার দুই।
কার্য্য-অবতার কিবা যুগাবতার এই ॥
যেই দ্বাপরেতে হয় কৃষ্ণ অবতার।
সেই কলিযুগে গৌরচন্দ্র-অবতার ॥২০২॥

১৯৪। 'যুগধর্ম্মে সন্ন্যাস'—যুগধর্ম্মের বশে কলিতে ভগবানকে সন্ন্যাস করিতে হইবে বলিয়া সহস্রনাম-স্তোত্রে তাঁহার একটি নাম দিয়াছেন 'সন্ন্যাসকৃৎ"।
'এইমন'—এইরূপ; এইমত।

১৯৫। 'বাল-দিনকর,—প্রভাত-সূর্য্য।
১৯৭। 'সবে'—কেবলমাত্র।
১৯৮। 'যুগে পরকাশে'—প্রতি যুগে একবার অবতীর্ণ হন। ১৯৯। 'পরমাই'—পরমায়ু।

যেন কৃষ্ণ-অবতার তেন গৌরচন্দ্র।
এই দুই যুগ সব যুগের স্বতন্ত্র ॥
সর্ব্ব দ্বাপরেতে নহে কৃষ্ণের বিহার।
সব কলিকালে নহে গোরা-অবতার ॥
কতেক দ্বাপর কলি সত্য ত্রেতা যায়।
অংশ-অবতার প্রভু হয় তা সবায় ॥২০৩॥
এই ত দ্বাপরেতে আর এই কলিযুগে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য মিলয়ে বড় ভাগে ॥
ব্রহ্মার দিবসে অবতার একবার।
দ্বাপরে আর কলিযুগে করেন বিহার ॥
বৈবস্বত-মন্বন্তরে শ্যাম গৌর হৈয়া।
দ্বাপরের পূজা, কলি কীর্ত্তন করিয়া ॥২০৪॥
ধন্য ধন্য কলিযুগ　যুগের উপরি।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে সবে হৈলা অধিকারী ॥
আরে আরে দয়ার ঠাকুর গৌরচন্দ্র।
সঙ্কীর্ত্তনে পার কৈল পঙ্গু জড় অন্ধ ॥
আমার বচনে যদি না যাও প্রতীত।
যে কিছু কহিল তার কহু সমুচিত ॥২০৫॥
যে যুগে যাহার যেই আছে বর্ণ ধর্ম্ম।
যুগ-অবতারে প্রভু করে সেই কর্ম্ম ॥

দ্বাপরে ঠাকুর কৃষ্ণ— যুগ অবতার।
যুগধর্ম্ম-আচরণে কৈল সে আচার ॥
দ্বাপরে পরিচর্য্যা-ধর্ম শাস্ত্রে এই কহে।
যুগধর্ম-সংস্থাপন কৈল প্রভু তাহে ॥২০৬॥
অবজ্ঞা না কর তবে বলোঁ এক বোল।
যুক্তিপর কহোঁ— কথা না ঠেলিহ মোর ॥
আপনে ঠাকুর সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কার্য্য কিবা যুগধর্ম— সব তাঁর ভার ॥
যুগধর্ম-সংস্থাপনে কৈল যেবা কার্য্য।
সকল করিল প্রভু দেখিতে আশ্চর্য্য ॥২০৭॥
রাধাকৃষ্ণ-অবতার করিতে বিহার।
আপনে স্বতন্ত্র　রাধা প্রকৃতি আকার ॥
প্রকৃতি পুরুষ যেন দোঁহ আত্মা তনু।
দোঁহে এক-তনু— কার্য্য বুঝি হৈলা ভিনু ॥
রাধা-নাম ধরে— কৃষ্ণ আরাধনা কাজ।
পরিচর্য্যা করে লৈয়া গোপিকা-সমাজ ॥২০৮॥
প্রেমভক্তি করে গোপী শত শত শাখা।
প্রকৃতি স্বরূপ সেই একলা রাধিকা ॥
কৃষ্ণে সমর্পয়ে সব দেহের স্বভাব।
নিত্য নূতন তায় বাঢ়ে অনুরাগ ॥

২০০। 'কার্য্য"—কার্য্য-অবতার বলিয়া।

২০৩। 'এই দুই যুগ"—যে দ্বাপরে কৃষ্ণাবতার ও যে কলিতে গৌরাবতার তাহা। 'স্বতন্ত্র'—পৃথক্।

২০৪। 'ব্রহ্মার দিবস'—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই হইল চতুর্যুগ। এইরূপ ৭১টি চতুর্যুগে এক মন্বন্তর অর্থাৎ এক একটি মনুর শাসন-কাল। এইরূপ ১৪টি মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিবস।

বৈবস্বত মন্বন্তরে"— চোদ্দজন মনুর মধ্যে সপ্তম বৈবস্বত নামক মনুর শাসন কালে।

'দ্বাপরের… ……. করিয়া'- দ্বাপর-যুগে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কলিযুগে সেই কৃষ্ণের নাম-গুণ কীর্ত্তন করিয়া দ্বাপরের সম্মান করিলেন।

২০৫। 'প্রতীত'—বিশ্বাস। 'তার কহু সমুচিত' —তাহা যে অনুচিত নহে, তাহাই বুঝাইয়া দিতেছি।

২০৬। 'যাহার'— যে অবতারের।

২০৭। 'যুক্তিপর"—যুক্তিসঙ্গত; যথাযথ।

২০৮। 'প্রকৃতি পুরুষ …ভিনু'—স্ত্রী ও পুরুষ যেমন দুইটি পৃথক্ আত্মা ও দেহ, সেইরূপ তাঁহারা দুইজনে অর্থাৎ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একদেহ হইয়াও লীলাকার্য্যানুরোধে পৃথক্ পৃথক্ দেহ হইলেন।

এই পরিচর্য্যা-ধর্ম না বুঝিল কেহো।
এই কথা কহে যত ভাগবত সেহো ॥২০৯॥

আর আর দ্বাপরেতে অংশে করে কর্ম।
ধর্ম-সংস্থাপন করে—না বুঝয়ে মর্ম ॥

ধর্ম্ম বলি দান ব্রত তপো-ধর্ম কহি।
ধর্ম করি সমর্পণা করে সবে তাহি ॥

এই ত কারণে প্রভু প্রকাশিল নিজ।
তবু না বুঝিল কেহো ধর্ম্মাধর্ম বীজ ॥২১০॥

কলিযুগে গৌরদেহ প্রকাশে আপনা।
যুগ-অবতার কার্য্য—প্রকাশয়ে প্রেমা ॥

রাধার বরণে অঙ্গ গৌর-অঙ্গ হৈয়া।
রাধিকার ভাব রস অন্তরে করিয়া ॥

সেই ভাবে কান্দে এই রসিক শেখর।
বিকসিত কদম্ব পুলক কলেবর ॥২১১॥

সেই প্রেমে গরগর মাতোয়াল হৈয়া।
হুঙ্কার গর্জ্জন করে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

সে গর্জ্জন শুনি অচেতন কলিকাল।
চেতন পাইয়া সবে আনন্দ বিশাল ॥

তেঁই রাধাকৃষ্ণ বলি নাচে কান্দে হাসে।
অন্ধকার দূরে গেল—পাইল প্রকাশে ॥২১২॥

দ্বাপরে উপজে কৃষ্ণ প্রেমময় তন।
কলি অচেতন লোক করয়ে চেতন ॥

প্রেম প্রকাশয়ে গোরা করি দীনভাব।
আপনা বিলায় আপে—মানে কত লাভ ॥

এহেন ঠাকুর কোন্ কৈল ঠাকুরাল।
না ভজিতে প্রেম দেই নাহিক বিচার ॥২১৩॥

এতেকে বলিয়ে যুগ-অবতার এই।
এই পূর্ণ অবতার প্রকাশিল সেই ॥

আর কলিযুগে নারায়ণ অবতার।
শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর-যুগে নাম সে তাহার ॥

শুকপক্ষ পাখা জিনি বরণ যাহার।
ইন্দ্রনীলমণি-দ্যুতি কহে টীকাকার ॥২১৪॥

এই কলিযুগে গৌরচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম।
অংশ প্রবেশিল ইথে - কহিল এ মর্ম্ম ॥

পূর্ণ পূর্ণ অবতার চৈতন্য-গোসাঁই।
এহেন করুণানিধি আর কেহো নাই ॥

কার্য্য-অবতার যুগ-অবতারে এক।
যুগ-অনুরূপ তেঁই গৌর পরতেক ॥২১৫॥

কলি পীত সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম—শাস্ত্রে কহে।
এই বিশ্বম্ভর—প্রভু, কভু আন নহে ॥

বিচারি পণ্ডিত সব দঢ়াইল হিয়া।
আপনা সম্বরে প্রভু কাল সে বুঝিয়া ॥

সব সম্বরিল প্রভু তিলেকে তখন।
'বিশ্বম্ভর—গৌরহরি' উঠিল বচন ॥২১৬॥

২০৯। 'প্রকৃতি-স্বরূপ'—মূল প্রকৃতি।

২১০। 'ধর্ম বলি…তাহি'—দান, ব্রত, তপ আদি এই সমস্তের নামই ধর্ম। অন্যান্য দ্বাপরে ও কলিতে লোক এই ধর্মকে প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া কেবল তাহাই আচরণ করেন। ২১২। 'পাইল প্রকাশে'—ভক্তির সমুজ্জ্বল আলোকে সব আলোকিত হইল। ২১৩। 'দ্বাপরে…চেতন'—দ্বাপরে যিনি কৃষ্ণ, তিনিই কলিতে প্রেমময় গৌর-তনু হইয়া ভক্তি-হীন অচেতন লোককে কৃষ্ণভক্তি দিয়া চেতন করিলেন। 'এহেন …ঠাকুরাল"—ভগবদ্ভাবে এরূপ দয়া-প্রকাশ আর কোন্ ঠাকুর করিয়াছেন?

২১৪। 'ইন্দ্রনীলমণি…টীকাকার" = টীকাকার শ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধে 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' এই অংশের 'ত্বিষাকৃষ্ণং' শব্দের অর্থে বলিয়াছেন 'ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং'।

২১৫। 'এক' = মিলিত হইয়া।

সব লোক কাণাকাণি অপরূপ কথা।
সাতে পাঁচে অনুমানি যায় যথা তথা ॥
আশ্চর্য্য থাকিল কারো সন্দেহ হৃদয়।
কি দেখিল বিশ্বম্ভর-চরিত্র-আশয় ॥
লোক-মুখে যে শুনিল বিশ্বম্ভর-কথা।
সাক্ষাত দেখিল এই জগত-করতা ॥
আনন্দে ভরল দেহ দেই জয় জয়।
ধন্য গোরা-গুণগাথা এ লোচন গায় ॥২১৭॥

শ্রীরাগ। দিশা।

ওকি হোরে গৌরাঙ্গ জয় জয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
কিনা মোর গৌরাঙ্গ-প্রেম অমিয়া-আনন্দ
কিনা মোর গৌরাঙ্গ ওকি আরে জয় জয় ॥ধ্রু॥
আর একদিন প্রভু বসি নিজ-ঘরে।
আপন-অন্তর-কথা পরকাশ করে ॥
নিজ-তেজ-অমিয়া-পূরিত সব দেহ।
নিরখি না পারি—ঝলমল করে গেহ ॥
মায়েরে দেখিয়া বৈল—শুন মোর বোল।
এক মহাদোষ মুই দেখিয়াছি তোর ॥২১৮॥
একাদশী তিথি অন্ন না খাইবে আর।
যতনে পালিহ তুমি এ বোল আমার ॥
মেঘগম্ভীর-নাদে কহিল মায়েরে।
শুনি মাতা সবিস্মিতা—সম্ভ্রম অন্তরে ॥
সঙ্কোচ সম্ভ্রম প্রেম ভরিল শরীরে।
পালিব তোমার আজ্ঞা—বলে ধীরে ধীরে ॥
শুনিয়া মায়ের বোল সন্তোষ-হৃদয়।
ধর্ম বুঝাইলা প্রভু অন্তর-সদয় ॥২১৯॥
সেই কালে এক দ্বিজ আসি আচম্বিতে।
আনি দিল গুয়া-পান অতি শুদ্ধচিতে ॥
হাসিয়া তখনে প্রভু গুবাক খাইল।
ক্ষণেক-অন্তরে পুন মায়েরে ডাকিল ॥
মায়েরে কহিল প্রভু—আমি যাই দেহ।
যতনে পালিহ তুমি নিজ-সুত এহ ॥২২০॥
ইহা বলি ক্ষণার্দ্ধ নিশ্চেষ্ট হৈয়া রহি।
দণ্ড পরণাম করে লোটাইয়া মহী ॥
নিঃশব্দে রহিলা পুন—শচী তরাসিত।
গঙ্গাজল মুখে দেই হৃদয়-ত্বরিত ॥
ক্ষণেকে তখন প্রভু হইলা সম্বিত।
সহজ-রূপের তেজে ঘর আলোকিত ॥২২১॥
মায়েরে কহিলা প্রভু আমি যাই দেহ।
এ কথার তত্ত্ব কহিবারে আছে কেহ ॥
মুরারি-গুপত বেজা প্রভুর অন্তরীণ।
সর্ব্ব-তত্ত্ব-বেত্তা সেই ভকত প্রবীণ ॥

২১৬। 'কলি…ধর্ম্ম'—কলিযুগে যুগাবতারের বর্ণ হইল পীতবর্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ (২৫ পৃষ্ঠায় ১২১ দাগ দ্রষ্টব্য) এবং কলিযুগ-ধর্ম্ম হইল হরিনামসঙ্কীর্ত্তন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৩।৫২):—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

'আপনা … বুঝিয়া'—সময় বুঝিয়া প্রভু তখন আত্ম গোপন করিলেন।

'সব সম্বরিল' সমস্ত ঐশ্বরিক ভাব গোপন করিলেন।

'বিশ্বম্ভর গৌরহরি'—এই গৌরহরি হইলেন বিশ্বম্ভর অর্থাৎ সমস্ত জগতের পালন-কর্ত্তা জগদীশ্বর।

২২০। 'আমি যাইতেছি অর্থাৎ তাঁহার এই ভাব যে, তিনি যেন ভক্তের দেহে যাইতেছেন (মূল ২২৪ দাগ দ্রষ্টব্য)।

'হৃদয় ত্বরিত' ব্যাকুল-চিত্তে তৎক্ষণাৎ।

দামোদর-পণ্ডিত পুছিল তার স্থানে।
এ কথার তত্ত্ব মোরে কহ মহাজনে॥২২২॥
কিবা মায়া কৈল প্রভু কিবা কোন শক্তি।
ইহার বিচার মোরে করি দেহ যুক্তি॥
মুরারি কহয়ে—শুন শুন মহাশয়।
আমি কি সকল জানি কৃষ্ণের আশয়॥
যে কিছু কহিয়ে নিজ-বুদ্ধি-অনুমানে।
যুক্তি-সিদ্ধ হয় যদি রাখিহ পরাণে॥২২৩॥
শ্রবণ দর্শন ধ্যান আর সঙ্কীর্ত্তনে।
হৃদয়ে প্রবেশে প্রভু নিজ-ভক্তজনে॥
নিজ দেহ দেহ নহে—নির্গুণ-আকার।
গুণে সে গুণের ভোগ আচার বিচার॥
এতেকে ভকত-দেহ দেহ করি মানে।
স্বচ্ছন্দ-বিহার তঁহি সব আচরণে॥২২৪॥
নিজপূজা-অধিক ভকত-পূজা মানে।
পূজার সংগ্রহ তাতে জানে মনে মনে॥
আপনে ঠাকুর সেই তদধীন জন।
লোক আচরণে মায়া বলি দুই জন॥
আপনা অধিক কেনে মানয়ে ভকত।
এ কথা বুঝিতে নারে সকল জগত॥২২৫॥

রসময় বিগ্রহ লাবণ্যময় দেহ।
সকল সম্পদময় নিরমিল সেহ॥
বিলাস বিনোদলীলা বিনে নাহি আর।
নির্গুণ বলিয়া গালি দেই কোন ছার॥
মায়ার কারণে আপে না হয় বেকত।
ভক্ত-দেহে বিলাস করয়ে অবিরত॥
ভক্তের ভোজন নিদ্রা শয়ন বিলাস।
তাহাতেই কৃষ্ণ-সুখ হয়ে ত প্রকাশ॥২২৬॥
ভক্তজন আর-জন আচরণ এক।
দেহের স্বভাবে এক দেখি পরতেক॥
পরতেক দেখি হয় মানুষ-গেয়ানে।
কোথা কৃষ্ণ—মানুষ যে দেখিয়ে নয়ানে॥
কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নিরগুণ ব্রহ্ম।
মানুষ শরীরে করে প্রাকৃতের কর্ম্ম॥
ইহা বলি নাহি মানে—অধম সে জন।
ভক্তদেহে প্রভুদেহ জানয়ে উত্তম॥২২৭॥
এই অনুমান কথা মোর মনে লয়।
আপনে বুঝিয়া চিত্তে কর যে জুয়ায়॥
সদা কৃষ্ণময় তনু বৈষ্ণব জানিয়ে।
শ্রীবেদ পুরাণ ভাগবতেতে শুনিয়ে॥

২২৩। 'পরাণে'—চিত্তে ; হৃদয়ে।
'করি দেহ যুক্তি'—ঠিক করিয়া দাও।

২২৪। 'নিজ দেহ ......বিচার'—শ্রীভগবানের নিজের দেহ হইল যেন নির্গুণ স্বরূপ, আর ভক্তের দেহ হইল গুণময়—সেই দেহেই তাঁহার সমস্ত ভোগ-বিলাসাদি হইয়া থাকে।

২২৫। 'লোক ... দুইজন'—মায়ার প্রভাবে পড়িয়া লৌকিক ব্যবহারে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া থাকে।

২২৭। 'ভক্তজন...... উত্তম'—যে ব্যক্তি মনে করে যে, ভক্তলোক ও অন্য লোকের কার্য্যকলাপ ত একই রকম দেখি অর্থাৎ আহার নিদ্রা, রোগ-শোক, ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি দেহের ধর্ম ত সব এক রকমই দেখিতেছি, সুতরাং ভক্তজন আবার কৃষ্ণ-তুল্য কি করিয়া হইতে পারে? কৃষ্ণ হইলেন সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ—তাঁহার হইল অপ্রাকৃত দেহ, আর ভক্তের দেহ হইল প্রাকৃত, যেহেতু তাহাতে ত সাধারণ মানুষের মতই সমস্ত কাজ করিতেছে দেখিতেছি; এইরূপ ভাবিয়া যে ব্যক্তি ভক্তের দেহকে কৃষ্ণের দেহ

যার পদ-পাংশুতে পবিত্র সর্ব্বজন।
গঙ্গাদি করিয়া তীর্থ সবার পাবন ॥২২৮॥
হেন জনার দেহে যে অধম করে বাদ।
না বুঝিয়া সেই জন করে অপরাধ ॥
এইমত দামোদর মুরারি-গুপতে।
নিবড়িল কথা দোঁহে হরষিত-চিতে ॥
আপনার দেহ প্রভু দেহ নাহি গণে।
ভকতের দেহ সে আপনা করি মানে ॥
এতেক বিচার গেল সেই দুই জনে।
শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥২২৯॥

বিভাষ রাগ। দিশা।

ওকি হোরে হয় হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
না হারে হয় হয় না হারে
মোর প্রাণ দ্বিজচাঁদ নারে হয় ॥ ধ্রু ॥

সর্ব্বজন শুন আর অপরূপ কথা।
যাহা শুনি সবার হৃদয়ে লাগে ব্যথা ॥
গুরুর আশ্রমে সর্ব্ব বেদতত্ত্ব জানি।
ঘরেরে আইলা জগন্নাথ দ্বিজমণি ॥
দৈব-নির্ব্বন্ধে তাঁর জ্বর আইল দেহে।
বিপরীত জ্বর দেখি তরাস উঠয়ে ॥২৩০॥
শচীর কান্দনা অতি ব্যাকুল দেখিয়া।
প্রবোধ করেন প্রভু তত্ত্ব বুঝাইয়া ॥
মরণ সবার মাতা আছয়ে নিশ্চয়।
ব্রহ্মা রুদ্র সমুদ্র পর্ব্বত হিমালয় ॥
ইন্দ্র বরুণ অগ্নি কালে সর্ব্ব নাশে।
মরণ লাগিয়া কেনে পাইছ তরাসে ॥২৩১॥
তোর বন্ধুগণ যত আনহ এখন।
সবে মিলি কৃষ্ণনাম করাহ স্মরণ ॥
বান্ধবের কার্য্য মৃত্যুকালে সত্য জানি।
স্মরণ করায় প্রভু দেব যদুমণি ॥
শুনিয়া কুটুম্ব-বন্ধুজন সব আইলা।
প্রভুর বাড়ীতে আসি মিশ্রেরে বেড়িলা ॥২৩২॥
পরিণত-বুদ্ধি যত বন্ধুগণ ছিল।
কাল প্রত্যাসন্ন দেখি যুকতি করিল ॥
বিশ্বম্ভর বলে মাগো! কি কর বিলম্ব।
এইক্ষণে চাহি যত ইষ্ট-কুটুম্ব ॥
ইহা বলি মায়ে-পোয়ে ধরি নিলা তাঁরে।
বান্ধবের সঙ্গে গেলা জাহ্নবীর তীরে ॥২৩৩॥
বাপের চরণ ধরি কান্দে বিশ্বম্ভর।
সম্বরিতে নারে অশ্রু—গদগদ স্বর ॥
আমারে এড়িয়া বাপ! কোথা যাহ তুমি।
বাপ বলি আর ডাক নাহি দিব আমি ॥
আজি হৈতে শূন্য হৈল এ ঘর আমার।
আর না দেখিব বাপ! চরণ তোমার ॥২৩৪॥
আজি দশদিক শূন্য আন্ধিয়ার মোরে।
না পড়াবে যত্ন করি ধরি নিজ-কোরে ॥

বলিয়া না মানে এবং ভক্তের দেহ হইতে কৃষ্ণের দেহকে উত্তম বলিয়া জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি মহাপাপিষ্ঠ নরাধম।

২২৮। 'যার ·· পাবন" যে ভক্তের পদধূলি সমস্ত লোককে নিষ্পাপ ও নির্ম্মল করে এবং গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থসমূহকেও পবিত্র করে।

২২৯। 'হেন······বাদ"—ভক্তের এরূপ পরম-পাবন অত্যুত্তম দেহকে যে ব্যক্তি কৃষ্ণের দেহ বলিয়া মান্য করিতে তর্ক-বিতর্ক করে। 'গুপতে'—গুপ্তে। 'নিবড়িল'—শেষ হইল। 'গেল'—করিল।

২৩০। 'দৈব-নির্ব্বন্ধে'—দৈবক্রমে; বিধির বিপাকে। 'তরাস'—ত্রাস; ভয়।

ঐছন শুনিয়া বাণী কহে জগন্নাথ।
সকরুণ কণ্ঠ অতি—নাহি সরে বাত॥
গদগদ-স্বরে বলে—শুন বিশ্বম্ভর।
কহিল না যায় মোর যে ছিল অন্তর॥২৩৫॥
রঘুনাথ-চরণে সপিলুঁ মুই তোমা।
তুমি পাছ কোনকালে পাসরিবা আমা॥
ইহা বলি হরি হরি করয়ে স্মরণ।
গঙ্গাজলে নাম্বাইল সকল ব্রাহ্মণ॥
গলায় তুলিয়া দিল তুলসীর দাম।
চতুর্দ্দিকে বন্ধুগণে লয় হরিনাম॥২৩৬॥
চতুর্দ্দিকে হয় হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
হেনকালে দ্বিজোত্তমের বৈকুণ্ঠে গমন॥
বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ রথ-আরোহণে।
ধরণী বিদায় দেই শচীর ক্রন্দনে॥
পতির চরণ ধরি কান্দে লোটাইয়া।
মো যাব আমারে লহ সঙ্গতি করিয়া।২৩৭॥
এতকাল ধরি তোর সেবা কৈলুঁ আমি।
বৈকুণ্ঠে চলিলা তুমি আমা থুই ভূমি॥
শয়নে ভোজনে মুই সেবা কৈলুঁ তোর।
আজি দশদিক শূন্য অন্ধকার মোর।
অনাথিনী হৈলুঁ তোর ছোট পুত লৈয়া।
নিমাই রহিবে কোথা কার মুখ চাইয়া॥
জগত-দুর্ল্লভ তোর তনয় নিমাই।
সকল পাসরি যাহ আমার গোসাঁই॥২৩৮॥

মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণে।
কান্দয়ে শচীর সুত অঝোর-নয়নে॥
গজমতিহার যেন গাঁথিল সূতায়।
নয়ানে গলয়ে জল বিশাল হিয়ায়॥
ভক্তগণে ইষ্টগণে হাহাকার করে।
প্রভুর কান্দনায় কান্দে সকল সংসারে॥
শান্ত করাইল সবে মধুর বচনে।
সৃষ্টি নষ্ট হয় প্রভু তোমার ক্রন্দনে॥২৩৯॥
নারীগণে প্রবোধ করিল শচীদেবী।
গোরাচান্দের মুখ দেখি সব পাসরিবি॥
আপনে সুধীর প্রভু সব সম্বরিয়া।
কাল-যথোচিত কর্ম্ম করিল সৎক্রিয়া॥
তবে বেদবিধি মতে যে ছিল উচিত।
করিল বাপের কর্ম্ম কুটুম্ব-বেষ্টিত॥২৪০॥
পিতৃভক্ত প্রভু তবে পিতৃযজ্ঞ কৈল।
ক্রমে ক্রমে যথাবিধি ব্রাহ্মণেরে দিল॥
তোয়াধার অন্ন-ভাজনাদি দ্রব্য যত।
ব্রাহ্মণেরে দিলা প্রভু পিতৃ-ভকত॥
জগন্নাথ-বৈকুণ্ঠগমন এই কথা।
আপনে সে দ্বিজোত্তম গৌরচন্দ্রের পিতা॥
শ্রদ্ধাবন্ত জনে যদি এই কথা শুনে।
বৈকুণ্ঠে চলয়ে সেই গঙ্গায় মরণে॥২৪১॥
গোরাচাঁদ দেখি শচী ছাড়য়ে নিশ্বাস।
পিতৃশূন্য পুত্র পাছে পায়েন তরাস॥

২৩৩। 'পরিণত-বুদ্ধি' — পরিপক্ক-জ্ঞান-বিশিষ্ট; পাকা জ্ঞানের।

'কাল·····করিলা'—মৃত্যুর সময় আসিয়াছে অর্থাৎ অন্তিম সময় হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন।

২৩৫। 'কহিল...অন্তর'—আমার মনে যা ছিল. তা আর বলিতে পারিতেছি না।

২৩৬। 'দাম' মালা।

২৩৭। 'ধরণী বিদায় দেই—'পৃথিবী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। 'সঙ্গতি'—সঙ্গে।

২৩৮। 'গোসাঁই' ঠাকুর; দেবতা।

২৩৯। 'গজমতিহার...হিয়ার'— বিস্তৃত বুক বহিয়া চোখের জল পড়িতেছে, তাহা দেখিয়া বোধ

বিদ্যারসে চিত্ত যদি ডুবয়ে ইহার।
তবে মনঃসুখে পুত্র গোঙায় আমার॥
হেন অদভুত কথা শুন সর্ব্বজন।
গৌরাঙ্গ-চরিত্র কিছু কহয়ে লোচন॥২৪২॥

ধানশী রাগ। দিশা।

আরে আরে হয় হয়।
গৌরাঙ্গ আমার হয় হয়॥ ধ্রু॥

একদিন শচী গৌরহরি-করে ধরি।
পড়িতে গৌরাঙ্গে দিল নিয়োজিত করি॥
সকল-পণ্ডিত-স্থানে পুত্র সমর্পিয়া।
বোলয়ে কাতরে দেবী বিনয় করিয়া॥
পড়াইহ মোর পুত্রে তোমরা ঠাকুর।
রাখিবে আপন কাছে না রাখিবে দূর॥২৪৩॥
পিতৃ-শূন্য পুত্র মোর—পিরীতি করিবে।
আপন-তনয়-হেন ইহারে জানিবে॥
শুনিয়া পণ্ডিত সব সঙ্কোচ-অন্তরে।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনয়-উত্তরে॥
মো-সবার ভাগ্য এতদিনে সে জানিল।
কোটি-সরস্বতী-কান্ত আমরা পাইল॥২৪৪॥
অখিলে পড়াবে ইঁহো নিজ-প্রেম-নাম।
সর্ব্বলোক-গুরু ইঁহো সবার—প্রধান॥
আমরাহ পড়িব ইঁহার সন্নিধানে।
নিশ্চয় জানিহ মাতা এ সত্য বচনে॥
শুনি শচীদেবী কৈল বিনয়-বচন।
পুত্র সমর্পিয়া আইলা আপন ভবন॥২৪৫॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িবারে গেলা বিষ্ণুপণ্ডিতের ঘর॥
সুদর্শন আর গঙ্গাদাস যে পণ্ডিতে।
পড়িলা জগত-গুরু তা-সবার হিতে॥
লোক-আচরণে মায়ামানুষ-বিগ্রহ।
পড়য়ে পড়ায় বিদ্যা লোক-অনুগ্রহ॥২৪৬॥
পণ্ডিত-শ্রীসুদর্শন-ঘরে একদিনে।
পরিহাস করে প্রভু সতীর্থের সনে॥
বঙ্গজের কথা কহে বড়ই রসাল।
অতি মনোহর হাসি অমিয়া-মিশাল॥
এইমত রঙ্গে-ঢঙ্গে কতদিন গেল।
বনমালী-আচার্য্য দেখিব মনে হৈল॥২৪৭॥
তারে দেখিবারে তার আশ্রমেতে গেলা।
দেখি সে প্রণতি করি সম্ভ্রমে উঠিলা॥

হইতেছে যেন মতির মালা গাঁথিয়া পরাইয়াছে।

'ইষ্টগণে'—আত্মীয় কুটুম্ব সকল।

২৪০। 'সৎক্রিয়া'—অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া; সৎকার।

২৪১। 'তোয়াধার'—জলপাত্র; গেলাস।

'অন্ন-ভাজনাদি'—থালা প্রভৃতি।

২৪৫। 'অখিলে'—সমস্ত বিশ্বসংসারকে।

'পড়াবে'—বিতরণ করিবে; দিবে।

'নিজ-প্রেম নাম'—কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণনাম।

'আমরাহ ···· সন্নিধানে'—আমরাও ইঁহার নিকট কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিব।

২৪৯। 'দেখিয়া ····কারণে'—দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, এইই আমার পত্নী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ২৫০। 'আর-দিন'—পরদিন।

২৫৩। 'দ্রৌপদীর লজ্জাভয়হারী'—কৌরবেরা শ্রীদ্রৌপদী দেবীকে সভা-মধ্যে বিবস্ত্রা করিতে গিয়াছিলেন পরে দ্রৌপদীর কাতর-আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ বসন-রূপে আসিয়া তদীয় লজ্জা নিবারণ করেন; মহাভারতের এই উপখ্যান অবশ্য সকলেই অবগত আছেন।

'গজরাজকে ····. তারি'—একদা বরুণ-দেবের

করে ধরি তার সনে চলি যায় পথে।
কৌতুক-রহস্য-কথা কহিতে কহিতে ॥
হেনকালে বল্লভ সে আচার্য্যের কন্যা।
রূপে গুণে কুলে শীলে ত্রিজগতে ধন্যা ॥২৪৮॥
গঙ্গা-স্নানে যায় দেবী সখীর সহিতে।
বিশ্বম্ভর হরি তারে দেখে আচম্বিতে ॥
একদৃষ্টে চাহে প্রভু বিস্মিত-নয়নে।
দেখিয়া জানিল তার জন্মের কারণে ॥
লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী তাহা ইঙ্গিতে বুঝিল।
প্রভুপাদপদ্ম-ধূলি শিরে করি নিল ॥২৪৯॥
আচার্য্য সে বনমালী বড়ই চতুর।
বুঝিল অন্তর-কথা— প্রেমের অঙ্কুর ॥
আর দিব বনমালী আচার্য্য আপনে।
আনন্দ-হৃদয়ে গেলা শচীর ভবনে ॥
হাসিয়া প্রণাম কৈল শচীর চরণে।
প্রণতি করিয়া কহে মধুর-বচনে ॥২৫০॥
তোমার পুত্রের যোগ্য আছে এক কন্যা।
রূপে গুণে শীলে সেই ত্রিজগতে ধন্যা ॥
বল্লভ-আচার্য্য কন্যা অতি সুচরিতা।
যদি ইচ্ছা থাকে কহ হৃদয়ের কথা ॥
তবে শচীদেবী শুনি আচার্য্য-বচন।
এ অতি বালক মোর পড়ুক এখন ॥২৫১॥
পিতৃ শূন্য পুত্র মোর পড়ুক কতদিন।
তাহাতে করহ যত্ন— হউক প্রবীণ ॥
শুনিয়া আচার্য্য তবে সন্তোষ না পাইল।
বিরস-বদন করি ঘরেরে চলিল ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে চলে ব্যাকুল অন্তরে।
হা হা গোরাচাঁদ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
মোর ভাগ্যে না করিলে পতিতপাবন।
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধর কি কারণ ॥২৫২॥
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ যদি না কৈলে আপনে।
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধরিবে কেমনে ॥
জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জাভয়-হারী।
জয় গজরাজকে কুম্ভীর-মুখে তারি ॥
জয় অজামিল-গণিকার ত্রাণদাতা।
আমারে সে ত্রাণ কর অখিলের পিতা ॥২৫৩॥

একটি প্রকাণ্ড মনোহর সরোবরে একটি গজরাজ (হস্তি যুথপতি) হস্তিনীগণ সহ জলক্রীড়ায় মত্ত হইলে, ভীষণ একটি কুম্ভীর আসিয়া ঐ গজেন্দ্রের পায়ে কামড়াইয়া ধরিল। কিন্তু গজেন্দ্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ঐ কুম্ভীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। তখন সে ক্রমশঃ নিস্তেজ ও নিরুপায় হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন-কৃত স্তোত্রে ভগবান্ শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিল। তাহাতে তিনি তথায় আবির্ভূত হইয়া চক্র দ্বারা ঐ কুম্ভীরের মুখচ্ছেদন পূর্ব্বক গজরাজ-কে উদ্ধার করিলেন।
(শ্রীমদ্ভাগবত ৮।২-৩ অঃ)।

'অজামিল-গণিকার ত্রাণদাতা'—মৃত্যুকালে মহাপাপী অজামিল মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় বেশ্যার গর্ভজাত নারায়ণ নামক পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া ডাকায়; তাহাতে পুত্রচ্ছলে শ্রীনারায়ণকে ডাকা হইল বলিয়া তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ঐ বেশ্যা তদ্দর্শনে চমকিত হইয়া ভক্তিপথ আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিয়া পরম গতি লাভ করিলেন। ২৫৪। 'আস্তে-বাস্তে'=তাড়াতাড়ি।

২৫৫। 'অধর বান্ধুলি ফুল'=ঠোঁট হইল বাঁধুলি ফুলের মত লাল টক্‌টকে।

'মুকুতা দশন'=দাঁত হইল মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল ও

এথা গুরু-গৃহে প্রভু জানিল অন্তরে।
আচার্য্য শোকেতে যত হৈয়াছে কাতরে॥
আস্তে-ব্যস্তে পুস্তক সম্বরি ভগবান।
গুরু সম্ভাষিয়া প্রভু করিলা পয়ান॥
মাতাল-কুঞ্জর-যেন গমন সুন্দর।
গৌর-তনু অলঙ্কারে করে ঝলমল॥২৫৪॥
চাঁচর-কেশের বেশ অখিল মোহন।
অধর বান্ধুলি-ফুল মুকুতা দশন॥
চন্দনে চর্চ্চিত মনোহর অঙ্গ-শোভা।
তনু শুক্ল-বসন-পিন্ধন মনোলোভা॥
কত কোটি কামের নৃপতি গৌরহরি।
কুলবতী-কলঙ্ক-বিথার-দেহধারী॥২৫৫॥
আচার্য্য লাগিয়া প্রভুর ত্বরিতে গমন।
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম বলি এ কারণ॥
আচার্য্য কাঁদিয়া সে ডাকে পথে পথে।
হা হা গোরাচাঁদ বলি আর্ত্তে উর্দ্ধহাতে॥
হেনকালে মহাপ্রভু গুরু-গৃহ হৈতে।
আসিতে হইল দেখা আচার্য্য-সহিতে॥২৫৬॥
আচার্য্য পড়িলা পায়ে দণ্ডবত হৈয়া।
তুলিলেন মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥
নমস্কার করি কৈল গাঢ় আলিঙ্গন।
কোথা গিয়াছিলা— কৈল মধুর বচন॥
আচার্য্য কহয়ে—শুন শুন বিশ্বম্ভর।
আমি গিয়াছিলুঁ এই তোমাদের ঘর॥২৫৭॥
তোমার জননী-দেবী অতি সুচরিতা।
গোচর করিলুঁ চিত্তে ছিল যেই কথা॥
তোমার বিভার যোগ্য আছে এক কন্যা।
বল্লভ-আচার্য্য-কন্যা—সর্ব্বগুণে ধন্যা॥
এ কথা তোমার মাতা শুনি শ্রদ্ধাহীন।
ঘরেরে চলিলু আমি অন্তর-মলিন॥২৫৮॥
কিছু না বলিলা প্রভু শুনিয়া বচন।
মুচকি হাসিয়া ঘরে করিলা গমন॥
সে চাতুরী লাবণ্য মধুর মন্দ হাসি।
হেরিয়া আচার্য্য মনে হৈল অভিলাষী॥
জানিলেন মোর কার্য্য অবশ্য হইব।
অন্তরে জানিল—প্রভু বিবাহ করিব॥২৫৯॥
ঘরেরে আইলা আচার্য্য আনন্দিত হৈয়া।
প্রভুর চরিত্র সব হৃদয়ে ভাবিয়া॥
ঘরে আসি জননীরে কৈল বিশ্বম্ভর।
বনমালী আচার্য্যেরে কি দিলা উত্তর॥
বিমনা দেখিল আমি তারে পথে যাইতে।
সম্ভাষে না পাইলু সুখ আচার্য্য-সহিতে॥২৬০॥
তার অসন্তোষ কেনে করিয়াছ তুমি।
বিমনা দেখিয়া চিত্তে দুঃখ পাই আমি॥
শুনিয়া পুত্রের বাণী শচী সুচতুরা।
ইঙ্গিত বুঝিয়া হৈল হৃদয়-সত্বরা॥
ত্বরায় মানুষ গেল আচার্য্য আনিবারে।
সংবাদ শুনিয়া তেঁহো আইলা সত্বরে॥২৬১॥

শাদা ধব্‌ধবে। 'পিন্ধন'=পরা।
'কুলবতী দেহধারী'=তাঁহার রূপ দেখিলে কুলনারীর মন টলিয়া যায়, তখন তাঁহারা পাগল হইয়া লজ্জা-সংযে জলাঞ্জলি দিয়া কলঙ্কিনী হইয়া পড়ে।
২৫৬। 'আচার্য্য'=বনমালী আচার্য্য।
২৫৮। 'শ্রদ্ধাহীন'= ও বিষয়ে মন দিলেন না।
২৫৯। 'অভিলাষী'=আশান্বিত; আশ্বস্ত; উৎফুল্ল।
২৬০। 'বিমনা'=দুঃখিত।
২৬১। 'হৃদয় সত্বরা'=উৎসাহান্বিতা অত্যন্ত আগ্রহান্বিতা।

আনন্দে পূরিত তনু গদগদ হৈয়া।
শচী-কাছে উপনীত প্রণত হইয়া॥
দণ্ডবত করি লৈল চরণের ধূলি।
কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বরী॥
শুনি শচীদেবী তবে আচার্য্য-বচন।
আদর করিয়া তারে কহেন তখন॥২৬২॥
পূরুবে যে বৈলে তার করহ উদ্যোগ।
বিশ্বম্ভরের বিভা দিব—সবার সন্তোষ॥
আমার অধিক স্নেহ তোর বিশ্বম্ভরে।
আপনে করিবে সব— কি বলিব তোরে॥
বিশ্বম্ভর-বিবাহ-নিমিত্তে যে কহিলে।
আপনে উদ্যোগ কর—কহিল তোমারে॥
ইহা শুনি বনমালী আচার্য্য-উত্তম।
পালিব তোমার আজ্ঞা কহিল বচন॥২৬৩॥
ইহা বলি বল্লভ-আচার্য্য-বাড়ী গেলা।
বল্লভ-আচার্য্য অতি সম্ভ্রমে উঠিলা॥
বসিতে আসন দিল বিনয় করিয়া।
নিজ-ভাগ্য মানি কিছু কহয়ে হাসিয়া॥
বলিল – আমার ভাগ্যে তোর আগমন।
কিবা কার্য্য আছে এবে কহ না কথন॥
বল্লভ মিশ্রের কথা শুনিয়া আচার্য্য।
প্রবন্ধ করিয়া কহে হৃদয়ের কার্য্য॥২৬৪॥
সর্ব্বকালে আমারে করহ তুমি স্নেহ।
স্নেহ-বন্দী হৈয়া আমি আইলুঁ তোর গেহ॥
মিশ্রপুরন্দর-সুত শ্রীবিশ্বম্ভর।
কুলে শীলে গুণে তেঁহ সর্ব্বাংশে সুন্দর॥
আমি কি কহিতে পারি তাঁর গুণের কথা।
একত্র সকল গুণে পড়িল বিধাতা॥২৬৫॥
কি কহিব তাঁর গুণ— গায় সর্ব্বলোকে।
শুনিয়াছ তাঁর গুণ সর্ব্বলোক-মুখে॥
তোমার কন্যার যোগ্য-বর বিশ্বম্ভর।
কহিল সকল — যদি মনে লয় তোর॥
এ কথা শুনিয়া মিশ্র মনে অনুমানি।
এ কথা আমার ভাগ্যে কহিলে যে তুমি॥
আমি ধনহীন— কিছু দিবারে না পারি।
কন্যামাত্র আছে মোর পরমা সুন্দরী॥২৬৬॥
ইহা জানি আজ্ঞা যদি করেন আপনে।
কন্যা দিব বিশ্বম্ভর জামাতা-রতনে॥
দেব-পিতৃগণ মোর হইবে আনন্দে।
যবে মোর কন্যা বিভা দিব গৌরচন্দ্রে॥
অনেক তপের ফলে হব হেন কর্ম্ম।
তোরেধিক বন্ধু নাহি— কহিল এ মর্ম্ম॥২৬৭॥
এই মোর মনঃ কথা রজনী দিবস।
বদনে প্রকট করি নাহিক সাহস॥
এইমতে দুই জনে কথা নিবড়িল।
আচার্য্য শচীর স্থানে পুনঃ নিবেদিল॥
শুনিয়া সে শচীদেবী বড় তুষ্ট হৈল।
বনমালী আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ কৈল॥
ইষ্ট-কুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা।
আনন্দে ভরল তনু অতি হরষিতা॥
কুটুম্ব বান্ধব যত সবে আজ্ঞা দিল।
বিচার করিয়া সবে ভাল ভাল বৈল॥২৬৮॥

২৬২। 'কি ··ঈশ্বরী'—বলিলেন, দেবি! আমাকে কি জন্য আসিতে বলিয়াছেন?

২৬৪। 'প্রবন্ধ করিয়া'—সযত্নে; সাবধানে।

২৬৭। 'তোরেধিক'—তোমার হইতে অধিক।

২৬৮। 'নিবড়িল'—শেষ হইল।

'ইষ্ট-কুটুম্ব'—আত্মীয়-স্বজন।

চতুর্থ অধ্যায়

কৈশোর লীলা।

বরাড়ী রাগ। দিশা।

মোর প্রাণ আরে দ্বিজচাঁদ নারে হয় ॥ ধ্রু ॥

তবে শচী নিজস্থুত-বদন চাহিয়া।
মধুর-বচনে কিছু কহে ত হাসিয়া ॥
শুন শুন বিশ্বম্ভর ! মোর সোণার স্থুত।
বল্লভ মিশ্রের কন্যা অতি অদভুত ॥২৬৯॥
তোর বিবাহের যোগ্য—মোর মনে লয়।
তেন পুত্রবধূ মোর কত ভাগ্যে হয় ॥
বিচার করিয়া কর বিচিত্র সময়।
দ্রব্য আহরণ কর যে উচিত হয় ॥
শুনিয়া মায়ের কথা বিশ্বম্ভর-রায়।
আনিল সকল দ্রব্য যতেক জুয়ায় ॥২৭০॥
দৈবজ্ঞ আনিল আর উত্তম পণ্ডিত।
করিল ত শুভদিন সময় অঙ্কিত ॥
সেই শুভদিন শুভ সময় আইল।
ব্রাহ্মণ-সজ্জন সব আনন্দে ধাইল ॥
আনন্দে ভরল সব নদীয়া নগরী।
উথলিল সুখসিন্ধু আপনা পাসরি ॥২৭১॥
আইও-স্থইও লৈয়া শচী করে শুভকার্য্য।
প্রভু-অধিবাস করে সকল আচার্য্য ॥
চতুর্দ্দিকে বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণ।
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে মঙ্গল-লক্ষণ ॥
দীপমালা পতাকা শোভিত দিগন্তরে।
সুগন্ধি চন্দন মালা অতি মনোহরে ॥২৭২॥
সকল ব্রাহ্মণে প্রভুর কৈল অধিবাস।
কোটি কাম জিনি রূপ হৈল পরকাশ ॥
ঝলমল করে অঙ্গ-ছটা আলোকিত।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ সব ভেল চমকিত ॥
স্থগন্ধি-চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।
ঘন ঘন তাম্বূল-দানে বড় তুষ্ট কৈল ॥২৭৩॥
কন্যা অধিবাস করে বল্লভ আচার্য্য।
স্থমঙ্গল কর্ম্ম করে লৈয়া দ্বিজবর্য্য ॥
অনন্য-সৌরভ গন্ধ মাল্য স্থচন্দন।
অধিবাসে ভূষা কৈল জামাতা-রতন ॥
অধিবাস-সমাধান-রজনীর শেষে।
পানী সাহিব বলি হইল উল্লাসে ॥২৭৪॥
নানা বাদ্য এককালে হইল তরঙ্গ।
কুলবধূ সবাকার ব্রত হৈল ভঙ্গ ॥
যুবতী উমতী হৈলা নদীয়া-নগরে।
গৌরাঙ্গ-বিবাহ-রস-সমুদ্র-হিল্লোলে ॥
যুথে যুথে নাগরী চলিলা বিপ্রবধূ।
অবনীমণ্ডল সে মণ্ডলী যেন বিধু ॥২৭৫॥
কুরঙ্গ-নয়নী চারু কুঞ্জর-গামিনী।
ঝলমল অঙ্গতেজ মদন-দাপুনি ॥

২৭০। 'বিচার ...... সময়"—ভালরূপে দেখিয়া শুনিয়া একটা ভাল দিন স্থির কর। 'অঙ্কিত—নির্দ্দিষ্ট।

২৭২। 'আইও-স্থইও'—এয়োটেয়ো।

২৭৩। 'তাম্বূল"—পান।

২৭৪। 'দ্বিজবর্য্য'—ভাল ভাল ব্রাহ্মণগণ।

'অনন্য-সৌরভ গন্ধ'—অসাধারণ সুগন্ধযুক্ত গন্ধ-দ্রব্য। 'সমাধান'—সমাপ্ত। 'পানী সাহিব"—জল সাহব ; বিবাহোপলক্ষে মেয়েরা জল সহিয়া থাকে।

'তরঙ্গ'—ঢেউ।

২৭৫। 'কুলবধূ ..ভঙ্গ"—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি কুল-বতীগণের মন আকৃষ্ট হইল, তাহাতে তাহাদের পতি-ব্রত, তাহাদের সতীত্ব গৌরব চূর্ণ হইল।

'অবনীমণ্ডলে'—ভূমণ্ডলে ; পৃথিবীতে।

' মণ্ডলী যেন বিধু'—যেন চাঁদের ঝাঁক এসে পড়েছে।

২৭৬। 'কুরঙ্গ-নয়নী'—মৃগ-নয়নী অতি সুন্দরী।

কেশ বেশ বসন ভূষণ অনুপাম।
হেরিলে হরিতে পারে মুনির পরাণ ॥
হাসিতে দামিনী কাঁপে—বচন অমিয়া।
হাস-পরিহাস চলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ॥২৭৬॥
গাইছে গৌরাঙ্গ গুণ মধুর-আলাপে।
স্বর-পঞ্চ ধ্বনিতে অনঙ্গ-অঙ্গ কাঁপে ॥
নাসাশ বেশর শোভে মুকুতা-হিল্লোলে।
নক্ষত্র পড়িছে যেন আকাশমণ্ডলে ॥
শচীর মন্দিরে আইলা কুলবধূগণ।
সবাকারে দিলা গন্ধ গুবাক চন্দন ॥
চলিলা নাগরী সবে পানী সাহিবারে।
মঙ্গল-আনন্দরস প্রতি ঘরে ঘরে ॥২৭৭॥

—————

তুড়ী রাগ।

সচন্দ্রিম রজনী চন্দ্রমুখী বালা।
সুস্বর সঙ্গীত গো গাইবে গোরালীলা ॥
কে কে আগে যাইবে গো,
গোরাগুণ গাইবে গো,
চল যাই পানী সাহিবারে।
হিয়া উথলে চিত কেবা পারে ধরিবারে ॥ ধ্রু ॥

কেহো পট্টবিলাসিনী কেহো পীতবাসে।
ঢুলিতে ঢুলিতে যায় অঙ্গের বাতাসে ॥
সুগন্ধি চন্দন মালা ঢাকি লেহ করে।
গোরা-অঙ্গ পরশ করিব সেই ছলে ॥
কর্পূর তাম্বুল লেহ যত্ন করি হাতে।
করে কর ধরি গোরার দিব হাতে হাতে ॥২৭৮॥
শচী আগে আগে করি যাইব পাছে পাছে।
আসিতে যাইতে গো দাঁড়াব গোরার কাছে।
আইও-স্নুইও মিলিয়া কৌতুক-রসরঙ্গে।
পানী সাহিল গুণ গায় এ লোচন দাসে ॥২৭৯॥

—————

ভাটিয়ারী রাগ।

আনন্দে-সানন্দে সেই রাত্রি সুপ্রভাতে।
যথাবিধি কর্ম্ম করে অতি হরষিতে ॥
স্নান দান কর্ম্ম কৈল যে বিধি-উচিত।
দেবপূজা পিতৃপূজা করিল বিহিত ॥
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কৈল যে বিধি-বিধান।
সকল সম্পূর্ণ ভোজ্য ব্রাহ্মণেরে দান ॥২৮০॥
নর্ত্তকের দিল দ্রব্য আর ভাটগণে।
সবার সন্তোষ কৈল নানাদ্রব্য দানে ॥
দ্রব্যের অধিক মানে মধুর বচন।
দেখিয়া জুড়ায় হিয়া চন্দ্রিম-বদন ॥
প্রবোধ করিল যার যেই অনুমান;
বিবাহ-উচিত প্রভু পুনঃ করে স্নান ॥২৮১॥
নাপিতে নাপিত ক্রিয়া কৈল সেই কালে।
অঙ্গ উদ্বর্ত্তন করে কুলবধূ মিলে ॥
সুধাকরময় গোরা-রূপের পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার ॥

'কুঞ্জর-গামিনী' = গজ-গামিনী।
'মদন-দাপুনি' = কন্দর্প-ভয়-জনিত কন্দর্প-তেজে যেন জ্বলজ্বল করিতেছে। 'দামিনী' = বিদ্যুৎ।
২৭৭। 'স্বর-পঞ্চধ্বনিতে' = পঞ্চমস্বরের শব্দে। 'অনঙ্গ-অঙ্গ' = কামের দেহ।
'বেশর' = নোলোক।
২৭৮। 'সচন্দ্রিম' = জ্যোৎস্নাময়ী।
২৮০। 'নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ' = আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ; বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃগণের তর্পণ।

পরশে অবশ অঙ্গ হৈল সবাকার।
গদগদ বচন—নয়নে জলধার ॥২৮২॥
হেরইতে পহুঁ-মুখ কি ভাব উঠিল।
মরমে মদন-জ্বরে ঢলিয়া পড়িল ॥
কেহো বাহু ধরি রহে অথির হইয়া।
কেহো রহে উদ্বর্ত্তন শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া ॥
কেহো বুকে পদযুগ ধরিয়া আনন্দে।
ভুজলতা দিয়া সে বান্ধিল পরবন্ধে ॥২৮৩॥
কেহো চিত্রার্পিত হৈয়া নেহারে গৌরাঙ্গে।
কেহো জল দেই শিরে মদন-তরঙ্গে ॥
উন্মত্ত হইয়া কেহো হাসে ঘনে ঘনে।
সতীত্ব নাশিল হেরি গৌরাঙ্গ-বদনে ॥
অভিষেক কৈল প্রভুর সুরনদী-জলে।
দেখি সর্ব্বজন ভাসে আনন্দ-হিল্লোলে ॥২৮৪॥
স্নান সমাধিয়া প্রভু বসিলা আসনে।
বেঢ়িল নাগরীগণ শচীর নন্দনে ॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে সুমধুর ধ্বনি।
চতুর্দ্দিকে হুলাহুলি জয় জয় শুনি ॥
তবে শচীদেবী লই আইও-সুইও যত।
আদরে পূজিল যার যেই সমুচিত ॥২৮৫॥
সবারে পূজিলা গৃহাগত বন্ধু যত।
কহিল সবারে দেবী হৃদয় বেকত ॥
পতিহীন মুই ছার—পুত্র পিতৃহীন।
তো সবার পূজা কি করিব আমি দীন ॥

এ বোল বলিতে শচী গদগদ ভায।
ভিজিল আঁখির নীরে হৃদয়ের বাস ॥২৮৬॥
ঐছন কাতর-বাণী শচী যবে কৈল।
শুনি বিশ্বম্ভর পহুঁ হেঁট মাথা কৈল ॥
চিন্তিতে লাগিলা মোর পিতা গেলা কোথা।
পুড়িতে লাগিল হিয়া—পাইল বড় ব্যথা ॥
মুকুতা-গাঁথিল যেন চক্ষে পড়ে পানী।
দেখিয়া তরস্ত হৈলা দেবী শচীরাণী ॥২৮৭॥
আর যত নারীগণ তার পাশে ছিল।
প্রভুর কান্দনা দেখি কান্দিতে লাগিল ॥
শচী বলে—কেনে বাছা বিরস-বদন।
এহেন মঙ্গল-কার্য্যে কান্দ কি কারণ ॥
সকল সংসারে মাত্র তুমি মোর ধন।
বিমরিষ হৈলে প্রাণ ছাড়িব এখন ॥২৮৮॥
শুনিয়া মায়ের বাণী প্রভু বিশ্বম্ভর।
বাপের হুতাশে কণ্ঠ গদগদ-স্বর ॥
প্রাতঃকালে শশী যেন মলিন-বদন।
নবীন-মেঘের যেন গভীর গর্জ্জন॥
মায়েরে কহিল প্রভু—শুন মোর কথা।
কি লাগিয়া এতদূর তোর মনোব্যথা ॥২৮৯॥
কিবা ধন নাহি তোর কিবা পাইলে দুখ।
দীন-একাকিনী হেন কহ অতি রূখ ॥
পিতা-অদর্শন মোর স্মরাইলে তুমি।
কেমন করিছে হিয়া কি বলিব আমি ॥

২৮৩। 'উদ্বর্ত্তন' = গা মাজিবার দ্রব্য।
'পরবন্ধে' = অতি যত্নে।
২৮৪। 'চিত্রার্পিত হৈয়া' = মন ঢালিয়া দিয়া।
'মদন-তরঙ্গে' — কাম-ভরে।
২৮৬। 'হৃদয়ের বাস' — বুকের কাপড়।
২৮৭। 'মুকুতা-গাঁথিল' — মুক্তার গাঁথনি।
২৮৮। 'বিমরিষ' = বিমর্ষ; দুঃখিত।
২৯০। 'রূখ' = রুক্ষ কথা; হৃদয়-বিদারক কথা; কাতর-বাণী। 'প্রচুর' — যথেষ্ট।

একজনে তু'বার দেহ গুবাক চন্দন।
প্রচুর করিয়া দেহ যত লয় মন ॥২৯০॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপহ সবার সুগন্ধি-চন্দনে।
যথেষ্ট করিয়া দেহ—চিন্তা নাহি মনে ॥
পৃথিবীতে কেহো যাহা নাহি করে লোকে।
ইঙ্গিতে করিব তাহা কহিল তোমাকে ॥
এ বোল শুনিয়া শচী কহে ধীরে ধীরে।
মধুর বচনে শান্ত কৈলা বিশ্বম্ভরে ॥২৯১॥
যেনরূপ আদেশ করিল বিশ্বম্ভর।
তেনরূপ তুষিল সে ব্রাহ্মণ সকল ॥
হেনকাল বল্লভ আচার্য্য নিজ-ঘরে।
ব্রাহ্মণ-সহিতে দেব-পিতৃ-পূজা করে ॥
আপন-কন্যারে নানা অলঙ্কার দিল।
গন্ধ চন্দন মাল্যে সুবেশ করিল ॥২৯২॥
শুভক্ষণ নিকট বুঝিয়া দ্বিজবর।
ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিল আনিবারে বর ॥
এথা বিশ্বম্ভর পহুঁ বয়স্যের সঙ্গে।
অতি অদভুত বেশ করয়ে শ্রীঅঙ্গে ॥
গন্ধ চন্দনে অঙ্গ করিল লেপন।
ললাটে তিলক যেন চাঁদের কিরণ ॥২৯৩॥
মকর-কুণ্ডল গণ্ডে করে ঝলমল।
মুকুতার হার শোভে হৃদয়-উপর ॥
কাজরে উজোর রাতা কমল-নয়ান।
ভুরূযুগ যেন দুই কামের কামান ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ দিব্য রতন-অঙ্গুরী।
ঝলমল অঙ্গ-তেজ চাহিতে না পারি ॥২৯৪॥
দিব্য মালা পরিধান রক্তপ্রান্ত বাস।
গন্ধে মহ-মহ করে অঙ্গের বাতাস ॥
সুবর্ণ-দর্পণ করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
হেরি লোক নিজ-হিয়া না হয় স্বতন্ত্র ॥
বধূগণ বিকল হইল রূপ দেখি।
রূপ দেখি নারী না নিয়ড় করে আঁখি ॥
অথির নাগরীগণ শিথিল বসন।
মথিল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন ॥২৯৫॥
চিত্ত হরিয়া নিল সবার এক কালে।
মান-মীন ধরিয়া রাখিল রূপ জালে ॥
হরিণীনয়নীগণ গৌরাঙ্গ দেখিয়া।
বলিতে না পারে সে ধরিতে নারে হিয়া ॥
ভুরূভঙ্গি আকর্ষণে রঙ্গিনীর গণ।
দোলমান হৃদয় করয়ে অনুক্ষণ ॥২৯৬॥
সে হাস্য-মাধুরী যার পশিল হিয়ায়।
মরমে মরিল সেই মদন-ব্যথায় ॥
সে ভুজ-বিলাস-রস-পরশ লাগিয়া।
মানিনীর মানগণ চলে লুকাইয়া ॥

২৯১। 'ইঙ্গিতে'—নিমিষের মধ্যে।

২৯৪। 'রাতা'—রাঙ্গা। 'কমল-নয়ান'—পদ্ম-নেত্র। 'ভুরূযুগ'—ভ্রূ দুইটী।

'কামের কামান'—মদন-ধনু।

২৯৫। 'রক্তপ্রান্ত বাস'—লালপাড় কাপড়।

'মহ-মহ করে"—আমোদিত করে।

'নিজ-হিয়া...স্বতন্ত্র'—নিজের মনকে আর বশে রাখিতে পারে না; প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।

'না নিয়ড় করে'—মুদ্রিত করে না; বুজায় না।

'মথিল'—মর্দ্দন করিল; দলন করিল।

'ভুজঙ্গকুল'—সর্প-সকলকে।

'খগেন্দ্র'—গরুড় পক্ষী।

২৯৬। 'মান-মীন'—লজ্জা সরমাদি মর্য্যাদা রূপ মৎস্য। 'মান...জালে"—গৌরাঙ্গ-রূপের ঘোরে পড়িয়া মান মর্য্যাদা সব গেল।

'হরিণীনয়নীগণ'—সুন্দরীগণ।

মায়ে নমস্করি প্রভু চলে শুভক্ষণে।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি জয় হরিনামে ॥২৯৭॥
দিব্য যানে চড়ে প্রভু বয়স্য-বেষ্টিত।
দেখি সর্ব্বলোক অতি হরষিত-চিত ॥
যাত্রা করি যায় প্রভু বয়স্যের সনে।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে গায়ে সে গায়নে ॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পঠে ভাটে রায়বার।
শিঙ্গা বরগোঁ বাজে ভেউর কাহাল ॥২৯৮॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে পড়াহ মৃদঙ্গ।
দোসরি মুহরি বাজে শুনিতে আনন্দ ॥
হরি হরি বোল শুনি জয় জয় নাদ।
আনন্দে নদীয়ার লোক ভেল উনমাদ ॥
ঠেলাঠেলি ধায় লোক পথ নাহি পায়।
চমক লাগিল তথা নাগরী-সভায় ॥২৯৯॥
কেহো কেশ নাহি বান্ধে না সম্বরে বাস।
দেখিবারে ধাওয়াধাই ঘন বহে শ্বাস ॥
কাণাকাণি সানাসানি নাহি আর লাজ।
ডাকাডাকি ধায় সব নাগরী সমাজ ॥
গরবী গরব সব দূরে তেয়াগিয়া।
গৌরাঙ্গ দেখিতে ধায় উলসিত হৈয়া ॥৩০০॥
পথ বিপথ কেহো না মানে রঙ্গিণী।
অনঙ্গ-তরঙ্গে সব ধাইল রমণী ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্যযানে চায়।
গোরা-অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধায় ॥
সুরবধূগণ বিশ্বম্ভর-মুখ চাহে।
চতুর্দ্দিকে দিব্য নারী সুমঙ্গল গায়ে ॥৩০১॥

বিহাগড়া রাগ।

জয় জয় জয়, চৌদিক সুখময়,
গৌরাঙ্গচাঁদের বিবাহ রে।
কুলবধূ মেলি, দেই হুলাহুলি,
আনন্দে মঙ্গল গাহ রে ॥ ধ্রু ॥
ন্যাস বেশ করি, পাটশাড়ী পরি,
কাজর দেই নয়ানে।
বিশ্বম্ভর-বিহা, সব জন মেলি,
সাজিয়া করল পয়ানে ॥৩০২॥
হার কেয়ূর, কঙ্কণ কঙ্কিণী,
নূপুর পরল ঝাট।
অলকা-নিকটে, সিন্দুর ললাটে,
চন্দন-বিন্দু তার হেঠ ॥
তাম্বূল অধরে তাম্বূল বামকরে,
লীলায় ঢুলি ঢুলি যায়।
দেখি বিশ্বম্ভর, যেন পাঁচশর,
ধৈরয না ধরে হিয়ায় ॥৩০৩॥
তাম্বূল-চর্ব্বণে, হাসিয়া-বয়ানে,
কুন্দ-দশন বিকসি।
বান্ধুলি-অধরে, দশন-মধুকরে,
পাশে মধুলোভে বসি ॥
নাগরী সারি সারি, চলিলা কুতুহলী,
মরাল-গমন সুঠাম।
মদনরস সব, বিথার অন্তরে,
থির বিশাল নয়ান ॥৩০৪॥
নানা বাদ্য বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
মৃদঙ্গ পড়াহ কাহাল।

২৯৮। 'বয়স্য' = সম-বয়স্ক ; বন্ধু। 'নাটুয়া' = নর্ত্তক। 'রায়বার' = স্তুতিবাণী। ৩০৩। 'তার হেঠ' = তার মাথায়, উপরে। 'পাঁচশর' = কামদেব। ৩০৪। 'হাসিয়া-বয়নে' = হাসি হাসি মুখে। 'কুন্দ-দশন বিকসি' = কুন্দফুলের ন্যায় শুভ্র দন্তশ্রেণী শোভা পাইতেছে।

আনন্দে দুন্দুভি, বাজয়ে ডিণ্ডিমি,
মুহরি বাজয়ে রসাল ॥
বীণা কপিলাস, বেণু মন্দভাষ,
রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজে।
নদীয়া-নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
মঙ্গল-বাধাই বাজে ॥৩০৫॥
গৌরচন্দ্র-মুখ, দেখি সর্ব্ব লোক,
আনন্দ নদীয়া-সমাজ।
কোটি কাম জিনি, সে রূপ বাখানি,
নিরখি না রহে লাজ ॥
ফুয়ল কবরী, চীর না সম্বরি,
ধায়ে উনমত-বেশা।
পাসরি পতি সুত, বদন সুবেকত,
হিয়া-পরি ফেলে কেশা ॥৩০৬॥
ধনি ধনি ধনি, কহয়ে রমণী,
আন না শুনয়ে বাণী।
চৌদিকে হাটে বাটে, নাগরীর ঠাটে,
দেখিতে করল উঠানি ॥
কেহো বীণা বায়, কেহো গীত গায়,
কেহো বা ধায় উল্লাসে।
চৌদিকে জয় জয়, মঙ্গল বিজয়,
কহয়ে লোচন দাসে ॥৩০৭॥

—

ভাটিয়ারী রাগ। দিশা।

আলো দেখ অপরূপ গোরা
পরাণ-পুতুলী নবদ্বীপে ॥ ধ্রুং ॥
ভয় নাহি হিয়ায়—যে বলে সে বলু লোকে।
হেন মন করিছে—গোরা তুলিয়া রাখি বুকে ॥
হেনমতে বল্লভ-আচার্য্য-বাটী গিয়া।
জয় জয় শব্দ হৈল আকাশ ভরিয়া ॥
শত শত দীপ জ্বলে উজ্জ্বল পৃথিবী।
ঝলমল করে তাহে গোরা-অঙ্গের ছবি ॥
তবে ত বল্লভ-মিশ্র পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
ঘরেরে আনিলা বর মঙ্গল করিয়া ॥৩০৮॥
তবে সেই মহাপ্রভু ছোড়লাতে গিয়া।
দাণ্ডাইলা পীঠোপরি উল্লসিত হৈয়া ॥
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া বদন।
তাহাতে ঈষত হাসি অমিয়া-মিলন ॥
তপত কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ।
সুমেরু-পর্ব্বত জিনি দেহের গঠন ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ ভুজে রতন-অঙ্গুরী।
অরুণ-কিরণ করতল ঝলমলি ॥৩০৯॥
দিব্য সে মালতী-মালা দোলে গোরা-অঙ্গে।
সুমেরু-উপরে যেন গঙ্গার তরঙ্গে ॥
মুকুটের নিকটে ললাট ভাল সাজে।
কাম-কোটি কাতর হেরিয়া রহে লাজে ॥

'মরাল-গমন' = রাজহংসের ন্যায় মৃদু-মন্থর গতি। 'সুঠাম' = সুমনোহর। 'বিথার' = বিস্তারিত; পরিপূর্ণ। 'থির' = স্থির। 'বিশাল' = বিস্তৃত।

৩০৫। 'মঙ্গল-বাধাই' = মঙ্গল-বাজনা, মঙ্গল-ঘোষণা।

৩০৬। 'ফুয়ল কবরী' = আলগা খোপায়; এলো চুলে।

'চীর না সম্বরি' = এলোমেলো কাপড়ে। 'উনমত-বেশা' = পাগলের বেশে।

৩০৭। 'ধনি' = ধন্য। 'বাটে' = পথে। 'ঠাটে' = দল। 'দেখিতে করল উঠানি' = দেখিবার জন্য ছুটিতে লাগিল।

৩০৯। 'ছোড়লাতে' = উঠানে বরের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা ছানলাতলায়।

শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কি দিব তুলনা।
দূর কৈল মানিনীর মানের বাসনা ॥৩১০॥
হেনমতে মহাপ্রভু ছোড়লাতে আছে।
বর উরথিতে তথা আইওগণ কাছে ॥
করিয়া বিচিত্র বেশ পরি দিব্যবাস।
হাতেতে উজ্জ্বল দীপ অন্তর উল্লাস ॥
আইওগণ আগে, পাছে কন্যার জননী।
বর উরথিতে ধনী চলিলা আপনি ॥৩১১॥
সাত প্রদক্ষিণ কৈল সাত দীপ হাতে।
চরণে ঢালিল দধি হরষিত-চিতে ॥
বর উরথিয়া ধনী চলিলা আলয়।
শুভক্ষণ হৈল সেই গোধূলি-সময় ॥
তবে সেই বল্লভ আচার্য্য দ্বিজবর।
কন্যা আনিবারে আজ্ঞা দিলেন সত্বর ॥
সুসাজ্জিত সিংহাসনে বসি রূপবতী।
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ক্ষিতি ॥৩১২॥
রতন-প্রদীপ জ্বলে তার চারি পাশে।
বদন জিতিল পূর্ণচন্দ্র-পরকাশে ॥
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার রতন-কাঞ্চনে।
অন্ধকার দূরে যায় যাহার কিরণে ॥
প্রভু প্রদক্ষিণ করি ফিরে সাতবার।
করজোড় করি শিরে করে নমস্কার ॥৩১৩॥
অন্তঃপট ঘুচাইল দোঁহে দোঁহা দেখি।
দোঁহে দোঁহা দেখি দোঁহোর নাচে দুই আঁখি
চন্দ্র রোহিণী যেন একত্র মিলন।
অন্যোন্যে করয়ে দোঁহে কুসুমের রণ ॥
যেন হর পার্ব্বতী দোঁহে হৈল মেলা।
ছামুনি ছাড়িল দোঁহে আনন্দে বিভোলা ॥
চৌদিকে হরিধ্বনি জয় জয় নাদ।
নাচয়ে সকল লোক হরিষে উন্মাদ ॥৩১৪॥
তবে সে কমলাপতি বিশ্বম্ভর পঁহু।
একত্রে বসিলা বামপাশে করি বহূ ॥
লজ্জা-নম্রমুখী সে বসিলা পহুঁ-পাশে।
জামাতা পূজয়ে মিশ্র যে বিধান আছে ॥
যার পাদপদ্মে ব্রহ্মা পাদ্য নিবেদিয়া।
সৃষ্টির করতা হৈল প্রসাদ পাইয়া ॥৩১৫॥
হেন সে পদারবিন্দে পাদ্য দেই মিশ্র।
যাহার ধেয়ানে ঘুচে সংসার-তমিস্র ॥
মহেন্দ্র যাহারে দিল নৃপ-সিংহাসন।
হেন জানে দেই মিশ্র পীঠের আসন ॥
যে প্রভু বসন ধরে দিব্য পীতবাস।
তাহারে বসন দেই—শুনিতে তরাস ॥৩১৬॥
এইমতে ক্রমে ক্রমে যে বিধি আছিল।
যজ্ঞ আদি যত কর্ম্ম সব নিবড়িল ॥
বল্লভ-আচার্য্য-সম নাহি ভাগ্যবান্।
আপনে বৈকুণ্ঠনাথ লৈল কন্যাদান ॥
কি কহিব বল্লভ মিশ্রের ভাগ্যরাশি।
যার ঘরে কৈলা প্রভু এ পঞ্চ-গরাসি ॥৩১৭॥

৩১১। 'উরথিতে' = মাঙ্গলিক অভ্যর্থনা করিতে।

৩১২। 'আলয়' = বাড়ীর ভিতর।

৩১৩। 'জিতল পূর্ণচন্দ্র-পরকাশে' = পূর্ণচন্দ্রের সমুজ্জ্বল সুস্নিগ্ধ শোভাকে জয় করিল।

৩১৪। 'অন্তঃপট' = আবরণ।

'কুসুমের-রণ' = অনঙ্গ-যুদ্ধ। 'ছামুনি' = সঙ্কোচ।

৩১৫। 'বহূ' = বধূ; বৌ।

'সৃষ্টির করতা' = সৃষ্টিকর্ত্তা। 'প্রসাদ' = অনুগ্রহ।

৩১৬। 'সংসার-তমিস্র' = ভব-বন্ধন রূপ অন্ধকার।

৩১৭। 'পঞ্চ-গরাসি' = পঞ্চগ্রাস ভোজন।

কন্যা-বরে একগৃহে ভোজন করিল।
শতশত কুলবধূ বাসরে মিলিল ॥
যুথে যুথে তরুণী আইল প্রভু-কাছে।
বেড়িয়া রহিল বিশ্বম্ভর আগে পাছে ॥
সে বদনহাস্য চন্দ্র উদয় দেখিয়া।
লজ্জা-তিমির সবার গেল পলাইয়া ॥৩১৮॥
বসিলা সুন্দরী সব প্রভুর সমীপে।
সে অঙ্গ-বাতাসে রঙ্গিণীর অঙ্গ কাঁপে ॥
বসন বচন সব স্খলিত হইল।
নয়ান আলস-যুত কাহারো হইল ॥৩১৯॥
কেহো অঙ্গ-পরশে অনঙ্গ-রঙ্গ করে।
ঢুলিয়া পড়িলা বিশ্বম্ভরের উপরে ॥
কেহো অনিমিষে থির-নয়নে নিরীখে।
চকোর চাঁদের লাগি যেন রহে সুখে ॥
নয়ন-পঙ্কজে সবে গোরা-মুখ পূজে।
নিজদেহ পরশ লাগিয়া কেহো যাচে ॥৩২০॥
পরাধীন রঙ্ক যেন মহাধন পাইয়া।
সম্বরিতে নাহি ঠাঁই—ছাড়িতে নারে মায়া ॥
নাম বিপর্য্যয় কেহো করে বাসর-ঘরে।
বিশ্বম্ভর-গুণে ভোরা পরিহাস করে ॥
কেহো বলে গোরাচাঁদ শুন মোর বোল।
গুয়াখানি দেহ—লক্ষ্মী নিঁদে হৈল ভোর ॥
আপনে তুলিয়া দেহ লক্ষ্মীর বদনে।
দেখুক সকল সখী হরষিত-মনে ॥৩২১॥

বিশ্বম্ভর-কেশ কেহো আউলাইয়া বাঁধে।
বন্ধন-আকুতি তার পরশের সাধে ॥
কেহো গুয়াখানি দেই গোরাচাঁদের মুখে।
হিয়া দরদর তার—পায় বড় সুখে ॥
অঙ্গে ঢলি পড়ে কেহো—হিয়া উতরোল।
লক্ষ্মীরে তুলিয়া দেই গোরাচাঁদের কোল ॥
কেহো বলে—হেন ভাগ্যবতী কেবা আছে।
গৌরচন্দ্র-হেন পতি মিলিয়াছে কাছে ॥৩২২॥
কোন্ তপ কৈল—কোন্ কৈল ব্রত দান।
দেব-আরাধনে কোন্ সাধিল গেয়ান ॥
কোন্ সতী পতিব্রতা আছে পৃথিবীতে।
বিশ্বম্ভর-রূপ দেখি স্থির থাকে চিতে ॥
মদন-সদন জিনি বদন সুন্দর।
মানিনীর মান-রতনবর-চোর ॥৩২৩॥
ভুজদণ্ড অখণ্ড সে হেমদণ্ড জিনি।
নিজ-বুকে ধরিতে সাধ করে রমণী ॥
লক্ষ্মী সে সকল অঙ্গ বিলাস করিব।
আমরা ইহার কবে পরশ পাইব ॥
এই আমাদের আশা হ'ব ইহার দাসী।
তবে সে দেখিব নিতি গৌর-রূপরাশি ॥৩২৪॥

ভাটিয়ারি রাগ। দিশা।

মোর প্রাণ আরে গোরাচাঁদ নারে হয় ॥ ধ্রু ॥

৩১৮। 'যুথে যুথে' = দলে দলে। 'তরুণী' = যুবতী। ৩১৯। 'স্খলিত' = শিথিল।
৩২০। 'নয়ন-পঙ্কজে' = নেত্র-পদ্মে। 'পূজে' = সাগ্রহে দর্শন করে। ৩২১। 'রঙ্ক' = অতি দরিদ্র। 'সম্বরিতে' = সামাল করিয়া রাখিতে। 'নাম-বিপর্য্যয়' = নাম উল্টাপাল্টা। 'গুয়াখানি' = পানটা।
৩২২। 'বন্ধন-আকুতি' = বাঁধিবার জন্য আগ্রহ।
৩২৩। 'মান...চোর' = মানরূপ শ্রেষ্ঠধন চুরি করে; মান ধ্বংস করে।

এইমনে রঙ্গে ঢঙ্গে প্রভাত হইল।
প্রাতঃক্রিয়া কৈল প্রভু যে বিধি আছিল ॥
বিবাহের পরদিন কুশণ্ডিকা-কর্ম্ম।
ব্রাহ্মণ ভোজন করে— ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ॥
সকল করিল প্রভু সে দিন তথায়।
আর-দিনে ঘর যাব কহিল কথায় ॥৩২৫॥
ঘরেরে চলিল যবে আনন্দিত মনে।
পরিজনে পূজা করে রতন-কাঞ্চনে ॥
একাসনে বৈসে প্রভু লক্ষ্মী বামপাশে।
চৌদিকে বেঢ়িল নারীগণ তার কাছে ॥
বল্লভ-মিশ্রের হিয়া হরিষ-বিষাদ।
যাত্রাকালে করে কন্যা-বরে আশীর্ব্বাদ ॥৩২৬॥
দূর্ব্বা ধান্য গন্ধ মাল্য গুবাক চন্দন।
জামাতারে দিয়া কিছু করে নিবেদন ॥
ধনহীন আমি ছার— নাহি করি ভাগ্য।
কি দিব তোমারে দান কিবা তোর যোগ্য ॥
কেবল আপন-গুণে কৈলে অনুগ্রহ।
ধন্য করাইলে করি কন্যা-পরিগ্রহ ॥৩২৭॥
আমি কি বলিব মোর কি আছে যোগ্যতা।
তোমার নিজ-গুণে তুমি আমার জামাতা ॥
দেব-পিতৃগণ মোরে প্রসন্ন হইল।
যখন তোমারে নিজ-কন্যা সমর্পিল ॥
তোমার অভয়-পাদপদ্মেতে শরণ।
লভিল— না দিবে দুঃখ আমারে শমন ॥৩২৮॥
যে পদ ধেয়ানে পূজে ব্রহ্মা শিব আদি।
সে পদ পূজিল বিদ্যমানে যথাবিধি ॥
আর কিছু নিবেদিয়ে শুন বিশ্বম্ভর।
এ বোল বলিতে কণ্ঠে গদগদ স্বর ॥
ছলছল করে আঁখি করুণার জলে।
লক্ষ্মী কর ধরি দিল গোরাচাঁদ-করে ॥৩২৯॥
আজি হৈতে লক্ষ্মী তোরে কৈলুঁ সমর্পণ।
জানিয়া করিবে ইহার ভরণ-পোষণ ॥
মোর ঘরে ছিলা লক্ষ্মী ঘরের ঈশ্বরী।
আজি হৈতে তোর দাসী— কুলের-বহুরী ॥
মোর ঘরে ছিল এই স্বচ্ছন্দ-আচারে।
আখটি করিয়া মায়ে করিত আহারে ॥৩৩০॥
মোর ঘরে আছিলা এ মা-বাপের কোলে।
যথা তথা হৈতে আইলে ধরে গিয়া গলে ॥
সবার দুলালী লক্ষ্মী— আমি অপুত্রক।
ঘরে ইহা বহি নাহি বালিকা বালক ॥
আমি কি বলিব— এই তোর নিজ জন।
মোহে মুগ্ধ হৈয়া বলি এতেক বচন ॥৩৩১॥
এই যে বলিল সেহ আমি মূঢ়মতি।
কি করিবে মোর মায়া তুমি যার পতি ॥
ত্রিভুবনে লক্ষ্মী-সম নাহি ভাগ্যবতী।
আমি যত বলি সব এ মায়া-পিরীতি ॥
এ বোল বলিয়া মিশ্র কৈল সম্বরণ।
ঢলঢল সকরুণ অরুণ নয়ন ॥৩৩২॥
চলিলা সে মহাপ্রভু নিজ-প্রিয় বামে।
লক্ষ্মীর সহিত চড়ে মনুষ্যের যানে ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে জয় হরি বোল।
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ-হিল্লোল ॥

৩২৭। 'কিবা তোর যোগ্য' = তোমারে দিবার মত আমার কি আছে? 'করি কন্যা-পরিগ্রহ' = কন্যাকে বিবাহ করিয়া।

'পূজিল বিদ্যমানে' = সাক্ষাৎ পূজা করিলাম।

৩৩০। 'কুলের বহুরী' = কুল-বধূ।

'স্বচ্ছন্দ আচারে' = স্বাধীনভাবে।

'আখটি' — আবদার ; বায়না।

৩৩১। 'দুলালী' = আদুরে।

ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে—আনন্দ অপার ॥৩৩৩॥
বয়স্য-বেষ্টিত প্রভু চলি যায় পথে।
অন্তরীক্ষে দেবগণ চলে দিব্যরথে ॥
এথা শচী আনন্দিত আইও-স্যুইও লৈয়া।
পুত্র-মহোৎসবে বুলে কৌতুক করিয়া ॥
সশাখ মঙ্গল-ঘট পাতিল দুয়ারে।
নারিকেল-ফল দিল তাহার উপরে ॥৩৩৪॥
নির্ম্মঞ্ছন-সজ্জ করে ঘৃত-বাতি জ্বালে।
ঘরেরে আইলা প্রভু সেই শুভকালে ॥
গৌরচন্দ্র-নির্ম্মঞ্ছন করে নারীগণ।
জয় জয় হুলাহুলি সুগীত নাচন ॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে—আনন্দ অপার।
সর্ব্বসুখময় হৈল শচীর আগার ॥৩৩৫॥
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি আনন্দ অশেষ।
লক্ষ্মী কর ধরি প্রভু গৃহে পরবেশ ॥
পুত্র আর বধূ কোলে করে শচীদেবী।
দূর্ব্বা ধান্য দিয়া বলে—হও চিরজীবী ॥
পুত্র-মুখে চুম্ব দেই বধূ-মুখ চাইয়া।
বধূ-মুখে চুম্ব দেই পুত্র নিরখিয়া ॥
সর্ব্বসুখময় হৈল শচীর আবাস।
গোরা-গুণ গায় সুখে এ লোচন দাস ॥৩৩৬॥

সিন্ধুড়া রাগ।

এইমনে নিজ-, বান্ধব-সহিত,
সুখে নিবসয়ে পঁহু।
শচীর অন্তরে, আনন্দ-পাথার,
দেখি গোরাচান্দ-বহু ॥৩৩৭॥
নদীয়া-বিনোদ গোরা,
কেলি-কুতূহলে ভোরা।
কামের কামান, ভুরু-নিরমাণ,
বাণ কাটিয়াছে তারা ॥ধ্রু॥
বয়স্যের সঙ্গে, রহস্য-বিলাস,
লীলারসময় তনু।
বিনি মেঘে মহী, এ থির-বিজুরী,
সাজাল কুসুম ধনু ॥৩৩৮॥
বয়স্যের কান্ধে, কর অবলম্বি,
পুঁথি করি বামহাতে।
দিবসের অন্তে, রম্য-রাজপথে,
সুরধনী তট তাতে ॥
সুগন্ধি চন্দন, অঙ্গে বিলেপন,
বিনোদ বিনোদ ফোটা।
তাহার সৌরভে, মনমথ ভোলে,
ধাওল যুবতী ঘটা ॥৩৩৯॥
চাঁচর-কেশের, বেশের মাধুরী,
হেরিয়া কে ধরে চিত।
কোঁচার শোভায়, লোভায় যুবতী,
না মানে গুরুর ভীত ॥
নদীয়া-নগরে, নাগরী অগোর,
রসের সাগর সবে।
গৌরচন্দ্র লীলা, দেখিয়া ভুলিলা,
দম্ভ চূর গেল তবে ॥৩৪০॥

৩৩৩। 'মনুষ্যের যানে'=পাল্কিতে।

৩৩৫। 'নির্ম্মঞ্ছন-সজ্জ'=আরতির সজ্জা অর্থাৎ বরণাদির যোগাড়। আগার=বাড়ী।

৩৩৮। 'কামের ...তারা'=কন্দর্পের ফুলধনু-স্বরূপ ভ্রূ দুইটি যেন বাণ ছুড়িতেছে।

৩৩৯। 'মনমথ-ভোলে'=কাম-ভরে।

নাগরীর গুণ, আছয়ে বাখান,
বঙ্কিম-আঁখি-কটাক্ষে।
লাজের মন্দিরে, আগুনি ভেজায়া,
লোভে পড়ে লাখে লাখে॥
নদীয়া-সুন্দরী, আপনা পাসরি,
রহল হিয়া ধেয়ানে।
লোচন দাস বলে, সে সুখ-হিল্লোলে,
অই করি অনুমানে ॥৩৪১॥

পঞ্চম অধ্যায়

প্রভুর বঙ্গবিজয়।

পঠমঞ্জরী রাগ।

ভাল দেখ অপরূপ প্রাণ-পুতলী নবদ্বীপে আরে হয়॥

আর দিনে আর কথা শুন সর্ব্বজন।
গৌরচান্দ্রর গুণ-গাথা নিতুই নূতন॥
গঙ্গা দেখিবারে গেলা বয়স্যের মেলা।
দিন-অবসানে সন্ধ্যা হৈল— রম্য বেলা॥
গঙ্গার দু'কূলে যত ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
গঙ্গা নমস্করি নিতি করয়ে স্তবন ॥৩৪২॥
কাঁখে কুম্ভ করি ধায় পুরনারীগণ।
নিরীখয়ে গঙ্গাদেবী বেকত-বদন॥
মিশ্র আচার্য্য ভট্ট পণ্ডিত অপার।
ধর্ম্মশীল কত কত উত্তম-আচার॥
সর্ব্বজন দাণ্ডাইয়া চাহে গঙ্গা-কূলে।
গঙ্গার নির্ম্মল জল শোভে নানা ফুলে ॥৩৪৩॥
গন্ধ চন্দন মালা দিব্য কদলক।
যুবক যুবতী বৃদ্ধ পূজয়ে বালক॥
ত্রৈলোক্য-পাবনী গঙ্গা বহে মহাবেগে।
আপনা না ধরে দেবী প্রভু-অনুরাগে॥
উথলিল গঙ্গাদেবী—বাঢ়িল সলিল।
কুলকুল-শব্দে পঁহু অঙ্গ পরশিল ॥৩৪৪॥
পুনঃ পরশের আশে বাঢ়ে গঙ্গাদেবী।
সন্দেহ লাগিল লোকে—মনে মনে ভাবি॥
প্রতিদিন দেখি গঙ্গা যেমন-তেমন।
আজি অপরূপ তেজ শুনিয়ে গর্জ্জন॥
মেঘ বরিষণ নাহি—বাঢ়য়ে সলিল।
খরতর স্রোত বহে—নীর উথলিল ॥৩৪৫॥
এইমনে অনুমান করে সর্ব্বজন।
গঙ্গার ভকত এক আছয়ে ব্রাহ্মণ॥
গঙ্গার প্রসাদে তার অন্তর নির্ম্মল।
ভূত ভবিষ্যৎ বিপ্র জানয়ে সকল॥
গঙ্গা আরাধনা করে জপে হরিনাম।
গঙ্গা-গৌরাঙ্গ যেন দেখে এক ঠাম ॥৩৪৬॥
এই বাঞ্ছা সেই বিপ্র করিল হৃদয়ে।
গঙ্গাতীরে কুটীর বান্ধিয়া সুখে রহে॥
গঙ্গা-মহোৎসব দেখি বাঢ়িল উল্লাস।
চিন্তিতে চিন্তিতে তাহে ভেল পরকাশ॥
গঙ্গার সমীপে রহে দেখে আচম্বিত।
বিশ্বম্ভর-মহাপ্রভু বয়স্য-বেষ্টিত ॥৩৪৭॥
গঙ্গা নিরীখয়ে প্রভু বড় অনুরাগে।
দ্বিগুণ হইল দেহ অঙ্গের পুলকে॥
করুণায় অরুণ ছলছল করে আঁখি।
দেখিয়া পাইল বিপ্র অন্তরের সাক্ষী॥

৩৪২। 'বয়স্যের মেলা' = বন্ধুগণের সহিত। 'রম্য বেলা' = মনোরম সময়।

৩৪৩। 'বেকত বদন' = হাস্যমুখে; প্রফুল্ল চিত্তে।

৩৪৭। 'তাহে ভেল পরকাশ' = তাহাতে স্ফুরণ হইল, তখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন।

৩৪৮। 'দেখিয়া . সাক্ষী' = তিনি বুঝিলেন যে, তিনি হৃদয়ে যে ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছেন সেই বস্তু এখন সাক্ষাৎ দেখিতে পাইলেন।

এই সেই ভগবান্—কভু নহে আন।
চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা প্রভু-বিদ্যমান ॥৩৪৮॥
প্রভুর নিকটে গিয়া দাণ্ডাইয়া দেখে।
অবশ হৈয়াছে প্রভু গঙ্গা-অনুরাগে ॥
গার হৃদয় প্রভু জানে মনে মনে।
আগুসরি করে গঙ্গা কর-পরশনে ॥
কর-পরশনে গঙ্গার না পূরিল আশ।
ঢেউ-ছলে করে রাঙা-চরণ-সন্তোষ ॥৩৪৯॥
মূর্ত্তিমতী হৈয়া গঙ্গা প্রভু-কাছে রহে।
করজোড় করিয়া চরণ-পদ্ম চাহে ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুলকিত সব অঙ্গ।
দেখহ সকল লোক গঙ্গা-গৌরাঙ্গ ॥
প্রভু পরশিল গঙ্গা চরণ-কমলে।
কৃতার্থ হইয়া গঙ্গা গেলা নিজ-জলে ॥৩৫০॥
গৌরাঙ্গ-নিকটে গঙ্গা কেহো না জানিল।
ব্রাহ্মণ অভীষ্ট ভরি নয়ানে দেখিল ॥
সুরধুনী-অনুরাগ পাইয়া গৌরহরি।
পুলকিত সব অঙ্গ কাঁপে থরহরি ॥
বিভোর হইয়া প্রভু বলে হরি বোল।
আবেশের ভরে নিজজনে দেই কোল ॥৩৫১॥
অরুণ বরণ ভেল প্রেমার আরম্ভে।
কদম্ব-কেশর জিনে পুলক-কদম্বে ॥
প্রভু-অনুরাগে গঙ্গা হিয়া-মাঝে রহে।
শত জলধারা আঁখি-সাগরেতে বহে ॥
লোমে লোমে বহে নীর—লোকে বলে ঘর্ম্ম।
উথলিল প্রেমসিন্ধু দ্রবময় ব্রহ্ম ॥৩৫২॥
চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দ-হিল্লোলে ॥
চমকিত ভেল সব নদীয়া-সমাজ।
গঙ্গার ভকত বিপ্র বুঝিলেক কাজ ॥৩৫৩॥
সেই ভগবান প্রভু-বিশ্বম্ভর-দেবে।
দেখিয়া সে বাঢ়ে গঙ্গা—করে অনুভবে ॥
চরণে পড়িলা বিপ্র—করে আর্ত্তনাদ।
এতদিনে গঙ্গা মোরে কৈল পরসাদ ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাহা না পায় ধেয়ানে।
হেন মহাপ্রভু আজি দেখিল নয়ানে ॥৩৫৪॥
ভূমে গড়াগড়ি যায়—কান্দে আর্ত্তনাদে।
আপনা পাসরে বিপ্র প্রেমার আনন্দে ॥
চতুর্দ্দিকে সব লোক দাণ্ডাইয়া রহে।
বেকত-বদনে বিপ্র পূর্ব্বকথা কহে ॥
অবশ ব্রাহ্মণ দেখি চলিলা ঠাকুর।
নিজ-ঘরে গেল হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥৩৫৫॥
আদি-কথা কহে বিপ্র—শুন সর্ব্বজন।
"যেমতে হইল গঙ্গাদেবীর জনম ॥
এখানে বা গঙ্গাদেবী বাঢ়ে যে কারণে।
সকল কহিয়ে—সবে শুন সাবধানে ॥
পূর্ব্বে এককালে মহামহেশ ঠাকুর।
কৃষ্ণগুণ গায় মহা আনন্দ প্রচুর ॥৩৫৬॥

৩৫১। 'অভীষ্ট ভরি' = সাধ মিটাইয়া।

৩৫২। 'উথলিল…ব্রহ্ম' = শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম সমুদ্র উথলিয়া উঠিল।

৩৫৩। 'গঙ্গার কাজ' = গঙ্গাভক্ত সেই ব্রাহ্মণ নিজের ইষ্টসিদ্ধি হইল বুঝিতে পারিলেন।

৩৫৫। 'করে অনুভবে' = সেই বিপ্র তখন বেশ বুঝিতে পারিলেন।

৩৫৬। 'আদি-কথা' = মূল কথা।

'মহামহেশ ঠাকুর' = শ্রীমহাদেব।

৩৫৭। 'সঙ্গীত… একমেলে' = তিন জনে মিশিয়া তাল-মান-লয় সহকারে অতি সুস্বরে গান করিতে লাগিলেন। 'শব্দ-ব্রহ্ম' = শব্দ রূপ ব্রহ্ম।

নারদ ঠাকুর গায়—গণেশ বাদক।
পুলকে পূরিত অঙ্গ আপাদ মস্তক॥
সঙ্গীত সুতান তিনে গায় একমেলে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল শব্দ ব্রহ্মের হিল্লোলে॥
একে সে মহেশ—তাহে কৃষ্ণের আবেশ।
নারদের বীণা—তাহে বাদক গণেশ॥৩৫৭॥
অথির হইয়া প্রভু আইলা সেই ঠাঁই।
মহেশ নারদ মিলি যথা গুণ গাই॥
কহিল—না গাও গুণ শুনহ মহেশ।
তো-সবার গান-তত্ব না বুঝোঁ বিশেষ॥
তোমার সঙ্গীত-গানে নাহি রহে দেহ।
আউলায় শরীর-বন্ধ দ্রবময় লেহ॥৩৫৮॥
শুনিয়া ঠাকুর বাণী হাসয়ে মহেশ।
গাইয়া দেখিব তত্ত্ব ইহার বিশেষ॥
ইহা বলি গায় গুণ অধিক উল্লাস।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল শব্দে এ ভূমি আকাশ॥
দ্রবিল শরীর প্রভুর—ক্ষীণ হৈল তন।
তরাসে মহেশ কৈল গান সম্বরণ॥৩৫৯॥
সম্বরণ কৈল গান—থির হৈল মতি।
সেই সে কারুণ্যজল লোকে আছে খ্যাতি॥
সেই দ্রবব্রহ্ম-নাম করুণার জল।
তীর্থরূপী জনার্দ্দন—ঘোষয়ে সকল॥
দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ এই সংসার-ভিতর।
কমণ্ডলু ভরি ব্রহ্মা রাখিল সে জল॥৩৬০॥
আছিল যে বলিরাজ প্রভুর ভকত।
তারে অনুগ্রহ লাগি ভৈ গেল বেকত॥
ত্রিপাদ থুইতে প্রভু মাগিল পৃথিবী।
ত্রিভুবন জোড়ে তাঁর দ্বিপাদ-পদবী॥
আর পাদ দিল বলির মাথার উপর।
ঐছন করুণা কভু নাহি দেখি আর॥৩৬১॥
তবে অপরূপ শুন ত্রিপাদ-মহিমা।
ত্রিজগতে ধন্য হৈল যাহার করুণা॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল সেই পদনখ-আগে।
সেই পদে পাদ্য ব্রহ্মা দিল অনুরাগে॥
প্রভু পাদাম্বুজ-জল পূজয়ে মস্তকে।
ত্রিপাদ-সম্ভবা গঙ্গা তেঁই বলে লোকে॥
হেনই ঠাকুর মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দেখহ সকল লোক নয়ান-গোচর॥৩৬২॥
দেখি গঙ্গাদেবী পূর্ব্ব সোঙরণ হৈল।
প্রেম-অনুরাগে গঙ্গা বাড়িতে লাগিল॥
গঙ্গা-পানে চাহে প্রভু অনুরাগ-দিঠে।
অমৃত অধিক গোরা-অঙ্গ লাগে মিঠে॥
চরণ পরশে পুনঃ তরঙ্গের ছলে।
অনুভবে জানিল মো—কহিল সবারে॥"
শুনিয়া সকল লোকে বাঢ়ল উল্লাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥৩৬৩॥

ধানশী রাগ। দিশা।

আরে আরে হয় হয়॥ মূর্চ্ছা॥

হেন অদভুত কথা শ্রবণ-মঙ্গল নাম রে
শুন গোরাগুণ-গাথা॥

৩৫৮। 'প্রভু' ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু।

'তোমার... লেহ'—তোমার গানের প্রভাবে আমার দেহ আর ঠিক থাকিতে পারিল না, গ্রন্থি সব শিথিল হইয়া দেহ গলিয়া গিয়া স্নেহময় জল হইয়া গেল।

৩৫৯। 'তন' = তনু ; দেহ।

৩৬০। 'জনার্দ্দন' = ভগবান্। 'ঘোষয়ে সকল' = লোকে বলে।

৩৬১। 'প্রভু' = বামনাবতার-রূপী শ্রীকৃষ্ণ। 'দ্বিপাদ-পদবী' = দুইখানি পদে।

আরে আমার গোরা-পদ-কমল মাধুরী।
ভকত ভ্রমরা উড়ি পড়ে ঘুরি ঘুরি ॥
এ মতে কতদিন গোঙাইলা সুখে।
বান্ধব-সহিতে প্রভু আনন্দ কৌতুকে ॥
একদিন মনে মনে চিন্তিল আচম্বিতে।
পূর্ব্বদেশে যাব আমি সর্ব্বলোক-হিতে ॥
পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ সর্ব্বলোকে গায়।
গঙ্গা হৈয়া গঙ্গা নহে এই সাক্ষী তায় ॥৩৬৪॥
আমার পরশে পদ্মাবতী হৈব ধন্যা।
সর্ব্বলোক আমা বহি না জানিব অন্য ॥
ঐছন যুকতি প্রভু মনে অনুমানে।
মায়েরে কহিল— যাব ধন-উপার্জ্জনে ॥
যাত্রা করি যায় প্রভু সঙ্গে নিজ-জন।
ছটফট করে শচী মায়ের জীবন ॥৩৬৫॥
কাতর-হৃদয়ে শচী কহয়ে পুত্রেরে।
শুন বাপ ! মোর বাণী যে কহি তোমারে ॥
ধন-উপার্জ্জনে দূর দেশে যাবে তুমি।
তোমা না দেখিলে সে কেমনে জীব' আমি ॥
জল বিনু যেন মীন না ধরে পরাণ।
তোমা বিনু আমার তেমনে সমাধান ॥
তোমার মুখ-চন্দ্ররূপ মনেতে ভাবিয়া।
মরি যাব ওহে বাপ ! তোমা না দেখিয়া ॥৩৬৬॥
মায়ের বচন শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিনয় করিয়া কৈল প্রবোধ-উত্তর ॥

আমার বিচ্ছেদে ভয় না ভাবিহ তুমি।
নিকটে তোমার ঠাঁই আসিব সে আমি ॥
লক্ষ্মীরে কহিল প্রভু হাসিয়া উত্তর
মাতার সেবায় তুমি রহিবে তৎপর ॥৩৬৭॥
মায়ে যত কৈল কিছু না শুনিল পঁহু।
শুভযাত্রা করি যায় হাসি লহুলহু ॥
চলিল সে মহাপ্রভু সঙ্গে নিজ-জন।
কৌতুকে ভ্রময়ে মহা আনন্দিত-মন ॥৩৬৮॥
যেখানে যেখানে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর।
দেখিয়া সেখানের লোক হয়ে ত ফাঁপর ॥
সে রূপ দেখিয়া কেহো না লেউটে আঁখি।
কেহো বলে এই রূপ অনিমিখে দেখি ॥
পুরনারীগণ বলে দেখিয়া বদন।
সফল জনম আজি সফল নয়ন ॥৩৬৯॥
কোন্ ভাগ্যবতী মায়ে ধরিল উদরে।
কভু নাহি দেখি হেন সুন্দর শরীরে ॥
হর-গৌরী আরাধিয়া কোন্ ভাগ্যবতী।
হেন রূপে হেন গুণে পাইয়াছে পতি ॥
নবীন-কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ।
সুমেরু-পর্ব্বত জিনি দেহের গঠন ॥৩৭০॥
সহজ-রূপের নাহি ভুবনে তুলনা।
যজ্ঞসূত্র অতিশয় ত হাতে শোভনা ॥
মরি যাই হেরিয়া সুন্দর মুখের হাসি।
কুলবতী-হৃদয়ে রহিল ইহা পশি ॥

৩৬৪। 'পাণ্ডব তায়' = যদিও পদ্মা গঙ্গাই বটেন, তথাপি সে দেশে পদ্মা থাকিলেও, কেহ তাঁহাকে গঙ্গার ন্যায় পবিত্র বলিয়া মনে করেন না; সুতরাং ঐ দেশে পদ্মারূপী গঙ্গা থাকা সত্ত্বেও সকলে উহাকে পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ অর্থাৎ অপবিত্র দেশ বলিয়া জ্ঞান করেন।

৩৬৬। 'সমাধান' = শেষ; মৃত্যু।

৩৬৯। 'হয়ে ত ফাঁপর' = যেন ধাঁধার পড়িয়া যায়।

'না লেউটে আঁখি' = চোক্ আর ফিরাইতে পারে না। ৩৭১। 'সহজ রূপের' = স্বাভাবিক রূপের। 'যজ্ঞসূত্র" = পৈতা। 'শোভনা" = শোভিত হইয়াছে।

দীঘল সুন্দর আঁখি পুণ্ডরীক জিনি।
অপরূপ তাহে চারু চঞ্চল চাহনি ॥৩৭১॥
কোনো ভাগ্যবতী কৃষ্ণের রসতত্ত্ব-জ্ঞাতা।
অনুমানি কহে সেই নির্যাস-বারতা ॥
দেখি যেন রাধার বল্লভ হেন ঠাম।
রাধার বরণ অঙ্গ দেখি বিদ্যমান ॥
সকল যুবতী মেলি কহিতে লাগিলা।
শুনি বিশ্বম্ভর পহুঁ উলটি চাহিলা ॥৩৭২॥
সরস-নয়ানে প্রভু চাহিলা সবারে।
প্রেমে গরগর তারা আপনা পাসরে ॥
পদ্মাবতী-স্নান কৈল যে আছিল বিধি।
চরণ-পরশে গঙ্গা-সম ভেল নদী ॥
পদ্মাবতী মহাবেগা পুলিন-সংযুতা।
কুম্ভীর-কচ্ছপ-মীনে অতি সুশোভিতা ॥৩৭৩॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন সব বৈসে তার তটে।
দিব্য পুরুষ নারী স্নান করে ঘাটে ॥
বিশ্বম্ভর-স্নানে পূতা ভেল পদ্মাবতী।
সর্ব্বজন-পাপ হরে—স্নান করে তথি ॥
প্রেমভক্তি হয় কৃষ্ণ চরণারবিন্দে
স্নান করে কভু যদি বৈষ্ণব না নিন্দে ॥৩৭৪॥
সেই পদ্মাবতী-তটবাসী যত জন।
গৌরচন্দ্র দেখি শ্লাঘ্য করিল নয়ন ॥
তবে পদ্মাবতী-তীরে ভ্রমে গৌরহরি।
সে দেশ পবিত্র কৈল শ্রীচরণ ধরি ॥
শীতল চরণ পাইয়া ধরণী শীতল।
পুলকিত হৈলা দেবী গেল অমঙ্গল ॥৩৭৫॥
সে দেশ তারিল আপে বহু যত্ন করি।
পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ দূর কৈল হরি ॥
চণ্ডাল পতিত কিবা সজ্জন দুর্জ্জন।
সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম ॥
শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার।
না মানিয়া সবারে করিল ভবপার ॥৩৭৬॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে প্রভু নৌকা সাজাইয়া।
ভবনদী পার কৈল দুঃখিত দেখিয়া ॥
যে জনারে পায় তারে ধরি কোলে করি।
কাণ্ডারীর রূপে পার কৈল গৌরহরি ॥
এহেন করুণা নাহি শুনি কোনো যুগে।
কোন্ অবতারে কোথা কেবা পাপ মাগে ॥
সবারে পবিত্র কৈল সম ভাব করি।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের করিল অধিকারী ॥৩৭৭॥
বিদ্যাদান কৈল প্রভু অশেষ-বিশেষে।
পণ্ডিত হইল সবে দিন পক্ষ মাসে ॥
দয়ার সাগর প্রভু সর্ব্ব-লোক-পতি।
করুণা প্রকাশি লোকে শুদ্ধ কৈল মতি ॥
এইমতে আছে প্রভু সজ্জন-সমাজে।
এথা লক্ষ্মী শচীদেবী আছে নবদ্বীপে ॥৩৭৮॥
পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী পতিগত-প্রাণ।
আনন্দে শচীর সেবা করয়ে বিধান ॥

'পুণ্ডরীক' = পদ্ম। 'জিনি' = জয় করিয়া।

৩৭৩। 'সরস-নয়ানে' = স্নেহময় কৃপাদৃষ্টিতে।

৩৭৫। 'শ্লাঘ্য' = সফল। 'ভ্রমে' = বেড়ান।

৩৭৬। 'আপে' = স্বয়ং; নিজে।

'পাণ্ডব……হরি' = পাণ্ডব-বর্জিত দেশ বলিয়া ঐ দেশের যে অপযশ ও অপবিত্রতা, তাহা গৌরহরি দূর করিবেন।

৩৭৭। 'কাণ্ডারী' = নাবিক।

'কোন্ … মাগে' = 'তোমাদের পাপ আমাকে দিয়া তোমরা উদ্ধার হও' এইরূপ বলিয়া আর কোন্ অবতারে জীবের পাপ এরূপ ভাবে নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন।

দেবতার সজ্জ করে গৃহ-সম্মার্জ্জন।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য গন্ধ মাল্য চন্দন॥
সব সজ্জ করি দেই দেবতার ঘরে।
তাহার চরিতে শচী আপনা পাসরে॥
বশ ভেল শচীদেবী বধূর চরিতে।
পুলকিত দেহ শচীর বধূর পিরীতে।৩৭৯॥

বিভাষ রাগ। দিশা।
হয় রে হয় না হারে জয় জয় প্রভু প্রাণ হয়। ধ্রু।

এইমতে আছে শচী বধূর সহিত।
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা না যায় খণ্ডিত॥
প্রভু না দেখিয়া লক্ষ্মী কাতর-অন্তর।
প্রভুর বিরহ তার স্ফুরে নিরন্তর॥
বিরহ হইল মূর্ত্তি সর্পের আকারে।
লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী তাহা জানিল অন্তরে॥৩৮০॥
দংশিলেক মহাসর্প লক্ষ্মীর চরণে।
অস্তব্যস্ত হৈয়া শচী গণে মনে মনে॥
দংশন জ্বালায় দেবী অথির হইল।
দেখি শচীদেবী মহা সঙ্কটে পড়িল॥
ডাকিয়া আনিল ওঝা ঝাড়ে নানা মন্ত্রে।
জিজ্ঞাসা করিল নানা ঔষধের তন্ত্রে॥৩৮১॥
অনেক যতন কৈল না লেউটে বিষ।
বড় ভয় পাইল শচী— হৈল বিমরিষ॥
প্রাপ্তিকাল দেখি সবে ছাড়িল যতনে।
গঙ্গাজলে নামাইল হরি-সঙরণে॥
গলায় তুলিয়া দিল তুলসীর দাম।
চৌদিকে বৈষ্ণব সব লয় হরিনাম॥৩৮২॥
লক্ষ্মী গেলা প্রভু-স্থানে না জানিল লোকে।
পরম অদ্ভুত সবে দেখে পরতেকে॥
আকাশের পথে রথ আনিল গন্ধর্ব্ব।
হরি বলি দেহ ছাড়ি লক্ষ্মী গেলা স্বর্গ॥
লক্ষ্মী-অংশ কোনো শক্তি স্বর্গপুরী গেল।
দেখিয়া সকল লোক বিহ্বল হইল॥
বৈকুণ্ঠে চলিলা লক্ষ্মী আপন আলয়।
পরম—লখিমী— যথা সর্ব লক্ষ্মীময়॥৩৮৩॥
তবে শচীদেবী এথা কান্দয়ে দুঃখিতা।
গুণ বিনাইয়া কান্দে স্ত্রীগণ-বেষ্টিতা॥
নয়নে গলয়ে নীর ভিজে হিয়া-বাস।
শিরে কর হানি ছাড়ে তপত নিঃশ্বাস॥
সর্ব-গুণে শীলে লক্ষ্মী-বধূ লক্ষ্মী সমা।
নদীয়া-নগরে নাহি দিবারে উপমা।৩৮৪॥
কেমনে ঘরেরে যাব একেশ্বরী আমি।
কি লাগিয়া মোরে দয়া পাসরিলা তুমি॥

৩৭৮। 'দিন পক্ষ মাসে'=দু'চারি দিনে বা পনর দিনে বা এক মাসে।

৩৭৯। 'চরিতে'=সুন্দর আচরণে।

৩৮০। 'দৈবের নির্ব্বন্ধ'=বিধির বিধান; বিধিলিপি।

৩৮৩। 'লক্ষ্মী গেলা—লক্ষ্মীময়'=শ্রীলক্ষ্মী-প্রিয়াদেবী শ্রীবৈকুণ্ঠে নিজ-প্রভুর সমীপে গেলেন, কিন্তু লোকে তাহা বুঝিতে পারিল না; কেবলে প্রত্যক্ষ এই পরম আশ্চর্য দেখিল যে, আকাশ-পথে গন্ধর্ব্বগণ একখানি রথ আনিল এবং তাহাতে চড়িয়া হরি হরি বলিতে বলিতে লক্ষ্মীপ্রিয়া যেন স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কিন্তু আসল কথা হইতেছে এই যে, লক্ষ্মী-প্রিয়ার শক্তিরূপিণী কোনও অংশ স্বর্গে চলিয়া গেলেন এবং স্বয়ং লক্ষ্মী, যিনি বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণ-পত্নী, তথা যিনি এই ধরাধামে শ্রীগৌরাঙ্গ-পত্নী হইয়াছিলেন, সেই পরম-লক্ষ্মী নিজ-গৃহ

দেব-আরাধন-সজ্জ থাকিল পড়িয়া।
আমার শুশ্রূষা কেনে গেলা ত ছাড়িয়া॥
আজি হৈতে শূন্য হৈল মোর গৃহবাস।
বিভা করি বিশ্বম্ভর গেলা ত প্রবাস॥৩৮৫॥
আরে রে পাপিষ্ঠ সর্প! কোথা ছিলে তুমি।
আমারে না খাইলা কেনে—জীত বধূখানি॥
মোর সেবা করিবারে বধূ নিয়োজিয়া।
বিদেশে চলিলা পুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া॥
কেমনে বা পুত্র মুখ চাহিব অভাগী।
কি করিব প্রাণ পোড়ে বধূকে না দেখি॥
এতেক বিলাপ দেখি যত বন্ধুগণ।
সবে বলে—শচীদেবী! কর সম্বরণ॥৩৮৬॥
যার যে নির্ব্বন্ধ আছে ঘুচাইবে কেহ।
সকল সংসার মিথ্যা সব দেহ গেহ॥
তোমারে কি বুঝাইব—তুমি সব জান।
জানিয়া শুনিয়া কেনে প্রবোধ না মান॥
শরীর ধরিলে কেহো মৃত্যু না এড়ায়।
ব্রহ্মাদি দেবতা যত তারা মৃত্যু পায়॥৩৮৭॥
কেহো আগে কেহো পাছে—মরণ সবার।
জনম মরণ মাত্র সবার ব্যভার॥
সত্য এক বস্তু কৃষ্ণ—বেদে মাত্র জানি।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সেই মূঢ়খানি॥
ইহা বলি প্রবোধিয়া সব বন্ধুগণ।
হরি হরি বলি সবে সম্বরে ক্রন্দন॥৩৮৮॥
তবে সব জন মিলি যে বিধি আছিল।
করিয়া সৎক্রিয়া সবে ঘরেরে চলিল॥
কান্দিতে কান্দিতে শচী নিজ-ঘর গেলা।
প্রবোধ করিলা সবে বন্ধুগণ মেলা॥
তবে ওথা কত দিন রহি বিশ্বম্ভর।
ঘরেরে চলিলা প্রভু হরিষ-অন্তর॥৩৮৯॥
রজত কাঞ্চন বস্ত্র মুকুতা প্রবাল।
সকল বৈষ্ণব পূজা করিল অপার॥
ঘরেরে আইলা প্রভু নানা ধন লৈয়া।
মাতৃ-স্থানে দিল ধন হরষিত হৈয়া॥
নমস্কার করি প্রভু নেহারে বদন।
বিরস-বদন শচী—না কহে বচন॥
পুনরপি পদধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
মলিন-বদন শচী—না কহে উত্তর॥
যে কিছু আনিল ধন মায়ে নিবেদিয়া।
ধীরে ধীরে কহে প্রভু বিস্মিত হইয়া॥
কেনে হেন মাতা! তোমার মলিন বদন।
তোমারে দুঃখিত দেখি পোড়ে মোর মন॥
এ বোল শুনিয়া শচী গদগদ ভাষ।
ঝরয়ে আঁখির নীর ভিজে হিয়া-বাস॥৩৯১॥
কহিতে না পারে কিছু—সকরুণ কণ্ঠ।
কহিল—আমার বধূ গেলা ত বৈকুণ্ঠ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু বিরস-অন্তর।
ছলছল করে আঁখি করুণার জল॥
মায়েরে বলিলা প্রভু—শুনহ বচন।
পূর্বকথা কহি তার জন্মের কারণ॥৩৯২॥
ইন্দ্রের অপ্সরা নৃত্য করে এককালে।
দৈবের নির্বন্ধে পদ-স্খলন হৈল তারে॥

শ্রীবৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলেন, যেখানে সমস্ত সুন্দরীগণই হইতেছেন লক্ষ্মী স্বরূপিণী।

৩৮৬। 'জীত বধূখানি'=আমার বধূটি বাঁচিয়া যাইত। ৩৮৮। 'মূঢ়খানি"=সে একটি বিষম মূর্খ। ৩৮৯। 'মেলা'=মিলিয়া। 'ওথা"=পূর্ব্ব দেশে। ৩৯১। 'মায়ে নিবেদিয়া'=মাতার নিকট

তালভঙ্গ হৈল-- শাপ দিল সুরেশ্বরে।
পৃথিবীতে জন্ম' গিয়া মনুষ্যের ঘরে॥
শাপ দিয়া পুন দয়া ভেল দেবরাজে।
দুঃখ না পাইবা বৈল হৈব বড় কাজে॥৩৯৩॥
পৃথিবীতে অবতার হইব ঈশ্বর।
তার বধূ হৈবা তুমি দিল এই বর॥
তবে ত আসিবা তুমি এই ইন্দ্রপুরী।
কহিল সকল– সেই ইন্দ্রের সুন্দরী॥
শোক না করিহ তুমি শুন মোর মাতা।
নির্ব্বন্ধ না ঘুচে যেই লেখয়ে বিধাতা॥৩৯৪॥
পুত্রের বচন শচী শুনে সাবধানে।
না করিল শোক—কিছু না করিল মনে॥
এ বোল বলিয়া বিশ্বম্ভর পাইল চিন্তা।
আত্ম-সঙ্গোপন করে— কহে নানা কথা॥
কহয়ে লোচন দাস— শুনহ বিচিত্র।
লক্ষ্মী-স্বর্গ-আরোহণ গৌরাঙ্গ-চরিত্র॥৩৯৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রভুর দ্বিতীয় বিবাহ

গান্ধার রাগ। দিশা।

ওকি হোরে গৌরাঙ্গ জয় জয়॥ ধ্রু॥

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
আনন্দে গোঙায় দিন শচীর কোঙর॥
সুখে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব সহিতে।
শচীর হৃদয়ে দুঃখ ভেল আচম্বিতে॥
বধূ-শূন্য গৃহ দেখি পায়ে বড় চিন্তা।
বিশ্বম্ভরে বিভা দিব করে মনঃকথা॥৩৯৬॥
মনে অনুমান করি করিল নিশ্চয়।
আছে একখানি কন্যা যদি ভাগ্যে হয়॥

সমর্পণ করিয়া। 'হিয়া-বাস'=বুকের কাপড়।

৩৯৩। 'দৈবের .... তারে'= দৈবাৎ তার পা বেতাল হইল।

৩৯৩-৩৯৪। 'ইন্দ্রের ··· বিধাতা'=এখানে অনেকের মনে স্বত:ই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, তাই ত এ আবার কি? স্বর্গের একটি অপ্সরা হইলেন পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবানের পত্নী! ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে! ইহা যে বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতেছে! বস্তুত: প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ পত্নী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া হইলেন বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণ-প্রিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবী, তথা দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া শ্রীসত্য-ভামা দেবী এবং অযোধ্যাধিপতি শ্রীরাম-মহিষী শ্রীজানকীদেবী। ইন্দ্রের অভিশাপগ্রস্ত ঐ স্বর্গীয় অপ্সরাটি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেয়সী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর দেহে আসিয়া মিলিত হইলেন মাত্র এবং লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী যখন দেহ ত্যাগ করিয়া নিজলোক শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিলেন, তখন ঐ অপ্সরাও শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ঐ ঘটনা পূর্ব্বে ৩৮৩ দাগের দুগ পয়ারগুলিতে বিবৃত হইয়াছে।

এখানে অপর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীগৌরচন্দ্র তদীয় সুপ্রচ্ছন্নাবতার গোপন করিবার নিমিত্তই ঐরূপ স্তোকবাক্যে জননীর সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন।

কাশীনাথ নামে দ্বিজ দেখিল সম্মুখে।
অন্তর কহিল শচী নিভৃতে তাহাকে ॥
সনাতন-পণ্ডিতের ঘরে যাহ তুমি।
প্রবন্ধ করিয়া কহ যে কহিয়ে আমি ॥৩৯৭॥
সর্ব্বগুণে শীলে এই আমার তনয়।
তাহার কন্যার যোগ্য যদি মনে লয় ॥
এতেক বচন শচী দ্বিজেরে কহিলা।
শুনি কাশীনাথ দ্বিজ সত্বরে চলিলা ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন বসি আছে ঘরে।
কাশীনাথ দ্বিজ-বর গেলা তথাকারে ॥৩৯৮॥
আইস আইস বলি দিল আসন বসিতে।
কি কাজে আইলা — কহে হাসিতে হাসিতে ॥
কাশীনাথ কহে — শুন শুন হে পণ্ডিত।
কহিব সকল কথা যে হয় উচিৎ ॥
তুমি সর্বশাস্ত্র জান — ধন্য পৃথিবীতে।
কি আছয়ে যত গুণ তোর অবিদিতে ॥
পরম-ধার্ম্মিক তুমি — বিষ্ণু পরায়ণ।
নিজ-ধর্ম্মপর যেই — বলিয়ে ব্রাহ্মাণ ॥৩৯৯॥
ঐহন জানিয়া শচী বিশ্বম্ভর মাতা।
ডাকিয়া কহিলা মোরে অন্তরের কথা ॥
পাঠাইয়া দিলা মোরে তোমা-বরাবর।
অবধান করি শুন যে কহি উত্তর ॥
আপনা বলিয়ে তোরে কহি নিজ-মর্ম্ম।
আপনে বুঝিয়া কর যে জুয়ায় কর্ম্ম ॥
তোমার কন্যার যোগ্য বর — বিশ্বম্ভর।
কহিল সকল কথা — যে দেহ উত্তর। ৪০০॥
শুনি সনাতন মিশ্র মনে অনুমানি।
বন্ধুর সহিত কথা দঢ়াইল বাণী ॥
কাশীনাথ পণ্ডিতেরে কহে সনাতন।
আপন-অন্তর কহি — শুন মহাজন ॥
এই মনঃকথা মোর রজনী দিবস।
প্রকট-বদনে কহি নাহিক সাহস ॥৪০১॥
আজি শুভদিন পরসন্ন ভেল বিধি।
জামাতা হইব বিশ্বম্ভর গুণনিধি ॥
আপনার ভাগ্যতত্ত্ব জানিলাম তবে।
আপনে সে শচী দেবী গোচরিল যবে ॥
মোর ভাগ্য-সম ভাগ্য কাহার হইব।
পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দে কন্যা সমর্পিব ॥৪০২॥
সদা যার পাদপদ্ম পূজে ব্রহ্মা শিব।
সে চরণে কন্যা দিয়া আমিহ অর্চ্চিব ॥
আগুসরি কাশীনাথ চলে দ্বিজোত্তমে।
কহিল — কহিও শচীদেবীর চরণে ॥
সময় নির্ণয় করি পাঠাব ব্রাহ্মণ।
শুভকার্য্য অনুবন্ধে করিহ যতন ॥৪০৩॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন কহিলা উত্তর।
কাশীনাথ দ্বিজোত্তম চলিলা সত্বর ॥
শচীর চরণে আসি করি পরণাম।
কহিল সকল কথা তাঁর বিদ্যমান ॥

৩৯৬। 'কোঙর' = কুমার ; পুত্র ; ছেলে।
৪০২। 'গোচরিল' = জানাইল।
৪০৩। 'শুভকার্য্য অনুবন্ধে' — শুভ বিবাহ কাজের সংঘটন নিমিত্ত।

অতি হরষিতা শচী উত্তর পাইয়া।
পুত্র বিবাহের কার্য্য করেন হাসিয়া ॥৪০৪॥
নানাদ্রব্য আহরণ করে শচী ধন্যা।
কোনো ছলে দেখিবারে যায় সেই কন্যা ॥
তবে সেই সনাতন—পণ্ডিত-উত্তম।
কতদিন বহি তথা পাঠাইল ব্রাহ্মণ ॥
শচীর চরণে মোর কহিও বচন।
গোচরিহ পূরবে যে কহিল ব্রাহ্মণ ॥৪০৫॥
মোর ভাগ্যে আজ্ঞা যদি করে সেই কথা।
সত্বরে আসিহ কার্য্য করি যেন হেথা ॥
পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ শ্রীশচীনন্দন।
তারে কন্যা দিলে হবে সংসার-মোচন ॥
শুনিয়া চলিলা বিপ্র শচীর ভবনে।
হাসিয়া প্রণাম কৈল শচীর চরণে ॥৪০৬॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন পাঠাইলা মোরে।
নিজ-মর্ম্ম নিবেদন করিতে তোমারে ॥
তার ভাগ্যে আজ্ঞা যদি কর তুমি ধন্যা।
তব পুত্র বিশ্বম্ভরে দেই নিজ-কন্যা ॥
'ভাল ভাল' বলি শচী অতি হরষিত।
আমার সম্মত কার্য্য করহ ত্বরিত ॥৪০৭॥
এ বোল শুনিয়া দ্বিজ অতি হৃষ্টমনে।
কহিতে লাগিলা কিছু মধুর বচনে ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভর-হেন পতি পাব।
'বিষ্ণুপ্রিয়া'-নাম তার যথার্থ হইব ॥
শ্রীকৃষ্ণেরে পতি যেন পাইল রুক্মিণী।
ঐছন হইব ইহা হিয়া অনুমানি ॥৪০৮॥

এ বোল শুনিয়া শচী অতি হরষিতা।
ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া পণ্ডিতেরে কথা ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন বড় তুষ্ট হৈলা।
বিবাহ-উচিত কর্ম্ম করিতে লাগিলা ॥
নানাদ্রব্য অলঙ্কার করে মহামতি।
অধিবাস করিবারে করিল যুকতি ॥৪০৯॥
গণক আনিয়া কৈল বচন বিনয়।
বিষ্ণুপ্রিয়া-বিভা দিব—করহ সময় ॥
গণক কহিল—শুন, শুন হে পণ্ডিত।
আসিতে দেখিল গৌরচন্দ্র আচম্বিত ॥
তারে দেখি আনন্দিত ভেল মোর মন।
কৌতুকে তাহারে আমি যে কৈল বচন ॥
কালি শুভ অধিবাস হইব তোমার
বিবাহ হইব—শুন বচন আমার ॥৪১০॥
এ বোল শুনিয়া তেঁহো কহিল উত্তর।
কহ কোথা কার বিভা কেবা কন্যা বর ॥
আমার সাক্ষাতে কথা কহিল কথন।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি কর আচরণ ॥
গণকের মুখে শুনি এ সব বচন।
ধৈর্য্য অবলম্বি কিছু না কৈল তখন ॥৪১১॥
সনাতন পণ্ডিত সে চরিত্র উদার।
বন্ধুগণ লৈয়া করে অনুমান সার ॥
নানাদ্রব্য কৈলুঁ নানা কৈলুঁ অলঙ্কার।
কাহারে কি দোষ দিব—করম আমার ॥
আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি।
অকারণে আদর ছাড়িলা গৌরহরি ॥৪১২॥

৪০৮। 'বিষ্ণুপ্রিয়া-নাম .... হইব' = তাহা হইলে সে বিষ্ণুরূপী শচীনন্দনের পত্নী অর্থাৎ প্রিয়া হইবে বলিয়া তাহার 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাম সার্থক হইবে।

৪০৯। 'বিবাহ-উচিত কর্ম্ম' = বিবাহের যথাযোগ্য কার্য্য-সমূহ। ৪১০। 'অধিবাস' = গায়ে হলুদ প্রভৃতি বিবাহের প্রাথমিক শুভানুষ্ঠান-সমূহ।

গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধ-সুখ-ধন হারাইয়া।
হাহা গৌরচন্দ্র বলি ভূমিতে পড়িয়া॥
ফুকারি ফুকারি কান্দে—বলে হরি হরি।
তোমা না দেখিয়া বিশ্বম্ভর! আমি মরি॥
জয় পণ্ডিতের পরিত্রাণ বিশ্বম্ভরে।
রাখিলে ভীষ্মক-বাঞ্ছা বিদর্ভ-নগরে॥৪১৩॥
জয় রুক্মিণীর বাঞ্ছা-রক্ষক মুরারি।
আনিলে সে অকুমারী যতেক সুন্দরী॥
তা-সবা করিলা বিভা জানি তার মর্ম্ম।
মোর কন্যা বিভা কর তুমি সত্যধর্ম্ম॥
মোরে ঘৃণা না করিবে পতিত বলিয়া।
কত কত পতিতেরে লৈয়াছ তারিয়া॥৪১৪॥
জয় বিশ্বম্ভর জগজ্জন-ত্রাণদাতা।
জয় সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিধির বিধাতা॥
মুই সে অধমাধম মতি অতি মন্দ।
কভু না পাইল তোর ভজনের গন্ধ॥
অন্তরে জন্মিল দুঃখ—করিল উদ্গার।
সন্তপ্ত-হৃদয়ে কহে ব্রাহ্মণী তাহার॥৪১৫॥
কুলজা সলজ্জা কুলবতী পতিব্রতা।
সর্ব্বগুণে শীলে সেই বিষ্ণুর ভকতা॥
স্বামি-দুঃখ দেখিয়া পাইল বড় দুখ।
লজ্জা পরিহরি কহে স্বামীর সম্মুখ॥
আপনে সে বিশ্বম্ভর না করিল কাজ।
তোমারে কি দোষ দিবে নদীয়া-সমাজ॥৪১৬॥
আপনে সে না করিলা বিশ্বম্ভর হরি।
তোমার শকতি কিবা করিবারে পারি॥
স্বতন্ত্র পুরুষ প্রভু সবার ঈশ্বর।
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি যাহার কিঙ্কর॥
সে জন কেমতে তোমার হইবে জামাতা।
শান্ত কর মন—স্মর কৃষ্ণের বারতা॥৪১৭॥
শকতি সম্ভবে নাহি—শোক অকারণ।
বলিতে ডরাঙ—দুঃখ ঘুচাহ এখন॥
এতেক বচন যবে তার প্রিয়া বৈল।
পণ্ডিত শ্রীসনাতন দুঃখ সম্বরিল॥
বান্ধব-সহিত এই যুক্তি নির্ম্মড়িল।
আমার কি দোষ—বিশ্বম্ভর না করিল॥৪১৮॥
ইহা বহি কারে কিছু না বলিল বাণী।
অন্তরে দুঃখিত হৈলা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
অন্তর চিন্তিত পুন খেদ উপজিল।
হা হা বিশ্বম্ভর-দেব মোরে লজ্জা দিল॥
জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জাভয়-হারী।
জয় জয় গজকে কুম্ভীর-মুখে তারি॥৪১৯॥
পাণ্ডবের পরিত্রাণ রুক্মিণী-জীবন।
জয় জয় অহল্যার দুস্কৃতি-মোচন॥

৪১৩। 'রাখিলে...বিদর্ভ নগরে"=বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মক মহারাজার কন্যা শ্রীরুক্মিণী দেবীকে বিবাহ করিয়া ভীষ্মকের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলে।

৪১৪। 'জয়........মুরারি"=শ্রীরুক্মিণীদেবী লোক মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণের কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করেন। কিন্তু তদীয় ভ্রাতা কৃষ্ণ দ্বেষী রুক্মী চেদিরাজ শিশুপালকে নিজ ভগ্নী দিতে মন স্থ করিলেন। অনন্তর রুক্মিণীদেবীর কাতর প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভ নগরে গমন করিয়া শিশুপালাদি সমস্ত রাজন্যবর্গকে পরাজিত করতঃ শ্রীরুক্মিণীদেবীকে দ্বারকায় আনয়ন পূর্ব্বক তদীয় পাণিগ্রহণ করেন।

'অকুমারী'=বিবাহ যোগ্যা রাজকুমারীগণ।

৪১৬। 'কুলজা'=সদ্বংশ-জাতা।

৪১৭। 'কৃষ্ণের বারতা'=কৃষ্ণ-কথা।

৪১৮। 'নির্ম্মড়িল"=দৃঢ় করিল।

এইমত বহু স্তব কৈল বিপ্রবর।
জানিল গৌরাঙ্গ প্রভু জগত-ঈশ্বর॥
তবে ত সকল কথা শুনি বিশ্বম্ভর।
কেনে হেন বৈল—দুঃখ ভাবিল অন্তর॥৪২০॥
আমার ভকত দোঁহে দুঃখ পাইল চিতে।
কৌতুকে কহিল কথা হাসিতে হাসিতে॥
প্রিয় একজন ছিল বয়স্যের মাঝে।
নিভৃতে কহিল তারে যত মন আছে॥
কোনো কথাচ্ছলে যাহ পণ্ডিতের ঘর।
আমি নাহি জানি কহিও আপন উত্তর॥
কৌতুক-রহস্যে আমি গণকে কহিল।
না বুঝিয়া কার্য্যে কেনে অবহেলা কৈল॥৪২১
কার্য্য-অবহেলা—তাহে নাহিক অধিক।
সে দোঁহার চিত্তে দুঃখ—এ নহে উচিত॥
"মায়ে যে বলিল তাতে কি আছয়ে কথা।
তাহার উপরে আর কে করে অন্যথা॥
মিছা কার্য্য-ক্ষতি মিছা দুঃখ ভাব' চিতে।
করহ বিভার কার্য্য যে হয় উচিতে"॥
এতেক শিখাইয়া প্রভু ব্রাহ্মণে পাঠাইল।
সনাতন পণ্ডিতে সে সকল কহিল॥৪২২॥

রামকেলি রাগ। দিশা।

হরি রাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেম-গোরা।
মোর প্রাণ আরে গোরাচান্দ নারে হয়॥ধ্রু॥
তবে ত পণ্ডিত অতি হরষিত-মনে।
আনন্দে করয়ে শুভদিন শুভক্ষণে॥
এথা প্রভু গৌরচন্দ্র ঐছন জানিয়া।
শুভদিন করে ঘরে গণক আনিয়া॥
চর্চ্চিয়া করিল দিন সময় বিচিত্র।
শুভকাল শুভলগ্ন তিথি সুনক্ষত্র॥৪২৩॥
অধিবাস-কালে যত ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
মিলিয়া করয়ে প্রভুর শুভ প্রয়োজন॥
আনন্দিত শচীদেবী আইও-সুইও লৈয়া।
পুত্র-মহোৎসব করে নানা দ্রব্য দিয়া॥
তৈল হরিদ্রা আর ললাটে সিন্দুর।
খই কদলক আর সন্দেশ তাম্বুল॥৪২৪॥
আনন্দে মঙ্গল গায় যত আইওগণ।
প্রভু অধিবাস করে যতেক ব্রাহ্মণ॥
ধূপ দীপ পতাকা শোভিত দিগন্তরে।
স্বস্তিবাচন-পূর্ব্ব দেবপূজা করে॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে বাজে শুভ শঙ্খ।
নানাবিধ বাদ্য বাজে পটাহ মৃদঙ্গ॥৪২৫॥

৪১৯। 'গজকে .. .. তারি'=এই বৃত্তান্ত ৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪২০। 'পাণ্ডবের পরিত্রাণ'=জতুগৃহ দাহ প্রভৃতি বিপদ হইতে পাণ্ডবগণের উদ্ধারকারী।

'অহল্যার দুষ্কৃতি মোচন' =ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে গৌতম-পত্নী পাষাণ-রূপিণী শ্রীঅহল্যাদেবীর উদ্ধার-বার্ত্তা সকলেই রামায়ণে অবগত আছেন।

'কেনে হেন বৈল'—এমন কথা কেন বলিলাম অর্থাৎ মহাপ্রভু কাশীনাথ ঘটককে যে বলিয়াছিলেন 'কহ কোথা কার বিভা কেবা কন্যার বর' (ইহার পূর্ব্বে ৪১১ দাগ দ্রষ্টব্য) সেই কথা।

৪২১। 'আমি উত্তর'=আমি যেন কিছুই জানি না বা তোমাকে যেন আমি কিছু বলি নাই, তুমি যেন তোমার নিজের কথাই বলিতেছ এই ভাবে কথা বলিও।

৪২২। 'কার্য্য অবহেলা ....অধিক'= বিবাহের কথায় যে আস্থা করি নাই, তার জন্য বেশী কিছু ভাবিতেছি না, কিন্তু।

চৌদিকেতে কুলবধূ দেই জয় জয়।
প্রভু-অধিবাস কৈল উত্তম সময় ॥
গন্ধ চন্দন মাল্যে পূজিল ব্রাহ্মণ।
কর্পূর তাম্বুল আর ভূরি বিভূষণ ॥
হেনকালে শ্রীযুত পণ্ডিত সনাতন।
অতিশ্রদ্ধা-যুত সেই উলসিত-মন ॥৪২৬॥
ব্রাহ্মণ পাঠাইল আর বিপ্র সাধ্বীগণ।
জামাতার অধিবাস করিবারে মন ॥
আপনে আপন-কন্যার অধিবাস করে।
ঝলমল করে অঙ্গ রত্ন-অলঙ্কারে ॥
দেব-পূজা পিতৃ-পূজা করে যথাবিধি।
অধিবাস কালে জয় জয় নিরবধি। ৪২৭।
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে বাজে শুভশঙ্খ।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে বাজয়ে মৃদঙ্গ ॥
হেনমতে দুইজনের অধিবাস হৈল।
বধূগণ রাত্রিশেষে জলকে সাহিল ॥
নানাবিধি বাদ্য বাজে জয় হুলাহুলি।
রস ভরে রমণী চলিল ঢুলি ঢুলি ॥৪২৮॥
রসের আবেশে মনে কত উঠে ভাব।
গৌরাঙ্গ-মাধুর্য্যরস হৃদয়ের লাভ ॥
সুচন্দ্রিম রজনীতে সুমঙ্গল-গীত।
বিষ্ণুপ্রিয়া-বিবাহে সে করিল বিহিত ॥
এইমতে জল সাহি কুলবধূগণ।
প্রভাত-সময়ে আইল শচীর ভবন ॥
প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ কৈল যে ছিল বিধান ॥

দেব-পূজা পিতৃ-পূজা করি সমাধান।
বিবাহ-উচিত প্রভু কৈল পুন স্নান ॥৪২৯॥
নাপিতে নাপিত-ক্রিয়া করিল তখন।
অঙ্গ-উদ্বর্ত্তন করে কুলবধূগণ ॥
গন্ধ আমলকী দেই তৈল হরিদ্রা।
শ্রীঅঙ্গ-পরশে কেহো সুখে গেল নিদ্রা ॥
কেহো পাদ-সম্মার্জ্জন করে হরষিতা।
বেকত-বদন কেহো লজ্জা রহে কোথা ॥৪৩০॥
নয়নে গলয়ে কারো হরিষের নীর।
অঙ্গের বাতাসে কারো কাঁপয়ে শরীর ॥
উনমত নারীগণ করে অভিষেক।
পুরুবের মনঃকথা করে পরতেক ॥
অঙ্গ হেলি পড়ে কেহো গঙ্গাজল ঢালে।
জয় হুলাহুলি শুনি সুমঙ্গল রোলে ॥৪৩১॥
নদীয়া-নগরে ভেল আনন্দ উৎসাহ।
সর্ব্ব সুমঙ্গল—বিশ্বম্ভরের বিবাহ ॥
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
অঙ্গের সুবেশ করে যতেক জুয়ায় ॥
দিব্য রত্ন-অলঙ্কার রক্তপ্রান্ত বাস।
মহ-মহ করে গোরা-অঙ্গের বাতাস ॥৪৩২॥
সহজে শ্রীঅঙ্গ-গন্ধ আর দিব্য-গন্ধ
চন্দন-তিলক ভালে আর মুখচন্দ্র ॥
নখচন্দ্র শোভা করে অঙ্গুলে অঙ্গুরী।
ঝলমল অঙ্গ-তেজ – চাহিতে না পারি ॥
অতি সুকোমল রাঙ্গা অধর বিম্বক।
শ্রবণে শোভয়ে গণ্ড কুসুম কন্দক ॥৪৩৩॥

'মায়ে ... কথা' = শচীমাতা যাহা বলিয়াছেন তাহা হবেই, তাতে আর কথা বলিবার কে আছে ?

৪২৪। 'শুভ প্রয়োজন' = শুভ কার্য্য।

৪২৫। 'স্বস্তিবাচন পূর্ব্ব" = মঙ্গলসূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়া। ৪২৬। 'ভূরি' = অনেক।

৪৩১। 'পুরুবের" = ব্রজলীলার।

৪৩২। 'মহ মহ করে' = সর্ব্বদিক্ আমোদিত করে।

৪৩৩। 'বিম্বক = পাকা তেলাকুচা ফলের ন্যায়

অঙ্গদ কঙ্কণ করে—চরণে নূপুর।
দেখিয়া নাগরী-হিয়া করে দুরদুর্॥
বেঢ়িলা গৌরাঙ্গে যত নাগরীর গণ।
শশধর বেঢ়ি যেন তারার শোভন॥
মদন-মদেতে মত্ত হৈলা সব নারী।
লজ্জা-ভয় তেজিয়া রহিলা মুখ হেরি॥৪৩৪॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন এথা নিজ-ঘরে।
নিজ-কন্যা ভূষা করে নানা অলঙ্কারে॥
গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ।
যিনি বেশে অঙ্গ-ছটা আলো করে দেশ॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ—জিনি লাখবাণ-সোণা।
ঝলমল করে যেন তড়িত-প্রতিমা॥৪৩৫॥
ফণী জিনি বেণী শোভে মুনি-মন মোহে।
কপালে সিন্দুর সে তুলনা দিব কাহে॥
ভুরুর ভঙ্গিমা কিবা—সারঙ্গ-মনোহর।
শুক-ওষ্ঠ জিনি নাসা পরম সুন্দর॥
কুরঙ্গ-নয়ন জিনি নয়ন যুগল।
গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর॥৪৩৬॥
অধর বান্ধুলী জিনি অনুপম শোভা।
দশন মোতিম জিনি ঝলমল আভা॥
কম্বু জিনিয়া কণ্ঠ জগ মনোহারী।
সিংহ গ্রীবা জিনিয়া সুন্দর গ্রীবাধারী॥
বাহুযুগ কনক মৃণাল শোভা জিনি।
করতল রাতা পদ্ম জিনি অনুমানি॥৪৩৭॥
অঙ্গুলী চম্পক কলি জিনি মনোহর।
চন্দ্র জিনি নখ শোভা অতি ঝলমল॥
বক্ষঃস্থল পরিসর সুমেরু জিনিয়া।
কেশরী জিনিয়া মাঝা অতি সে ক্ষীণিয়া॥
কামদেব রথচক্র জিনিয়া নিতম্ব।
উরুযুগ জিনি রামকদলক স্তম্ভ॥৪৮৩॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ গড়িল বিধাতা।
ডগমগ করে পদতল পদ্ম রাতা॥
নখচন্দ্র পাঁতি জিনি অকলঙ্ক চাঁদে।
তাহার কিরণে আঁখি পাইল জন্ম আঁধে॥
গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ।
বিনি বেশে অঙ্গ ছটা আলো করে দেশ॥
ত্রৈলোক্য মোহিনী কন্যা রূপেতে পার্ব্বতী।
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ক্ষিতি॥৪৩৯॥
হেনকালে শুভলগ্ন সময় বুঝিয়া।
বর আনিবারে বিপ্র দিলা পাঠাইয়া॥
ব্রাহ্মণ প্রভুর আগে দণ্ডাইয়া রহে।
পাঠাইল দ্বিজ মোরে সবিনয়ে কহে॥
অঙ্গ ঝলমল তেজ দেখিয়া ব্রাহ্মণ।
আপনাকে ধন্য মানে—ধন্য সনাতন॥৪৪০॥
কহিল প্রভুর আগে—শুন বিশ্বম্ভর।
নিকট হইল লগ্ন—চলহ সত্বর॥
আমি কি কহিতে জানি তোমার সম্মুখে।
তুমি দেব নারায়ণ দেখি পরতেকে॥
তবে শুভক্ষণে সেই বিশ্বম্ভর পঁহু।
চঢ়িলা মনুষ্য যানে হাসে লহু লহু॥৪৪১॥
মাতৃ পদ ধূলি প্রভু লৈল নিজ শিরে।
আইও সুইও লৈয়া শচী আশীর্ব্বাদ করে॥

রক্তবর্ণ। 'কুসুম কন্দুক' = ফুলের কুণ্ডল।
৪৩৬। 'সারঙ্গ মনোহর" = মদনের ধনু মন হরণ কারী। ৪৩৭। 'মৃণাল' = পদ্মের ডাঁটা।
৪৩৮। 'চম্পক কলি" — চাঁপা ফুলের কুঁড়ি।
'সুমেরু' = সুমেরু পর্ব্বত। 'নিতম্ব" — পাছা।
'রামকদলক স্তম্ভ' = রামকলা গাছ।
৪৩৯। 'পাঁতি" = শ্রেণী। 'জন্ম আঁধে' = জন্মান্ধ ব্যক্তি। ৪৪১। 'মনুষ্য যানে' = পাল্কিতে।

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল।
দগুিম মুহরি বাজে ডিণ্ডিম রসাল॥
বীণা বেণু কপিলাস রবাব উপাঙ্গ।
মিলিয়া বাজয়ে পাখোয়াজ একসঙ্গ ॥৪৪২॥
পটাহ মৃদঙ্গ বাজে কাংস্য করতাল।
শিঙ্গা বরগোঁ বাজে সানাহি মিশাল॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে—নাম নাহি জানি।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে শুনি বেণুধ্বনি॥
গায়নেতে গীত গায় ভাটে রায়বার।
বয়স্তে বেষ্টিত প্রভু কৈল আগুসার॥
নদীয়া নগরে ঘরে ঘরে পড়ে সাড়া।
দেখিবারে ধায় লোক দিয়া বাহু নাড়া ॥৪৪৩॥

বিহাগড়া রাগ।

পাটশাড়ী পরে, নেতের কাঁচুলী,
কানড় ছান্দে বান্ধে খোপা।
মুকুতা গাঁথিয়া সোণায়ে বাঁধিয়া,
পিঠে ফেলে রাঙ্গা থোপা॥
ধনি ধনি ধনি, নদীয়া-নগরী,
আনন্দ-পাথারে নীত।
বিশ্বম্ভর-বিয়া, চল দেখি গিয়া,
গাব সুমঙ্গল-গীত ॥৪৪৪॥
কেহো ত কাপড়, পাটশাড়ী পরে,
কাণে গন্ধরাজ চাঁপা।
গজেন্দ্র-গমনে, চলিতে না জানে
মৃগী দিঠে চাহে বাঁকা॥
অঞ্জনে রঞ্জিত, খঞ্জন নয়ান,
চঞ্চল তারক-জোর।
গোরা-রূপ-পঙ্কে, পঙ্কিল আলসে,
অবলা চলিল ভোর ॥৪৪৫॥
নগরে নগরে, যতেক নাগরী,
ধাইল ধ্বনি শুনিয়া।
চিকুরে চিরুণী, চলিল তরুণী,
চীর না সম্বরে ভুলিয়া॥
নবীন যুবতী, ছাড়ি পতি-মতি
ছাড়ি কুল বন্ধুজন।
বসন ভূষণ, না সম্বরে মেন,
সতত উমত হেন ॥৪৪৬॥
থির বিজুরী, যেমত তেমন,
গমন মরাল বধূ।
সারি সারি সারি, হাত ধরাধরি,
যেহেন শারদ-বিধু ॥৪৪৭॥
কি নারী পুরুষ, ধায় একমুখ,
কেহো কাহো নাহি মানে।
ঠেলাঠেলি পথে, ধায় উনমতে,
দেখিতে গৌরাঙ্গ বদনে ॥৪৪৭॥
নদীয়া নগর, আনন্দ সাগর,
গৌরাঙ্গ নাগর-ধন।
চৌদিকে ধাওয়া ধাই, বাজয়ে বাধাই,
কুরঙ্গ রঙ্গিম যেন॥
বাল বৃদ্ধ অন্ধ, পঙ্গুর ভঙ্গুর,
আতুর দেখয়ে সাধে।

৪৪৫। 'পঙ্কিল আলসে'=নিমগ্ন হইয়া আলস্য ভরে।
'অবলা'=রমণী।
৪৪৬। 'নগরে নগরে'—পাড়ায় পাড়ায়।
'চীর ..... ভুলিয়া'=এত বিভোর হইয়াছে যে খোলা কাপড় সামলাইতে ভুল হইয়া যাইতেছে।
৪৪৭। 'মরাল বধূ'—রাজহংসী।
৪৪৮। 'বাজয়ে বাধাই'=হট্টগোল বেধে গেল।

কেহো কেহো বন্ধু- করে কর ধরি,
ধায় থির নাহি বান্ধে ॥৪৪৮॥
বদন দেখিয়া, মদন বেদনে,
অধীর হইলা নারী।
পশু পাখী তারা, গৌরাঙ্গ দেখিয়া,
রহে সবে সারি সারি ॥
বয়স্যে বেষ্টিত, দিব্য অলঙ্কৃত,
মুকুট নিকট ললাটে।
লোচন বলে হেরি, ভুলল নাগরী,
ঘুচল হৃদয়-কপাটে ॥৪৪৯॥

বরাড়ী রাগ। ধূলাখেলাজাত ॥

হেনমতে বিশ্বম্ভর, গেলা পণ্ডিতের ঘর,
দ্বিজবর আনন্দ-পাথার।
পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া করে, গেলা প্রভু বরাবরে,
ধন্য ধন্য শচীর কুমার ॥
তবে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, গৌরচন্দ্র থুইল লৈয়া,
দাণ্ডাইলা ছোড়লা-ভিতরে।
সর্ব্বজনে হরি বলে, শত শত দীপ জ্বলে,
তাহে জিনে গোরা-কলেবরে ॥৪৫০॥
উলসিত সর্ব্বজন, হুলাহুলি ঘনেঘন,
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে।
হোথা আইওগণ মেলি, সবে পাটশাড়ী পরি,
প্রভু-প্রদক্ষিণ-হেতু সাজে ॥
নির্ম্মঞ্ছন-সজ্জ করি, আইওগণ আগুসরি,
আগুসরে কন্যার জননী।
ভূমিতে না পড়ে পা, উলসিত সর্ব্ব গা,
দেখি বিশ্বম্ভর গুণমণি ॥৪৫১॥
একে আইও রূপে জ্বলে, উজ্জ্বল প্রদীপ করে,
তাহে গোরা অঙ্গের কিরণ।
সেই শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে, আইও মরে উনমাদে,
হিয়া রাখে অনেক যতন ॥
প্রভুর চৌদিকে ফিরি, সাত প্রদক্ষিণ করি,
দধি ঢালে চরণারবিন্দে।
ঘর চলিবারে বেলে, গোরামুখ নেহারে,
পালটিতে নারে অঙ্গ-গন্ধে ॥৪৫২॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন, করে বর-বরণ,
দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কারে।
দিব্য গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন,
গলে দিল মালতীর মালে ॥
সুমেরু-সুন্দর তনু, তাহে সুরধুনী জনু,
দ্বিধা হৈয়া বহে দুই ধারা।
পণ্ডিত দেখিয়া তা, পুলকিত সর্ব্ব গা,
গোরা-গলে মালতীর মালা ॥৪৫৩॥
তবে সেই সনাতন, মিশ্র দ্বিজ রতন,
কন্যা আনিবারে আজ্ঞা দিল।
রত্ন সিংহাসনে বসি, ত্রৈলোক্যের সুরূপসী,
অঙ্গ ছটায় বিজুরী পড়িল ॥
প্রভুর নিকটে আনি, জগ মন মোহিনী,
মহালক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া নামা।

'কুরঙ্গ-রঙ্গিম যেন' = যেন হরিণের ছুটাছুটি রঙ্গ লাগিয়া গেল।

'পঙ্গুর-ভঙ্গুর' = খোঁড়া ভেংড়ো।

৪৫১। 'নির্ম্মঞ্ছন সজ্জ' = বরণের সজ্জা।

৪৫২। 'পালটিতে নারে' — ফিরিয়া যাইতে পারে না।

৪৫৩। 'দ্বিধা ...... ধারা' — সেই মালতীর মালা গৌর-বুকে কিরূপ শোভা পাইতে লাগিল না,

তেরছ নয়ান বঙ্ক, হেরি মুখ গৌরাঙ্গ,
মন্দ মন্দ হাসি অনুপামা ॥৪৫৪॥
প্রভু প্রদক্ষিণ করি, সাতবার চৌদিকে ফিরি,
করজোড়ে করে নমস্কার।
অন্তঃপট ঘুচাইল, চারি চক্ষে দেখা হৈল,
দোঁহে করে কুসুম বিহার ॥
উঠিল আনন্দ রোল, সবে হরি হরি বোল,
ছামুনি নাড়িল কন্যা বর।
সবে বলে ধনি ধনি, যেন চান্দ রোহিণী,
কেহো বলে পার্ব্বতী শঙ্কর ॥৪৫৫॥
তবে বিশ্বম্ভর পঁহু, মুচকি হাসিয়া লহু,
বসিলা উত্তম সিংহাসনে।
সনাতন দ্বিজবরে, কন্যা সম্প্রদান করে,
পদাম্বুজে কৈল সমর্পণে ॥
যথাযোগ্য যে আছিল, নানাদ্রব্য দান দিল,
একত্র বসিলা দুই জনে।
বিবাহ-অন্তরে দোঁহে, সনাতন-দ্বিজ-গৃহে,
এক-ঘরে করিলা ভোজন ॥৪৫৬॥
উলসিত আইওগণ, যুক্তি করে মনেমন,
করে করি তাম্বুল কর্পূর।
দেখিব নয়ান ভরি, শ্রীগৌরাঙ্গ-চাঁদ হরি,
বাসর-ঘরে বসিলা ঠাকুর ॥
বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া, বাসরে মিলিল গিয়া,
আইওগণ করে অনুমান।
লক্ষ্মী হই বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণু বিশ্বম্ভর হৈয়া,
পৃথিবীতে কৈলা আগমন ॥৪৫৭॥

নানাবিধ জানে কলা, করে করি দিব্য-মালা,
তুলি দিল বিশ্বম্ভর-গলে।
হিয়া অভিলাষ করে, যে আছিল অন্তরে,
মনঃকথা—বিকাইনু তোরে ॥
কেহো গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন,
পরশিতে বাঢ়ে উনমাদ।
করি নানা পরসঙ্গে, লুলিয়া পড়য়ে অঙ্গে,
পূরাইল জনমের সাধ ॥৪৫৮॥
পরম সুন্দরী যত, সবে হৈলা উনমত,
বেকত করয়ে মনঃকথা।
রসের আবেশে হাসে, ঢুলি পড়ে গোরাপাশে,
গরগর কামে উনমতা ॥
বাটা ভরি তাম্বুলে, দেই প্রভুর পদমূলে,
করে দেই কুসুম-অঞ্জলি।
তার মনঃকথা এই, জন্ম-জন্ম প্রভু তুই,
আত্ম সমর্পয়ে ইহা বলি ॥৪৫৯॥
এইমতে রজনী, গোঙাইলা গুণমণি,
আইওগণ-ভাগ্যের প্রকাশে।
প্রভাতে উঠিয়া বিধি, কৈল প্রভু গুণনিধি,
কুশণ্ডিকা-কর্ম্ম সে দিবসে।
তার পরদিনে পঁহু, মুচকি হাসিয়া লহু,
ঘরেরে চলিব—বৈল বাণী।
পরিজনে পূজা করে, যার যেই মনে ধরে,
জয়জয় ভেল শঙ্খধ্বনি ॥৪৬০॥
গুবাক চন্দন মালা, করে করি দোঁহে গেলা,
সনাতন তাঁহার ব্রাহ্মণী।

ঠিক যেন গঙ্গা দুই ধারা হইয়া দুই দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

৪৫৫। 'কুসুম-বিহার' = ফুল ফেলিয়া মারামারি।
'অন্তঃপট' = কন্যার ঘোমটা।
'চারি ... হৈল' = শুভদৃষ্টি হইল।
'সবে' = কেবলমাত্র।
'চান্দ-রোহিণী' = চন্দ্র ও রোহিণী-নক্ষত্র।
৪৫৬। 'বিবাহ অন্তরে' = বিবাহের শেষে।

শিরে দিয়া দূর্ব্বা ধান, করে শুভ-কল্যাণ,
চিরজীবী আশীর্ব্বাদ-বাণী ॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তরল হইল হিয়া,
দেখিয়া সে জনক-জননী।
সকরুণ কণ্ঠস্বরে, আত্ম-নিবেদন করে,
অনুনয় সবিনয় বাণী ॥৪৬১॥
সনাতন দ্বিজবর, বলে হিয়া কাতর,
তোরে আমি কি বলিতে জানি।
আপনার নিজগুণে, লৈলে মোর কন্যাদানে,
তোর যোগ্য কিবা দিব আমি ॥
আর নিবেদিয়ে কথা, তুমি মোর জামাতা,
ধন্য আমি আমার আলয়।
ধন্য মোর বিষ্ণুপ্রিয়া, তোর পাদপদ্ম পাইয়া,
ইহা বলি গদগদ হয় ॥৪৬২॥
বাষ্প ছলছল আঁখি, অরুণ বদন দেখি,
গদগদ আধ আধ বলে।
বিষ্ণুপ্রিয়া কর লৈয়া, বিশ্বম্ভর-করে দিয়া,
ঢলঢল নয়নের জলে ॥
তবে পহুঁ শুভক্ষণে, চড়িলা মনুষ্য-যানে,
সর্ব্বজন-হৃদয় উল্লাস।
নানাবিধ বাদ্য বাজে, শঙ্খ দুন্দুভি গাজে,
হরিধ্বনি পরশে আকাশ ॥৪৬৩॥
সম্মুখে নাটুয়া নাচে, যার যেই গুণ আছে,
সেই ক্ষণে করে পরকাশ।
প্রভু যায় চতুর্দ্দোলে, লোকে জয় জয় বোলে,
উত্তরিলা আপন-আবাস ॥
শচী হরষিত হৈয়া, নির্ম্মঞ্ছন-সজ্জ লৈয়া,
আইওগণ সংহতি করিয়া।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, সর্ব্বলোক হরি বলে,
নানাদ্রব্য ফেলায় নিছিয়া ॥৪৬৪॥
সম্মুখে মঙ্গল-ঘট, রায়বার পড়ে ভাট,
বেদ ধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণে।
বিষ্ণুপ্রিয়ার কর ধরি, বিশ্বম্ভর গৌরহরি,
গৃহে পরবেশে শুভক্ষণে ॥
শচী প্রেমে গর গর কোলে করি বিশ্বম্ভর,
চুম্ব দেই সে চাঁদ-বদনে।
আনন্দে বিভোর হৈয়া আইওগণ মাঝে গিয়া,
বধূ কোলে শচীর নাচনে ॥
আপনা পাসরে সুখে নানাদ্রব্য দিয়া লোকে,
তুষ্ট হৈলা যত সর্ব্বজন।
বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া, একমেলি দেখিয়া,
গোরা-গুণ কহয়ে লোচন ॥৪৬৫॥

সপ্তম অধ্যায়

প্রভুর গয়াযাত্রা

বরাড়ী রাগ। দিশা।

মোর প্রাণ আরে গোরাচাঁদ নারে হয় ॥ ধ্রু॥
তবে সেই মহাপ্রভু আনন্দ-কৌতুকে।
সুখে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব-সহিতে ॥
নবদ্বীপপুর-বাসী যতেক ব্রাহ্মণ।
ধন্য ধন্য বলি সব সভায়ে কথন ॥
লৌকিক-সৎক্রিয়া-বিধি পড়ে শিষ্যগণ।
আপনি পড়ায় প্রভু—পুরুষ-রতন ॥৪৬৬॥

৪৬০। 'পরিজনে'—আত্মীয়-স্বজনগণে।
৪৬১। 'তরল'—আর্দ্র।
৪৬৩। 'গাজে'—গর্জ্জন করে ; বাজে।
৪৬৪। 'নাটুয়া'=নট ; নর্ত্তক। 'উত্তরিলা'=আসিলেন। 'আবাস'=বাড়ী। 'ফেলায় নিছিয়া' আপদ বালাই দূর করিবার জন্য ছড়াইয়া ফেলিলেন। ৪৬৫। 'পরবেশ'=প্রবেশ করে। ৪৬৬। 'লৌকিক সৎক্রিয়াবিধি'

বৃহস্পতি জিনি কবি—কাব্যরস জানে।
আপনি ঈশ্বর—স্তুতি কি বলি বচনে ॥
শিষ্যের মহিমা কেবা কহিবারে পারু।
আপনে পড়ায় যারে জগতের গুরু।
কোটী-সরস্বতী-কান্ত প্রভু বিশ্বম্ভরে।
বিদ্যারসে কৃপা করে—পণ্ডিত সকলে ॥৪৬৭॥
এইমতে লোক-শিক্ষা করে বিশ্বম্ভর।
গয়া করিবারে যাব—করিলা অন্তর ॥
পিতৃ পিণ্ডদান দিব গয়া-শিরোপরি।
গদাধর আদি বিষ্ণুপদে নমস্করি ॥
এত বলি শুভযাত্রা করিলা ঠাকুর।
সংহতি চলিলা বিপ্রগণ মহাকুল ॥৪৬৮॥
শচীর অন্তর পোড়ে—গদগদ ভাষ।
পুত্রের নিকট গিয়া ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥
প্রবাসে যাইছ তুমি শুন বিশ্বম্ভর।
তুমি না রহিলে অন্ধকার মোর ঘর ॥৪৬৯॥
অন্ধলের লাড় তুমি -নয়ানের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥
পিতৃগণ নিস্তার করিতে যাবে তুমি।
আপনা লাগিয়া তোরে কি বলিব আমি ॥
গয়া যদি যাবি বাপ! শুন রে নিমাই।
মোর নামে এক পিণ্ড দিস্‌রে তথাই ॥৪৭০॥
এতেক বচন যবে বৈল শচীমাতা
মধুর বচনে তাঁর প্রবোধয়ে ব্যথা ॥
তোমার নিকটে যেন আছি নিরন্তর।
এমনি জানিবে মাতা—কহিল উত্তর ॥৪৭১॥
পুত্র পিণ্ড লাগি প্রয়োজন সর্বলোকে।
মোরে কৃপা-আজ্ঞা কর—না করিহ শোকে ॥

চলিলা ত মহাপ্রভু গয়া করিবারে।
সঙ্গে চলে প্রিয়গণ হরিষ-অন্তরে ॥
যে পথে চলয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
সে পথের লোক দেখি জুড়ায় নয়ন ॥৪৭২॥
বাল বৃদ্ধ পঙ্গু জড় ধায় দেখিবারে।
পশু পক্ষী ধায় সব—অশ্রু নেত্রে ঝরে ॥
কুলবধূ ধায় সব কুল ত্যাগ করি।
সবে বলে—যায় দেখ ব্রজের শ্রীহরি ॥
ইহা বলি ধায় লোক—না বান্ধয়ে কেশ।
উন্মত্ত করিলা প্রভু ভ্রমি সর্বদেশ ॥৪৭৩॥
সর্বপথে এইমতে সর্বলোক ধায়।
সর্বলোকে প্রেমরস-সাগরে ভাসায় ॥
পথে যাইতে একঠাঁই দেখে গৌরহরি।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী কেলি করে একমেলি ॥৪৭৪॥
মৃগের কৌতুক দেখি ভেল কুতুহল।
প্রাকৃত লোকের হেন হাসে খল খল ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধে মত্ত পশুগণ।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত সর্বজন ॥৪৭৫॥
সঙ্গিগণে হাসিয়া বুঝান ভগবান্।
যে ভাব মানুষে সে পশুতে বিদ্যমান ॥
কৃষ্ণ-জ্ঞান নাই মাত্র পশুর শরীরে।
মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ—পশু বলি তারে ॥
এত বুঝাইয়া প্রভু—জগতের গুরু।
চলিলা পথেতে প্রভু—বাঞ্ছাকল্পতরু ॥৪৭৬॥
তবে সেথা চীর নামে আছে এক নদী।
স্নান-দান কৈল প্রভু যে আছিল বিধি ॥
দেব-পূজা পিতৃ পূজা করি হরষিতে।
মন্দারে উঠিলা প্রভু দেবতা দেখিতে ॥

=ব্যবহারিক সদাচার।

৪৬৮। মহাকুল" = সদ্বংশজাত।

৪৭০। 'অন্ধলের লড়ি' = অন্ধের যষ্টি।

৪৭৭। 'মন্দারে' = মন্দার পর্বতে।

দেবতা দেখিয়া প্রভু নামিলা সত্বরে।
পর্ব্বত-নিকটে বাসা—ব্রাহ্মণের ঘরে ॥৪৭৭॥
হেনকালে বিশ্বম্ভর-সঙ্গের ব্রাহ্মণ।
সে দেশের বিপ্র দেখি দোষে তার মন ॥
দেশ-আচরণ তারা করে যথাবিধি।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণে নাহি বিপ্র-বুদ্ধি ॥
ব্রাহ্মণে অবজ্ঞা দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।
দ্বিজ-ভক্তি প্রকাশিব—করিলা অন্তর ॥৪৭৮॥
আচম্বিতে প্রভু-দেহে আইল মহাজ্বর।
জ্বর দেখি ত্রাস পায় সবার অন্তর ॥
বলিলা ঠাকুর—শুন শুন নিজ জন।
দেব-পিতৃ-কার্য্যে বিঘ্ন ভেল কি কারণ ॥
না জানি কি মোর দোষে সঙ্গিগণ দোষে।
শ্রেয়ঃকার্য্যে বিঘ্ন হয়—বড় অসন্তোষে ॥৪৭৯॥
সর্ববিঘ্ন-নিবারণ আছয়ে উপায়।
বিপ্র-পাদোদক মোরে দেহ ত জুড়ায় ॥
বিপ্র-পাদোদক-পানে সর্বপাপ হরে।
এখনি পলাবে জ্বর—কি করিতে পারে ॥
সেইখানে সেই দেশী আছিল ব্রাহ্মণ।
আপনে উঠিয়া তার পাখালে চরণ ॥৪৮০॥
বিপ্র-পাদোদক-পান কৈল বিশ্বম্ভর।
প্রকাশিল দ্বিজভক্তি—পলাইল জ্বর ॥
সঙ্গের সে দ্বিজবর বলে চাটুবাণী।
আমার অন্তর-দোষে দুঃখ পাইলে তুমি ॥
কুৎসিত আচার দেখি মোর মন দোষে।
মোর মন-দোষে তুমি পাইলে অসন্তোষে ॥
এখানে ব্রাহ্মণ ভক্তি প্রকাশিলে তুমি।
অপরাধ কৈলুঁ - দোষ ক্ষমিবে আপনি ॥৪৮১॥
তুমি সে ব্রহ্মণ্য - দ্বিজভক্তি-অধিকারী।
ভৃগুমুনি-পদচিহ্ন নিজ বক্ষে ধারী ॥
নিজ ভক্ত-মহিমা প্রকাশো নিজ-মুখে।
জগতের নিস্তার করহ এইরূপে ॥
জয় বিশ্বম্ভর জয় জয় দ্বিজরাজ।
তোমারে সেবিলে সিদ্ধ হয় সব কাজ ॥৪৮২॥
নমো দ্বিজ-বল্লভ দয়ালু গৌরহরি।
নমো ধর্ম্ম-সংস্থাপন—সর্ব-অধিকারী ॥
সঙ্গীর এতেক বাক্য শুনি বিশ্বম্ভর।
ক্ষমা কৈল সবাকার দোষ বহুতর ॥
ইহারা পূজয়ে মধুসূদন-ঠাকুর।
এ সকল ত্যাজ্য নহে—না ভাবিহ দূর ॥
কৃষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিত।
পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত ॥৪৮৩॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধম ॥৪৮৪

ইহা বলি সঙ্গের ব্রাহ্মণে তুষ্ট হইয়া।
দোষ ক্ষমাইলা তার করুণা করিয়া ॥
এইমতে প্রভু দ্বিজভক্তি প্রকাশিয়া।
পুনঃপুনা-নদী-তীর্থে উত্তরিলা গিয়া ॥
স্নান দেবার্চ্চন তথি করিলা তখন।
পিতৃকার্য্য সমাধিয়া করিলা গমন ॥৪৮৫॥

'দেবতা'—শ্রীমধুসূদন। ৪৭৯। 'বড় অসন্তোষে'= বড় দুঃখ হইতেছে। ৪৮১। 'চাটুবাণী'= স্তুতিবাক্য। ৪৮৩। 'না ভাবিহ দূর'= ইহাদিগকে বহিরঙ্গ ভাবিও না।

৪৮৪। বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ হইলে চণ্ডালও মুনির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু বিষ্ণুভক্তি হীন হইলে ব্রাহ্মণও চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ৪৮৫। 'পুনঃপুনা নদী'—গয়ার নিকটস্থ পবিত্র নদী; পুনপুন নদী।

তবে ত উত্তম তীর্থ—রাজগিরি নাম।
ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া প্রভু কৈল স্নান-দান ॥
দেব পূজা পিতৃ-পূজা করিলা তথায়।
বিষ্ণুপদ দেখিবারে চলিলা ত্বরায় ॥
যাইতে দেখিল পথে এক ন্যাসিবর।
মহাভাগবত—নাম 'পুরী' সে 'ঈশ্বর'।৪৮৬॥
প্রণাম করিয়া তাঁরে বৈল বিশ্বম্ভর।
বড় ভাগ্যে দেখিল এ চরণ-যুগল ॥
চরণে পড়িয়া বলে বচন কাতর।
করুণ অরুণ আঁখি করে ছলছল ॥
কেমনে তরিব আমি সংসার-সাগরে।
কৃষ্ণপাদাম্বুজে ভক্তি দেহ ত আমারে ॥৪৮৭॥
কৃষ্ণ-দীক্ষা বিনু দেহ অকারণ লেখি।
পুরাণে এ সব বাক্য—সাধু-মুখে সাক্ষী ॥
ঐছন শুনিয়া বাণী 'পুরী' সে 'ঈশ্বর'।
নিভৃতে কহিলা তারে মহামন্ত্রবর ॥
গোপীনাথ-মহামন্ত্র পাইয়া বিশ্বম্ভর।
পুলকিত সব অঙ্গ—হরিষ-অন্তর ॥৪৮৮॥
নয়নে গলয়ে নীর—পুলকিত অঙ্গ।
'রাধা রাধা' বলি প্রেম বাড়িল তরঙ্গ ॥
ব্রজের যতেক ভাব সব মনে হৈল।
বিশেষে মাধুর্য্য-রসে মন ডুবাইল ॥
রাধা-ভাবে আবিষ্ট হইয়া কলেবরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চস্বরে।।৪৮৯।
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন বলি ডাকে হাসে।
কালিন্দী যমুনা বলি গরজে উল্লাসে।।
ক্ষণে ডাকে বলরাম শ্রীদাম সুদাম।
ক্ষণে নন্দ যশোদা বলিয়া ডাকে নাম।।
ধবলী শাঙলী বলি গরজে গভীর।
ক্ষণে সখী বলি প্রভু পড়য়ে অথির।৪৯০।
ক্ষণে দাস্য-ভাবে তৃণ দশনে ধরিয়া।
ক্ষণে অহঙ্কার করে 'আমি সে' বলিয়া ॥
ধরিলুঁ পর্ব্বত আমি মারিলুঁ অঘাসুর।
মারিলুঁ পূতনা আদি যতেক অসুর ॥
ক্ষণেক ত্রিভঙ্গ হৈয়া বংশীমুখে রহে।
ক্ষণে চমকিত হৈয়া চৌদিকেতে চাহে ॥৪৯১।
নয়নে গলয়ে নীর—গদগদ ভাষ।
মধুর-বচনে করে গুরুর সম্ভাষ।
তোর পদ পরসাদে হইলুঁ কৃতার্থ।
আজি হৈতে জন্ম দেহ ভৈ গেল যথার্থ।
ইহা শুনি শ্রীঈশ্বর পুরী নিজ সুখে।
ত্রিভঙ্গ মুরলী মুখ দেখয়ে প্রভুকে ॥
মাধবেন্দ্র পুরীর কথা হৈল স্মরণ।
জানিল সে কৃষ্ণচন্দ্র প্রকট এখন ॥৪৯২॥
গুরুভক্তি প্রকাশিয়া চলিলা সে পঁহু।
ফল্গুনামা নদী দেখি হাসে লহু লহু ॥
পূর্ব্ব-সঙরণে হৈল হরিষে বিষাদ।
সীতা সঙরিয়া হৈল পরম প্রমাদ ॥
দেব-পূজা পিতৃ-পূজা কৈলা স্নান দানে।
প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করিলা বিধানে ॥৪৯৩॥
ব্রাহ্মণেরে দিল ধন পিতার উদ্দেশে।
উদীচী করিয়া কৈল দক্ষিণ মানসে ॥

৪৮৮। 'সাধু মুখে সাক্ষী' = সাধুগণের শ্রীমুখে ইহা সাক্ষাৎ শুনিতে পাওয়া যায়।
'নিভৃতে' = নির্জ্জনে। 'গোপীনাথ-মহামন্ত্র' = দশাক্ষর-গোপালমন্ত্র বা যুগলমন্ত্র; কেহ কেহ বলেন অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র। ৪৯২। 'যথার্থ' = সার্থক।
৪৯৩। 'পূর্ব্ব সঙরণে' = রামাবতারের কথা।

উত্তম-মানস করি জিহ্ব লোল-তীর্থ।
দেব-পিতৃ-পূজা করি বিলাইল অর্থ॥
তবে গয়া উত্তরিলা অতি হৃষ্টমনে।
দেখিতে বাঢ়িল আর্ত্তি বিষ্ণুর চরণে॥৪৯৪॥
ষোড়শ বেদিকায় প্রভু পিণ্ডদান করে।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল বিষ্ণুপদ দেখিবারে॥
সর্ব্ব কার্য্য সমাধিয়া চলিলা ত্বরিতে।
বিষ্ণুপদ দেখিবারে হরষিত-চিতে॥
বিষ্ণুপদ-চিহ্ন আমি দেখিব নয়নে।
হরিষে অন্তর-কথা কহে মনে মনে॥৪৯৫॥
এত ভাবি উত্তরিলা বিষ্ণুপদে আসি।
পরম-আনন্দে দণ্ডবত করি বসি॥
বলয়ে গৌরাঙ্গ—শুন শুন সর্ব্ব-জন।
কেমন করয়ে বিষ্ণুপদ দেখি মন॥
বিষ্ণুপদ-চিহ্ন মুই দেখিনু নয়ানে।
দেখিয়া ত প্রেমোদয় না হইল কেনে॥৪৯৬॥
ইহা বলি মহাপ্রভু পাখালে বিষ্ণুপদ।
অভিষেক করি কৈল হিয়ার প্রসাদ॥
ভক্তি প্রকাশিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর হরি।
প্রকাশ করয়ে গোরা—প্রেম-অধিকারী॥
কম্প পুলক ভেল প্রেমার আরম্ভ।
নয়নে গলয়ে ধারা ক্ষণে হয় স্তম্ভ॥৪৯৭॥
বিভোল হইলা প্রভু পাদাব্জ দেখিয়া।
প্রেম-মহামহোৎসবে বুলয়ে নাচিয়া।
গয়া-শিরে পিণ্ডদান পাদাব্জ-উপর।
পিতৃকার্য্য কৈল প্রভু হরিষ-অন্তর॥৪৯৮॥
আর দিনে মনঃকথা দঢ়াইল চিতে।
মধুপুরী যাত্রা প্রভু কৈল আচম্বিতে।
সঙ্গের ব্রাহ্মণগণে কহিল বচন।
বৃন্দাবন-দরশনে করহ গমন॥
শুনিয়া সঙ্গতিগণ কুণ্ঠিত হইলা।
যাইতে নারিব—ব্যয় অলপ হইলা॥৪৯৯॥
প্রভু কহে—ভক্ষ্য সঙ্গে মনুষ্যের জন্ম।
না বুঝি বিকল হৈয়া করে নানা কর্ম্ম॥
সার্থক মনুষ্য-জন্ম কৃষ্ণ যদি ভজে।
না ভজিলে কৃষ্ণ—দুঃখ-সাগরেতে মজে॥
এইমত সবে বুঝাইয়া গৌরহরি।
গয়া হৈতে বৃন্দাবন প্রভু যাত্রা করি॥
সঙ্গিগণ সঙ্গে করি চলিলা আপনি।
হেনকালে উঠি গেল আকাশের বাণী॥৫০০॥
নৌতুন মেঘের যেন গভীর গর্জ্জন।
বিশ্বম্ভরে সম্বোধিয়া কহিলা বচন॥
"শুন শুন মহাপ্রভু! অহে বিশ্বম্ভর।
না যাইহ মধুপুরী—যাহ নিজ ঘর।

৪৯৪। 'উদীচী, দক্ষিণমানস, উত্তরমানস' = এই সমস্ত গয়াধামের তীর্থবিশেষ।

'তবে গয়া উত্তরিলা' = অতঃপর গয়ায় শ্রীগদাধর-পাদপদ্ম-স্থানে আগমন করিলেন।

৪৯৭ 'পাখলে' = ধৌত করিলেন।

'প্রকাশ করয়ে' = আত্মপ্রকাশ করিলেন; নিজের প্রেমভাব প্রকাশ করিলেন।

'স্তম্ভ' = নিশ্চেষ্টতা; জড়তা।

৪৯৮। 'প্রেম-মহামহোৎসবে' = অতিশয় প্রেমানন্দ-ভরে।

'গয়া-শিরে ... উপর' = গয়াসুরের মস্তকে স্থিত শ্রীগদাধর-পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া।

৪৯৯। 'আর দিনে' = পরদিন।

'ব্যয় অলপ হইলা' = টাকাকড়ি কমিয়া আসিয়াছে, হাতে আর পয়সা নাই।

৫০০। 'ভক্ষ্য-সঙ্গে মনুষ্যের জন্ম' = জন্মের =

সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবে পর্য্যটন।
সময়ের বশ হৈয়া যাবে বৃন্দাবন" ॥৫০১॥
এইমত দৈববাণী শুনি নিজ-কাণে।
গমন নিরোধ কৈল সঙ্গের ব্রাহ্মণে ॥
লেউটিয়া মহাপ্রভু ঘরেরে চলিলা।
ক্রমে ক্রমে পদব্রজে নদীয়া আইলা ॥
নমস্কার করি প্রভু মায়ের চরণে।
ঘরেরে বিদায় দিলা যত সঙ্গিগণে ॥৫০২॥
পুত্র কোলে কৈল শচী আনন্দিত-মনে।
হরিষে প্রেমার নীর ঝরে দু'নয়নে ॥
পুলকিত সব অঙ্গ—কম্প কলেবর।
আনন্দে ধাইল সব নদীয়া-নগর ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-হিয়া-মাঝে আনন্দ-হিল্লোল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ—সুখের নাহি ওর ॥
আনন্দে আইলা প্রভু আপন-আবাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস ॥৫০৩॥

বরাড়ীরাগ। দিশা।

দ্বিজচাঁদ না হারে আরে হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥

নবদ্বীপ চরিত্র শুন অপরূপ কথা।
অমিয়া মাখিল বিশ্বম্ভর গুণগাথা ॥
লোক বেদ অগোচর নদীয়া চরিত।
শ্রবণ মঙ্গল—হয় সবার পিরীত ॥
শিব শুক নারদ লখিমী অনন্ত।
যেই সুখে আপনাকে মানে ভাগ্যবন্ত ॥৫০৪॥
আমি ছার কি বলিব—অতি বুদ্ধিহীন।
ভালমন্দ নাহি জ্ঞান—নাহি নিশা দিন ॥
পশুর চরিত মোর আচরণ একে।
তা হ'তে অধম বলি লিখিয়ে আমাকে ॥
সব অবতার সার গোরা অবতার।
তাহাতে নদীয়াপুরে প্রেমার প্রচার ॥৫০৫॥
প্রণতি করিয়া বলোঁ বৈষ্ণব চরণে।
কৃপা কর—গোরা গুণ গাও মো বদনে ॥

সঙ্গে শ্রীভগবান্ ভক্ষ্যদ্রব্যের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন—যেমন মাতৃস্তনে দুগ্ধ।

৫০১। 'সময়ের বশ হৈয়া"=যথাকালে।

'পর্য্যটন'=ভ্রমণ। 'দৈববাণী'=আকাশবাণী।

৫০২। 'গমন ... ব্রাহ্মণে'=সঙ্গের ব্রাহ্মণ-দিগকে বৃন্দাবন যাইতে মানা করিলেন।

৫০৩। 'ওর'=সীমা।

'লেউটিয়া'=ফিরিয়া আসিয়া।

৫০৪। 'নবদ্বীপ-চরিত্র'=শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলা।

"অমিয়া মাখিল"=সুধা মাখন; অমৃতময়।

'লোক বেদ অগোচর"=লোকেও জানে না বা বুঝিতে পারে না, বেদেও সন্ধান জানে না।

'নদীয়া চরিত'=শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলা।

'পিরীত"=প্রীতি; আনন্দ।

৫০৫। 'নাহি নিশা দিন'=রাত কোন্‌টা, দিন কোন্‌টা তাহাই তাই বুঝি না।

'আচরণ একে"=পশুর মতই আমার কার্য্য—আমিই পশুরই সমান। 'লিখিয়ে'=গণ্য করি।

'তাহাতে"=কেননা সেই গৌর অবতারে।

৫০৬। 'পতিতের ত্রাণ'=পতিত পাবন; অধম পাপিগণের উদ্ধার কর্ত্তা। 'তো সবারে'=হে বৈষ্ণবগণ! তোমাদিগকে। 'কর পরসাদ"=প্রসন্ন হও। 'পরণতি"=প্রণাম। 'করুণা দিঠে"=কৃপা দৃষ্টিতে। 'কর অবগতি'—চাও; দেখ।

অধম বলিয়া ঘৃণা না করিহ মোরে।
পতিতের ত্রাণ লোকে বলে তো-সবারে॥
নিজ-গুণে দয়া করি কর পরসাদ।
গোরা-গুণ গাঙ মুখে—বড় লাগে সাধ॥
গোরা-পদ-কমলে মো করোঁ। পরণতি।
তিলেক করুণা-দিঠে কর অবগতি ॥৫০৬॥
শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার।
এই ভরসায় গুণ মো বলোঁ। তোমার॥
নহে বা অধমাধম মুই পাপী ছার।
তোর গুণ বর্ণিবারে কিবা অধিকার॥
অধিকারী নহোঁ মুই—করোঁ। পরমাদ।
তোর গুণ গাহিবারে বড় লাগে সাধ ॥৫৯৭॥
যে হউ সে হউ কথা কহিব অবশ্য।
সাবধানে শুন সবে নদীয়া-রহস্য॥
জানি বা না জানি কহি বড় প্রতি আশে।
আদিখণ্ড সায়—কহে এ লোচন দাসে ॥৫০৮॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে আদিখণ্ড সমাপ্ত।

৫০৭। 'করেঁ। পরমাদ'— বড়ই বিভ্রাট করিতেছি।

৫০৮। 'যে হউ সে হউ'—তা আমার ভাগ্যে যা হয় হউক।

'নদীয়া-রহস্য'— কৌতুকময় নবদ্বীপ-লীলাকথা।

'বড় প্রতি আশে'— মনে খুব আশা করিয়া।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল।

মধ্যখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়

প্রভুর প্রেমদান লীলা

করুণশ্রী রাগ॥

জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ।
কৃপা করি কর প্রভু! শুভ-দৃষ্টিপাত॥
আদিখণ্ড সায়—মধ্যখণ্ডের আরম্ভ।
যা শুনিলে প্রেমধন পাবে অবিলম্বে॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই! অমৃতের সার।
নদীয়া-বিহার যাতে—প্রেমার প্রচার॥ ১॥
জগাই মাধাই পাপী যাতে উদ্ধারিলা।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম যারে তারে দিলা॥
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রকাশ।
পতিত-উদ্ধার-হেতু যাহাতে সন্ন্যাস॥
কহিব এ সব কথা অমৃতের খণ্ড।
যা শুনিলে ঘুচে জীবের অন্তর পাষণ্ড॥ ২॥
নদীয়া আসিয়া প্রভু আনন্দিত-চিতে।
সুখে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব-সহিতে॥
নবদ্বীপ-বাসী যত ব্রাহ্মণ-কুমার।
সৎকুল-সম্ভব তারা—অতি শুদ্ধাচার॥
বড়ই সুকৃতী তারা—ধন্য তিনলোকে।
আপনে ঠাকুর বিদ্যা-দান কৈল যাকে॥ ৩॥
একদিন সব শিষ্যগণে গৌরহরি।
বলিল সবারে প্রভু অনুগ্রহ করি॥
পড় এক সত্য বস্তু—কৃষ্ণের চরণ।
সেই বিদ্যা যাতে হরিভক্তির লক্ষণ॥
তাহা বিনু আর সব অবিদ্যা—শাস্ত্রে কহে।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনা কেহো সঙ্গী নহে॥ ৪॥
বিদ্যা-কুল-ধন-মদে কৃষ্ণ নাহি পায়।
ভক্তিতে সে অনায়াসে পাই যদুরায়॥
ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ—দেখহ বিচারি।
এত কহি শ্লোক পড়ে শাস্ত্র-অনুসারি॥ ৫॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ধৃতং দাক্ষিণাত্যকবি-বাক্যং—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং।
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং বা সুদাম্নো ধনং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥৬

৩। "সৎকুল-সম্ভব" =সদ্বংশ-জাত।

৬। ব্যাধের কি সদাচার ছিল, ধ্রুবের বা কত বয়সই হইয়াছিল, গজেন্দ্রের কি বিদ্যা ছিল. বিদুরের কি বংশ-মর্য্যাদা ছিল, যদুপতি উগ্রসেনের কি বীরত্ব ছিল, কুব্জার বা কি রূপ ছিল, সুদামা বিপ্রের বা কি ধন ছিল? (ইঁহাদের এ সব কিছুই ছিল না,

এইমতে শিষ্যগণে বুঝায় ঠাকুর।
প্রকাশিব নিজপ্রেম—আনন্দ প্রচুর॥
একদিন নিজ-গৃহে আছেন শুইয়া।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে কান্দে বিহ্বল হইয়া॥
রাধা-ভাবে ব্যাকুল হইয়া প্রভু ডাকে।
মাথুর-বিরহে হাত মারে নিজ-বুকে॥ ৭॥
আরে রে অক্রুর! মোর কৃষ্ণ লৈয়া গেলি।
ইহা বলি কান্দে প্রভু করিয়া বিকুলি॥
কুবুজা কুৎসিতমতি কৃষ্ণ নিল মোর।
শঠ রতি-লম্পট যুবতী-মন-চোর॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু গরজে হুঙ্কার।
পুলকে আকুল অঙ্গ—ভাব চমৎকার॥ ৮॥
বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে।
কি লাগিয়া কান্দ বাপ! দুঃখ তোর কিসে॥
মায়ের বচন শুনি না দিল উত্তর।
রোদন করয়ে প্রভু—আনন্দে বিহ্বল॥
তবে সেই শচীদেবী মনে মনে গণে।
কৃষ্ণ-অনুগ্রহ প্রেম—জানিল লক্ষণে॥ ৯॥
বড় ভাগ্যবতী শচী সব তত্ত্ব জানে।
পুত্রের সম্মুখে কহে মধুর-বচনে॥
শুন শুন আরে বাপ! মোর সোণার সুত।
জগত-দুর্ল্লভ তোর দেখি অদভুত॥
যথা যথা যাও তুমি পাও যত ধন।
আনিয়া আমার ঠাঁই কর সমর্পণ॥ ১০॥
গয়াতে পাইলে কৃষ্ণপ্রেম-হেন ধন।
দেবতা-দুর্ল্লভ বস্তু—অমূল্য রতন॥
মায়েরে করুণা যদি থাকে তোর চিতে।
দেহ কৃষ্ণপ্রেম-ধন—ডরাঙ চাহিতে॥
এতেক বচন যদি শচীদেবী বৈল।
হৃদয়-দরবে প্রভু হাসিতে লাগিল॥ ১১॥
বৈষ্ণব-প্রসাদে প্রেম পাবে মাতা তুমি।
নিশ্চয় জানিহ—কথা কহিলাম আমি॥
বৈষ্ণব-গোসাঁই প্রেম দিতে নিতে পারে।
তাহা বিনা প্রেম আর কেহো দিতে নারে॥
এ বোল শুনিয়া শচী অতি হৃষ্ট-চিত।
তখনে পাইল প্রেমভক্তি আচম্বিত॥ ১২॥
পুলকিত সব অঙ্গ—কম্প কলেবর।
নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি ডাকে হৃদয়-উল্লাস।
কহয়ে লোচন গোরার প্রথম-প্রকাশ॥ ১৩॥

শ্রীরাগ।

তবে বিশ্বম্ভর পহুঁ প্রেমে গরগর।
আছয়ে ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর॥
তার ঘরে কান্দে প্রভু—প্রেমায় বিহ্বল।
নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর॥
নাসিকায় শ্লেষ্মা অতি গলে নিরন্তর।
নিরবধি ফেলে তাহা বিপ্র শুক্লাম্বর॥ ১৪॥
ভূমেতে লোটাইয়া কান্দে রজনী দিবস।
সন্ধ্যার সময়ে প্রশ্ন করেন বিবশ॥

অথচ ইঁহারা কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন: তাই বলিতেছেন) ভক্তি-প্রিয় মাধব কেবল ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হন, গুণে নহে।

১০। "জগত......অদভুত"=তোমাতে এমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভাব দেখিতেছি, যাহা পৃথিবীর আর কাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

১১। "ডরাঙ"=ভয় করি। "হৃদয়-দরবে"=গলিত-হৃদয়ে।

দিবসে পুছয়ে প্রভু—কত রাত্রি যায়।
সর্ব্বজন বলে—দিবা—রাতি নাহি হয়॥
তবে সেইমত প্রভু প্রেমেতে বিবশ।
রোদন করয়ে পুন আনন্দে অবশ॥ ১৫ ॥
প্রহরেক রাত্রি গেলে দিন বলি পুছে।
দিবস না হয়ে—কহে যারা আছে কাছে॥
প্রেমায় বিভোর—নাহি জানে দিবা-রাতি।
কারো মুখে কৃষ্ণনাম শুনি পড়ে ক্ষিতি॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-গীত কেহো যদি গায়।
শুনিয়া তখনি প্রভু ধরণী লোটায়॥ ১৬ ॥
ক্ষণে দণ্ডবত করি করে পরণাম।
ক্ষণে উচ্চস্বর করি গায় হরিনাম॥
সকরুণ-কণ্ঠ ক্ষণে—কাঁপে কলেবর।
পুলকিত অঙ্গ—জিনি কদম্ব-কেশর॥
নিরন্তর পরবশ—ক্ষণেক প্রবোধে।
সেই ক্ষণে স্নান-দান জন-উপরোধে॥ ১৭ ॥
সেই কালে পূজা করে অন্ন-নিবেদন।
ভোজন করয়ে প্রভু প্রসাদ তখন॥
হেনমতে কৌতুকে সকল দিন যায়।
সকল রজনী নিজ-সুখে নাচে গায়॥
হেনরূপে কৌতুকে সে রজনী-দিবস।
লোক-শিক্ষা করে প্রভু ভুঞ্জে প্রেমরস॥ ১৮ ॥
আপনে আপন-রস করে আস্বাদন।
মুখ্য এই হেতু—কথা শুন সর্ব্বজন॥
'জীব-উদ্ধারণ'—হেতু গৌণ করি মানি।
এইহেতু বলি অবতার-শিরোমণি॥
সব-অবতার-লীলা দেহেতে প্রকাশ।
সব-অবতার-সঙ্গী—সঙ্গে সব দাস॥ ১৯ ॥
নবদ্বীপে উদয় করিলা গৌরচন্দ্র।
দূর কৈলা জগজন-হৃদয়ের অন্ধ॥
করুণা-কিরণে কলিযুগ হৈল আলা।
ঘুচিল সকল-লোকের হৃদয়ের জ্বালা॥
ভকত-চকোর সব আসিয়া মিলিল।
প্রেমামৃত-পান করি সবাই ভুলিল॥ ২০ ॥
মিলিলেন গদাধর পণ্ডিত-গোসাঁই।
নরহরি মিলিয়া রহিলা তার ঠাঁই॥
শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ বক্রেশ্বর।
শ্রীধর-পণ্ডিত—নবদ্বীপে যার ঘর॥
শ্রীমান্ সঞ্জয় আর পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
শুক্লাম্বর নীলাম্বর আদি মহাশয়॥ ২১ ॥
শ্রীরাম-পণ্ডিত আর মহেশ-পণ্ডিত।
হরিদাস নন্দন-আচার্য্য সুচরিত॥
রুদ্র পণ্ডিত আর পণ্ডিত-দামোদর॥
অনেক মিলিলা সে গৌরাঙ্গ-অনুচর॥
নাম ক্রমে লিখন না হয় তা-সবার।
সম্বরণ নহে—গ্রন্থ হয়ে ত অপার॥ ২২ ॥
নানাদেশে যতেক আছিলা ভক্তগণ।
সবেই মিলিলা আসি প্রভুর চরণ॥

১৫। "পুছয়ে"=জিজ্ঞাসা করে। "বিবশ"=বিভোর হইয়া; বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া। ১৭। "ক্ষণেক প্রবোধে"=কখনও বা অল্পক্ষণের জন্য একটু স্থির হন। "জন-উপরোধে"=লোকের অনুরোধে। ১৮। "লোকশিক্ষা··· ··· ···প্রেমরস"=নিজে প্রেমরস উপভোগ করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে লোককেও শিখান হয়। ১৯। "আপন-রস"=নিজ-রস অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রেমরস। "মুখ্য এই হেতু"=ইহাই হইল অবতারের প্রধান কারণ। "গৌণ"—অপ্রধান; আনুষঙ্গিক। ২২। "নাম-ক্রমে"=নামানুসারে; নাম করিয়া করিয়া।

মহাপ্রেমে মত্ত হৈয়া সব ভক্তগণ ।
মাতাইলা সব লোকে দিয়া প্রেমধন ॥
সমভাবে সব জীবে করুণা করিয়া ।
ভক্ত-সঙ্গে নাচে প্রভু প্রেম-বিনোদিয়া ॥২৩॥
তবে সেই বিশ্বম্ভর আর এক দিনে ।
শ্রীবাস-পণ্ডিত—আর তার ভ্রাতৃগণে ॥
এ-সব-সহিতে প্রভু পথে চলি যায় ।
শুনয়ে বংশীর ধ্বনি—না জানি কে গায় ॥
গান্ধর্ব্বার ভাবে বংশী-ধ্বনি সে শুনিয়া ।
কান্দিয়া কান্দিয়া বলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
বিহ্বল হইয়া প্রভু দণ্ডবত করে ।
রোদন করয়ে নানাবিধ প্রেমভরে ॥২৪॥
অবশ হইলা প্রভু ভাবের আবেশে ।
নিজ-জনে আশীর্ব্বাদ করি অট্ট হাসে ॥
শিষ্যগণ-সঙ্গে ক্ষণে অলৌকিক কহে ।
ক্ষণে উনমাদ ক্ষণে নিঃশবদে রহে ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত আর রাম নারায়ণ ।
মুকুন্দ-সহিত গেলা শ্রীবাস-ভবন ॥২৫॥
চৌদিকে বেঢ়িয়া ভক্ত—মাঝে গৌরহরি ।
মদে মাতোয়াল যেন কিশোর কিশোরী ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ভূমিতে লোটায় ।
'হরি হরি' বলিয়া কান্দয়ে উচ্চরায় ॥
রাত্রিদিন প্রেমানন্দে পুলকিত-তনু ।
আন পরসঙ্গ নাহি কৃষ্ণ-কথা বিনু ॥২৬॥
এককালে নিজ-ঘরে আছে প্রেমে ভোরা ।
রোদন করয়ে—আঁখে সাত-পাঁচ-ধারা ॥
কি করিব কোথা যাব কেমন উপায় ।
শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি কোন্ মতে হয় ॥
ইহা বলি রোদন করয়ে আর্ত্তনাদে ।
কাতর বচন শুনি সব ভক্ত কাঁদে ॥২৭॥
হেনকালে দৈববাণী উঠিল সাদরে ।
"আপনে ঈশ্বর তুমি—শুন বিশ্বম্ভরে ॥
প্রেম প্রকাশিতে মহী কৈলে অবতার ।
নিজ-করুণায় প্রেমা করিবে প্রচার ॥
ধর্ম্ম-সংস্থাপন করি করিবে কীর্ত্তন ।
খেদ না করিহ—কার্য্য করহ আপন ॥২৮॥
তোমার প্রসাদে কলি নিস্তারিব লোক ।
নিজ-প্রেম দিয়া সব ঘুচাইবা শোক ॥
সংশয় নাহিক ইথে—শুনহ বচন ।
খেদ দূর করি কর নিজ সংকীর্ত্তন ॥"
এতেক বচন যবে দৈব-মুখে শুনি ।
অন্তর হরিষ—কিছু না কহিল বাণী ॥২৯॥
তার পরদিনে শুন অপরূপ কথা ।
অমিয়া-মাখিল বিশ্বম্ভর-গুণগাথা ॥
মুরারি-গুপ্তের ঘর গেলা একদিন
পুলকিত সব অঙ্গ—আবেশের চিন ॥
দেবতার ঘর-মধ্যে প্রবেশ করিল ।
আবেশে বিহ্বল কিছু কহিতে লাগিল ॥৩০॥
প্রেম-নীর-ধারা বহে নয়ন-সাগরে ।
সুরনদী-ধারা যেন সুমেরু-শিখরে ॥
কহে—সব লোক হের দেখ অপরূপ ।
পর্ব্বত-আকার এক বরাহ সম্মুখ ॥৩১॥

"সম্বরণ নহে" =সাম্‌লাইতে পারা যায় না ; জায়গা দেওয়া যায় না ।

২৪ । "তার ভ্রাতৃগণে" = আর তিন ভাই—শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি ।

"গান্ধর্ব্বা =শ্রীরাধিকার ।

৩০ । "আবেশের চিন"=কৃষ্ণভাবাবেশের চিহ্ন ।

মহাবেগে আইসে হের দেখহ বরাহে।
দন্ত-সারি আইসে মোরে মারিবারে চাহে॥
তুই দন্ত-সারি মোরে মারিবে শূকর।
ইহা বলি প্রবেশিলা দেবতার ঘর॥
বরাহ-মূরতি প্রভু হইয়া তখন।
কর চরণেতে মহী করে পর্য্যাটন॥ ৩২ ॥
রাতুল শরীর—রাঙ্গা চরণ লোচন।
মহা পরাক্রম মহা হুঙ্কার গর্জ্জন॥
সেইখানে ছিল এক পিত্তলের পাত্র।
ঊদ্ধমুখে দশনে ধরিল ক্ষণমাত্র॥
পিত্তলের পাত্র ছাড়ি বিকাশে বয়ান।
মুরারিকে পুছে নিজ-রূপের আখ্যান॥ ৩৩ ॥
বেদ-উদ্ধারণ রূপ ধরি ভগবান্।
বসিয়া কহয়ে প্রভু—পুরুষ-প্রধান॥
কহ ত স্বরূপ মোর কি জানহ তুমি।
মুরারি কহয়ে—প্রভু! কি বা জানি আমি॥
দণ্ডবত করি ভূমে কহিলা মুরারি।
শম্ভু না জানয়ে প্রভু! চরিত্র তোমারি॥
ইহা বলি পড়িল গীতার এক শ্লোক।
প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি শুন সর্ব্বলোক॥ ৩৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং (১০/১৫)

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম!।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে! ॥ ৩৫ ॥

আপনে আপনা তুমি জান মহাপ্রভু।
তোমা বিনে তোমারে না জানে আর কেহু॥
তবে পুনরপি কহে সেই গৌরহরি।
বেদের শকতি আমা কি জানিতে পারি॥
মুরারি কহয়ে পুন কাতর-বচনে।
তোর তত্ত্ব নাহি জানে সহস্র বদনে॥ ৩৬ ॥
বেদে কি জানিব তোর আচরণ-তত্ত্ব।
কেহো নাহি জানে প্রভু! তোমার মহত্ত্ব॥
ইহা শুনি হাসি কহে গৌর-ভগবান্।
আমারে বিড়ম্বে বেদ—শুনহ আখ্যান॥ ৩৭ ॥

তথাহি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন হি তস্য বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩৮ ॥

বেদে কহে আমি কর এ চরণ-শূন্য।
হেন বিড়ম্বনা মোর নাহি করে অন্য॥

৩২। "মহী করে পর্য্যটন"=মাটীতে বেড়াইতে লাগিলেন।

৩৩। "বিকাশে বয়ান"=মুখ হা করে।

৩৪। "বেদ... ... ...ভগবান্"=শ্রীভগবান্ যে বরাহাবতার হইয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বরাহ-রূপ ধারণ করিয়া।

"স্বরূপ মোর"=আমি মূলে কে?

৩৫। হে পুরুষোত্তম, ভূত-জনক, ভূতপতি, দেবদেব, জগন্নাথ! আপনি স্বয়ংই কেবল আপনাকে জানেন (অন্য আর কেহ আপনাকে জানিতে সমর্থ নয়)।

৩৬। "সহস্র-বদনে"=সহস্রফণাধারী শ্রীঅনন্তদেব।

৩৭। "আচরণ-তত্ত্ব"=তোমার কার্য্যকলাপের গূঢ় মর্ম্ম।

"বিড়ম্বে"=লাঞ্ছনা করে; দুরবস্থা করে।

৩৮। সেই পরম-পুরুষ পরমেশ্বর হস্তপদ-বিহীন হইয়াও দৌড়াইতে ও গ্রহণ করিতে সক্ষম, চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন করিতে সমর্থ, কর্ণ-রহিত হইয়াও শ্রবণ করিতে পারগ। তিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য বস্তুকে জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না।

ইহা বলি হাসে প্রভু—প্রসন্ন-বদন।
নাহি জানে বেদ আমা—কহিল বচন॥
তবে ত কহিল বৈদ্য করি পরণাম।
করুণা করহ প্রভু!—দেহ প্রেমদান॥ ৩৯॥
ঠাকুর কহিল পুন—শুনহ মুরারি।
আমারে পিরীতি কর—এই প্রেমা তোরি॥
ভজিবে পরমব্রহ্ম—নরাকৃতি-তনু।
ইন্দ্রনীল-বরণ—ত্রিভঙ্গ—করে বেণু॥
নবগোরোচনাগর্ভ-গর্ব্ব-ভঙ্গ-দ্যুতি।
বৃষভানুসুতা নাম মূল যে প্রকৃতি॥ ৪০॥
নব-বরাঙ্গনা-কত-বল্লবী-বল্লভে।
সমর্পিবে নিজ-তনু—নন্দসুতে পাবে॥
চিন্তামণি-ভূমি রত্ন-মন্দির সুন্দর।
কল্পবৃক্ষ রত্নবেদী তাহার উপর॥
কামধেনুগণ তথা অচিন্ত্য-প্রভাব।
অভীষ্ট করয়ে পূর্ণ যে করে যে ভাব॥ ৪১॥
তার অঙ্গ-ছটা নিরাকার ব্রহ্ম বলি।
জানিবে এ সব তত্ত্ব—কৃষ্ণের মাধুরী॥
এইমত সব ভক্তে বলিলা ঠাকুর।
শুনিয়া সবার হিয়া আনন্দ প্রচুর॥
তখন মুরারি কহে প্রভুর চরণে।
রঘুনাথ-রূপ প্রভু দেখিব নয়নে॥ ৪২॥
এতেক কহিতে মাত্র দেখে সেই ক্ষণে।
দূর্ব্বাদল-শ্যাম রাম—জানকী-জীবনে॥
লক্ষ্মণ ভরত আর শত্রুঘ্নাদি যত।
দেখিয়া মুরারি হৈল আনন্দে পূরিত॥
বাহ্য দূরে গেল ভূমে পড়ি গড়ি যায়।
পদ্ম-হস্ত দিয়া প্রভু শান্ত কৈল তায়॥ ৪৩॥
বর দিল—প্রেমে পরিপূর্ণ হও তুমি।
তুমি হনুমান্—সেই রামচন্দ্র আমি॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা মন্দিরে।
আর-দিনে শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের ঘরে॥
সব নিজ-জন প্রভু সংহতি করিয়া।
বসিয়া কহয়ে নিজ-প্রেম প্রকাশিয়া॥ ৪৪॥
হরি হরি বোল বলে অন্তরে কৌতুক।
নিজ-জনে কহে—শুন শুন অপরূপ॥
সেই রাধাকৃষ্ণ সবে পাইবা যেমতে।
সেই কথা কহি এবে শুন একচিতে॥
ইহা বলি নারদীয় পড়ে এক শ্লোক।
ইহার মরম-ব্যাখ্যা নাহি জানে লোক॥ ৪৫॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ৪৬॥

নাম-রূপী নাম—এক আদি যে পুরুখ।
কলৌ মূর্ত্তিমন্ত আছে—না জানে মূরুখ॥
নামরূপী ভগবান্—জানিহ কেবল।
দ্বিধা ঘুচাইতে ব্যাস বলে তিনবার॥

ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাগণ তাঁহাকেই পুরাণ-পুরুষ অর্থাৎ আদি ও শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

৪০। "নব……দ্যুতি"=সদ্যলব্ধ গোরোচনার সমুজ্জ্বল যে পীতবর্ণ তদপেক্ষাও উজ্জ্বল গৌরকান্তিবিশিষ্টা।

"গোরোচনা"=গোমস্তকস্থ পীতবর্ণ দ্রব্যবিশেষ। "বৃষভানুসুতা"=বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধিকা।

৪১। "নব বরাঙ্গনা" = নবনবায়মানা শ্রেষ্ঠ সুন্দরীগণ। "বল্লবী-বল্লভে"=গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণে।

৪৬। কলিকালে কেবল মাত্র হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম; তদ্ভিন্ন আর অন্য গতি নাই, আর অন্য গতি নাই, আর অন্য গতি নাই।

তিনবার বহি' আর আছে 'এব'-কার।
দুরাশয় পাপিলোক-সব বুঝাবার ॥ ৪৭ ॥
হরিনাম-মন্ত্রে হয় কৈবল্য তাহার।
'কেবল' কৈবল্য অর্থ জানিহ বিচার ॥
নামমাত্র নামাভাস স্পষ্টার্থ ইহার।
কৈবল্য সে মুখ্য হয় শাস্ত্র-পরচার ॥
নামাভাসে মোক্ষ হয়—সত্য শাস্ত্রবাণী।
নামোদয়ে প্রেমানন্দ—পুরাণে বাখানি ॥ ৪৮ ॥
ইহা বহি আন দেব ভজে যেই জন।
তার গতি নাহি—তিনবার এ বচন ॥
গো-গোপী-গোপাল-সঙ্গে ধ্যান হরিনাম।
জানিবে এ সব অর্থ বেদের প্রমাণ।
এতেক বলিল প্রভু বরাহ-আবেশে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে নাচে প্রেমবশে ॥ ৪৯ ॥
যে শুনয়ে গোরা-গুণ নদীয়া-বিহার।
অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রেম উপজে তাহার ॥
দশনে ধরিয়া তৃণ কহয়ে লোচন।
গৌর পদ বিনু মোর নাহি অন্য ধন ॥ ৫০ ॥

—: * :—

ধানশী রাগ।

নবদ্বীপে নিতুই পূর্ণিমার চাঁদ গোরা।
প্রকাশয়ে নিজ-প্রেম-অমিয়ার ধারা ॥
পিবই চরণামৃত ভকত-চকোরা।
অবাধ করুণায় প্রেম প্রকাশয়ে গোরা ॥

আর এক দিনে কথা শুন অপরূপ।
নিজ-ঘরে বসি—তেজ কোটী-কাম-রূপ ॥৫১॥
সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ কমল-নয়ন।
করয়ে প্রকট ঘন গম্ভীর গর্জ্জন ॥
এ ঘরে কি দেখি চারি-পাঁচ-ছয়-মুখ।
দেখিতে বাঢ়য়ে মোর অন্তর-কৌতুক ॥
শ্রীনিবাস-পণ্ডিত আছিল প্রভু-কাছে।
শুনিয়া উত্তর দিল যে বিধান আছে ॥ ৫২ ॥
তোমা দেখিবারে সব-দেব-আগমন।
ব্রহ্মা আদি চারি পাঁচ ছয় সে বদন ॥
প্রেমার সমুদ্র তুমি দেহ প্রেমধন।
তোরে প্রেমধন মাগে সব দেবগণ ॥
তবে সেই মহাপ্রভু বসি দিব্যাসনে।
এক-ভক্ত-অঙ্গে অঙ্গ—পদ আর জনে ॥ ৫৩ ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ।
চরণে পড়িয়া তারা করয়ে রোদন ॥
বর মাগোঁ—তোর পদাম্বুজমধু-প্রেমা।
দেহ মো-সবারে প্রভু করুণার সীমা ॥
তবে বিশ্বম্ভর প্রভু বলে মেঘ-নাদে।
লেহ তো-সবারে দিল প্রেম-পরসাদে ॥ ৫৪ ॥
তৎকালে হইল প্রেম সব দেবতার।
ভাবময় শরীর হইল চমৎকার ॥
'হা রাধা-গোবিন্দ' বলি নাচে দেবগণ।
দেখিয়া বৈষ্ণবগণ হরষিত-মন ॥
দেবগণ নাচে দেবীগণ করি সঙ্গে।
অশ্রু পুলক স্বেদ প্রেমার তরঙ্গে ॥ ৫৫ ॥
ক্ষণে ভূমে গড়ি যায় চরণে পড়িয়া।
ক্ষণে ঊর্দ্ধবাহু নাচে হরিবোল বলিয়া।

৪৮। "কৈবল্য"=মুক্তি; পরিত্রাণ; সংসার-বন্ধ-নাশ। "নামমাত্র ... ;— বাখানি=নামাভাসেই জীবের মোক্ষ বা পরিত্রাণ লাভ হইয়া থাকে; আর সেই নামের যথাবিধি কীর্ত্তনে প্রেমানন্দ লাভ হইয়া থাকে, ইহাই হইল শাস্ত্রের উক্তি।

৫০। "উপজে"=উৎপত্তি হয়; জন্মায়।

ক্ষণে স্তব করে গৌর-গোবিন্দ বলিয়া।
ক্ষণে দণ্ডবত করে চরণে পড়িয়া॥
ক্ষণে পদ মস্তকে ধরিয়া দেবগণ।
বর মাগে—তোর পদে হউ মোর মন॥ ৫৬॥
'তথাস্তু' বলিয়া প্রভু বলে বারবার।
প্রেমধন পরিপূর্ণ হউ তো-সবার॥
দেবগণ প্রেম পাই গেলা নিজ-স্থান।
দেখিয়া সকল ভক্ত আনন্দিত-মন॥
এতেক করুণা কৈল ভকত-বৎসল।
করুণা-প্রকাশ দেখি বলে শুক্লাম্বর॥ ৫৭॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড়ই পবিত্র।
তীর্থপূত-কলেবর—মধুর-চরিত্র॥
প্রভু-আগে কহে কথা—নাহি করে ভয়।
প্রেম-লোভে কহে কথা যত মনে লয়॥
শুন শুন ওহে প্রভু! গৌর ভগবান্।
এত দিনে হৈল মোর প্রসন্ন নয়ান॥ ৫৮॥
নানা-তীর্থ-পর্য্যটন করিয়াছি আমি।
অনেক যন্ত্রণা দুঃখ কতই না জানি॥
মধুপুরী দ্বারাবতী কৈলু পর্য্যটন।
দুঃখিত হৈয়াছি আমি—দেহ প্রেমধন॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু কহিলা উত্তর।
মোর এক বোল তুমি শুন শুক্লাম্বর॥ ৫৯॥
সে বনে কতেক আছে শৃগাল কুক্কুর।
আমার কি হৈল তাতে—কহিল ঠাকুর॥
হৃদয়ে যাবত কৃষ্ণ উদয় না করে।
তাবত তীর্থের অনুগ্রহ নাহি তারে॥
কৃষ্ণপ্রেম বিনু ধর্ম্ম কোনো কিছু নহে।
পড়িয়া দেখহ ইহা শাস্ত্রে সব কহে॥ ৬০॥

তথাহি—

"মীনঃ স্নানপরঃ ফণী পবনভুঙ্ মেষোঽপি পর্ণাশনঃ
শশ্বদ্ভ্রাম্যতি চক্রিগৌরপি বকো ধ্যানে সদা তিষ্ঠতি।
গর্ত্তে তিষ্ঠতি মূষিকোঽপি গহনে সিংহঃ সদা বর্ত্ততে
কিং তেষাং ফলমস্তি হন্ত তপসা সদ্ভাবসিদ্ধিং বিনা॥ ৬১

তথাহি নারদপঞ্চরাত্রে

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা তত কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥ ৬২॥

এ বোল শুনিয়া বিপ্র ভূমিতে পড়িল।
কাতর হইয়া কান্দে—আরতি বাড়িল॥

৫৮। "তীর্থপূত-কলেবর"=তাঁহার দেহ তীর্থের ন্যায় পবিত্র-কর। "প্রসন্ন"=সার্থক: সফল।

৬০। "সে বনে ... ...ঠাকুর"=মহাপ্রভু বলিলেন, সেই সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে শিয়াল কুকুর ত কতই রহিয়াছে, তাই বলিয়া কি তাহারা সব অমনই উদ্ধার হইয়া যাইবে? তীর্থ ভ্রমণ করিলেই যে অমনই উদ্ধার হইবে তা হইবে না; সুতরাং তীর্থ করিয়া তোমার কি ফল লাভ হইল?

"কৃষ্ণ উদয় না করে"=কৃষ্ণপ্রেম না জন্মায়।

৬১। মৎস্য জলে বাস করে বলিয়া নিত্য স্নান-পরায়ণ, সর্প বায়ুভুক্, মেষ পত্রভোজী, কলুর গরু নিয়ত ভ্রমণশীল, বক মৎস্য ধরিবার জন্য সর্ব্বদাই ধ্যান-মগ্ন, ইন্দুরও গর্ত্তবাসী এবং সিংহ সর্ব্বদাই বনবাসী; পরন্তু এই সমস্ত প্রাণীতে তপস্যার ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও তাহাতে তাহাদের কি ফল হইতেছে? সুতরাং আসল কথা হইতেছে এই যে, তপস্যা দ্বারা ভাবসিদ্ধি না হইলে কিছুই ফল হয় না।

৬২। হরিকে যদি আরাধণা করা যায়, তাহা হইলে তপস্যার আর কি প্রয়োজন? আর হরিকে যদি আরাধনা না করা যায় তাহা হইলেই বা

অনুগত-আর্ত্তি প্রভু সহিবারে নারে।
করুণ-অরুণ ভেল গৌর-কলেবরে॥
প্রেম দিল প্রেম দিল—ডাকে আর্ত্তনাদে
শুক্লাম্বর বিপ্র পাইল প্রেম-পরসাদে॥ ৩৬॥
তৎকাল হৈল প্রেমে কম্প কলেবর।
পুলকিত ভেল অঙ্গ নেত্রে বহে জল॥
হরষিত হৈয়া তবে কৃষ্ণনাম লয়।
সকল রজনী ভেল কৃষ্ণরসময়॥
হরিষে করয়ে নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তন।
দেখিয়া সকল ভক্ত অতি হৃষ্টমন॥ ৬৪॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর—সর্ব্বগুণধাম।
প্রভু-কাছে থাকে—নিরন্তর লয় নাম॥
রজনী শুতিয়া ছিলা প্রভুর সংহতি।
পরিতোষে বৈল প্রভু দেখিয়া আরতি॥
পাইবে দুর্লভ প্রেম রজনী-প্রভাতে।
মনোরথ সিদ্ধি হৈব বৈষ্ণব-প্রসাদে॥ ৬৫॥
ইহা বলি অঙ্গ-মালা দিলা তার গলে।
প্রভাতে আইলা সবে প্রভু দেখিবারে॥
সবারে কহিল প্রভু রজনী-চরিত।
কথাহলে প্রেম পাইল গদাধর-পণ্ডিত॥
অতি হৃষ্টমনে স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
প্রেমায় অবশ তনু—টলমল করে॥ ৬৬॥
জগন্নাথদেব-পূজা করিলা বিধানে।
পুন পূজা করে নিজ-প্রভু বিদ্যমানে॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে করয়ে লেপন।
দিব্য-মালা গলে দিয়া কররে স্তবন॥
এইমত প্রতিদিন করে পরিচর্য্যা।
শয়ন-মন্দিরে করে শয়নের শয্যা॥ ৬৭॥
চরণ-নিকটে নিতি করয়ে শয়ন।
নিরন্তর শ্রদ্ধাভক্তি-পর তার মন।
প্রভুর সম্মুখে কহে অমৃত-বচন।
শুনি বিশ্বম্ভর প্রভু আনন্দিত-মন॥
তাহার অমৃত-বাণী সিঞ্চয়ে অন্তর।
নাচিবারে যায় প্রভু ধরি তার কর॥ ৬৮॥
নরহরি-ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস-বিনোদিয়া॥
গৌর-দেহে শ্যাম-তনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধা-রূপ হইলা তখন॥
মধুমতী নরহরি হৈলা সেই কালে।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে॥ ৬৯॥
বৃন্দাবন-প্রকাশ হইল সেই স্থানে।
গো-গোপী-গোপাল-সঙ্গে শচীর নন্দনে॥
পূর্ব্বে সখাসখীগণ যেরূপে আছিলা।
রস-আস্বাদনে প্রভু-সঙ্গে ভক্ত হৈলা॥
অভিনব-কামদেব শ্রীরঘুনন্দন।
অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন॥ ৭০॥
তারা সব পূর্ব্ব দেহ ধরি প্রভু-কাছে।
আবরণ-ক্রমে তারা প্রভু বেড়ি নাচে॥

শুদ্ধ তপস্যা করিয়া কি ফল? অন্তরে বাহিরে যদি হরি থাকেন, তবে তপস্যায় আর কি আবশ্যক? আর অন্তরে বাহিরে যদি হরি না থাকেন, তবেই বা শুদ্ধ তপসা করিয়া কি ফল?

৬৩। "করুণ-অরুণ ভেল"=করুণা-প্রভাবে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, করুণায় পূর্ণ হইয়া গেল।

৬৫। "মনোরথ-সিদ্ধি=বাঞ্ছা পূর্ণ।

৬৬। 'রজনী-চরিত"—রাত্রির ঘটনা।

৬৭। "নিজ-প্রভু"=স্বীয় প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গকে। "বিদ্যমান"=সাক্ষাৎ। "পরিচর্য্যা"=সেবা।

৬৮। "শ্রদ্ধাভক্তি-পর"=পরম ভক্তিপরায়ণ। "সিঞ্চয়ে অন্তর"=হৃদয় দ্রবীভূত করে।

দেখি অন্য-অবতার সঙ্গী সব কাঁদে।
নবদ্বীপে উদয় করিল ব্রজ-চাঁদে॥
ক্ষণে গৌর লীলা গদাধর করি সঙ্গে।
ক্ষণে শ্যাম-লীলা রাধা-রাসরস রঙ্গে॥ ৭১॥
চমৎকার লীলা দেখি সব ভক্তগণ।
হরি হরি জয় জয় বলে ঘনেঘন॥
দিন-অবসানে সন্ধ্যা—রম্য দিগন্তর।
আচম্বিতে মেঘারম্ভ গগন-উপর॥
ঘন ঘন গরজে গম্ভীর মেঘ নাদ।
দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রমাদ॥ ৭২॥
বিঘ্ন উপসন্ন দেখি সবেই দুঃখিত।
কেমনে ঘুচয়ে বিঘ্ন—চিন্তা-পর চিত॥
মেঘগণ প্রেম পরসাদ নিতে আইলা।
গৌরলীলা দেখি প্রেমে গর্জ্জিতে লাগিলা॥
তবে মহাপ্রভু সে মন্দিরা করি করে।
নাম গুণ সঙ্কীর্ত্তন করে উচ্চস্বরে॥ ৭৩॥
দেবলোক কৃতার্থ করিব হেন মনে।
ঊর্দ্ধ মুখে চাহে প্রভু আকাশের পানে॥
দূরে গেল মেঘগণ—প্রকাশ আকাশ।
হরিষে বৈষ্ণব সবার বাঢ়িল উল্লাস॥
নিরমল ভেল—শশি-রঞ্জিত রজনী।
অনুগত গীত গায়—নাচয়ে আপনি॥ ৭৪॥
মেঘগণ নিজ-রূপ ধরি প্রভু-কাছে।
নাচিয়া বুলয়ে তারা ভক্ত পাছেপাছে॥
প্রেম-দানে বিচার নাহি করে গৌরহরি।
মেঘে কি বলিব—দিল ত্রিজগত ভরি॥
আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ-সনে।
সবারে নাচায় প্রেমে শচীর নন্দনে॥ ৭৫॥
প্রেমার আবেশে নাচে মহানটরাজে।
পদাম্বুজে মুখর মঞ্জীর ঘন বাজে।
বিপ্র-সাধ্বীগণ জয় জয় দেই সুখে।
আকাশেতে দেবগণ দেখয়ে কৌতুকে॥
প্রেমায়ে বিহ্বল সব নাচে ভক্তগণ।
না জানি কি কৈল তপ কতেক জনম॥ ৭৬॥
তাহার কারণে নাচে ঠাকুরের সনে।
আমোদ করয়ে তারা পাইয়া প্রেমধনে॥
করুণায় ছাইল প্রভু এ ভূমি আকাশ।
শুনি আনন্দিত কহে এ লোচন দাস॥ ৭৭॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুকুন্দের প্রতিকৃপা

শ্যামগড়া রাগ॥

সুমেরু-শিখর জনু, সুন্দর দীঘল তনু,
প্রেমভরে করে টলমল।
পুলকিত সব গা, আপাদ-মস্তক পা,
রাঙা দুটী আঁখি ছল ছল॥
আনন্দিত নদীয়া-নগর।
ভালরঙ্গে নাচে রে শচীর কোঙর॥ ধ্রু॥
শ্রীনিবাস চারি ভাই, আনন্দে মঙ্গল গাই,
হরিদাস হরি-হরি বোলে।
কিশোর কিশোরী যেন, গৌরগুণ-গর্জ্জন,
হুহুঙ্কার প্রেমার হিল্লোলে॥ ৭৮॥

৭০। "অভিনব কামদেব"=নবীন কন্দর্প।
"অপ্রাকৃত"=চিন্ময়।
৭২। "রম্য দিগন্তর"=চতুর্দ্দিক্ পরম রমণীয় হইল।
৭৩। "চিন্তা-পর"=চিন্তাযুক্ত।
৭৪। "শশি-রঞ্জিত=জ্যোৎস্না-পরিশোভিত।
"অনুগত"=ভক্তগণ।
৭৬। "মুখর মঞ্জীর"=শব্দায়মান নূপুর।

মুরারি মুকুন্দ দত্ত, গুণ গায় অবিরত
উলসিত পুলকিত গায়।
প্রেম-মকরন্দ-আশে, পদ-অরবিন্দ-পাশে,
যেন মত্ত-ভ্রমর বেড়ায়॥
চৌদিকে জয় বোল, মাঝে নাচে হেম-গৌর,
আনন্দে বিভোর সর্ব্ব জনা।
যে দিকে সে দিকে চাই, আনন্দিত সব ঠাঁই
দশদিকে প্রেমার কান্দনা॥ ৭৯॥
কেহ কেহ দুঁহে মেলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি,
কেহো যশোগানে হয় ভাট॥
পড়িয়া চরণ-তলে, পণ্ডিত-গোসাঁই বলে,
পসারিলে অপরূপ হাট॥
সোণার মুকুতা জনু পুলকে গাঁথিল তনু,
অনুরাগে অরুণ বদন।
রসের আবেশে হাসে অলসল আবেশে,
প্রকাশয়ে অন্তরের ধন॥ ৮০॥
ক্ষণে অলৌকিক বলে, যেন মদ-মাতোয়ালে,
ক্ষণে বলে—মুই ভগবান্।
ক্ষণে পরণাম করে, ক্ষণে আশীর্ব্বাদ করে,
জনে জনে দেই প্রেমদান॥
প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু, যাহা নাহি শুনি কভু,
নবদ্বীপে লাগিল তরাস।
কি নারী পুরুষ সব, দেখি গোরা অনুভব,
ভুলি গেল কয় লোচন দাস॥ ৮১॥

ধানশী রাগ। তরজা ছন্দ।

অমিয়া মথিয়া কেবা, নবনী তুলিল গো,
তাহাতে গড়িল গোরা দেহ।
জগত ছানিয়া কেবা, রস নিঙ্গাড়িছে গো,
এক কৈল সুধুই সুনেহা॥
অনুরাগের দধিখানি, প্রেমার সাঁচনা দিয়া,
কেবা পাতিয়াছে আঁখি দুটি।
তাহাতে অধিক মহু, লহু লহু কথাখানি,
হাসিয়া বোলয়ে গুটি গুটি॥ ৮২॥
অখণ্ড পীযুষ ধারা, কে না আউটিল গো,
সোণার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা, ফেণি তুলিল গো
হেন বাসোঁ গোরা-অঙ্গখানি॥
বিজুরী বাটিয়া কেবা, গা-খানি মাজলি গো,
চান্দে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা, চিত্র নিরমাণ কৈল,
অপরূপ রূপের বলনি॥ ৮৩॥
সকল পূর্ণিমার চাঁদে, বিকল হইয়া কাঁদে,
কর-পদ-পদুমের গন্ধে।
কুড়িটি নখের ছটায়, জগত করেছে আলা,
আঁখি পাইল জনমের অন্ধে॥
এমন বিনোদ রায়, কোথাও দেখিয়ে নাই,
অপরূপ প্রেমার বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, কান্দিয়া বিকল গো,
নারী বা কেমনে মন বান্ধে॥ ৮৪॥

৮০। "যশোগানে হয় ভাট"=ভাটের ন্যায় স্তুতিগান করে। "অলসল"=এলাইয়া পড়িল। "অন্তরের ধন"=কৃষ্ণপ্রেম।

৮২। "এক… …সুনেহা"=কেবল সুস্নেহ একত্রীভূত করিল।

"অনুরাগের……দুটি"=চক্ষু দুটী কেমন? না, কে যেন প্রেমের দম্বল দিয়া অনুরাগের দই পেতেছে অর্থাৎ প্রেমানুরাগে চক্ষু দুটী ঢল ঢল করিতেছে।

৮৩। "অখণ্ড পীযুষ-ধার"=পূর্ণ অমৃতধারা। "আউটিল"=আবর্ত্তন করিল; আলোড়ন করিল।

সকল রসের রসে, বিলাস হৃদয়খানি,
কে না গঢ়াইল রঙ্গ দিয়া।
মদন বাটিয়া কেবা, বদন গড়িল গো
বিনি ভাবে মো মলুঁ কাঁদিয়া॥
ইন্দ্রের ধনুক আনি, গোরার কপালে গো,
কে না দিল চন্দনের রেখা।
কুরূপা সুরূপা যত, কুলের কামিনী গো,
দুই হাত করিতে চাহে পাখা॥ ৮৫॥
রঙ্গের মন্দিরখানি, নানারত্ন দিয়া গো,
গঢ়াইল বড় অনুবন্ধে।
লীলা-বিনোদ-কলা, ভাবের বিলাস গো,
মদন বেদনা ভাবি কান্দে॥
না চাহে আঁখির কোণে, সদাই সবার মনে,
দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।
আঁখির পিয়াস দেখি, মুখের লালস গো,
আলসল জরজর গায়॥ ৮৬॥
কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধায় উভ-রড়ে,
গুণ গায় অসুর পাষণ্ড।
ভূমিতে লোটায়া কান্দে, কেহ থির নাহি বান্ধে
গোরা-গুণ অমিয়া অখণ্ড॥
ধাওরে ধাওরে বলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি,
কেহো নাচে কেহো অট্ট হাসে।
সুশীলা কুলের বহু, সে বলে সকল যাউ,
গোরা-গুণ-রূপের বাতাসে॥ ৮৭॥
নদীয়ানগর-বধূ, হেরি গোরা-মুখবিধু,
ঝরঝর নয়ন সদাই।
অনুরাগে বুক ভরে, পুলকিত কলেবরে,
মন-মাঝে সদাই ধেয়াই॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা, মনে ভাবে রাত্রিদিবা,
গোরা-গুণে লাগি গেল ধান্ধা।
অখিল-ভুবন-পতি, ভূমিতে লোটাইয়া কান্দে,
সদাই সোঙরে রাধা রাধা॥ ৮৮॥
লখিমী-বিলাস ছাড়ি, প্রেম-অভিলাষী গো,
অনুরাগে রাঙ্গা দুটী আঁখি।
রাধার ধেয়ানে হিয়া বাহির না হয় গো,
এবে গোরা-তনু তার সাখী॥
দেখরে দেখরে লোক, গোরা কিবা অপরূপ
ত্রিজগত-নাথ নাথ হৈয়া।
অকিঞ্চন-জন-সঙ্গে, কি জানি কি ধন মাঙ্গে,
কিবা সুখে বুলয়ে নাচিয়া॥
জয় রে জয় রে জয়, হেন প্রেমরসালয়,
ভাঙ্গি বিলাইল গোরারায়।
নির্জীব জীবন পাইল, পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল,
আনন্দে লোচন গুণ গায়॥ ৮৯॥ ৮৯॥

বরাড়ী রাগ। দিশা।

হরি রাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেম-গোরা॥ ধ্রু॥

আর-দিনে আর কথা শুন অদভুত।
নিতুই নূতন প্রকাশয়ে শচীসুত॥
অতি অপরূপা কথা—লোকে অবিদিত।
অধম জনের মনে না লাগে প্রতীত॥

"বলনি"=সৌন্দর্য্য; শোভা।
৮৪। "রঙ্গ"=কৌতুকময় আনন্দ।
"বিনি ভাবে"=বিনা অনুরাগেই।
৮৭। "ধায় উভ-রড়ে"=ঊর্দ্ধমুখে ছুটিতেছে।
"সুশীলা"=শিষ্টশান্ত। "সকল যাউ"=লজ্জা, কুল, মান সব ছারেখারে যাকু।
৮৯। "হেন… … …গোরারায়"=শ্রীগৌরাঙ্গ-চাঁদ প্রেমরসের এমন চমৎকার বাড়ীখানি ভাঙ্গির

প্রকাশয়ে কেবল নিগূঢ় ঠাকুরাল।
নিজ-জনে কহে—দেখ মিছা এ সংসার ॥ ৯০ ॥
ইহা বলি আপন-প্রসঙ্গে করে আন।
পাসরিল সর্ব্বজনে—লয় হরিনাম ॥
নিজ নাম-সঙ্কীর্ত্তনে মাতাল অন্তর।
ভূমিতে লোটাইয়া কান্দে প্রেমায় বিহ্বল ॥
আচম্বিতে উঠি কহে দিয়া করতালি।
নিজ জনে প্রকাশয়ে নিজ ঠাকুরালি ॥ ৯১ ॥
হের দেখ আম্রবীজ আরোপিল আমি।
আমার অর্জ্জিত তরু হইবে আপনি ॥
তখন কহয়ে সব জনে আচম্বিত।
এখনি রুইল বীজ ভেল অঙ্কুরিত ॥
দেখিতে দেখিতে ভেল তরু মঞ্জরিত।
হইল উত্তম শাখা ভেল মুকুলিত ॥ ৯২ ॥
দেখ দেখ সর্ব্বলোক! অপরূপ আর।
মুকুলিত হৈল দেখ তরুটি আমার ॥
তখনি হইল ফল পাকিল সকালে।
অঙ্গুলি-সঙ্কেতে প্রভু দেখায় সবারে ॥
পাড়িয়া আনিল ফল দেখে সবলোকে।
নিবেদন করি দিল ঈশ্বরের মুখে ॥ ৯৩ ॥
তিলেকে সকলে আর না দেখয়ে কিছু।
ফলমাত্র আছে বৃক্ষ মিথ্যা হৈল পাছু ॥
ঐছে মায়া ঈশ্বরের—কহে সর্ব্বলোকে।
এত জানি না মজিহ এ সংসার-সুখে ॥
মোর মায়াবলে সৃষ্টি সকল সংসার।
না বুঝি সকল লোক বলে আপনার ॥ ৯৪ ॥
মোর মায়া দড়ি কেবা ছিঁড়িবারে পারে।
সবে এক পথ আছে মায়া জিনিবারে ॥
যত যত দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম করে লোকে।
সর্ব্ব কর্ম্ম আরোপণ করে যদি মোকে ॥
যদি দেহ-সমর্পণ কৃষ্ণ-পদে হয়।
কর্ম্মাকর্ম্ম-শুভাশুভ-বন্ধ নাহি রয় ॥ ৯৫ ॥
এ ভক্তি পরম তত্ত্ব—সমর্পণ—গণি।
কৃষ্ণে সমর্পিলে ভেদ না রহে আপনি ॥
সব সমর্পিলে কৃষ্ণ পাই সর্ব্বথায়।
সকল পুরাণে গীতা-ভাগবতে গায় ॥
নহে বা সকল কর্ম্ম হয় অনর্থক।
কৃষ্ণে সমর্পিলে হয় সংসার সার্থক ॥
হেন অদভুত গোরাচাঁদের প্রকাশ।
শুনি আনন্দিত কহে এ লোচন দাস ॥ ৯৬ ॥

শ্রীরাগ।

ওঁকি হোরে গৌর জয় জয় ॥ ধ্রু ॥

হেনই সময়ে বৈদ্য মুকুন্দ দেখিয়া।
কহিল সে মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥
তুমি নাকি ব্রহ্ম-বিদ্যা মান ইহা শুনি।
ভাল ত মুকুন্দ দত্ত—তোমারে বাখানি ॥

ছড়াইয়া সকলকে বিলাইয়া দিলেন অর্থাৎ তিনি শ্রীরাধা-গোবিন্দের পরমানন্দময় অমৃত-মধুর সুবিমল প্রেম আচণ্ডাল সকলকেই অকাতরে বিতরণ করিলেন।

৯০। "না লাগে প্রতীত"=বিশ্বাস হয় না।

৯১। "আপন ... আন"=নিজের সম্বন্ধে অর্থাৎ কৃষ্ণ-বিষয়ে অন্যরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন।

৯২। "ভেল অঙ্কুরিত"=কলা হইল। "মঞ্জরিত"=কচি কচি পাতাযুক্ত। "ভেল মুকুলিত"=মুকুল অর্থাৎ বৌল হইল।

৯৪। "বৃক্ষ···পাছু"=গাছ আর নাই।

৯৫। "আরোপণ"=সমর্পণ। ৯৭। "ব্রহ্ম-বিদ্যা"=ব্রহ্মজ্ঞান। "ব্রহ্মবিদ্যা মান"=ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছ।

ইহা বলি এই শ্লোক পড়িলা ঠাকুর।
শুনিয়া সকল লোক আনন্দ প্রচুর ॥ ৯৭ ॥

তথাহি কবিকর্ণপূর-কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-
মহাকাব্য-ধৃত পদ্মপুরাণ বচন—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ৯৮ ॥

তবে পুন ভগবান্ সেই গৌরহরি।
বৈদ্যেরে কহিল কিছু অনুগ্রহ করি ॥
চতুর্ভুজ-ধ্যান তুমি বড় করি মান।
দ্বিভুজ-ধেয়ানে তোর হৈল অল্প-জ্ঞান ॥
সকল সম্পদ চাহ আপনার হিত।
দ্বিভুজ ভজহ কৃষ্ণে মজাইয়া চিত ॥ ৯৯ ॥
কৃষ্ণের প্রকাশ নারায়ণ—শাস্ত্রে কহে।
নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণ—হেন বাক্য নহে ॥
ঐছন করুণ-বাণী কহে বিশ্বম্ভর।
শুনিয়া সাদরে বৈদ্য প্রণত-কন্ধর ॥
"সুরনদী জলে স্নান করি করোঁ কাম।
বৈষ্ণবের পদধূলি—প্রসাদ-প্রধান ॥ ১০০ ॥
তোর পাদপদ্ম মোর শিরে রহু ছত্র।
দাস্য-অভিষেক কর—এই চাহি মাত্র ॥
আমি কি জানিয়ে প্রভু! নিজ-ভালমন্দ।
নিরন্তর অন্তরে বাহিরে মদ-গন্ধ ॥ ১০১ ॥
নিজ-গুণে করুণা করিলা প্রভু যবে।
নিজদাস্য-প্রসাদ করহ মোরে তবে ॥
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর-বিগ্রহ আনন্দ।
সেই নন্দসুত তুমি অবতার-কন্দ ॥ ১০২ ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু অন্তর-সন্তোষে।
পদ-অরবিন্দ তার মস্তকে পরশে ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক ভেল—সজল-লোচন।
গদগদ ভাষে বৈদ্য—প্রেমার লক্ষণ ॥
গদগদ-স্বরে স্তব করিল বিস্তর।
জয় মহামহেশ্বর কারণের পর ॥ ১০৩ ॥
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর-হরি।
কহিতে লাগিলা কিছু দেখিয়া মুরারি ॥
শুন শুন ওহে বৈদ্য! আমার বচন।
এড় গীতা-অধ্যাত্ম-চরচা তোর মন ॥ ১০৪ ॥
জীবারে বাসনা যদি থাকয়ে তোমার।
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে যদি সাধ থাকে আর ॥
অধ্যাত্ম চরচা তবে কর পরিত্যাগ।
গুণ-সঙ্কীর্ত্তন কর কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ ১০৫ ॥
নটবর-শেখর সুন্দর শ্যামতনু।
ইন্দ্রনীলমণি-কান্তি করে বর-বেণু ॥
পীতাম্বর-ধর বনমালা যার গলে।
সে প্রভুকে নাহি ভজ গোপীগণ-মেলে ॥
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত প্রভু-আজ্ঞাবাণী।
কাতর হইয়া কান্দে পড়িয়া ধরণী ॥ ১০৬ ॥
প্রভুর চরণে করে বিনয় বিস্তর।
লঙ্ঘিবারে নারি প্রভু সংসার দুস্তর ॥

৯৮। যোগিগণ অনন্ত-মহিমাময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মায় রমণ করেন; ঐ পরমাত্মা রাম এই পদে কথিত হন বলিয়া রাম শব্দে পরংব্রহ্ম বুঝায়।

৯৯। "অল্প-জ্ঞান"=সামান্য বলিয়া বোধ।

১০০। "প্রণত-কন্ধর"=অবনত-মস্তক।

১০১। "মদ-গন্ধ"=অহংজ্ঞানে পরিপূর্ণ।

১০২। "অবতার-কন্দ"=সমস্ত অবতারের মূল-স্বরূপ।

১০৪। "গীতা-অধ্যাত্ম-চরচা"=গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা; এই ব্যাখ্যায় মূল বস্তুকে উড়াইয়া দেওয়া হয়। ১০৫। "জীবারে"=বাঁচিবারে।

১০৬। "গোপীগণ মেলে"=গোপীগণ সহ।

ব্রহ্মা মহেশ্বর কিবা লখিমী অনন্ত।
জিনিতে না পারে মায়া বড়ই দুরন্ত॥
পরম প্রবল মায়া কে জিনিতে পারে।
তোমার প্রসাদ বিনা প্রভু বিশ্বম্ভরে॥ ১০৭॥
আমি মহাধম—কিবা শকতি আমার।
সংসার জনিয়া পদ ভজিব তোমার॥
দুঃখিত দেখিয়া যদি দয়া কর মোরে।
করুণা-বিগ্রহ প্রভু! ভজোঁ মো তোমারে॥
এতকাল গুপত আছিল প্রেমধন।
প্রকট করিলা প্রভু! করুণা-কারণ॥ ১০৮॥
তোর পদ-অরবিন্দ-মকরন্দ প্রেম।
পিবউ আমার মন-মধুকর যেন॥
এই বর দেহ মোরে করুণা-সাগর।
ঘৃণা না করিহ মোরে—মো অতি পামর॥
ঐছন কাতর-বাণী শুনিয়া ঠাকুর।
করুণা বাঢ়িল হিয়া আনন্দ প্রচুর॥ ১০৯॥
হাসিয়া কহয়ে প্রভু—শুনহ মুরারি।
অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে তোহারি॥
তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত-ঠাকুর।
অতি মহাশুদ্ধমতি ভক্ত সুচতুর॥
কৃষ্ণসেবা করে নিতি লৈয়া ভ্রাতৃগণ।
সর্ব্বভাবে ভজে বিশ্বম্ভরের চরণ॥ ১১০॥
কৃষ্ণনাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তন করে নিতি।
অনুজ রামের সনে বড়ই পিরীতি॥
জ্যেষ্ঠসেবা-পরায়ণ শ্রীরাম-পণ্ডিত।
দুই ভাই মিলি গায় কৃষ্ণগুণ-গীত॥ ১১১॥
শ্রীবাস শ্রীরাম—প্রভুর প্রিয়া দুই জন।
তার ঘরে ক্রীড়া করে আনন্দিত-মন॥
তার ঘরে নাচে প্রভু তা-সবার সনে।
কপিল-ঠাকুর যেন বেঢ়ি ঋষিগণে॥
হেনমতে কৌতুকে আনন্দে দিন যায়।
শতশত শিষ্যগণে আনন্দে পড়ায়॥ ১১২॥
শিষ্যে শিষ্যে মিলি তারা করে অনুমান॥
তাহাতে আছিল এক বড়ই অজ্ঞান॥
"শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে যারে সেহ মায়া এক।"
অবোধ ব্রাহ্মণ-পুত্র ইহা বলিলেক॥
শুনিয়া ঠাকুর দুই কর দিল কাণে।
তখনি চলিলা প্রভু সুরনদী-স্নানে॥ ১১৩॥
স-বসনে শিষ্যবর্গ-সনে গঙ্গাস্নান।
সপুলক ঘনঘন লয় হরিনাম॥
পাপিষ্ঠ অধম ছার পাষণ্ড-চরিত্র।
দুর্ব্বচনে কর্ণ মোর কৈল অপবিত্র॥
ইহা বলি ঘনঘন লয় হরিনাম।
কহয়ে লোচন—গোরা সর্ব্বগুণধাম॥ ১১৪॥

তৃতীয় অধ্যায়

অদ্বৈত তত্ত্ব-কথন

ভাটিয়ারি রাগ।

হরি নারায়ণ শচীর দুলাল গোরাচাঁদ
বান্ধল জীবের মন দিয়া প্রেম-ফাঁদ॥

আর অপরূপ কথা কহিব এখন।
সাবধানে শুন সবে ছাড়ি অন্য মন॥
গোরাগুণ কহিতে পুলক বান্ধে গায়।
অখণ্ড-পীযুষ গোরা-গুণের প্রভায়॥

১০৭। "পদ... ...প্রেম"=শ্রীপাদপদ্মের প্রেম-রূপ মধু।

১১২। "ক্রীড়া করে"=লীলা করে। "তার ঘরে"=শ্রীবাসের বাড়ীতে। "কপিল ঠাকুর"=ভগবদবতার শ্রীকপিল-দেব;

১১৩। "সেহো মায়া এক"=তাহাও একরূপ মায়িক সম্বন্ধ—মায়ারই কার্য্য।

শ্রীনিবাস-আদি শিষ্যবর্গ করি সঙ্গে।
অদ্বৈত-আচার্য্য দেখিবারে হৈল রঙ্গে ॥ ১১৫ ॥
কেহো গীত গায়—কেহো লয় হরিনাম।
'হরি হরি বোল' বোলে—নাহিক উপাম ॥
আপনে ঠাকুর নাচে-ভক্তগণ গায়।
আপনা না জানে সবে প্রেমের প্রভায় ॥
আপাদ-মস্তক পুলক—রাঙ্গা দুটী আঁখি।
টলমল করে তারা গোরা-মুখ দেখি ॥ ১১৬ ॥
মালসাট্ মারে কেহো হুহুঙ্কার নাদে।
ভূমিতে লোটাইয়া সব পারিষদ কাঁদে ॥
এইমনে আনন্দে-সানন্দে যায় পথে।
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঁই দেখিবার চিতে ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঁই দেখিলা ত গিয়া।
দণ্ড-পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া ॥ ১১৭ ॥
সম্ভ্রমে আচার্য্য-গোসাঁই পড়িলা চরণে।
স্তুতি করে অতিশয় কাতর-বচনে ॥
আমা হেন কোটী অদ্বৈতের শিরোমণি।
প্রণতি করিয়া বলে লোটাঞা ধরণী ॥
অন্যোঅন্যে দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন করে।
দোঁহারে সিঞ্চিল দোঁহে নয়নের জলে ॥
আসনে বসিয়া প্রভু কহে নিজ-কথা।
মনোহর পাপহর প্রেমভক্তি দাতা ॥ ১১৮ ॥
আচার্য্য গোসাঁই তবে বলিলা বচন।
পাষণ্ডীকে গালি দিতে রাঙা দু'লোচন ॥
পাষণ্ডী বলয়ে কলিযুগে ভক্তি নাই।
সাক্ষাতে দেখুক আসি চৈতন্য গোসাঁই ॥

এ বোল শুনিয়া প্রভুর প্রফুল্ল অধর।
কহিতে লাগিলা মেঘ গম্ভীর উত্তর ॥ ১১৯ ॥
ভক্তি নাহি কলিযুগে আর আছে কি।
ভক্তিমাত্র আছে তেঁই সংসার সে জী ॥
'কলিযুগে ভক্তি নাহি'—যে বলে বচন।
নিরর্থক জন্ম তার—শুন সর্ব্বজন ॥
কলিযুগে কৃষ্ণভক্তি পরসন্ন মায়া।
কলিযুগ হেন কোন যুগে নাহি দয়া ॥ ১২০ ॥
হেনই সময়ে সে পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
কহিতে লাগিলা কিছু অন্তরে তরাস ॥
সম্মুখে দেখহ প্রভু পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণ মহোৎসবে বাধা দিবেক এখন ॥
এ মহাপাষণ্ড—এই অতি দুরাচার।
বিদ্যা অভিমানে করে মহা অহঙ্কার ॥ ১২১ ॥
তবে মহাপ্রভু কথা কহিল তাহারে।
এথা না আনিবে ওরে দুষ্ট দুরাচারে ॥
না আইল ব্রাহ্মণ সে মায়া বিমোহিত।
ক্রীড়া করে মহাপ্রভু আনন্দিত চিত ॥
শ্রীনিবাস ভুজে এক ভুজ আরোপিয়া।
গদাধর করে ধরি বাম কর দিয়া ॥ ১২২ ॥
নরহরি অঙ্গে প্রভু শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া।
শ্রীরঘুনন্দন মুখ কান্দয়ে হেরিয়া ॥
শ্রীরামপণ্ডিত অঙ্গে দিয়া পদাম্বুজ।
ক্রীড়া করে গোরাচাঁদ আচার্য্য সম্মুখ ॥
চৌদিকে বৈষ্ণব করে গুণ সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ১২৩ ॥

১১৪-১৬। "প্রভায়"=প্রভাবে; আবেশে।
১১৫। "রঙ্গে"=কৌতুহল; আনন্দ।
১১৬। "উপাম"=তুলনা। উপমা
১১৮। "অন্যোঅন্যে"=পরস্পর।

১২০। "সংসার সে জী"=জগৎ বাঁচিয়া রহিয়াছে। "কলিযুগে……মায়া"=কলিযুগে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করিলে মায়াদেবী প্রসন্ন হইয়া দূরে চলিয়া যান অর্থাৎ মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

যেন রাস-মহোৎসবে বেঢ়ি গোপীগণ।
কীর্ত্তনের মাঝে এইমত সুশোভন॥
এইমনে কতক্ষণে নৃত্য-অবসানে।
হরষিত অদ্বৈত-আচার্য্য সীতা-সনে॥
তবে তার ঘরে প্রভু ভোজন করিল।
লেপিল চন্দন অঙ্গে মালা পরাইল॥ ১২৪ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য ধন্য আপনা মানিল।
আমারে প্রভুর দয়া—এবে সে জানিল॥
অদ্বৈতের গণ কান্দে চরণে পড়িয়া।
বিশ্বম্ভর কোলে করে সবারে ধরিয়া॥
নিজ-নাম-গুণে প্রভু নাচিয়া গাইয়া।
ঘরেরে আইলা প্রভু নিজ-জন লৈয়া॥
হেনমতে দিনে দিনে বাঢ়ে পরকাশ।
শুনিয়া আনন্দ-হিয়া এ লোচন দাস॥ ১২৫ ॥

———

বরাড়ী রাগ।

বালাই লৈয়া মরি গোরার নিছনি লৈয়া।
বিলাইল প্রেমধন জগত ভরিয়া॥ ধ্রু ॥

আর দিন মহাপ্রভু বসি নিজ-ঘরে।
অধ্যাত্ম-তত্ত্বের কথা কহিছে সবারে॥
একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী সৃষ্টিরূপ স্থিতি।
আপনে সে এক আত্মা-রূপে আছে ক্ষিতি॥
ইহা বলি হস্ত মেলি পুন করে মুষ্টি।
দেখায় সবারে এইমত মোর সৃষ্টি॥ ১২৬ ॥
পুন কহে তত্ত্ব সত্তামাত্র স্বরূপিণ।
ভাবের আবেশ তাতে শুন সর্ব্বজন॥
তথাপি সদ্রূপে সেই করিয়ে যতন।
এক-জ্ঞান বিনে মুক্ত না হয় কখন॥
বিষম সংসার-বন্ধ জিনিতে না পারে।
মুক্তবন্ধ হয় যদি এক-জ্ঞান করে॥ ১২৭ ॥
মুক্তি বিনু কৃষ্ণ-জ্ঞান নাহি হয় কভু।
এতেকে বলিয়ে শুন—জ্ঞানগম্য প্রভু॥
হের দেখ মোর করে এ পাঁচ অঙ্গুলি।
মধুতে মিশ্রিত এক—ঘৃণাকর চারি॥
দুর্গন্ধ লাগিয়া তাহা না চাহে নয়নে।
একাঙ্গুলি মধু—জিহ্বা লিহায় যতনে॥ ১২৮ ॥
এক অব্যয় সেই ভগবান্ মাত্র।
তিঁহ বহি মুক্ত করিবারে নাহি পাত্র॥

১২২। "মায়া-বিমোহিত"=মায়া-মুগ্ধ।

১২৬। "অধ্যাত্মতত্ত্বের"=পরতত্ত্বের।

"একমাত্র………ক্ষিতি"=কৃষ্ণই হইলেন একমাত্র প্রভু, একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর; একমাত্র তিনিই আত্মারূপে জগতে রহিয়াছেন এবং সমস্ত-সৃষ্ট-পদার্থে অবস্থান করিতেছেন।

"ইহা বলি………সৃষ্টি"=হাত একবার খুলিয়া আবার মুঠা করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, আবার সৃষ্টি এইরূপে হইতেছে ও যাইতেছে।

১২৭। "পুন… … … …কখন"=তত্ত্বকথা আরও এই বলিতে লাগিলেন যে, দেখ, জীবাদি সমস্তই পরমেশ্বরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণা-স্বরূপ এবং ঐ সমস্ত জীবে নানাবিধ ভাব বিন্যস্ত হইয়াছে; পরন্তু কেবলমাত্র নিত্যস্বরূপ সেই পরমেশ্বরকে যত্ন করাই সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হইলেন পরমেশ্বর, আর সকলেই তাঁহার দাস এবং একমাত্র তাঁহার ভজন করাই সকলের একান্ত কর্ত্তব্য—এই জ্ঞান না হইলে ভব-বন্ধন মুক্ত হয় না।

১২৮। "মুক্তি… … …কভু"=মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে কখনও কৃষ্ণকে চিনিতে

এইমতে জ্ঞান-যোগ কহি নানাবিধি।
ক্ষণেক রহিলা নিঃশবদে গুণনিধি॥ ১২৯ ॥
দয়া করি পুন কহে সর্ব্বতত্ত্ব-সার।
শ্রীকৃষ্ণ-ভকতি বিনে কিছু নাহি আর॥
জ্ঞানগম্য কৃষ্ণ—ইহা বুঝাইল সবারে।
কৃষ্ণ-পাদাম্বুজে প্রেমভক্তি সর্ব্ব-সারে॥ ১৩০ ॥
এই জ্ঞান হৈলে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় মতি।
মতি দৃঢ়া হৈলে হয় ভক্তি অহৈতুকী॥
কৃষ্ণপাদাম্বুজ-ধ্যান করয়ে তখন।
হরি হরি বলি করে পাদাব্জ স্মরণ॥
রাধা-সঙ্গে চিদানন্দ শ্যামল ত্রিভঙ্গী।
মদনমোহন নটবর বহুরঙ্গী॥ ১৩১ ॥
বৃন্দাবন-মাঝে নব-রতন-মন্দির।
বল্লব-সুন্দরী সব বেঢ়ি মনোহর॥
কোকিল ময়ূর সারী শুক অলিকুলে।
প্রফুল্লিত বৃন্দাবন শোভে নানা ফুলে॥
চিন্তামণি-ভূমি—কল্পতরুগণ যত।
কামধেনুগণ সে সুরভিগণ-যূথ॥ ১৩২ ॥
যমুনা-বেষ্টিত মনোহর অতি শোভা।
সে রস-লাবণ্য দেখি লক্ষ্মী-মনোলোভা॥
উঠিল প্রেমার ধারা বহে দু'নয়ানে।
পুলকিত কলেবর—অরুণ বয়ানে॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে নাচে গায়।
কহিল সবারে প্রভু গদগদ-ভাষায়॥ ১৩৩ ॥

ঐছন আমার যেই যেই ভক্তগণ।
নিজ-গুণে পবিত্র করয়ে ত্রিভুবন॥
ইহা বলি হৃষ্ট হৈয়া নিজ-ভক্তগণে।
নাচায় সবারে প্রভু—নাচয়ে আপনে॥
এইমতে সুখে নিবসয়ে নবদ্বীপে।
নিজভক্তগণ-সনে গঙ্গার সমীপে॥ ১৩৪ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য-গোসাঁই তার পরদিনে।
নবদ্বীপে আইলা বিশ্বম্ভর-দরশনে॥
গিয়াছিলা মহাপ্রভু শ্রীনিবাস-ঘরে।
আগমন চাহি আচার্য্য স্নান-পূজা করে॥
শ্রীনিবাস-ঘরে প্রভু আনন্দিত-মনে।
দণ্ড-অগ্রে পুষ্প দিয়া কহিল বচনে॥ ১৩৫ ॥
গদা-পূজা কৈল এই দুষ্ট নাশিবারে।
আমার ভকত-হিংসা যেই যেই করে॥
ইহাতে নাশিব আমি সেই সেই জনে।
সবা-বিদ্যমানে এই কহিল বচনে॥
মোর ভক্ত-দ্বেষী এক আছে দুষ্টজন।
কুষ্ঠব্যাধি হৈবে তার অনেক জনম॥ ১৩৬ ॥
পৈশাচ নরকে বাস করাইব আমি।
বিড়্ভুজ শূকর সেই হইবে আপনি॥
তাহার শিষ্যেরে আমি করাইব দণ্ড।
আমার গদায় সব নাশিব পাষণ্ড॥
বনেরে যাইব বলি ছিল মোর মন।
এথাই আমার হৈল সেই মহাবন॥ ১৩৭ ॥

পারা যায় না, কৃষ্ণ যে কি বস্তু তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায় না। "জ্ঞানগম্য প্রভু"=কৃষ্ণই একমাত্র ভজনীয় এই নিশ্চয়-জ্ঞান দ্বারা তিনি লভ্য।

১৩১। "অহৈতুকী"=একনিষ্ঠ; নিষ্কপট।

১৩২। "বল্লব-সুন্দরী"=গোপ-ললনা; গোপী। "অলিকুলে"=ভ্রমর-সমূহে। "কামধেনু……যূথ"= তথাকার গাভীগণ হইতেছে সবই কামধেনু।

১৩৩। "লক্ষ্মী-মনোলোভা"= শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও মন আকর্ষণ করে।

১৩৫। "আগমন চাহি"=মহাপ্রভুর আগমনের অপেক্ষা করিয়া। "দণ্ড-অগ্রে"=যষ্ঠির আগায়।

১৩৭। "পৈশাচ?নরকে" =ঘোর যন্ত্রণাময়

ব্যাঘ্র-সদৃশ কেহো—কেহো বা পাষাণ।
বৃক্ষের সমান কেহো তৃণের সমান॥
পশুর সদৃশ করি গণি কোনো জন।
এতেকে বলিয়ে—মোরে এই মহাবন॥ ১৩৮॥
অদ্বৈত-আচার্য্য এথা আইলা হেন শুনি।
এথা না আইলা—তথা যাইব আপনি॥
হেনই সময়ে আচার্য্য আইলা আচম্বিত।
প্রভুর সম্মুখে আসি হৈলা উপনীত॥
পাদাম্বুজ-সন্নিকটে উপায়ন দিয়া।
দণ্ড-পরণাম করে ভুমেতে পড়িয়া॥ ১৩৯॥
তার কর ধরি প্রভু বোলয়ে বচন।
এথা আগমন মোর তোহার কারণ॥
মোর পাদপদ্ম নিজ-মস্তকে ধরিয়া।
তুলসী-মঞ্জরী দিয়া পূজিলা কান্দিয়া॥ ১৪০॥
ভাগবত-চিত্ত তুমি হুঙ্কারে আনিলা।
তোমার পিরীতি লাগি সবে মোরে পাইলা॥
ইহা বলি মহাপ্রভু খট্টায় বসিল।
'নাচহ' বলিয়া আচার্য্যেরে আজ্ঞা কৈল॥
তবে সেই অদ্বৈত-আচার্য্য দ্বিজবর।
দশ-অবতার-গীতে নাচিলা বিস্তর॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ।
আনন্দে বিভোর—করে গুণ-সঙ্কীর্ত্তন॥

তা দেখিয়া মহাপ্রভু গৌর-ভগবান্।
হৃষ্ট হৈয়া বৈল তারে প্রসন্ন-বয়ান॥
এ তোর বালক-সব প্রেম মাগে মোরে।
দিল প্রেমভক্তি-দান কহিল তোমারে॥ ১৪২॥
এ বোল শুনিয়া হৃষ্ট হইলা আচার্য্য।
অন্তরে জানিল—মোর সিদ্ধ হৈল কার্য্য॥
আচার্য্য কহয়ে—প্রভু! শুনহ বচন।
এই সব জন তোর পদ-পরায়ণ॥
ভকত বৎসল তুমি করুণা-সাগর।
প্রেমধন দিয়া সব ভক্ত রক্ষা কর॥ ১৪৩॥
তবে সেই সব জন প্রভু-কাছে গিয়া।
বসিলা আসন করি প্রভুকে বেড়িয়া॥
সচন্দ্রিকা রজনী—শোভিত দিগন্তর।
আচার্য্যে দেখিয়া পুন কহিল উত্তর॥ ১৪৪॥
কমলাক্ষ! তুমি মোর পরম ভকত।
তোমার কারণে আইলুঁ—হৈলুঁ বেকত॥
মোর গুণগীত-নৃত্যে হও তুমি সুখী।
সব জন ভক্তি-পর হউ ইহা দেখি॥
এ বোল শুনিয়া সেই শ্রীবাস-পণ্ডিত।
কহয়ে ঠাকুর আগে পরসন্ন-চিত॥ ১৪৫॥
এক নিবেদন প্রভু!—শুন মোর বোল।
কহিতে ডরাঙ—পুন চিত উতরোল॥

নরকে। "বিড়্‌ভুজ"=বিষ্ঠাভোজী।

১৩৯। "উপায়ন"=উপঢৌকন; উপহার;

১৪১। "ভগবত-চিত্ত"=ভগবদ্গত প্রাণ; পরম ভক্ত। "খট্টায়"=সিংহাসনে।
"তোমার পিরীতি লাগি"=তোমার প্রেমের কারণে।

১৪৩। "পদ-পরায়ণ"=শ্রীচরণানুরক্ত; দাস।

১৪৪। "সচন্দ্রিকা"=চন্দ্রবতী; জ্যোৎস্নাময়ী।

১৪৫। "কমলাক্ষ"= শ্রীঅদ্বৈতের অপর নাম।
'হৈলুঁ বেকত"=পৃথিবীতে প্রকট হইলাম।
"ভক্তি-পর হউ"=ভক্তিযুক্ত হউক।
'পরসন্ন-চিত"=হৃষ্ট চিত্তে; আনন্দিত-মনে।

১৪৬। "পুন চিত উতরোল"=না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছি না, বলিবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে।
"হৃদয়ের কার্য্য"=হৃদয়ে রহিয়াছে।

একটী সন্দেহ পুছোঁ হৃদয়ের কার্য্য।
তোমার কি ভক্ত এই অদ্বৈত-আচার্য্য ॥ ১৪৬ ॥
ইহা শুনি ক্রোধ-মুখ গৌর-ভগবান্।
ভৎ'সিতে লাগিলা ক্রোধে অরুণ-নয়ান ॥
উদ্ধব অক্রুর—মোর প্রিয় দুই জন।
আচার্য্য বাসহ তুমি তা-সবার ন্যূন ॥
ভারতবরষে এই আচার্য্য-সমান।
আমার ভকত আছে হেন কোন্ জন ॥ ১৪৭ ॥
এতেকে বলিয়ে—তুমি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ।
আচার্য্য-সমান মোর ভক্ত নাহি আন ॥
বৈষ্ণবের রাজা সেই—মোর আত্মা বলি।
জগতের কর্ত্তা—তারিবারে আইলা কলি ॥
শাস্ত্রে মহাবিষ্ণু বলি করে নিরূপণ।
সে জন অদ্বৈত—ভক্ত-অবতার জান ॥ ১৪৮ ॥
এতেকে কহিয়ে আমি সুদৃঢ় বচন।
আচার্য্যের স্তুতি ভক্তি কর সর্ব্বক্ষণ ॥
এ বোল শুনিয়া বিপ্র অন্তরে তরাস।
নিঃশব্দ হইয়া রহে—মুখে নাহি ভাষ ॥
তবে সেই গৌরহরি বলে পুনর্ব্বার।
অধ্যাত্ম-চরচা তোরা না করিবি আর ॥ ১৪৯ ॥
যদি বা অধ্যাত্ম-বাদে দেখি শুনি তোমা।
তবে পুন তো-সবারে নাহি দিব প্রেমা ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম উপেখিলে কৃষ্ণপ্রেম হয়।
ইহা জানি জ্ঞান-কর্ম্ম না কর আশ্রয় ॥
এ বোল শুনিয়া কহে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
এই বর দেহ—তাহা পাসরউ চিত ॥ ১৫০ ॥
মুরারি কহয়ে আমি অধ্যাত্ম না জানি।
প্রভু কহে—কমলাক্ষ হৈতে জান তুমি ॥
শুদ্ধ-চিত্তে কৃষ্ণচন্দ্রে কর দৃঢ় ভক্তি।
ভক্তিরস-নিকটে চেটিকা হয় মুক্তি ॥
এ বোল শুনিয়া সবে আনন্দিত-মন।
অন্তরে করিল—আজ্ঞা করিব পালন ॥ ১৫১ ॥
শ্রীহরির পাদাম্বুজ-মধুমত্ত তারা।
আনন্দে নাচয়ে সবে দেবতার পারা ॥
হেন অদভুত কথা নদীয়া-বিহার।
কহিল লোচন গোরা-প্রেমের প্রচার ॥ ১৫২ ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

অরুণ কমল-আঁখি, তারক ভ্রমর পাখী,
ডুবুডুবু করুণা মকরন্দ।
বদন পূর্ণিমার চান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,
তাহে কত প্রেমার আরম্ভ ॥

১৪৭। "ভারতবরষে"=ভারতবর্ষে।

১৪৮। "মহাবিষ্ণু"=ইনি হইলেন জগৎকর্ত্তা; ইনি মায়াবলম্বনে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।

"যে জন……জান"=তিনিই শ্রীঅদ্বৈত নাম ধরিয়া ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিও।

১৪৯। "বিপ্র"=শ্রীবাস-পণ্ডিত।

"অধ্যাত্ম-চরচা"—যোগ বা জ্ঞান-চর্চ্চা।

১৫০। অধ্যাত্ম-বাদে" = যোগ বা জ্ঞান-ব্যাখ্যায়। "তবে পুন"=তা হ'লে কিন্তু। জ্ঞান-কর্ম্ম= জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। "উপেখিলে"=হেয় অর্থাৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিলে। "তাহা পাসরউ চিত"= জ্ঞান-কর্ম্মের কথা যেন মনেই না আসে।

১৫১। "চেটিকা"=দাসী।

"অন্তরে করিল"=মনে মনে স্থির করিলেন।

১৫২। শ্রীহরির… …তারা"=তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্ম-মধুপানোন্মত্ত ভ্রমর-স্বরূপ অর্থাৎ

আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেম-ভরে,
শচীর দুলাল-চান্দ নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে দেখিয়া চমক লাগে,
মদনমোহন নটরাজে ॥ ১৫৩ ॥
পুলক ভরিল গায়, ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়,
লোমচক্রে সোণার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু, জিনি প্রভাতের ভানু,
আধবাণী রাখে কম্বুকণ্ঠ ॥
শ্রীপাদ-পদুম-গন্ধে, বেঢ়ি দশ নখচান্দে,
উপরে কনক-বঙ্করাজ।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরী ঝলমল করে,
চমকিত অমর সমাজ ॥ ১৫৪ ॥
সপ্তদ্বীপ মহী-মাঝে তাহে নবদ্বীপ সাজে,
তাহে নব-প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব-গৌরহরি, হরি-সঙ্কীর্ত্তন করি,
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ ॥
সিংহের শাবক যেন, গভীর গর্জ্জন হেন,
হুঙ্কার-হিল্লোল প্রেমসিন্ধু।
হরি হরি বোল বোলে, জগত পড়িল ভোলে,
দু'কুল খাইল কুলবধূ ॥ ১৫৫ ॥

অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন,
তাহে লীলারসের বিলাস।
কোটি কুসুম-ধনু, জিনিয়া বিনোদ-তনু,
তাহে করে প্রেমার প্রকাশ ॥
লাখ লাখ পুর্ণিমার চাঁদ, জিনিয়া বদন-ছাঁদ
তাহে চারু চন্দন-চন্দ্রিমা।
নয়ন-অঞ্চল-জলে, ঝর ঝর অমিয়া ঝরে,
জনম-মুগধে পায় প্রেমা ॥ ১৫৬ ॥
মাতিল-কুঞ্জর-গতি, ভাবে গরগর অতি
ক্ষণে হাসে চমকিয়া চায়।
কামিনী-মোহন বেশ, হেরিয়া ভুলিল দেশ,
মদন বেদন হেরি পায় ॥
কি দিব উপমা তার, করুণা-বিগ্রহ সার,
হেনরূপে মোর গোরারায়।
প্রেমায় নদীয়ায় লোকে, দিবানিশি নাহি তাকে
আনন্দে লোচন গুণ গায় ॥ ১৫৭ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

নিত্যানন্দ মিলন

যথারাগ।

মোর-প্রাণ আরে গোরাচাঁদ নারে হয় ॥ ধ্রু ॥

সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দাস। "দেবতার পারা"= ঠিক যেন দেবতাগণ নাচিতে লাগিলেন।

১৫৩। "তারক ভ্রমর-পাখী"=চোকের তারা দুইটী ঠিক যেন ভোমরার ন্যায় কালো।

"ছটায়"=জ্যোতিতে ; শোভায়।

"আরম্ভ"=বিলাস।

১৫৪। "প্রেমার আরম্ভে.........ভানু"=প্রেমের উদয় হইবামাত্র তাঁহার দেহখানি সমুজ্জ্বল ও লালবর্ণ হয়।

"কনক-বঙ্করাজ"=সোণার নূপুর।

"ভাতিয়া চলে"=দীপ্তি বাহির হয়।

"বিজুরী"=বিদ্যুৎ।" "চমকিত অমর-সমাজ"= দেবতারা সব অবাক্ হইয়া যান।

১৫৫। "সপ্তদ্বীপ.........সাজে"=পৃথিবীতে সাতটী দ্বীপ ; তার মধ্যে নবদ্বীপ একটী শোভা পাইতেছে। "হুঙ্কার-হিল্লোল প্রেমসিন্ধু"=প্রেম-সাগরে হুঙ্কার-রূপ ঢেউ উঠিতেছে। "ভোলে"= মোহে ; কুহকে। ১৫৬। "অঙ্গের......হেন"=অঙ্গের জ্যোতিতে সূর্য্য যেন প্রদীপের ন্যায় মিট্‌মিট্ করি-তেছে বোধ হইল। "কুসুম-ধনু"=কন্দর্প ; কাম।

তবে নিজ ঘরে প্রভু বসি দিব্যাসনে।
চৌদিকে বেঢ়িয়া আছে নিজ-ভক্তজনে ॥
শ্রীবাসে দেখিয়া প্রভু কৈল এক উক্তি।
তোমার নামের তুমি কি জান ব্যুৎপত্তি ॥
শ্রীল-ভকতির তুমি কেবল আবাস।
এতেকে বলিয়ে তোর নাম সে শ্রীবাস ॥ ১৫৮ ॥
তবে ত কহিল প্রভু দেখি গোপীনাথে।
আমার ভকত তুমি বুল মোর সাথে ॥
মুরারি দেখিয়া প্রভু বলে পুনর্ব্বার।
পড়হ আপন-শ্লোক শুনিব তোমার ॥
এ বোল শুনিয়া সেই মুরারি চতুর।
পড়য়ে কবিত্ব নিজ - শুনয়ে ঠাকুর ॥ ১৫৯ ॥

তথাহি মুরারিগুপ্ত-কৃত-শ্রীচৈতন্যচরিতে
দ্বিতীয়-প্রক্রমে সপ্তমসর্গে—

রাজৎকিরীট-মণিদীধিতি-দীপিতাশ-
মুদ্যদ্‌বৃহস্পতিকবি-প্রতিমে বহন্তং।
দ্বে কুণ্ডলেঽঙ্ক-রহিতেন্দুসমান-বক্তং
রামং জগত্ত্রয়-গুরুং সততং ভজামি ॥ ১৬০ ॥

উদ্যদ্‌বিভাকর-মরীচি-বিবোধিতাব্জ-
নেত্রং সুবিম্ব-দশনচ্ছদ-চারুনাসং।
শুভ্রাংশু-রশ্মি-পরিনির্জ্জিত-চারুহাসং
রামং জগত্ত্রয়-গুরুং সততং ভজামি ॥ ১৬১ ॥

এইমতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি।
মুরারি-মস্তকে পদ দিলা ত আপনি ॥
'রাম-দাস' বলি নাম লিখিলা কপালে।
মোর পরসাদে তুমি 'রাম-দাস' হৈলে ॥
রঘুনাথ বিনে তুমি তিলেক না জীয়।
মুই তোর রঘুনাথ—জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৬২ ॥
ইহা বলি রাম-রূপ দেখাইল তারে।
জানকী-সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ সব মেলে ॥
স্তব করে মুরারি পড়িয়া পদতলে।
"জয় জয় রঘুবীর শচীর কোঙরে ॥"
বারবার উঠে পড়ে লোটায় ধরণী।
বহুবিধ স্তব করে অনুনয়-বাণী ॥ ১৬৩ ॥
মুরারিকে কৃপা করি বলিলা বচন।
আমার ভকতি বিনু না জানিহ আন ॥

"চন্দন-চান্দ্রমা" = চন্দন-রচিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক।
"জনম-অবধি" = জন্মাবধি জানও।

১৫৭। "মাতিল-কুঞ্জর-গতি" = মত্ত হস্তীর ন্যায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া গমন। "দিবানিশি নাহি তাকে" = তাদের আর দিন রাত্রি জ্ঞান থাকে না।

১৫৮। "ব্যুৎপত্তি" = শব্দ বা ধাতুগত অর্থ।
"শ্রীল-ভকতির" = শ্রীমতী ভক্তিদেবীর অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির। "আবাস" = আশ্রয়; আধার।
১৬০। যাঁহার সুদীপ্ত মুকুটস্থ মণির জ্যোতিতে দিক্‌-সকল সমুজ্জ্বল হইয়াছে, যিনি বৃহস্পতি ও শুক্র-সদৃশ দীপ্তিমান্ কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার বদন-মণ্ডল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র-তুল্য সুস্নিগ্ধ ও সমুজ্জ্বল, সেই ত্রিজগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি।

১৬১। যাঁহার নয়নযুগল উদীয়মান-সূর্য্যকিরণ-বিকশিত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল ও সুমনোহর, যাঁহার ওষ্ঠদ্বয় সুপক্ব বিম্ব অর্থাৎ পাকা তেলাকুঁচো ফলের ন্যায় লালবর্ণ, যাঁহার নাসিকা পরম মনোহর এবং যাঁহার হাস্য চন্দ্র-কিরণের স্নিগ্ধ মাধুর্য্যকেও পরাভূত করিয়াছে, সেই ত্রিজগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি।

১৬২। "রঘুবীরাষ্টক" = শ্রীরামচন্দ্রাষ্টক।

১৬৩। "সব মেলে" = সমস্ত একসঙ্গে।
"অনুনয়-বাণী" = স্তুতিবাক্যে।

যদি তোর ইষ্ট আমি হই রঘুনাথ।
তথাপিহ রস আস্বাদিহ রাধানাথ॥
সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণ গাও যাইয়া।
করিহ আমাতে ভক্তি—শুন মন দিয়া॥
ইহা বলি শ্লোক এক পড়িলেক নিজ।
মোর এক শ্লোক শুন শ্রীনিবাস দ্বিজ॥ ১৬৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব!।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ১৬৫॥

পড়িয়া কহিল—শুন শুন সর্ব্বজন।
তোমরা করিহ এইমত আচরণ॥
শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের কথা অনুসরি।
করিহ আমাতে ভক্তি—সুখ পাবে বড়ি॥
শ্রীরাম-পণ্ডিত শুন আমার বচন।
তোমার জ্যেষ্ঠের সেবা—আমার অর্চ্চন॥ ১৬৬॥
এতেক জানিয়া কর শ্রীবাসের সেবা।
ইহা হৈতে পাবে তুমি মোর পদ-প্রভা॥
এতেক কহিল প্রভু ভকত-বৎসল।
করুণ-অরুণ আঁখি করে ছলছল।
তবে সেই শ্রীনিবাস-পণ্ডিত চতুর।
নিবেদন কৈল দুগ্ধ—ভুঞ্জয়ে ঠাকুর॥ ১৬৭॥
গন্ধ চন্দন মাল্য সুবাসিত ধূপ।
নিবেদন করি দিল নৈবেদ্য সম্মুখ॥
গ্রহণ করিল প্রভু আনন্দিত-মনে।
অবশেষ দিল যত নিজ-ভক্তজনে॥
এইমত কৌতুকে সকল নিশা গেল।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ঘরেরে চলিল॥ ১৬৮॥
স্নান দেবার্চ্চন সবে কৈল নিজ-ঘরে।
পুনরপি গেলা পাদাম্বুজ দেখিবারে॥
হাসিয়া কহিল প্রভু—শুন অদ্ভুত।
আইলা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অবধূত॥
তাহার মহিমা তত্ত্ব কে কহিতে জানে।
বড় পুণ্য ভাগ্যে আজি দেখিব নয়ানে॥ ১৬৯॥
হের রাম নারায়ণ মুরারি মুকুন্দ।
সত্বরে জানহ কোথা আছে নিত্যানন্দ॥
হেনরূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
সত্বরে চলিয়া গ্রাম-দক্ষিণে চাহিল॥
বিচার করিয়া লাগ না পাইল তার।
পাদাম্বুজ-সন্নিকটে আইলা পুনর্ব্বার॥ ১৭০॥

১৬৪। "যদি……রাধানাথ" =যদিও আমিই রামচন্দ্র-রূপে তোমার ইষ্ট-দেবতা, তথাপি তুমি শ্রীকৃষ্ণ-লীলারসই আস্বাদন করিও, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইও।

"সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মে"=যেহেতু কলিযুগে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে যুগধর্ম্ম, তন্নিমিত্ত।

১৬৫। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে উদ্ধব! আমার প্রতি বর্দ্ধিত ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্মকর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, অথবা বৈরাগ্য আমাকে তাদৃশ আয়ত্ত করিতে পারে না।

১৬৬। "তোমার……অর্চ্চন"= তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবাসের সেবা করিলেই তোমার পক্ষে আমার সেবা করা হইবে।

১৬৭। "পদ-প্রভা"=শ্রীচরণ-ধন।

১৬৮। "অবশেষ"=প্রসাদ।

১৭০। "হের"=দেখ; শোন।

"জানহ"=খুঁজিয়া দেখ।

"গ্রাম-দক্ষিণে চাহিল"=নগরের দক্ষিণ দিকে খোঁজ করিল। "লাগ"=সন্ধান; খোঁজ-খবর।

করজোড় করি কহে ঠাকুরের আগে।
বিচার করিয়া প্রভু! না পাইল লাগে॥
পুনরপি কহে প্রভু—শুন সর্ব্বজন।
বিচার করহ সবে আপন-আশ্রম॥
প্রভুর আজ্ঞায় সবে চলিলা সত্বর।
একে একে গেলা সবে আপনার ঘর॥ ১৭১॥
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করি একত্র হইয়া।
প্রভু-বিদ্যমানে সবে মিলিলা আসিয়া॥
পথে যাইতে 'মুরারি' বলিয়া ডাকে পঁহু।
না দেখিলে অবধূত—বলি হাসে লহু॥
নন্দন-আচার্য্য-ঘরে আছে মহাশয়।
আমিহ যাইব তথা—কহিল নিশ্চয়॥ ১৭২॥
এ বোল শুনিয়া সবে হরষিত হৈয়া।
চলিলা ঠাকুর-সঙ্গে জয় জয় দিয়া॥
পথে যাইতে ঘনঘন হরি হরি বোল।
অঙ্গ পুলকিত—কণ্ঠে গদগদ রোল॥ ১৭৩॥
নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ ধারা।
চলিতে না পারে প্রেমে সোণার কিশোরা॥
ক্ষণে সিংহ-পরাক্রমে পদ চারি যায়।
মত্ত করিবর যেন উলটি না চায়॥
নব-জলধরে যেন গম্ভীর নিনাদ।
ঘনঘন হুহুঙ্কার—আনন্দ-উন্মাদ॥ ১৭৪॥
এইমনে আনন্দে-সানন্দে চলি যায়।
দেখিল ত অবধূত নিত্যানন্দ-রায়॥

আরক্ত গৌরাঙ্গ-কান্তি পরম-সুন্দর।
ঝলমল অলঙ্কারে অঙ্গ মনোহর॥
কটিতটে পীতবাস-বিরাজিত-শোভা।
শিরে লটপটি পাগ চম্পকের আভা॥ ১৭৫॥
চলিতে নূপুর পদে ঝনঝনি শুনি।
কুরঙ্গনয়নী-চিত্ত তরল-সন্ধানী॥
হাসিতে বিজুরী যেন খসিয়া পড়িছে।
কামিনী আপন-লাজ তাহাতেই দিছে॥
মেঘ জিনি গরজে—গম্ভীর নাদ শুনি।
কলি-মত্তহাতীর দমন—সিংহমণি॥ ১৭৬॥
মাতিল-কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর।
প্রসন্ন-বদনে প্রেমধারা নিরন্তর।
পুলকে আকুল অঙ্গ প্রেমে ডগমগি।
কম্প স্বেদ আদি ভাবে রস-অনুরাগী॥
কলি-দর্প দমন কনক-দণ্ড করে।
রাতা-উতপল করতল মনোহরে॥ ১৭৭॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হার কেয়ুর কিঙ্কিনী।
গণ্ডযুগে কুণ্ডল যেমন দিনমণি॥
পড়িয়া পড়িয়া উঠে—বোলয়ে সাম্ভাল।
সবারে পুছয়ে—কাঁহা কানাইয়া গোয়াল॥
অলৌকিক বাল্যভাবে ক্ষণে কান্দে হাসে।
মধু দেহ বলি ক্ষণে রেবতী প্রশংসে॥ ১৭৮॥
ক্ষণে যুগপদ করি লাফে লাফে যায়।
এক বলে আর করে—বুঝন না যায়।

"বিচার করিয়া"="খুঁজিয়া খুঁজিয়া"।
১৭১। "আপন-আশ্রম"=নিজের ঘর-বাড়ী।
"না পাইল লাগে"=উদ্দেশ পাইলাম না।
১৭২। "সন্ধ্যা"=সন্ধ্যাহ্নিক।
"পথে যাইতে"=পথ দিয়া আসিতেছে এমন সময়ে।
১৭৬। "কুরঙ্গ……সন্ধানী"=সুন্দরীগণের মন গলাইয়া দেয়—মন হরণ করে।
"আপন-লাজ… দিছে"=সেই হাসিতে নিজেদের লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিতেছে।
"কলি………সিংহমণি"=কলিযুগের ভীষণ-পাপ-দলনকারী।
১৭৮। "সাম্ভাল"=সামাল। "মধু=মদিরা।

অঙ্গের সৌরভে যত যুবতীর গণ।
কুলবতী-মদ তারা ছাড়িয়া তখন॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রভু পরণাম করে।
করিল বিনয়স্তুতি মধুর-অক্ষরে॥
পড়িলেন প্রভু-পদে নিত্যানন্দ-রায়।
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়॥
দোঁহে আলিঙ্গন করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
কতি ছিলা বলি কান্দে শ্রীমুখ চাহিয়া॥১৮০॥
সকল অবনী আমি ফিরিয়া চাহিনু।
কোথাহ তোমার মুই লাগি না পাইনু॥
শুনিলাম গৌড়দেশে নবদ্বীপ-পুরে।
লুকাইয়া রৈয়াছে তথা নন্দের কুমারে॥
চোর ধরিবারে মুই আইলাঙ এথা।
ধরিয়াছি চোর—আর পলাইবা কোথা॥ ১৮১॥
ইহা বলি নিত্যানন্দ হাসে কান্দে নাচে।
গৌরাঙ্গ আনন্দে কান্দে নিত্যানন্দ-কাছে॥
কলিদর্প দমন পাইলুঁ নিত্যানন্দ।
তারিমু পতিত পঙ্গু জড় আদি অন্ধ॥
নিত্যানন্দ-প্রতাপে পবিত্র ত্রিভুবন।
না জানে পাষণ্ডী মূঢ় দুরাচার জন॥ ১৮২॥
সবাই পড়িবে পাছে নিত্যানন্দ ফান্দে।
এই কথা কহিলেন প্রভু গোরাচান্দে॥
ভূমিতে লোটাইয়া প্রভু পরণাম করে।
কহিল মঙ্গল-কথা বিনয়-অক্ষরে॥ ১৮৩॥
হরিগুণ-সঙ্কীর্ত্তন করয়ে আনন্দে।
আপনে নাচয়ে সঙ্গে করি নিত্যানন্দে॥
নৃত্য সম্বরিয়া সে বসিলা দুই জনে।
আনন্দিত সর্ব্বলোক—দেখয়ে নয়নে॥১৮৪॥
তবে নিত্যানন্দ-পদ-অরবিন্দ-ধূলি।
আপনে আনিয়া দিলা ভক্ত-শিরোপরি॥
নিত্যানন্দ-পদধূলি পাইয়া ভক্তগণ।
প্রেমে গরগর-চিত—ঝরয়ে নয়ন॥ ১৮৫॥
এইমনে কৌতুকে রহিয়া কতক্ষণ।
ঘরেরে চলিলা প্রভু শচীর নন্দন।
পথে যাইতে কহে নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে দিতে নাহি তাঁহার উপমা॥
শুন শুন সর্ব্বজন আমার বচন।
কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি এই নহে সাধারণ॥ ১৮৬॥
আগে জ্ঞান হয় তবে উপজে ভকতি।
তবে সে জনমে সর্ব্বভোগে বিরকতি॥
এইমনে দিনে দিনে বাঢ়ে অনুদিন।
কৃষ্ণ-অনুরাগ বাঢ়ে হয় পরবীণ॥
আর-দিন মহাপ্রভু আপনার ঘরে।
আমন্ত্রণ দিলা নিত্যানন্দ-ন্যাসিবরে॥ ১৮৭॥
ভিক্ষা-অনন্তরে অঙ্গ লেপিল চন্দনে।
দিব্যমালা নিবেদিল পূজার বিধানে॥
তাঁহার কৌপীন লৈয়া খণ্ড খণ্ড করি।
চিরিয়া বান্ধিল প্রভু ভক্ত-শিরোপরি॥
তাঁহার চরণোদক ভক্তে পিয়াইল।
অবধূত দেখি সবার আনন্দ বাঢ়িল॥ ১৮৮॥
নাচে গায় সবে করে হুঙ্কার গর্জ্জন।
প্রেম-পরিপূর্ণ দেখে অনন্ত ভুবন॥

"রেবতী প্রশংসে"=রেবতীকে সাদরে ডাকেন। ১৭৯। "কুলবতী-মদ"=কুলবধূ বলিয়া যে অহংকার তাহা। ১৮০। "কতি ছিলা"=কোথায় ছিলে।

১৮৭। "জ্ঞান"=তত্ত্বজ্ঞান; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র ভজনীয় এই জ্ঞান।

"সর্ব্বভোগে বিরকতি"=সমস্ত ভোগের বস্তুতে বিরক্তি অর্থাৎ আসক্তি-ত্যাগ।

"বাঢ়ে অনুদিন"=প্রতিদিন অনুরাগের বৃদ্ধি হয়।

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম-উল্লাসে।
গৌরচন্দ্র-মুখ হেরি অট্ট অট্ট হাসে॥
পদতালে ধরণী সে থির নাহি হয়।
ভূমিকম্প হেন সবে মানিল নিশ্চয়॥ ১৮৯॥
নাচে গৌরচন্দ্র প্রভু—সবার ঠাকুর।
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে প্রেম-হিল্লোল প্রচুর॥
দেখিয়া ত শচীদেবী আনন্দিত-চিত।
নিত্যানন্দ দেখি বিশ্বরূপ পরতীত॥
বধূ-সঙ্গে গৃহে করে পরম-মঙ্গল।
হুলাহুলি জয়ধ্বনি করে সুমঙ্গল॥ ১৯০॥
নিত্যানন্দে দেখি আই বিশ্বরূপ-ঠান।
একদিঠে চাহে দেবী হরিশ পরাণ॥
গৌরচন্দ্রে বলে কথা—শুন বাপ মোর।
বিশ্বরূপ সেই পুত্র—সহোদর তোর॥
নিত্যানন্দ-নাম ধরি আইলা নবদ্বীপে।
মোর বাপ বিশ্বম্ভর! রাখহ সমীপে॥ ১৯১॥
কহিতেই দেবী তবে আনন্দ-পাথারে।
ডুবি নিত্যানন্দে চাহে কোলে করিবারে॥
আইস বাপ বিশ্বরূপ! চুম্বি মুখ তোর।
হরিষে না জানি চিত কি করিছে মোর॥
কহে গৌরচন্দ্র—মা গো! নহ উতরোল।
রাখহ গোপেতে কথা শুন মোর বোল॥ ১৯২॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু আইর চরণে।
দণ্ডবত পরণাম করয়ে যতনে॥
চরণের ধূলি লয় দু'হাতে করিয়া।
আইর সন্তোষে নাচে হরিষ হইয়া॥
কতক্ষণে হইলেন স্থির সবে মিলি।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু মহাকুতূহলী॥ ১৯৩॥

নিত্যানন্দ দেখি শচীর জুড়ালো নয়ান।
পিরীতি-পাগল হৈয়া হেরয়ে বয়ান॥
প্রভু বলে—নিজপুত্র বলিয়া জানিবে।
আমার অধিক করি ইঁহারে পালিবে॥
পুত্র-ভাবে শচী নিত্যানন্দ-মুখ চাহে।
মোর পুত্র হৈলা তুমি—শচীদেবী কহে॥ ১৯৪॥
মোর বিশ্বম্ভরে কৃপা করিবে আপনে।
আজি হৈতে তোরা দুই আমার নন্দনে॥
বলিতে বলিতে শচীর নেত্রে অশ্রু ঝরে।
পুত্র ভাবে শচী নিত্যানন্দে কোলে করে॥
নিত্যানন্দ মাতৃভাবে শচীর চরণে।
দণ্ডবত করি বলে মধুর-বচনে॥ ১৯৫॥
মাতা! যে কহিলে তুমি সেই সত্য হয়।
তোর পুত্র হই আমি—জানিহ নিশ্চয়॥
পুত্র-অপরাধ কিছু না লইবে মাতা।
তোর পুত্র রটি মুই—জানিবে সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দের মাতৃ-ভাব পাই শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে নীর গদগদ বাণী॥ ১৯৬॥
এইমনে স্নেহ-রসে হৈল গরগর।
দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়ালো অন্তর॥
আর দিন শ্রীবাস-পণ্ডিত ভিক্ষা দিল।
তাহার আশ্রমে অবধূত ভিক্ষা কৈল॥
অনেক সন্তোষ পাইল পণ্ডিতের ঠাঁই।
ভিক্ষা করি সেই দিন বঞ্চিলা তথাই॥ ১৯৭॥
সেইক্ষণে মহাপ্রভু গৌর-ভগবান্।
শ্রীবাস-আশ্রমে গেলা প্রসন্ন-বয়ান॥
দেবালয়ে প্রবেশিয়া বসি দিব্যাসনে।
কহিল—আমারে এই দেখ বিদ্যমানে॥

১৮৮। "ভিক্ষা-অনন্তরে" = ভোজনের পর। ১৯৪। "পিরীতি-পাগল" = স্নেহোন্মত্ত।

এ বোল শুনিয়া নিত্যানন্দ-ন্যাসিবর।
সাদরে নিরীখে বিশ্বম্ভর-কলেবর ॥ ১৯৮ ॥
তত্ত্ব না বুঝিল কিছু বিশেষ তাহার।
কি কার্য্য কহিল প্রভু ইঙ্গিত-আকার ॥
তবে পুনরপি মহাপ্রভু-বিশ্বম্ভর।
নিজ-জন দেখি কিছু কহিল উত্তর ॥
সব জন হও এই মন্দির বাহিরে।
বিস্ময় হইল সব বৈষ্ণব অন্তরে ॥ ১৯৯ ॥
মন্দির-বাহির হৈলা আজ্ঞা পালিবারে।
ইঙ্গিতে কহিল কার্য্য—কে বুঝিবে তারে ॥
তবে নিত্যানন্দে বৈল—আমার কারণে।
কৈলে পরিশ্রম - এবে দেখহ নয়নে ॥
ষড়্‌ভুজ শরীর প্রভু দেখাইল আগে।
তবে চতুর্ভুজ-রূপ দুই ভুজ তবে ॥ ২০০ ॥
দেখিয়া ঐছন রূপ অতি অদভুত।
পূর্ব্ব সঙরিলা নিত্যানন্দ-অবধূত ॥
দেখিল—আমার প্রভু প্রকাশ হইলা।
এক অঙ্গে তিন অবতার দেখাইলা ॥ ২০১ ॥
রাম কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ দেখিল দিব্য-তনু।
পশ্চাত দেখিল নব-কৈশোর রাধা-কানু ॥
হরিষে নাচয়ে প্রভু—আনন্দ অপার।
দিগ্বিদিক নাহি জানে প্রেমের পাথার ॥
হেন অদভুত কথা শুন সর্ব্বজন।
গোরা গুণগাথা সুখে কহয়ে লোচন ॥ ২০২ ॥

————

যথা রাগ।

হরি রাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেম-গোরা।
নিত্যানন্দ-সুখোৎসবে নাচে ভক্ত ভোরা ॥

পরম অদ্ভুত কথা লোকে অবিদিত।
শুনহ ভকত সব হৈয়া একচিত ॥
ষড়্‌ভুজ দেখয়ে নিত্যানন্দ সুবিলাসী।
বাঢ়ে নিত্যানন্দ-সুখ-অমিয়ার রাশি ॥
ঊর্দ্ধ দুই হস্তে দেখে ধনু আর শর।
মধ্য দুই হস্তে বক্ষে মুরলী অধর ॥ ২০৩ ॥
অধো হস্ত-দ্বয়ে শোভে কমণ্ডলু দণ্ড।
মালসাট্ মারে দেখি পরম প্রচণ্ড ॥
রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-মাধুরী মনোহর।
কিশোর-শেখর রসময় কলেবর ॥
দেখি নিত্যানন্দ-প্রভু সন্তোষ-অন্তর।
লীলাবেশে হৈলা গৌর রসে গরগর ॥ ২০৪ ॥
তবে প্রভু গভীর গরজে ঘন ঘন।
মত্ত বলদেব যেন অঙ্গের গঠন ॥
সে রূপ দেখিতে কামদেব মুরুছায়।
তুলনা দিবারে কিবা আছয়ে ধরায় ॥
জিনিয়া রাতুল পদ্ম চরণ মৃণাল।
ভকত-ভ্রমর লোভে মহাকুতূহল ॥ ২০৫ ॥
কনক-নূপুর তাহে শোভে মনোহরে।
দশচন্দ্র বিরাজিত অঙ্গুলী উপরে ॥
উলট-কদলী উরু সুন্দর নিতম্ব।
নীল ধটী পরিপাটী রভস-তরঙ্গ ॥
ত্রিবলী-বলিত চারু নাভি সুগভীর।
রসিকনাগরী-চিত দেখিয়া অধীর ॥ ২০৬ ॥
পরিসর উচ্চ বক্ষে মুকুতার দাম।
গজমতি হার হেরী মুরুছায় কাম ॥
কম্বু কণ্ঠ গণ্ডস্থল কনক-দর্পণ।
লাজ ধৈর্য্য ছাড়ে হেরী কুলবতীগণ ॥

১৯৬। "বটি" = হই। ১৯৭। "বঞ্চিলা = কাটাইলেন। ২০৩। "শর" = বাণ ২০৫। "রাতুল" = রাঙা। ২০৬। "দশচন্দ্র" = দশটী নখচন্দ্র। "রভস-তরঙ্গ" = রসের হিল্লোল।

কর্ণে সুকুণ্ডল যেন সূর্য্যের মণ্ডলে।
পদ্মিনীর গণ হেরি প্রফুল্লিত জলে ॥ ২০৭ ॥
শিরোপরি পাগড়ী শোভয়ে লটপটি।
মধু-ভ্রমর টলে রাঙ্গা-উতপল-দিঠি ॥
শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম ভাইয়া।
বারুণী বারুণী ডাকে মহামত্ত হৈয়া ॥
চন্দনে চর্চ্চিত চারু ললাটে তিলক।
ভুরুযুগ জিনিলেক কামের ধনুক ॥ ২০৮ ॥
কোটী চন্দ্র নিছনিয়ে সে চন্দ্র-বদন।
প্রেমধারা নয়নে সে সুধা-বরিষণ ॥
লৌহ-দণ্ড শ্রীহস্তে সে পাষণ্ড দলিতে।
শ্রীহল মুষল যেন শত্রু বিনাশিতে ॥
কোনো ক্ষণে ধবলী শাঙলী বলি ডাকে।
ভাই কানাই মধু আন আমার নিকটে ॥ ২০৯॥
হরি হরি বলে ক্ষণে মেঘের শবদে।
ভাইয়া ভাইয়া বলে ক্ষণে পরম-উন্মাদে ॥
ক্ষণে ভক্তিরস-সুখে লীলা-অনুসারে।
পরস্পর দোঁহে মেলি পরণাম করে ॥
পড়িলেন প্রভু-পদে নিত্যানন্দ-রায়।
গৌরচন্দ্র! প্রেমানন্দ দেহ ত আমায় ॥২১০॥
নিত্যানন্দ-পদে পড়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায় ॥
গদ্গদ বলে গোরা—দাদা রে বলাই।
আমারে ছাড়িয়া ভাই! ছিলে কোন্ ঠাঁই ॥
এই বেশে কোন্ দেশে কতেক ভ্রমিলে।
পাঁচনী গুঞ্জার মালা কোথা বা রাখিলে ॥২১১॥
কিবা ছিলাম কি হৈলাম কি করিল ধাতা।
কোথা নন্দ পিতা—কোথা যশোমতী মাতা।
কালিন্দীর তীরে তীরে চরাইতা গাই।
তাহা কিছু পড়ে মনে দাদা রে বলাই ॥
হেনমতে দুই প্রভুর হইল মিলন।
আনন্দেতে গুণ গায় এ দাস লোচন ॥২১২॥

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীঅদ্বৈত—হরিদাস মিলন

তুড়ী রাগ।

আর অপরূপ কথা কহিব এখন।
না দেখিল না শুনিল হেন আচরণ ॥
সকল লোকের নাথ ক্ষিতি-অবতার।
ভাগ্য করি না মানহ কেনে আপনার।
চাতুরী না ঘুচে ছার পাষণ্ডী হিয়ায়।
জড়িত অন্তর তার এ বিষ্ণু-মায়ায় ॥ ২১৩ ॥
নির্ম্মল হইবে যদি শুনে গোরাগুণ।
ভব-ব্যাধি নাশিবারে এই সে কারণ ॥
একদিন রাত্রি যায় তৃতীয় প্রহর!
আচম্বিতে রোদন করয়ে বিশ্বম্ভর ॥
বিস্মিত হইয়া শচী পুছেন পুত্রেরে
কি লাগিয়া কান্দ বাপ কহ না আমারে ॥২১৪॥
তোমার কান্দনা শুনি পোড়য়ে শরীর।
ধরিতে না পারি হিয়া—বুকে বাজে তীর ॥
শুনিয়া মায়ের কথা নিঃশবদে রহে।
শয্যায় শুতিয়া যে দেখিল স্বপ্ন কহে ॥
নবীন-নীরদ-কান্তি দেখিলুঁ পুরুখ।
ময়ূর-পাখার চূড়া দেখিল সম্মুখ ॥ ২১৫ ॥
কঙ্কণ কেয়ূর হার চরণে নূপুর।
ললাটে চন্দন-চাঁদ—কিরণ প্রচুর ॥

২০৭। "পরিসর"=বিস্তৃত; বিশাল। "প্রফুল্লিত"=প্রস্ফুটিত। ২০৮। "বারুণী"=মদিরা; মধু। ২০৯। "কোটীচন্দ্র নিছনিয়া"=কোটি কোটি চন্দ্রকে তিরস্কার করে।

পীতবস্ত্র পরিধান—বংশী বাম-করে।
দেখিলুঁ বালক এক হরিষ-অন্তরে॥
রোদন করয়ে আঁখে গলে অশ্রুধার।
না কহিও কেহো যেন নাহি শুনে আর। ২১৬॥
ঐছন বচন শুনি শচী হরষিতা।
বিশ্বম্ভর-মুখোদিত অমৃতের কথা॥
বিশ্বম্ভর পুলক-পূরিত সব দেহ।
ঝলমল করে অঙ্গ-ছটা সব গেহ॥
হেনকালে নিত্যানন্দ অবধূত-রায়।
আচম্বিতে প্রভু-পাশ মিলিলা তথায়॥ ২১৭॥
আসিয়া দেখিল প্রভুর সুন্দর শরীর।
তেজোময় মহাবাহু—এ নাভি গভীর॥
দক্ষিণ-করেতে গদা—বাম-করে বেণু।
করতলে পদ্ম—বাম-কর-তলে ধনু॥
তপতকাঞ্চন-কান্তি হৃদয়ে কৌস্তুভ।
মকর-কুণ্ডল কর্ণে শোভে গণ্ডযুগ॥ ২১৮॥
মরকত-দ্যুতি হার শোভয়ে গলায়।
অদভুত বেশ দেখে অবধূত-রায়॥
চতুর্ভুজ-তনু দেখে—মুরলিকা নাই।
সেইমত রূপ সব চরিত্র নিমাই॥
ক্ষণেক অন্তরে দেখে দ্বিভুজ-আকার।
লোক অনুগ্রহ-রূপ চরিত্র তাহার॥ ২১৯॥
এ রূপ দেখিয়া সেই অবধূত-রায়।
নিজ-জনে আলিঙ্গন দিয়া নাচে গায়॥
আবেশে নাচয়ে প্রভু বিবশ হইয়া।
প্রেম-মহাজলনিধি প্রকাশ করিয়া॥
শ্রীনিবাস নারায়ণ শ্রীরাম মুরারি!
ইহা সঙ্গে তোমরা চলহ জনা চারি॥ ২২০॥
অদ্বৈত আচার্য্য-বাড়ী যাব অবধূত।
তাহারে জানাইহ—ইহোঁ বড় অদভুত॥
হেনমনে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
শুনি সবজন-হিয়া আনন্দ হইল॥
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সবে চলিলা সত্বর।
আনন্দ-হৃদয়ে গেলা আচার্য্যের ঘর॥ ২২১॥
প্রণাম করিয়া কথা কহিল সকল
শুনিয়া আচার্য্য সুখে নাচয়ে বিহ্বল॥
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন করয়ে আনন্দে।
আচার্য্য নাচয়ে সুখে—নাচে নিত্যানন্দে॥
আনন্দ-সমুদ্রে ডুবি রহিলা নির্ভরে।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার উঠয়ে হিল্লোলে॥ ২২২॥
দোঁহে গুপ্ত-কথা কহে গৌরাঙ্গ-চরিত।
কহিতে শুনিতে দোঁহে উন্মত-চিত॥
এইমনে আনন্দে আছিলা দিন দুই।
আনন্দে বৈষ্ণব-সব হরি-গুণ গাই॥
অদ্বৈত-চরণে পুন নিবেদন করি।
সত্বরে চলিলা দেখিবারে গৌরহরি॥ ২২৩॥
প্রভুর সম্মুখে আসি পরণাম করি।
করজোড় করি সব কহয়ে মুরারি॥
আচার্য্যের ঘরে যত ভৈ গেল রহস্য।
শুনি আনন্দিত প্রভু—উপজিল হাস্য॥
তার পরদিনে পুন আপনে আচার্য্য।
পদাম্বুজ দেখিবারে আইলা দ্বিজবর্য্য॥ ২২৪॥

২১৬। "কিরণ প্রচুর"=খুব আলো হইয়াছে।

২১৮। "তপতকাঞ্চন-কান্তি"=গলিত স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল পীতবর্ণ। "গণ্ডযুগ"=গাল দুইটী।

২১৯। "লোক.........তাহার"=লোককে কৃপা করিবার জন্য যেন উদ্যত—এইরূপ তাঁহার ভাব।

২২০। "প্রেম-মহাজলনিধি"=প্রেম-মহাসমুদ্র।

২২২। "নির্ভরে"=পূর্ণরূপে।

২২৪। "দ্বিজবর্য্য"=ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের ঘরে মহাপ্রভু।
দেবতার ঘর-মধ্যে বসি হাসে লহু॥
দিব্যাসনে পহুঁ বসি আছে মহাসুখে।
ঝলমল করে ঘর অঙ্গের ছটাকে॥
তপত-কাঞ্চন জিনি শ্রীঅঙ্গের ছবি।
প্রেমায় অরুণ যেন প্রভাতের রবি॥ ২২৫॥
দিব্য অলঙ্কার মালা সুগন্ধি চন্দন।
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি সুন্দর বদন॥
গদাধর নরহরি দুই দিকে রহে।
শ্রীরঘুনন্দন প্রভুর মুখ-পানে চাহে॥
চৌদিকে বেঢ়িয়া ভক্তগণ তার পাশে।
নক্ষত্র বেঢ়িলা যেন দ্বিজরাজ হাসে॥ ২২৬॥
নিত্যানন্দ বসিয়া সম্মুখে প্রেমানন্দে।
বদন হেরিয়া ঘন ঘন হাসে কান্দে॥
হেনই সময়ে সে আচার্য্য দ্বিজচাঁদ।
ঘনঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে সিংহনাদ॥
পুলকে ভরল অঙ্গ আপাদ-মস্তক।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তর-কৌতুক॥ ২২৭॥
নিবেদন কৈল দ্বিজ নানা উপায়ন।
পদাম্বুজে দিল নানা বসন ভূষণ॥
তুলসী-মঞ্জরী দিয়া পূজিল চরণ।
সুগন্ধি মালতী-মালা সুগন্ধি চন্দন॥
দণ্ড-পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া।
আপনে সে মহাপ্রভু তুলিলা ধরিয়া॥ ২২৮॥

পূজা পরিগ্রহ করি গৌর-ভগবান্।
অবশেষ দিল নিজ ভক্তগণে দান॥
সেই মালা বস্ত্রালঙ্কার শোভে শ্রীঅঙ্গে।
হরি হরি বলি নাচে তা-সবার সঙ্গে॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর নিত্যানন্দ-রায়।
শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ গুণ গায়॥ ২২৯॥
সকল বৈষ্ণব মেলি আনন্দ উল্লাসে।
আপনা পাসরে সবে রসের আবেশে॥
সবে সবা পরশংসে বলি ধন্য ধন্য।
তুচ্ছ করি মানে সুখ কৈবল্য নির্ব্বিঘ্ন॥
দিবা-নিশি নাহি জানে প্রেমানন্দ-সুখে।
নিয়ত বিহ্বল তারা অন্তর-কৌতুকে॥ ২৩০॥
সূর্য্যোদয়ে নৃত্যারম্ভ—হয়ে ত রজনী।
সন্ধ্যায় নাচয়ে সে অবধি দিনমণি॥
হেনমনে রাত্রিদিনে প্রেমানন্দে ভোরা।
নৃত্য-অবসানে সবে আজ্ঞা দিল গোরা॥
স্নান দেবার্চ্চন সবে কর নিজ-ঘরে।
পুনরপি আইস সবে ভোজন-উত্তরে॥ ২৩১॥
সেইমত সর্ব্বজন ক্রিয়া সমাধিয়া।
পাদাম্বুজ-সন্নিকটে মিলিলা আসিয়া॥
হেনই সমবে মহাশয় হরিদাস।
কৃষ্ণনামে নিরন্তর অন্তর-উল্লাস॥ ২৩২॥
কৃষ্ণপাদাম্বুজ-মধুময় মত্তভৃঙ্গ।
রসের আবেশে হয় তরুণিম সিংহ॥

২২৫। "ছটাকে"=ছটায়; দীপ্তিতে।

২২২। "দ্বিজরাজ"=চন্দ্র।

২২৭। "আচার্য্য দ্বিজচাঁদ"=বিপ্র-শিরোমণি শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।

২২৮। "দণ্ড-পরণাম করে"=দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।

২২৯। "অবশেষ"=প্রসাদ।

২৩০। "কৈবল্য নির্ব্বিঘ্ন"=নির্ব্বাণ-মুক্তি; ব্রহ্মে একেবারে মিশিয়া যাওয়া।

২৩১। "ভোজন-উত্তরে"=খাওয়ার পর।

২৩৩। "রসের………সিংহ"=রস-ভরে সিংহ-যুবকের ন্যায় বিক্রমশালী।

আচম্বিতে নবদ্বীপে মিলিলা আসিয়া!
'আইস আইস' বলি প্রভু সম্ভাষে হাসিয়া॥
নির্ভর-প্রেমায় কৈল গাঢ় আলিঙ্গনে।
আদেশিল মহাপ্রভু বসিতে আসনে॥ ২৩৩॥
সুচতুর হরিদাস পরণাম করে।
আপনে ঠাকুর তারে তোলে ধরি করে॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপিল তাহার।
অঙ্গের প্রসাদ-মালা দিল আপনার॥
ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন ঠাকুর।
ভোজন করিল মহাপ্রসাদ প্রচুর॥ ২৩৪॥
এইমতে হরি নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তণে।
বিলসয়ে মহাপ্রভু আনন্দিত-মনে॥
হরিদাস অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস আদি যত ভক্তগণ-সঙ্গ॥ ২৩৫॥
প্রেমানন্দ-কৌতুকে গোঙায় দিনরাতি।
আচার্য্যে বিদায় দিল—ঘরে যাহ আজি॥
আজ্ঞা পাইয়া অদ্বৈত-আচার্য্য ঘর গেলা।
যে দেখিল যে শুনিল সেই সুখে ভোলা॥
তবে সেই নিত্যানন্দ অবধূত-রায়।
প্রভু-বিদ্যমানে তেঁহো হইলা বিদায়॥ ২৩৬॥
তাঁর সঙ্গে অনুব্রজি চলিলা ঠাকুর।
প্রেমে পালটিতে নারে—গেলা অতিদূর॥
ছাড়িয়া যাইতে নারে অবধূত-রায়।
অনেক যতনে তেঁহো করিলা বিদায়॥ ২৩৭॥
বিদায়-সময়ে প্রভু কহে এক বাণী।
এ সবারে দেহ ত কৌপীন একখানি॥
প্রভুর বচনে সে ঠাকুর অবধূত।
সবাকারে দিলেন কৌপীন অদভুত॥
আপনে কৌপীন প্রভু নিল ত হাসিয়া।
নিজ-ভক্তগণে দিল সবারে চিরিয়া॥ ২৩৮॥
কৌপীন-প্রসাদ তারা পাইয়া কৌতুকে।
আনন্দ করিয়া সবে বান্ধিলা মস্তকে॥
নিত্যানন্দ-পদাম্বুজে লইরা বিদায়।
প্রভুর সঙ্গেতে তারা নিজ-ঘরে যায়॥
ঘরেরে আইলা সবে দুঃখিত-হৃদয়ে।
বাষ্প-ছলছল আঁখি বসিলা আলয়ে॥ ২৩৯॥
কতক্ষণে সবে স্নান দেবার্চ্চন করি।
সন্ধ্যাকালে আইলা দেখিবারে গৌরহরি॥
নিত্যানন্দ আসি আচার্য্য-গোসাঁইর স্থানে।
হরিষে গৌরাঙ্গ-কথা কহে রাত্রিদিনে॥
তার পরদিনে এক কথা শুন সবে।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রেমভক্তি পাবে তবে॥ ২৪০॥
লোক-বেদ-অবিদিত অপরূপ কথা।
অমৃতের সার এই গোরা-গুণগাথা॥
দেখি নিজ জনে প্রভু আলিঙ্গন দিয়া।
আপনার গুণ শুনি বুলয়ে নাচিয়া॥
চতুর্দ্দিকে সব জন সুখে নাচে গায়।
আনন্দে বিভোর মাঝে নাচে গোরারায়॥ ২৪১
আচম্বিতে শ্রীনিবাস-কর ধরি করে।
কতি গেলা নাহি জানি প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
চতুর্দ্দিকে সব জন নাচিতে গাহিতে।
মধ্যে মহাপ্রভু নাই—না পাই দেখিতে॥

২২৩। "নির্ভর-প্রেমায়"=পূর্ণপ্রেমভরে।
" "আদেশিল"=অনুনয় করিলেন।
২৩৭। "অনুব্রজি"=পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া। "পালটিতে নারে"=ফিরিয়া আসিতে পারে না।

২৪১। "লোক-বেদ-অবিদিত"=লোকেও জানে না, বেদেও জানে না।
"আপনার গুণ"=কৃষ্ণগুণগান, কেননা তিনিই হইলেন কৃষ্ণ।

সবজনে উপজিল অন্তরে তরাস।
কান্দয়ে সকল লোক গণয়ে হুতাশ ॥ ২৪২ ॥
ভূমিতে লোটাইয়া কান্দে স্থির নাহি বান্ধে।
নদীয়ার লোক সব গণিল প্রমাদে ॥
ধাওয়াধাই সবলোক—চাহে ঘরে ঘরে!
আঁখি মেলিবারে নারে নয়ানের জলে ॥ ২৪৩
বিষ খাই সব জন মরিব আমরা।
কি লাগিয়া কতি গেলা মোর প্রাণ গোরা ॥
এতেক বিলাপ করে সব নিজ-জন।
শুনিয়া ধাইল শচী হৈয়া অচেতন ॥
বসন সম্বরে নাহি না বান্ধয়ে চুলি।
বুকে কর হানি ধায় উন্মত্ত পাগলী ॥ ২৪৪ ॥
বাপ বাপ ডাকে শচী আরে বিশ্বম্ভর।
ঘরেরে আইস বেলা হৈল দ্বিপ্রহর ॥
কুলের প্রদীপ মোর—নদীয়ার চান্দ।
নয়ানেয় তারা মোর কেবা কৈল আন্ধ ॥
সবজন-আরতি দেখিয়া বিপরীত।
ভকত-বৎসব প্রভু আইলা আচম্বিত ॥ ২৪৫ ॥
ঘোর অন্ধকারে যেন সূর্য্যের উদয়।
প্রকাশ করিল প্রভু বৈষ্ণব-হৃদয় ॥
চরণে পড়িয়া কেহো কান্দে আর্ত্তনাদে।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহো নাচে উনমাদে ॥
কেহো বলে মহাপ্রভু তোর পদ বিনে।
অন্ধকার দশদিক্—না দেখি নয়নে ॥ ২৪৬ ॥
উন্মত্ত পাগলী শচী পুত্র কোলে করে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন-কমলে ॥
আন্ধলের লড়ি মোর নয়ানের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥

শূন্য হৈয়াছিল মোর সকল সংসার।
গোরাচান্দ-উদয়ে ঘুচিল অন্ধকার ॥ ২৪৭ ॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর হরিদাস।
বিনয় করিয়া কহে—শুন শ্রীনিবাস ॥
তোমা বহি নাহিক প্রভুর প্রিয়দাস।
তোমার প্রসাদে এই চরণ-প্রকাশ ॥
আমি-সব তোমারে কি কহিবারে জানি।
আপন বলিয়া দয়া করিবে আপনি ॥ ২৪৮ ॥
ইহা বলি সবে মেলি হরি-গুণ গায়।
পিরীতি-পাগল হৈয়া নাচে গোরারায় ॥
হেন অপরূপ কথা শুন সর্ব্বজন।
নবদ্বীপে পরচার পিরীতি-রতন ॥ ২৪৯ ॥
ত্রিজগতে দুর্ল্লভ প্রভুর প্রেমভক্তি।
হেন জন কেবা আছে লভিবারে শক্তি ॥
লখিমী অনন্ত কিবা শিব সনাতন।
রে প্রেমভক্তির কেহো না জানে মরম ॥
হেন প্রেমভক্তি প্রভু করে পরকাশ।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥ ২৫০ ॥

ধানশী রাগ।

হেনমতে নবদ্বীপে বিহরে ঠাকুর।
আপনা পাসরি প্রেম প্রকাশে প্রচুর ॥
স্বতন্ত্র হইয়া হয়ে ভকত অধনী।
সবারে যাচয়ে প্রেমা যেন অতি দীন ॥ ২৫১ ॥
আচম্বিতে একদিন ধন্য রম্য বেলে।
নিজজন-সঙ্গে ক্রীড়া করে সন্ধ্যাকালে ॥

২৪৩। "গণিল প্রমাদ"=বিপদ ভাবিয়া অস্থির হইল।

২৫২। "ধন্য রম্য বেলে"=মঙ্গলময় সুন্দর সময়ে।

সবার অঙ্গের বস্ত্র নিলা ত কাড়িয়া।
আনন্দে হাসয়ে সবে বিনগ্ন করিয়া॥
সব জন লজ্জায় অবশ ভেল তনু।
করে আচ্ছাদয়ে অঙ্গ—চাটু করে পুনু॥২৫২॥
বস্ত্র দেহ বস্ত্র দেহ ত্রিজগত-রায়।
এমন করিতে প্রভু তোরে না জুয়ায়॥
এ বোল শুনিয়া প্রভুর অধিক উল্লাস।
ক্ষণেক অন্তরে সব জনে দিল বাস॥২৫৩॥
এইমতে বিহরে রসিক-শিরোমণি।
সর্ব্বজনে রস-দাতা—সব রস জানি॥
বস্ত্র দিয়া তুষ্ট কৈলা সব নিজ-জনে।
আপনে নাচয়ে সুখে—নাচে ভৃত্যগণে॥
লীলাগতি চলে প্রভু লোকে অলক্ষিত।
তার নিজ-জন জানে তাহার ইঙ্গিত॥২৫৪॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
ইঙ্গিত বুঝিয়া গায়—বাঢ়ে প্রেমানন্দ॥
আনন্দে বিহ্বল নিজ-গণে নাচে গায়।
হেনকালে আইলা পুন অবধূত-রায়॥
অবধূত আইলা বলি পড়ে জয় জয়।
আনন্দে সকল লোক সুমধুর গায়॥২৫৫॥
মত্ত করিবর যেন গমন মন্থর।
হরি-হরি ধ্বনি শুনি অবশ অন্তর॥
পথ আগোলিয়া চলে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ দুই গিয়া রহে চৌদিকে চাহিয়া॥

পুলকিত সব অঙ্গ আপাদ-মস্তক।
কদম্ব-কেশর জিনি একটি পুলক॥২৫৬॥
বক্র গ্রীবায় দিক্ নেহারে রাঙ্গা আঁখে।
ক্ষণে উনমাদে ধায় ক্ষণে উচ্চ ডাকে॥
এইমত শত শত লোক পাছে ধায়॥
আনন্দে বিভোর—গেলা যথা গোরারায়॥
নিত্যানন্দ দেখি প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
দৃঢ় আলিঙ্গন করে প্রেমে গরগর॥২৫৭॥
দোঁহার নয়নে ঝরে প্রেমানন্দ নীর।
আনন্দে বিভোর দোঁহে—অথির শরীর॥
আনন্দে নাচয়ে দোঁহে সঙ্গে ভক্তগণ।
কৃষ্ণ-বলরাম-সঙ্গে যেন শিশুগণ॥
নৃত্য অবসানে প্রভু কহিল সবারে।
নিত্যানন্দ-পাদ-প্রক্ষালন করিবারে॥২৫৮॥
নিত্যানন্দ-পাদোদক লেহ শিরোপরি।
পাইবে পরম প্রেমা—আনন্দ লহরী॥
হেনমতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
শুনিয়া সবার মনে আনন্দ বাঢ়িল॥
একে চায়—আরে পায় প্রভু-আজ্ঞাবাণী।
মস্তকে ধরিল পাদ প্রক্ষালন-পানী॥২৫৯॥
তবে অবধূত প্রভুর আজ্ঞাবাণী শুনি।
রক্তিম নয়ানে ছলছল করে পানী॥
উঠিয়া আনন্দে সব জনে করে কোলে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু-আনন্দ-হিল্লোলে॥

"সবে বিলগন করিয়া"=সকলকে ন্যাংটো করিয়া।

২৫২-২৫৪। "সবার...বাস"=এতদ্দ্বারা বস্ত্র-হরণ-লীলানুকরণ করিলেন।

২৫৪। "লীলাগতি... ... ...অলক্ষিত=মহাপ্রভু ব্রজের লীলা-অনুসারে-কার্য্য করেন, কিন্তু লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। ২৫৬। "মন্থর"=বক্র।

"পথ আগোলিয়া"=পথ জোড়া করিয়া।

২৫৯। "লহরী"=ঢেউ।

"একে চায় ... ...আজ্ঞাবাণী"=একে ত তাঁহারা স্বতঃই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীচরণামৃত পান করিবার জন্য সমুৎসুক, তাহাতে আবার মহাপ্রভুর আদেশ পাইয়াছেন।

প্রেমায় বিহ্বল সবে—করয়ে ক্রন্দন।
হৃদয়ে ধরয়ে অবধূতের চরণ।
প্রেম-মহামহোৎসব বাঢ়িল অপার।
অন্তরে ঝলমল করে—বাহ্যেতে বিকার ॥ ২৬০ ॥
ঐছন দেখিয়া প্রভু গৌর-ভগবান্।
অন্তর-সন্তোষে চাহে—প্রসন্ন-বয়ান ॥
সব জন স্তব পড়ে বেঢ়ি চারিপাশে।
হেনকালে আচম্বিতে আইলা হরিদাসে ॥
শুদ্ধ ফটিকের মালা ধরিয়া গলায়।
হেমমণি-মুখর-মঞ্জীর রাঙ্গা পায় ॥ ২৬১ ॥
পুলতিক সব অঙ্গ—সজল-নয়ন।
প্রেমে টলমল তনু—হুঙ্কার গর্জ্জন ॥
নির্ভর-প্রেমায় নাচে প্রভুর সম্মুখে।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার প্রেমানন্দ-সুখে ॥
নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মা মূর্ত্তিমান হৈয়া।
দণ্ডবত করে প্রভুর চরণে পড়িয়া ॥ ২৬২ ॥
চতুর্ম্মুখে স্তব করে বেদ উচ্চারিয়া।
'শান্ত হও' বলি প্রভু তোলে কোলে লৈয়া ॥
শান্ত হৈয়া হরিদাস নাচে কান্দে হাসে।
দিগবিদিগ নাহি—প্রেমানন্দে ভাসে ॥ ২৬৩ ॥

হেনকালে অদ্বৈত-আচার্য্য আচম্বিত।
প্রভুর সম্মুখে আসি হৈলা উপনীত ॥
ঠাকুর উঠিয়া কৈল বন্দন তাঁহার।
সব-জন উঠিয়া করিল নমস্কার ॥ ২৬৪ ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিয়া ব্যবহারে।
আদেশিল আপনে ভোজন করিবারে ॥
সম্ভ্রম পাইলা তবে আচার্য্য গোসাঁই।
আজ্ঞা শিরে করি অন্ন ভুঞ্জিলা তথাই ॥
হেনমতে সব-নিজজন-সঙ্গে পঁহু।
নিভৃতে বসিয়া ঘরে হাসে লহু লহু ॥ ২৬৫ ॥
নিজজন-সঙ্গে প্রভু নিজ-কথা কহে।
যে কারণে কৈল প্রভু পৃথিবী-বিজয়ে ॥
নিজভাব-আস্বাদন—অধর্ম্ম-বিনাশ।
ধর্ম্ম সংস্থাপন—নামকীর্ত্তন প্রকাশ ॥
দেশে দেশে প্রকাশ করিব ঘরে ঘরে।
ব্রজভাব—দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গারে ॥
ভুঞ্জাব অধিক রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধন।
আপনি ভুঞ্জিব—ভুঞ্জাইব ত্রিভুবন ॥
সুরাসুরগণে দিব এই প্রেমধন।
চণ্ডাল যবন মূর্খ স্ত্রী বালক জন ॥

২৬০। "অন্তরে………………বিকার" =প্রেম-ভরে তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া জ্বলজ্বল্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, আর বাহিরে কম্প, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

২৬১। "ফটিক"=সূর্য্যকান্তমণি। "হেমমণি-মুখর-মঞ্জীর"=স্বর্ণ-নির্ম্মিত ও মণি-খচিত নূপুর।

২৬২। "ব্রহ্মা মূর্ত্তিমান্ হৈয়া"=সাক্ষাৎ ব্রহ্মার রূপ হইলেন।

২৬৫। "সম্ভ্রম পাইল"=অত্যধিক সম্মান বশতঃ লজ্জায় ঈষৎ সংকুচিত হইলেন।

২৬৬। "যে কারণে"=কারণ যে কি তাহা তৎপরেই নীচের দুই লাইনে বিবৃত হইয়াঝে।

"কৈল প্রভু পৃথিবী-বিজয়ে"=পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন।

"নিজভাব-আস্বাদন"=কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদন।

২৬৭। "শৃঙ্গার"=মধুর-রস।

"ভুঞ্জাব অধিক রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধন" =মধুর-রস সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে সকলকে উপভোগ করাইব।

"সুরাসুরগণে"=দেবতা ও দৈত্য-সকলকে; ভাল মন্দ সমস্ত লোককে।

বৃন্দাবন-সুখ আমি নদীয়া আনিয়া।
দেশে দেশে ভুঞ্জাইব তো-সবারে লৈয়া॥
অতি অপরূপ কথা নদীয়া-বিহার।
একত্র সে সব কথা করিব প্রচার॥
গদাধর নরহরি বৈসে দুই পাশে।
শ্রীরঘুনন্দন পদ-নিকটে বিলাসে॥ ২৬৮॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর নিত্যানন্দ-রায়।
আপনে ঠাকুর নিজ-গণগাথা গায়॥
মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস।
হরিদাস আদি যত প্রেমার আবাস॥
শুক্লাম্বর বক্রেশ্বর শ্রীমান্ সঞ্জয়।
শ্রীধর-পণ্ডিত আদি যত মহাশয়॥ ২৬৯॥
একোজন-মহিমা, কহিতে পারে কেবা।
যা-সবারে লৈয়া অবতরে গৌরদেবা॥
উপমা দিবারে নাহি নদীয়া-প্রকাশ।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥ ২৭০॥

—ঃ * ঃ—

ষষ্ঠ অধ্যায়

জগাই মাধাই উদ্ধার

গুর্জ্জরীরাগ। দিশা।

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর হয়।
না হারে হারে আরে হয়॥ মূর্চ্ছা॥
হরি রাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেম-গোরা॥ ধ্রু॥
কহিব অপূর্ব্ব কথা শুন সর্ব্বজন।
শুনিলে সকল পাপ হবে বিমোচন॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আপন-আবাসে।
শিষ্যগণ সঙ্গে আছে বিনোদ-বিলাসে॥
নিজ-ভক্তগণ সব করি একমেলি।
নিজগুণ-সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমানন্দে ভুলি॥
হাসিয়া কহিল প্রভু ভক্ত সবাকারে।
এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে ঘরে॥
নবদ্বীপে বাল বৃদ্ধ বৈসে যত জন।
চণ্ডাল দুর্গতি আর সজ্জন দুর্জ্জন॥
সবারে শিখাও হরিনাম গ্রন্থি করি।
অনায়াসে সব লোক যাউ ভব তরি॥ ২৭২॥
শুনিয়া সকল ভক্ত কহিল প্রভুরে।
না পারিব হরিনাম দিতে ঘরে ঘরে॥
এই নবদ্বীপে এক আছয়ে দুরন্ত।
অতি দুরাচার—মহাপাপে নাহি অন্ত॥
মহাপাপী ব্রাহ্মণ সে আছে দুই ভাই।
নবদ্বীপেয় ঠাকুর সে জগাই মাধাই॥ ২৭৩॥
ব্রাহ্মণী যবনী গুর্ব্বঙ্গনা নামি এড়ে।
সুরাপান পাইলে সকল কর্ম্ম ছাড়ে॥
দেব গুরু ব্রাহ্মণ হিংসয়ে নিরন্তর।
বাহির হৈলে বিনি বধে নাহি যায় ঘর॥ ২৭৪
ব্রহ্ম-বধ গো-বধ স্ত্রী-বধ শত শত।
লিখিতে না পারি পাপ করিয়াছে কত॥
গঙ্গাকূলে বৈসে—গঙ্গাস্নান নাহি করে।
দেবতা পূজয়ে নাহি আজন্ম-ভিতরে॥
নিরন্তর স্বজন-বান্ধবে করে দণ্ড।
কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে বড়ই পাষণ্ড॥ ২৭৫॥
সহস্র কায়স্থ যদি শত জন্ম লেখে।
তথাপি তাহার পাপ অন্ত নাহি দেখে॥
একদিন আছে প্রভু নিজ-জন মেলে।
কথার প্রসঙ্গে তার কথা হেনকালে॥ ২৭৬॥
কহিল সকল লোক প্রভু-বিদ্যমানে।
শুনিয়া রুষিলা প্রভু—গণে মনে মনে॥

"প্রেমের আবাস"=প্রেমময় ভক্ত।

অরুণ বদন ভেল রাঙ্গা দুটি আঁখি।
যে কহিলে তোমরা—অন্তরে পাই সাক্ষী॥
অজামিল-নামে পাপী আছিল ব্রাহ্মণ।
মরিবার কালে নাম লৈল 'নারায়ণ'॥ ২৭৭॥
পুত্র-স্নেহে 'নারায়ণ'-নাম লৈল সেহ।
বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ পাইয়া দিব্য-দেহ॥
তাহার অধিক পাপী জগাই মাধাই।
উহার নিস্তার হবে কেমন উপায়॥ ২৭৮॥
তাহার লাগিয়া মোর অন্তর কাতর।
যে কিছু কহিয়ে—সবে শুনহ উত্তর॥
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—কলিযুগ-ধর্ম্ম।
নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে সাধিব সব কর্ম্ম॥ ২৭৯॥
আনহ যেখানে যেবা আছে ভক্তগণ।
মিলিয়া করিব আজি নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
গায়ন বায়ন লই মৃদঙ্গ করতাল।
উচ্চস্বরে হবে নাম-কীর্ত্তন রসাল॥ ২৮০॥
নগরে বেড়াব আজি কীর্ত্তন করিয়া
আইল সকল ভক্ত এ বোল শুনিয়া॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর তাঁর নিজ-জন।
অবধূত নিত্যানন্দ প্রসন্ন-বদন॥
হরিদাস শ্রীনিবাস লৈয়া চারি ভাই।
মুরারি মুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত গদাই॥ ২৮১॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর শুক্লাম্বর।
সর্ব্বজন মিলি আইলা ঠাকুরের ঘর॥
যেখানে আছিল ভক্তগণ যত যত।
প্রভুর বাড়ীতে আসি হইল একত্র॥
একত্র লইয়া সবে সঙ্কীর্ত্তন করি।
বিজয় করিলা বিশ্বম্ভর গৌরহরি॥ ২৮২॥
নদীয়া-নগরে ভেল আনন্দ-হিল্লোল।
গগনে উঠিল ধ্বনি—হরি হরি বোল॥
করতাল মৃদঙ্গ আর কীর্ত্তনের রোলে।
চতুর্দ্দিকে শুনি মাত্র হরি হরি বোলে॥
নিজ-ঘরে শুতি আছে জগাই মাধাই।
নিজ-মদে মত্ত নিদ্রা যায় দুই ভাই॥ ২৮৩॥
সেই পথে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু যায়।
নদীয়ার লোক-সব দেখিবারে ধায়॥
জাগিল ত দুই ভাই কীর্ত্তনের রোলে।
মুখ তুলি চাহে ক্রোধে ধর্ ধর্ বোলে॥ ২৮৪
রাঙ্গা দু'নয়ন করি চাহে ক্রোধ দিঠে।
কি না ধ্বনি শুনি কর্ণে—মাইল যেন জাগে॥
হৃদয়ের শেল যেন একটি শবদ।
জীতে সাধ থাকে যদি হউ নিশবদ॥ ২৮৫॥
তাহার কাছের লোক কহে তার আগে।
সম্বরণ কর গোসাঁই! ক্রোধ কর কাকে॥

২৭৫। "কৃষ্ণনাম…… … …পাষণ্ড"=হরিনাম-সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে তাহারা একেবারে ঘোর পাষণ্ড।

২৭৭। "অন্তরে পাই সাক্ষী"=আমি হৃদয়ে তাহা অনুভব করিতেছি; অন্তর্চক্ষে তাহা দেখিতে পাইতেছি।

২৭৮। "পুত্রস্নেহে…সেহ"=সেই যে নারায়ণ নাম লইল, তাহাও সত্য সত্য শ্রীনারায়ণের নাম লইল না, পরন্তু পুত্রচ্ছলে নাম লইল; তাহার পুত্রের নাম ছিল নারায়ণ; মৃত্যুকালে সে স্নেহ ও ভয়-প্রযুক্ত তাহার পুত্রকেই নারায়ণ বলিয়া ডাকিল; কিন্তু নারায়ণ-নামের এমনই মাহাত্ম্য যে, সে বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া না ডাকিলেও, পুত্রচ্ছলে নারায়ণকে ডাকায় তাহার বৈকুণ্ঠ-লাভ হইল।

২৮১। "পণ্ডিত গদাই"= শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী।

আজ্ঞা পাইলে যাব এক নিষেধ করিব।
কাহার শকতি আর এ পথে আসিব॥
জগন্নাথ সুত দ্বিজ নিমাই-পণ্ডিত।
কীর্ত্তন করয়ে সব-ব্রাহ্মণ-বেষ্টিত॥ ২৮৬॥
নিষেধ করহ তারা যাউ আন পথে।
নিশবদে রহু যদি সাধ থাকে জীতে॥
মিছা গোল করি মরে নাহি জানে মূল।
মোর হাতে হারাইবে জাতি প্রাণ কুল॥
ইহা বলি পাঠাইল আপনার দূত।
কহয়ে ঠাকুর-আগে—শুনে শচীসুত॥ ২৮৭॥
অধিক করয়ে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
বাহু তুলি 'হরি হরি' বোলয়ে সঘন॥
দ্বিগুণ করিয়া প্রেমা বাঢ়ায় উল্লাস।
'হরি হরি বোল'-ধ্বনি পরশে আকাশ॥
পাপিষ্ঠ-হৃদয় তারা সহিবারে নারে।
চলিলা সে দুই ভাই বাহির-দুয়ারে॥ ২৮৮॥
ক্রোধে রাঙ্গা আঁখি তার—অরুণ বদন।
পড়িতে পড়িতে যায় অঙ্গের বসন॥
টলবল করি যায়—ক্রোধে অচেতন।
থাক্ থাক্ বলি করে তর্জ্জন গর্জ্জন॥
রাঙ্গা দু-নয়ন করি বলে ক্রোধ-ভরে।
নাশিব বৈষ্ণব-সব নদীয়া-নগরে॥ ২৮৯॥
সম্মুখে দাঁড়াইয়া তারা চারিপানে চায়।
আপনা চিনিয়া যাহ—বড় ডাকে কয়॥
আরে রে বামনা তোর জীতে লাগে শনি।
ইহা বলি দুর্ব্বচনে পাড়ে গালি-ধ্বনি॥ ২৯০॥
ক্রোধ দেখি নদীয়ার লোক তরাসিত।
চারিপানে চাহি সবে হৈলা মহাভীত॥
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া তবে দুই ভাই চলে।
বাহু তুলি ভক্তগণ হরি হরি বলে॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঁই আর নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ॥ ২৯১॥
আপনে ঠাকুর সেই বিশ্বম্ভর-রায়।
নিজ-গণ সঙ্গে করি হরি-গুণ গায়॥
দ্বিগুণ করিয়া গায়—বাঢ়ায় উল্লাস।
'হরি হরি বোল'-ধ্বনি পরশে আকাশ॥
হরি গুণ গায় সুখে নাহি অবসাদ।
জগাই মাধাই ক্রোধে করে পরমাদ॥ ২৯২॥
হরিনাম দুই ভাই সহিবারে নারে।
বেগেতে ধাইল তারা ভক্ত মারিবারে॥
দীন-দয়াদ্র-চিত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
অশ্রুপূর্ণ-লোচনেতে দোঁহা-পানে চায়॥
সে করুণ আঁখি দেখি পাপী না গলিল।
তবে ত সম্মুখে নিতাই গৌর দাঁড়াইল॥ ২৯৩॥

২৮৫। "মাইল যেন জাঠে"=কে যেন লাঠি মারিল।

"জীতে"=বাঁচিতে।

"হউ নিশবদ"=চুপ করুক।

২৮৬। "সম্বরণ কর গোসাই"=ঠাকুর মহাশয়! আপনারা চুপ করুন।

২৮৭। "নাহি জানে মূল"=ইহার আসল ফল যে কি হবে, তা ত জানে না।

"ঠাকুর-আগে"=শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে।

২৮৯। "টলবল করি"=টলিতে টলিতে।

২৯০। "আপনা চিনিয়া যাহ" = নিজেকে সামলাইয়া চলিয়া যাও।

"তোর জীতে লাগে শনি"=তোর জীবনের পিছনে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে;

২৯১। "চারিপানে"=চারিদিকে।

২৯২। "অবসাদ"=ক্লান্তি; কষ্টবোধ; শৈথিল্য।

দেখি জগাইর মন গেল দরবিয়া।
দাঁড়া'য়ে রহিল জগা স্তম্ভিত হইয়া।
মাধাই ক্রোধেতে ধায় হাতে লৈয়া দণ্ড।
সম্মুখে পাইল ভাঙ্গা কুম্ভ একখণ্ড॥
কলসীর কাণা সে ফেলিয়া মারে রোখে।
নির্ভরে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে॥ ২৯৪॥
বিষম বাজিল কাণা—রক্ত পড়ে ধারে।
দেখি সর্ব্ব নিজ-জন হাহাকার করে॥
ফুটিল মুটকী শিরে—ব্যথা নাহি গণে।
"গৌর" বলি নাচে নিতাই হরষিত-মনে॥
মারিলি কলসীর কাণা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥ ২৯৫॥
মারিলি মারিলি ভাল—তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥
নিত্যানন্দ-সব-অঙ্গে রক্ত পড়ে ধারে।
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গে নেহারে॥
প্রেম-ভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল।
আপন-বসন দিয়া রক্ত মুছাইল॥ ২৯৬॥
তবে ত ঠাকুর বড় চিত্তে পাইয়া দুখ।
ডাকিয়া কহয়ে সেই পাপিষ্ঠ-সম্মুখ॥
তোমরা-দোঁহার অধিক দুরাচার নাহি।
পাপ বলি যার নাম সঞ্চরে এ মহী॥
সকল করিলি—মাত্র না করিলি এক।
এখনে করিলি তাহা এই পরতেক॥ ২৯৭॥
ইহা বলি গৌর রহে নিত্যানন্দ কাছে।
আপন-বসন তার শিরে বান্ধিয়াছে॥

নিত্যানন্দ-শ্রীপাদের জানেন মহত্ব।
ভূমিতে পড়য়ে পাছে তাঁহার রকত।
পৃথিবীর অমঙ্গল তবে জানি হয়ে।
মস্তকে বান্ধিল বস্ত্র প্রভু এই ভয়ে।
তখনে সে মহাপ্রভুর ক্রোধ উপজিল।
সুদর্শন চক্র বলি স্মরণ করিল॥ ২৯৮॥
সুদর্শন বলি প্রভু ডাকে বার বার।
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত ছাড়য়ে হুঙ্কার।
মুরারি কহয়ে—শুন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা পাও এ দুই পাঠাও যমঘর॥
শুনি নিত্যানন্দ ধরেন মুরারির হাতে।
হেনকালে সুদর্শন আইলা সাক্ষাতে॥ ২৯৯॥
ডাকিয়াছে সুদর্শনে ক্রোধে গৌরহরি
দাণ্ডাইলা সুদর্শন করজোড় করি॥
কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বর।
জয় জয় মহাপ্রভু শচীর কোঙর॥ ৩০০॥
প্রভু বলে—জগাই মাধাইরে সংহর'
নিত্যানন্দে মারি ব্যথা দিলেক অন্তর॥
শুনি সুদর্শন অগ্নি প্রলয় হইয়া
জগাই-মাধাই-পানে চলিলা ধাইয়া॥ ৩০১॥
জগাই-মাধাই তেজ দেখি সুদর্শন।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ—তরাসিত মন॥
সুদর্শন দেখি প্রভু নিত্যানন্দ হাসে।
কি করিলা ভগবান্—ঐশ্বর্য্য প্রকাশে॥
দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দ রায়।
না মারিহ বলি সুদর্শনে নিবারয়॥ ৩০২॥

২৯৪। "গেল দরবিয়া"=গলিয়া গেল; খুব নরম হইল। "নির্ভরে"=সজোরে।

২৯৫। "মুটকী"=কলসীর কাণা।

২৯৭। "ডাকিয়া……সম্মুখ"=সেই মহাপাপিদ্বয়কে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"পাপ………মহী"=এ পৃথিবীতে পাপ বলিয়া যত কিছু আছে।

৩০২। "কি করিল… … …প্রকাশে"=নিতাই

করুণাতে উদ্ধার করিব ত্রিভুবন।
দীন-হীন পতিত পামর দুষ্টজন ॥
জগাই মাধাই তারি দীনবন্ধু হব।
'পতিতপাবন'-নামের গরিমা রাখিব ॥
ইহা বলি নিত্যানন্দ বিনয় করিয়া।
কহিলেন প্রভু-আগে চরণে ধরিয়া ॥ ৩০৩ ॥
এ দুই পতিতে প্রভু মোরে দেহ দান।
'পতিতপাবন'-নাম থাকুক ব্যাখ্যান ॥
আর আর যুগে দৈত্য সংহারি উদ্ধার'।
সশরীরে এই দুইর করহ নিস্তার ॥
করজোড়ি প্রভুরে বোলয়ে নিত্যানন্দ।
না হ'লো নিস্তার কলি-পাষণ্ড-দুরন্ত ॥ ৩০৪ ॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে মোর তোমার অবতার।
কেমনে করিবে কলিজীবের নিস্তার ॥ ৩০৫ ॥
শুনি নিত্যানন্দ-বাণী প্রভু গৌরচন্দ্র।
কান্দিতে লাগিলা কোলে করি নিত্যানন্দ ॥
প্রভু বলে—নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
তোমারে ভজিলে জীব পায় প্রেমধন ॥
তোমা হৈতে হবে কলি-জীবের নিস্তার।
তোমা বহি কৃপার সমুদ্র নাহি আর ॥ ৩০৬ ॥

তোর বশ হঙ মুই—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
যে তুমি কহিলে তাহা করিব নিশ্চয়ে ॥
একবার 'নিত্যানন্দ' বলে জন্ম ধরি।
সে জন পবিত্র হৈল—সে লোক আমারি ॥
ধন্য ধন্য গৌরচন্দ্র প্রভু দয়াময়।
ধন্য ধন্য নিত্যানন্দ রোহিণী-তনয় ॥ ৩০৭ ॥
তবে ঘরে গেলা প্রভু নিজগণ লৈয়া।
জগাই মাধাই রহে বিস্মিত হইয়া ॥
মহাপ্রভুর দরশন সঙ্কীর্ত্তন শব্দে।
নির্ম্মল হইয়া তারা রহে এক স্তব্ধে ॥ ৩০৮
মনে মনে অনুমান করয়ে অন্তরে।
বিচার করয়ে মহাপ্রভুর উত্তরে ॥
হেন পাপ নাহি যাহা মোরা নাহি করি।
যাহা নাহি করি তাহো সন্ন্যাসীরে মারি ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে হৈল অন্তর নির্ম্মল।
দেখ দেখ মহাপ্রভুর করুণার বল ॥ ৩০৯ ॥
কাতর হইয়া দোঁহে ধায় ঊর্দ্ধমুখে।
চমক লাগিল দেখি নদীয়ার লোকে ॥
মহাপ্রভুর দ্বারে গিয়া হৈল উপনীত।
'ঠাকুর ঠাকুর' বলি ডাকে বিপরীত ॥ ৩১০ ॥

হাস্যযুক্ত হাসিতে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, তাই ত গৌর-ভগবান্‌ এ আবার কি কর্‌লেন, ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কর্‌লেন কেন? এ ত ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের অবতার নয়।

"নিবারয়"=নিরস্ত করিলেন।

৩০৩। "গরিমা"=গৌরব।

৩০৫। "সংকীর্ত্তন......অবতার"=হরি-সংকীর্ত্তন সঙ্গে লইয়া ত তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি ত তদ্দ্বারাই জীব উদ্ধার করিবে।

৩০৮। "একবার... ... ...ধরি"=জন্মের মধ্যে যদি একবারমাত্রও নিত্যানন্দ-নাম উচ্চারণ করে, নিত্যানন্দ বলিয়া ডাকে।

"সে লোক আমারি"=সে আমারই নিজ-জন হইয়া গেল "রোহিণী-তনয়"=শ্রীবলরাম।

৩০৮। "বিস্মিত"=আশ্চর্য্যান্বিত; অবাক্‌।

"রহে এক-স্তম্ভে"=নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৩০৯। "উত্তরে"=কথা।

"অনুমান করয়ে অন্তর"=ভাবিতে লাগিল।

"যাহা......মারি"=সাধু-সন্ন্যাসীকে মারা পাপটা ত কখনও করা হয় নাই, তা এখন নিত্যানন্দকে মারিয়া সেটাও পূর্ণ হইল।

নিজ-জন লৈয়া প্রভু বসি আছে ঘরে।
কে মোরে ডাকয়ে দেখ বাহির-দুয়ারে॥
এখনি আমার ঠাঁই আনহ মুরারি।
আজ্ঞা পাই দোঁহারে আনিলা কোলে করি॥
প্রভুরে দেখিয়া তারা অতি আর্ত্তনাদে।
চরণে পড়িয়া তবে দুই ভাই কাঁদে॥ ৩১১॥
পতিতপাবন প্রভু করুণার সিন্ধু।
সর্ব্ব-লোক-নাথ সে বিশেষে দীনবন্ধু॥
করুণা-সাগর প্রভু সদয়-হৃদয়।
আর্ত্তজন-আর্ত্তি দেখি তখনি দ্রবয়॥ ৩১২॥
তুলিয়া পুছিল—শুন জগাই মাধাই।
কি কারণে কান্দ—কেনে আইলা মোর ঠাঁই॥
নবদ্বীপের রাজা হও তোমরা দুই জন।
চতুর হইয়া কেনে কান্দহ এখন॥ ৩১৩॥
এ বোল শুনিয়া বলে জগাই মাধাই।
তোমার কৃপায় মোরা আইলুঁ তোমা-ঠাঁই॥
গো-বধ স্ত্রী-বধ পাপ করিয়াছি যত।
লেখা-জোখা নাহি নর-বধ কৈলুঁ কত॥
ধিক্ যাউ আমার নদীয়ার ঠাকুরাল।
ব্রহ্মহত্যা গুরুহত্যায় এ দেহ আমার॥ ৩১৪॥
ব্রাহ্মণী যবনী গুর্ব্বঙ্গনা নাহি এড়ি।
চণ্ডালিনী আদি করি কাহুকে না ছাড়ি॥
হিংসা বহি নাহি করি জগতের লোকে।
দেবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম নাহি বাসে মোকে॥
তোর কাছে মুই ছার আর কিবা বলি।
যত পাপ কৈলুঁ তত শিরে নাহি চুলি॥৩১৫॥

অজামিল মহাপাপী বলে সর্ব্বজন।
আমারে অধিক নহে—কহিল বচন॥
পুত্র-স্নেহে 'নারায়ণ'-নাম লৈল সেহ।
বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ পাইয়া দিব্য-দেহ॥৩১৬
নিস্তার করিল তারে নাম নারায়ণে।
আমা নিস্তারিতে নারে আসিয়া আপনে॥
আমার নিস্তার নাহি মো জ্ঞান আপনা।
আমারে কি গুণে তুমি করিবে করুণা॥ ৩১৭॥
সহস্র কায়স্থ যদি শত জন্মে গণে।
তবু আমা-দোঁহা পাপ না হয় গণনে॥
এতেক কাতর-বাণী শুনিয়া ঠাকুর।
অকৈতব দেখি দয়া বাড়িল প্রচুর॥
আর্ত্তজনার আর্ত্তি দেখি ঠাকুরের আর্ত্তি।
কৃপা-পারাবার প্রভু দয়াময়-মূর্ত্তি॥ ৩১৮॥
করুণা-সাগর করি করুণা-প্রকাশ।
করে ধরি লৈয়া গেলা জাহ্নবীর পাশ॥
ধাইল নদীয়ার লোক দেখিতে কৌতুক।
করুণা প্রকাশে প্রভু অতি অপরূপ॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন সব দাণ্ডাইয়া চাহে।
সবা-বিদ্যমানে প্রভু দয়াবাণী কহে॥ ৩১৯॥
তোর পাপ পরিগ্রহ করিব ত আমি।
আপনা সকল পাপ উৎসর্গহ তুমি॥
ইহা বলি হাত পাতে তুলসীর তরে।
তুলসী না দেই তারা দুই ভাই ডরে॥
দয়া করি কহে পুন গৌর-ভগবান্।
জগাই মাধাই তোরা পাপ দে রে দান॥৩২০॥

৩১৪। 'ঠাকুরাল"=রাজাধিপত্য; রাজাগিরি। "এ দেহ আমার"=এ দেহ পূর্ণ হইয়াছে।

৩১৬। "আমারে অধিক নহে"=কিন্তু আমার চেয়ে বেশী না।

৩১৭। "আসিয়া আপনে" = নারায়ণ স্বয়ং আসিয়া। ৩১৮। "অকৈতব" = নিষ্কপট।

"আর্ত্তজনার"=দুঃখিত জনের।

"আর্ত্তি"=কাতরতা; দুঃখ; ব্যাকুলতা।

জগাই মাধাই বলে—শুন প্রভু তুমি।
আমার যতেক পাপ—লিখিতে না জানি॥
আমি মহাধমাধম পাপাশয় পাপ।
তোরে পাপ দিতে ডরে হিয়া মোর কাঁপ॥
এ বোল শুনিয়া আঁখি করে ছলছল
মেঘের গম্ভীর-নাদে বলে—হরি বল॥ ৩২১॥
পুনরপি পাপ দান চাহে কর পাতে।
জগাই মাধাই সে তুলসী দিল হাতে॥
চতুর্দ্দিকে ভেল ধ্বনি—হরি হরি বোল।
জগাই মাধাই ধরি প্রভু দেই কোল॥
নিস্তারিলা দুই ভাই—জগাই মাধাই।
এহেন পাতকী প্রভু পরশিতে পাই॥ ৩২২॥
প্রেমে গদগদ স্বর—আধ আধ বলে।
বসন ভিজিয়া গেল নয়ানের জলে॥
পুলকে ভরিল অঙ্গ—কম্প কলেবরে।
চরণে পড়িয়া তারা কহয়ে কাতরে॥
এহেন ঠাকুর আর আছে কোন্ জন।
দয়ার সাগর মহা-পতিতপাবন॥ ৩২৩॥
জগাই মাধাই হেন পাতকী নিস্তারে।
শ্রীঅঙ্গ-পরশে তারা নাচে প্রেম-ভরে॥
জগাই মাধাই-পাপ পরিগ্রহ করি।
আপনে নাচয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর-হরি॥ ৩২৪॥
এহেন করুণা-নিধি কে আছে ঠাকুর।
দোষ না দেখয়ে—দয়া করে এতদূর॥
জীবের উদ্ধার করি নাচয়ে উল্লাসে।
এ বড় ভরসা বান্ধে এ লোচন দাসে॥ ৩২৫॥

বনমালী ভিক্ষুকে কৃপা

ধানশী রাগ।

প্রভু রে দ্বিজচাঁদ নারে হয়।
জগত উদ্ধার লাগি পাতে নানা ফাঁদ॥ আরে হয়॥

গদাধর-গৌরাঙ্গ নরহরি জয় জয়।
শুনিলে গৌরাঙ্গ-কথা প্রেম লভ্য হয়॥
আর-দিনে আর অপরূপ কথা শুন।
নবদ্বীপে প্রকাশ পরম মহাধন॥
নিজ-গৃহে বান্ধব-সহিতে আছে পঁহু।
প্রকাশয়ে বদন-কমলে কথা লহু॥ ৩২৬॥
অমিয়া-মধুর ধারা বহে অনিবার।
সিন ইল ভকত—বেকত মাতোয়ার॥
এইমনে আছে পঁহু আনন্দ-কৌতুকে।
আচম্বিতে আইল তথা এক যে ভিক্ষুকে॥
বনমালী নাম তার—পুত্র এক সঙ্গে।
বিপ্রকুলে জন্ম—বৈসে পূর্ব্বদেশ বঙ্গে॥ ৩২৭॥
দারিদ্র্য-জ্বালায় দগ্ধ আইল এই দেশে।
গৌরচন্দ্র দেখি বিপ্র পাইল সন্তোষে॥
দেখিল ত গৌরচন্দ্র ভকত বেষ্টিত।
পুত্রের সহিত বিপ্র ভেল আনন্দিত॥
পুত্রের সহিত বিপ্র অনুমান করে।
কহিতে না পারে—কণ্ঠ গদগদ-স্বরে॥
ভালই হইল আমি ভৈ গেল দরিদ্র।
ভিক্ষা করিবারে আইলুঁ হইলুঁ পবিত্র॥
নিশ্চয় জানিলুঁ—'গৌরচন্দ্র—ভগবান্'।
অনুভবে জানিলুঁ—এ কভু নহে আন॥
জনম সফল আজি হৈল হেন বাসি।
দেখিলুঁ নয়নে বিশ্বম্ভর গুণরাশি॥ ৩২৯॥
দেখিতে নয়ন হিয়া জুড়ালো আমার।
নিবাইল দুরন্ত দারিদ্র্য-জ্বালা ছার॥
অমিয়া-আহারে যেন সন্তোষ অন্তর।
গৌরচন্দ্র দেখিয়া সিঞ্চিল কলেবর॥
তবে গৌর ভগবান্ দেখিয়া তাহারে।
করুণ-নয়ানে চাহে ব্রাহ্মণ-দোঁহারে॥ ৩৩০॥

সুখে হরিগুণ গায় সে দোঁহার সনে।
প্রভুর প্রসাদে তারা পাইল প্রেমধনে॥
আনন্দে নাচয়ে বিপ্র—নাচে তার পুত্র।
তিলেকে ঘুচিল তার এ সংসার-সূত্র॥
হেন মহাপ্রভু গোরা করুণার সিন্ধু।
ইহার অধিক আর নাহি দীনবন্ধু॥ ৩৩১॥
তার পরদিন প্রভু সঙ্কীর্ত্তন-মাঝে।
নাচয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভর নটরাজে॥
হেনকালে সে দুই ব্রাহ্মণ আচম্বিত।
দেখিল বালক এক—চমকিত চিত॥
গৌর-শরীরে প্রভু ভেল শ্যামতনু।
কটি পীত-ধটী শোভে—করে বর-বেণু॥ ৩৩২॥
ময়ূর পাখার চূড়া ঘন উড়ে বায়।
সেই রূপ দেখে—যত অনুগত গায়॥
রাধা-সঙ্গে বৃন্দাবন-বিপিনের মাঝে।
দেখিলেন শ্যাম-কলেবর নটরাজে॥
যমুনা তথাই দেখে গোবর্দ্ধন-গিরি।
বহুলা ভাণ্ডীর মধুবন আদি করি॥ ৩৩৩॥
গো গোপী গোপাল দেখে আবরণ তার।
নবদ্বীপে দেখিলেন মদনগোপাল॥

দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল ব্রাহ্মণ।
পুলকে পূরিল অঙ্গ—সজল নয়ন॥
ঘনঘন হুহুঙ্কার—মারে মালসাট্।
'এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি পাতাইল হাট॥ ৩৩৪॥
তবে মহাপ্রভু কৈল নৃত্য সম্বরণ।
দরিদ্র সে ধন্য হৈল পাইয়া প্রেম-ধন॥
শুন সব জন হেন গোরা-গুণগাথা।
করুণা প্রকাশে এই 'নবীন-বিধাতা'॥
কর্ম্মবন্ধ ঘুচাইয়া প্রেমধন দেই।
এমন ঠাকুর আর আছে কোন্ ঠাঁই॥ ৩৩৫॥
সংসারের বহি সৃজে আপন-সংসার।
স্ববিষয়া প্রেমভক্তি বিষয়ের পার॥
দিব্য মালা চন্দন প্রসাদ পরে নিতি।
মমতা নাহিক—সব জনেরে পিরীতি॥
নিঃসঙ্গ হইয়া সঙ্গ বিনে নাহি জীয়ে।
অকর্ম্ম হইয়া কর্ম্ম করয়ে বিধিয়ে॥ ৩৩৬॥
বেদের বিচার বিধি যে আছে উচিত।
সকল করয়ে সেই কার্য্যে বিপরীত॥
ঐছন প্রকাশে নিজ-প্রেমভক্তি-ধন।
এতেকে বলিয়ে নব-বিধাতা-রতন॥

৩২২। "প্রভু…পাই"=প্রভুকে স্পর্শ করিতে পাইল।

৩৩০। "সিঞ্চিল কলেবর"=আমার দেহ তৃপ্ত হইল। ৩৩১। "সংসার-সূত্র"=ভব-বন্ধন।

৩৩২। "সংসার-সূত্র"=আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

৩৩৪। "পাতাইল হাট"=একেবারে হট্টগোল বাধাইয়া দিল। ৩৩৫। "নবীন বিধাতা"=নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা। সে যে কিরূপ তাহা তৎপরেই বর্ণনা করিয়াছেন। ৩৩৬। "সংসারের… …সংসার"=মায়িক সংসারের পারে কৃষ্ণ-সংসার সৃষ্টি করে ও তথায় ভক্তগণকে প্রবেশ করায়।

"স্ববিষয়া"… … …পার"=কৃষ্ণ-বিষয়ে প্রেমভক্তি হইল সাংসারিক বিষয়ের পারে অবস্থিত—কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হইলে আর ঐহিক বিষয়ে মন লিপ্ত হয় না।

"মমতা"=সাংসারিক মায়া।

"নিঃসঙ্গ……বিধিয়ে"=সাংসারিক সম্বন্ধে সঙ্গ-হীন হইয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় সঙ্গ না হইলে বাঁচে না। ঐরূপ সাংসারিক কর্ম্ম ত্যাগ করে বটে, কিন্তু যথাবিধি কৃষ্ণ-কার্য্য না করিলে থাকিতে পারে না।

৩৩৭। "বেদের… …বিপরীত"=শাস্ত্রের বিধি

এহেন করুণাসিন্ধু মোর গোরা-রায়।
অনায়াসে সব জন পর ধন পায়॥
এহেন ঠাকুর আর নাহি প্রেমদাতা।
কহয়ে লোচন—ভজ 'নবীন-বিধাতা'॥ ৩৩৭॥

শ্রীনৃসিংহ আবেশ

যথা রাগ।

যে দেখেছে গোরা-রূপ একবার
পাসরিতে নারে আর।
ঝুরি মরে জনম অবধি রে॥ ধ্রু॥

তবে আর একদিন শুন অপরূপ।
শ্রীবাসপণ্ডিত-ঘরে আনন্দ-কৌতুক॥
পিতৃকর্ম্ম করে সেই শ্রীবাস-পণ্ডিত।
শুনয়ে সহস্রনাম অতি শুদ্ধ চিত॥
হেনকালে সেই ঠাঁই গেলা গৌরহরি।
শুনয়ে সহস্রনাম মনোরথ পূরি॥ ৩৩৮॥
শুনিতে শুনিতে ভেল নৃসিংহ-আবেশ।
ক্রোধে রাঙ্গা দু'নয়ন—ঊর্দ্ধ ভেল কেশ॥
পুলকিত সব অঙ্গ—অরুণ বরণ।
ঘনঘন হুহুঙ্কার সিংহের গর্জ্জন॥ ৩৩৯॥
আচম্বিতে গদা লৈয়া ধাইল সত্বরে।
দেখিয়া সকল লোক কাঁপিল অন্তরে॥
পলায় সকল লোক—না বান্ধয়ে কেশ।
সহিতে না পারে সে প্রভুর ক্রোধাবেশ॥
পলায়ন-পর লোক দেখি নরহরি।
ক্ষণেকে ছাড়িল গদা আবেশ সম্বরি॥ ৩৪০॥
সর্ব্ব-অবতার-বীজ শচীর নন্দন।
যখনে যে পড়ে মনে হয়ে ত তেমন॥
ভাব সম্বরিয়া প্রভু বসিলা আসনে।
বিস্মিত হইয়া কিছু বলিলা বচনে॥ ৩৪১॥
না জানি কি অপরাধ ভৈ গেল আমার।
কিবা চিতে অনুমান ভেল তো-সবার॥
এ বোল শুনিয়া সবে বলিলা বচন।
কি তোমার অপরাধ—কি কহ কথন॥ ৩৪২॥
শ্রীবাস কহিল—তোমা দেখিল যে জন।
তাহার হইল সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন॥
তার পরদিনে কথা শুন সর্ব্বজন।
আচম্বিতে আইল এক শিবের গায়ন॥
নমস্কার করি গৌরহরির চরণে।
মহেশের গুণ গায় আনন্দিত-মনে॥ ৩৪৩॥
'শিব শিব' বলি ডাকে পরম-উল্লাসে।
শিবের ভকতি তার দেহে পরকাশে॥
শুনি আনন্দিত-মন ভৈ গেল ঠাকুর।
শিব-গুণ শুনি সুখ বাঢ়িল প্রচুর॥
শিবের আবেশে নৃত্য করয়ে কখন।
আপনা পাসরে সুখে শিবের গায়ন॥ ৩৪৪॥
তার সম ভাগ্যবান্ নাহি কোনো জন।
আপনে ঠাকুর কৈল স্কন্ধে আরোহণ॥

উল্লঙ্ঘন করিয়া তদ্বিপরীত কার্য্য করে; যেমন শাস্ত্রে বলিতেছে তুমি পিতামাতা-স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিও না, তাহাদের ভরণপোষণ করা তোমার কর্ত্তব্য; কিন্তু কৃষ্ণানুরাগে সে ঐ শাস্ত্রোপদেশ মানিয়া চলিতে পারে না—অনুরাগ-ভরে কৃষ্ণোদ্দেশে ঘরের বাহির হইয়া গিয়া সে কৃষ্ণ-ভজন করিতে থাকে। ইহাতে অবশ্য তাহার শাস্ত্রাদেশ-অবহেলা-জনিত দোষ স্পর্শে না। "পর-ধন"=পরম রত্ন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম।

৩৪০। "পলায়ন-পর লোক দেখি"=সকলে পালাইছে দেখিয়া। "নরহরি"=শ্রীনৃসিংহ-ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু।

৩৪১। "সর্ব্ব-অবতার-বীজ"=সমস্ত অবতারের মূল-স্বরূপ। ৩৪৩। "ঠাকুর"=শ্রীগৌরাঙ্গ।

স্কন্ধে করি আনন্দে সে নাচয়ে গায়ন।
আবেশে হৈল প্রভুর রকতলোচন।
শিবের আবেশে কহে শিবের কথন।
খটক ডম্বরু—মুখে শিঙ্গার গর্জ্জন ॥ ৩৪৫ ॥
'রাম কৃষ্ণ' বলিয়া সে ডাকে কাঁদে হাসে।
ক্ষণেক কান্দয়ে গোরা শিবের আবেশে ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত সেই সর্ব্ব তত্ত্ব জানে।
শিব-স্তব পড়ে তেঁহ সাবধান-মনে ॥
পড়য়ে মহেশ-স্তব শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
আনন্দে নাচয়ে তারা—জানে সব তত্ত্ব ॥ ৩৪৬ ॥
গায়নের কান্ধে হৈতে নামিলা ঠাকুর।
হরি পরায়ণ হরি গায়েন প্রচুর ॥
আনন্দে নাচয়ে যেন মদে মাতোয়ার।
হরিগুণ গায় সুখে আনন্দ পাথার ॥
করুণা সমুদ্র করে করুণা-প্রকাশ।
শুনিতে আনন্দে ভোরা এ লোচন দাস ॥ ৩৪৭ ॥

——

যথা রাগ।

আমার গোরাঙ্গের গুণে কেবা নাহি কান্দে
অখিল জীবের মন প্রেম দিয়া বান্ধে ॥ ধ্রু ॥

আর অপরূপ শুন তার পরদিনে।
বান্ধবে বেষ্টিত প্রভু নৃত্য অবসানে ॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রভু দণ্ডবত করে।
আনন্দে সকল লোক হরি হরি বলে ॥
হেনই সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া।
প্রভু-পদাম্বুজ-ধূলি লইল হাসিয়া ॥ ৩৪৮ ॥
দেখি গৌর-ভগবান্ সত্বরে উঠিলা।
ব্রাহ্মণ-চরিত দেখি দুঃখিত হইলা ॥
মহা অনুতাপ করি বিরস-বদন।
অসন্তোষে নাসিকায় নিশ্বাস সঘন ॥ ৩৪৯ ॥
সত্বরে উঠিয়া প্রভু ধাইল আচম্বিতে।
জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিলেন ত্বরিতে ॥
জলে মগ্ন হৈল প্রভু না পাই দেখিতে।
সব নিজ-জন ঝাঁপ দিল পাছে তাতে ॥
নদীয়ার লোক সব গণিল প্রমাদ।
কান্দয়ে সকল লোক করয়ে বিষাদ ॥ ৩৫০ ॥
পুত্র পুত্র করি ধায় শচী তার মাতা।
ঝাঁপ দিতে চাহে বিশ্বম্ভর-হরি যথা ॥
উন্মতী পাগলী শচী কান্দে উভরায়।
হাকান্দ কান্দনায় কান্দে ভূমিতে লোটায় ॥
ঐছন প্রমাদ দেখি অবধূত-রায়।
প্রভুর উদ্দেশে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায় ॥ ৩৫১ ॥
জলে মগ্ন হৈয়া প্রভুর ধরিলেন হাতে।
ধরিয়া তুলিল গঙ্গা-কূলে আচম্বিতে ॥
দেখিয়া সকল লোক অতি আনন্দিত।
সব নিজ-জন কান্দে পাইয়া পিরীত ॥
শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ শুক্লাম্বর ॥ ৩৫২ ॥
গদাধর নরহরি কান্দে পদে ধরি।
বাসুদেব জগদানন্দ কান্দে মুখ হেরি ॥
হরিদাস আদি যত যত নিজ-জন।
গৌর-মুখ দেখি কান্দে – তরাসিত মন ॥

৩৪৫। "রকত-লোচন"=চক্ষু লাল হইল।

৩৪৭। "হরি-পরায়ণ হরি"=কৃষ্ণ-পরায়ণ কৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণরূপে গোরহরি।

৩৫১। "হাকান্দ-কান্দনায় কান্দে"...উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া মুখ বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

৩৫২। "পিরীত"=আনন্দ।

আর যত জন দুঃখ পাইয়াছে বিস্তর।
গৌর-মুখ দেখি সবে সুখে গেলা ঘর ॥ ৩৫৩ ॥
তবে সব জন মিলি প্রভু বিশ্বম্ভর।
মুরারি গুপ্তের ঘর গেলা ত সত্বর ॥
ক্ষণের থাকিয়া তথা চলিলা ত্বরিতে।
বিজয় মিশ্রের ঘর গেলা আচম্বিতে ॥ ৩৫৪ ॥
রজনী বঞ্চিয়া প্রভু উঠিলা প্রভাতে।
গঙ্গার উত্তর কূলে গেলা আচম্বিতে ॥
ভ্রমণ করয়ে—তার না বুঝিয়ে মন।
তরাস পাইলা সঙ্গে ছিলা যত জন ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন আর যত নিজ-গণে।
সবে মিলি নিবেদিল বিনয় বচনে ॥ ৩৫৫ ॥
পরসন্ন হও প্রভু গৌর-গুণনিধি।
করুণা করহ প্রভু!—মোরা অপরাধী ॥
কৃপা কর মহাপ্রভু! ছাড় অতিরোষ।
এমন কতেক নিবে সেবকের দোষ ॥
করুণা-সাগর প্রভু! করুণা-বিগ্রহ।
করুণার অবতার লোক-অনুগ্রহ ॥ ৩৫৬ ॥
এখন বিমুখ কেনে হও ত আপনে।
আমরা কি জানি তোর চিত আচরণে ॥
ঘরেরে আইসহ প্রভু! ঘুচাহ প্রমাদ।
নিজ-অনুগত-জনে করহ প্রসাদ ॥
এতেক বিনয় যবে কৈল নিজ-জন।
সদয়-হৃদয় প্রভু দ্রবিলা তখন ॥ ৩৫৭ ॥
ঘরেরে আইলা প্রভু আনন্দিত-মনে।
নিজ-গুণ গায় নিজ-অনুগত-সনে ॥
নদীয়া-নগরে ভেল আনন্দ-উল্লাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস ॥ ৩৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণভক্তি শিক্ষণ

বরাড়ি রাগ। দিশা।

হয় রে হয় আরে হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥

নিছনি যাই রে গোরা-রূপের বালাই লৈয়া।
বিলাইল প্রেম-ধন জগত ভরিয়া ॥

শোক ছাড়ি হৃষ্ট মনে তবে গৌরহরি।
নিজগণ-সঙ্গে গেলা শ্রীবাসের বাড়ী ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস আদি যত জন।
বসিয়া ঠাকুর-কাছে নিরীখে বদন ॥
হেনকালে মহাপ্রভু সবা-সন্নিধানে।
কহয়ে অন্তর-কথা—শুনে সর্ব্বজনে ॥ ৩৫৯ ॥
ধন জন যৌবন—সকল অকারণ।
না ভজিনু সত্য-বস্তু—কৃষ্ণের চরণ ॥
নিরন্তর দগধে সংসারে মোর হিয়া
না করিলুঁ কৃষ্ণ-কর্ম্ম হেন দেহ পাইয়া ॥
সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষ-শরীর।
কৃষ্ণ ভজিবার তরে পুরুষ নারীর ॥ ৩৬০ ॥
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মিছা সব দেহ।
পতি সুত পিতা মাতা সব মিছা গেহ ॥
মায়েরে ছাড়িয়া আমি যাব দিগন্তর .
কহিল সবারে এই মরম-উত্তর ॥
সর্ব্বলোক বলে—কেনে বিরুদ্ধ করিয়ে।
মুরারি কহয়ে—ইহা শুনিতে মরিয়ে ॥ ৩৬১ ॥

৩৫৩। "তরাসিত মন"=অত্যন্ত ভীত হইল।

৩৫৮। "নিজ-গণ=কৃষ্ণ-গণ।
"নিজ-অনুগত-সনে"=ভক্ত-সঙ্গে।

৩৬০। "কৃষ্ণ......নারীর"=কি পুরুষ কি স্ত্রী সকল মনুষ্যের দেহই কৃষ্ণ-ভজনের জন্য হইয়াছে।

৩৬১। "গেহ"=গৃহ; ঘরবাড়ী।
"যাব দিগন্তর"=এক দিকে চলিয়া যাব। এতদ্দ্বারা সন্ন্যাস-গ্রহণের ইঙ্গিত করিলেন।

কেহো বা বলয়ে ইহা শুন মহাপ্রভু।
আমরা ত কারো মুখে নাহি শুনি কভু॥
এ বোল শুনিয়া সেই গৌর-ভগবান্।
মুরারিরে ধরি দিল আলিঙ্গন-দান॥ ৩৬২॥
মুরারি করিয়া কোলে সান্তাইল ঘরে।
প্রভু-আলিঙ্গনে বৈদ্য আপনা পাসরে॥
পুলকিত সব অঙ্গ আপাদ-মস্তক।
পড়িলা ত প্রাচীন আছিলা এক শ্লোক॥ ৩৬৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮১।১৬)

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিত॥ ৩৬৪॥

এ বোল শুনিয়া সে প্রকাশে ঠাকুরাল।
কোটি-রবি-কিরণ জিনিয়া উজিয়ার॥
আসনে বসিয়া কহে বচন মধুর।
এই আমি চিদানন্দ—না ভাবিহ দূর॥
এ বোল শুনিয়া সবে আনন্দে বিহ্বল।
পুলকে ভরিল তা-সবার কলেবর॥ ৩৬৫॥
শ্রীনিবাস-পণ্ডিত সেই উত্তম-আচার।
গঙ্গাজলে অভিষেক করয়ে তাহার॥
অভিষেক করি পূজা করে যথাবিধি।
তাহার পূজায় তুষ্ট হৈলা গুণনিধি॥
আনন্দে সকল লোক হরিগুণ গায়।
ভকত-বদন হেরি নাচে গোরারায়॥ ৩৬৬॥
নরহরি-পাদপদ্ম ধরি শিরোপরি।
কহয়ে লোচন দাস গৌরাঙ্গ-মাধুরী॥

যথা রাগ।

তার পরদিনে কথা অপূর্ব্ব কথন।
সাবধানে শুন সবে কহিব এখন॥
শিখায় সকল লোকে লোক-শিক্ষাগুরু।
করুণা সাগর—প্রেমভক্তি-কল্পতরু॥ ৩৬৭॥
নিজ জন বুঝাবারে করে যত কার্য্য।
সংহতি করিয়া আদি অদ্বৈত আচার্য্য॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
গদাধর শুক্লাম্বর রাম আদি অন্ত॥ ৩৬৮॥
রঘুনন্দন নরহরি শ্রীমুকুন্দদাস।
বাসুঘোষ জগদানন্দ আদি সর্ব্ব দাস॥
যতেক ভকত সব সংহতি করিয়া।
দেবালয়ে যায় প্রভু হরষিত হৈয়া॥ ৩৬৯॥
নেত-ধটী পরিধান কান্ধেতে কোদালি।
করে সম্মার্জ্জনী লয় নিজ-জন মেলি॥
সঙ্গের যতেক জন ধরে সেই বেশ।
হাতে ঝাঁটা কান্ধে কোদাল উভ বান্ধে কেশ॥
দেবালয় মার্জ্জনা করিতে যায় প্রভু।
হেন অদ্ভুত কথা নাহি শুনি কভু॥ ৩৭০॥

৩৬৩। "সান্তাইল"= ঢুকিলেন।

৩৬৪। ভক্তোত্তম শ্রীসুদামা বিপ্র বলিলেন, আহা! কোথায় দীন-দরিদ্র মহাপাপিষ্ঠ আমি, আর কোথায় সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় লক্ষ্মীপতি সেই শ্রীকৃষ্ণ! আমি অতি অধম ব্রাহ্মণ হইলেও সেই ভগবান্ আমাকে দুই হস্তে জড়াইয়া আলিঙ্গন করিলেন!

৩৬৫। "ঠাকুরাল"=ঐশ্বর্য্যভাব; ঈশ্বরত্ব।

"উজিয়ার"=উজ্জ্বল।

"এই আমি চিদানন্দ"=জ্ঞানময় আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম আমি সর্ব্বত্রই আছি, এই এখানেও রহিয়াছি।

৩৬৬। "উত্তম-আচার"=পরম সদাচারী। "তাহার"=মহাপ্রভুর।

৩৭০। "নেত-ধটী"=টুকরা কাপড়।
"উভ"=ঊর্ধ্বমুখ।

কৃষ্ণের হড্ডিপ হৈয়া বুলে দ্বারে দ্বারে।
সকল বৈষ্ণব মেলি সম্মার্জ্জনা করে॥
এইমতে লোক-শিক্ষা করায়ে ঠাকুর।
ভজহ সকল লোক যে হও চতুর॥
প্রেমভক্তি-দাতা আর নাহি কোনো জন।
জানিয়া ভজহ গৌরচন্দ্রের চরণ॥ ৩৭১॥
যুগে যুগে কত কত অবতার আছে।
ভজিলে সে ভজে তার অনুরূপ পাছে॥
আর কেহো নাহি করে হেন ঠাকুরালি।
ভক্তি বুঝাবারে করে কান্ধেতে কোদালি॥
না ভজিলে ভজে হেন জন কোন্ যুগে।
ঘরে ঘরে বুলি কেবা প্রেমভক্তি মাগে॥ ৩৭২॥
ভজিলে সে ভজে সেই বড়ই ঠাকুর।
ভক্তে সে কহয়ে ইহা—আনে কহে দূর॥
বিচার না করে পাত্রাপাত্র কোনো দেশে।
বৃন্দাবন ধন দিয়া সভারে সন্তোষে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম-পর প্রেম যাচই সবারে।
তারিল সবারে প্রভু শচীর কুমারে॥ ৩৭৩॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর কিবা লখিমী অনন্ত।
আপনে বলিতে নারে গৌরগুণ অন্ত॥
না ভজিলে ভজে এই বড়ই ঠাকুর।
তে কারণে গোরাগুণে সদা মন ঝুর॥ ৩৭৪॥
গৌরাঙ্গ-চরণ-গুণ-স্মরণ প্রবল।
সংসার তারিতে সবে মাত্র এই বল॥
গোরা-পদ-ভজ ভাই! না করিহ হেলা।
সংসার তরিতে সবে এই মাত্র ভেলা॥
এহেন ঠাকুর কেহো নাহি হয় আর।
কহয়ে লোচন—সবে গোরা-অবতার॥ ৩৭৫।

———

কুষ্ঠব্যাধি নিস্তার

ধানশী রাগ।

হরি রাম নারায়ণ

শচীর দুলাল হেম-গোরা॥ ধ্রু॥

আর অপরূপ শুন গৌরাঙ্গ-চরিত।
শুনিলে পাইবে ইথে বড়ই পিরীত॥
নিজজন-সনে পঁহু পথে চলি যায়।
কৃষ্ণকথা-রসে অঙ্গ আবেশে দোলায়॥
সেই পথে ছিল কুষ্ঠব্যাধি একজনে।
বিনয় করিয়া কহে গৌরাঙ্গ-চরণে॥ ৩৭৬॥
ভূমিতে পড়িয়া সেই পরণাম করে।
কাতর হইয়া কিছু সবিনয়ে বলে॥
সবলোকে বলে প্রভু! তুমি জনার্দ্দন।
তুমি সে পুরুষোত্তম তুমি সনাতন॥

৩৭১। "হড্ডিপ"=হাড়িজাতি।

৩৭২। "ভজিলে… … …পাছে"=ভগবান্‌কে ভজন করিলে তবে তিনি পশ্চাতে ভজনানুরূপ ফল প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন-মহাশয়কে বলিলেন ঃ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

৩৭৩। "ভজিলে……দূর"=ভগবান্‌কে ভজন করিলে পর তবে তিনি সেইমত ফল প্রদান করেন, না ভজিলে দেন না, এই কথা ভক্তে ও বলে, তা অন্যে যে বলিবে তার আর কথা কি? কিন্তু গৌরাঙ্গচাঁদকে না ভজিতেই তিনি প্রেম দান করেন।

"পাত্রাপাত্র"=যোগ্যাযোগ্য; ভালমন্দ।

"বৃন্দাবন-ধন"=শ্রীকৃষ্ণপ্রেম।

"ধর্ম্মাধর্ম্ম-পর"=ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকলকেই।

"যাচই সবারে"=সকলকে যাচিয়া দেয়।

৩৭৫। "সবে এই মাত্র"=কেবলমাত্র ইহাই।

"সবে"=একমাত্র।

তুমি দেবদেবেশ্বর ত্রিজগত-বন্ধু।
আমার উদ্ধার কর করুণার সিন্ধু ॥ ৩৭৭ ॥
পতিত-পাবন শুনি আইলুঁ তোর ঠাঁই।
তারহ আমারে তুমি সবার গোসাঁই ॥
ওহে অকিঞ্চন-নাথ শচীর দুলাল।
তারহ আমারে প্রভু! গৌরাঙ্গ-গোপাল ॥
আমার অধিক পাপী নাহি ত্রিভুবনে।
দুঃসহ এ কুষ্ঠব্যাধি কর পরিত্রাণে ॥ ৩৭৮ ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু রুষিলা অন্তরে।
কোপদৃষ্ট্যে চাহে কুষ্ঠব্যাধি-বরাবরে ॥
ঠাকুর কহয়ে—শুন পাপ দুরাচার।
বৈষ্ণবের নিন্দা তুই কৈলি কেনে ছার ॥
সংসারের যত জীব সবে মোর মিত্র।
বৈষ্ণবের দ্বেষ করে সেই মোর শত্রু ॥ ৩৭৯ ॥
আপন-নিন্দায় আমি কভু নাহি দুখী।
শ্রীবাসের নিন্দায় কেমনে হব সুখী ॥
অকথ্য বচন তুই কহিলি তাহারে।
শত জন্ম ভুঞ্জিলেও না ঘুচাব তোরে ॥
বৈষ্ণবের অপরাধ করে যেই জন
তার পরিত্রাণ আমি না করি কখন ॥ ৩৮০ ॥
বাহিরে পরাণ দেখ এই মোর দেহ।
বৈষ্ণব অন্তরে প্রাণ—নাহিক সন্দেহ ॥
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে অধম জন।
নরকে পড়য়ে—তার নাহিক শরণ ॥

বৈষ্ণবের সেবা করে মোর করে দ্বেষ।
তার পরিত্রাণ করি ঘুচাইয়ে ক্লেশ ॥ ৩৮১ ॥
তুই সে পাতকী মহাপামর দুরন্ত।
কতকাল নরক ভুঞ্জিবি—নাহি অন্ত ॥
এ বোল শুনিয়া বিপ্র কাতর হইল।
ভূমিতে পড়িয়া কাকু করিতে লাগিল ॥
জয় জয় মহাপ্রভু কৃপা কর মোরে।
পতিত-পাবন বলি বেদে বলে তোরে ॥ ৩৮২ ॥
পতিত পাবন নাম যদি সে ধরিবে।
আমার নিস্তার তবে অবশ্য করিবে ॥
কত কত উদ্ধারিলে মহাপাপিগণ।
আমার উদ্ধার কর কমল লোচন ॥
আমার সমান পাপী নাহি ত্রিভুবনে।
দুঃখ পাই—কুষ্ঠ-ব্যাধি কর পরিত্রাণে ॥ ৩৮৩ ॥
তখনে করুণা প্রভুর হৈল হৃদয়ে।
তথাপি বৈষ্ণব-বশ—স্বতন্ত্র ত নহে ॥
তবে সেই প্রভু গেলা শ্রীবাস আলয়।
বসিয়া সকল কথা কহে মহাশয় ॥
পথেতে দেখিল কুষ্ঠব্যাধি একজন।
অপরাধ ভুঞ্জিল সে অনেক জনম ॥ ৩৮৪ ॥
এবে তোর অপরাধে গলিত দিব্য-দেহ।
তাহারে দেখিয়া মোর না জাগিল নেহ ॥
'পরিত্রাণ কর'—ডাকে সেই কুষ্ঠব্যাধি।
কে করিবে পরিত্রাণ তোর অপরাধী ॥ ৩৮৫ ॥

৩৭৮। "অকিঞ্চন-নাথ"=দীননাথ; দীনবন্ধু।

৩৭৯। "কুষ্ঠব্যাধি-বরাবরে"=কুষ্ঠরোগীর প্রতি।

৩৮০। "না ঘুচাব তোরে"=তোর জ্বালা দূর করিব না; তোর পরিত্রাণ করিব না।

৩৮১। "বাহিরে… … …সন্দেহ"=আমার দেহে যে প্রাণ আছে তাহা আমার বহিরঙ্গ বস্তু, কিন্তু আমার অন্তরঙ্গ প্রাণ হইল যে বৈষ্ণব, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। "তার নাহিক শরণ"=তার আর কোনও আশ্রয় নাই, গতি নাই, উপায় নাই।

৩৮৪। "তখনে… … … …নহে"=তখন তাঁর হৃদয়ে দয়া হইল বটে, কিন্তু তিনি করিবেন কি, তিনি ত স্বাধীন নহেন, তিনি যে বৈষ্ণবের অধীন;

কৃপাদৃষ্ট্যে যদি তুমি চাহ বা তাহারে।
তোমার কৃপায় তবে পায় সে নিস্তারে॥
এ বোল শুনিয়া তবে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
কহে হাসি—প্রভু! সব কহ বিপরীত॥
মুই মহাধম ছার—মোরে হেন বল।
মোর ছলে পাতকীরে পরিত্রাণ কর॥ ৩৮৬॥
মোর ঠাঁই তার দোষ ঘুচিল সর্ব্বথা।
প্রসন্ন হইলুঁ আমি—ঘুচাও তার ব্যথা॥
প্রভু বলে—শ্রীনিবাস! শুন মোর কথা।
সবা লৈয়া যাও চলি কুষ্ঠব্যাধি যথা॥
তবে সবে মিলি সুখে সেই ঠাঁই গেলা।
শ্রীবাসের পাদোদক তার গায়ে দিলা॥ ৩৮৭॥
পাদোদক-বিন্দু সে লাগিল তার গায়।
স্বর্ণকান্তি হৈল দেহ—বেয়াধি পলায়॥
মহানন্দে তবে তার হৃদয় পূরিল।
হরি হরি বলি সুখে নাচিতে লাগিল॥
পাইল শ্রীবাস-কৃপা—পরম ঔষধি।
সেইক্ষণে নিস্তারিল সেই কুষ্ঠব্যাধি॥ ৩৮৮॥
দিব্য দেহ লভি তার আনন্দ অপার।
গৌরাঙ্গ বলিয়া ধায় আরতি বিথার॥
মহাপ্রেমে মত্ত হৈয়া করয়ে হুঙ্কার।
ক্ষণে মূর্চ্ছা যায় ক্ষণে প্রলাপ অপার॥
কোথা গেলা গৌরচন্দ্র অন্তরের চান্দ।
এমন কে তারে ভবব্যাধি মহা-আন্ধ॥ ৩৮৯॥

এথা গৌরচন্দ্র শ্রীনিবাস-ঘর হৈতে।
কুষ্ঠব্যাধি দেখিবারে চলিলা ত্বরিতে॥
পথে কুষ্ঠব্যাধি-সনে হৈল দরশন।
ধরিয়া পড়িলা ভূমি প্রভুর চরণ॥
তুলিয়া তাহারে প্রভু কৈলা আলিঙ্গনে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিলা সেইক্ষণে॥ ৩৯০॥
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়াগড়ি যায়।
গদাধর-বন্ধু বলি নাচিয়া বেড়ায়॥
সব ভক্ত আনন্দিত তাহারে দেখিয়া।
চমৎকার হৈল দেখি সকল নদীয়া॥
শুন সর্ব্বজন বিশ্বম্ভরের চরিত।
শুনিলে সে প্রেমভক্তি পাইবে ত্বরিত॥ ৩৯১॥
তবে সেই মহাপ্রভু অন্তর উল্লাস।
নাচে সেই বিপ্র—দেহে প্রেমার প্রকাশ॥
দেখিয়া ত মহাপ্রভু করে হরি-নাদ।
নিস্তারিল কুষ্ঠব্যাধি—কৈল পরসাদ॥
অতি অপরূপ কথা নদীয়া-প্রকাশ।
শুনিতে আনন্দে ভোরা এ লোচন দাস॥ ৩৯২॥

অষ্টম অধ্যায়

সন্ন্যাস সূত্র

যথা রাগ।

তবে আর একদিন প্রভু নৃত্য করে।
তখনে আছিল এক ব্রাহ্মণ দুয়ারে॥

বৈষ্ণবের কাছে উহার অপরাধ হইয়াছে, সুতরাং উহাতে তাঁহার যে কোনও হাত নাই!

৩৮৫। 'না জাগিল নেহ"=আমার স্নেহের উদয় হইল না।

৩৮৬। "মোর ছলে"=আমাকে সূত্র করিয়া।

৩৮৯। "লভি"=লাভ করিয়া; পাইয়া।

"আরতি বিথার"=প্রবল অনুরাগে।

"তারে"=পরিত্রাণ করে; নিরাময় করে।

"ভবব্যাধি"=ভবরোগ বা ভবরোগী; সংসারাসক্ত বা সংসারাসক্ত।

"মহা-আন্ধ"=ঘোর অজ্ঞানান্ধ বা অজ্ঞানান্ধকার।

৩৯২। "পরসাদ"=প্রসাদ; অনুগ্রহ।

হেনই সময়ে আর আইল ব্রাহ্মণ।
গৌরচন্দ্র নৃত্য দেখিবারে করি মন॥
দ্বারেতে যে ছিল তারে আসিতে না দিল।
দুঃখিত হইয়া বিপ্র নিজ-ঘরে গেল॥ ৩৯৩॥
আনন্দে নাচয়ে প্রভু কিছু না জানিল।
কীর্ত্তন সমাপি সবে বিশ্রাম করিল॥
তার পরদিনে প্রভু গঙ্গাস্নান করে।
আচম্বিতে সেই বিপ্র দেখিল প্রভুরে॥
দেখিল যে গঙ্গাস্নান করে বিশ্বম্ভর।
ক্রোধদৃষ্ট্যে চাহে বিপ্র কাঁপে কলেবর॥ ৩৯৪॥
প্রভুরে দেখিয়া বলে সক্রোধ বচন।
তোর ঘরে গেলুঁ তোরে দেখিবারে মন॥
তোর নৃত্য দেখিবারে বড় ছিল সাধ।
পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এক তাতে দিল বাধ॥
না দিল যাইতে মোরে বাহির-দুয়ারে।
তেমনি হইবে তুমি সংসার-বাহিরে॥ ৩৯৫॥
ইহা বলি উপবীত ছিণ্ডিলেক ক্রোধে।
ক্রোধে অচেতন বিপ্র—নাহি পরবোধে॥
দ্বার মানা কৈল মোরে আমি নাহি সহি।
শাপ দিল—হও তুমি সংসারের বহি॥
এ বোল শুনিয়া প্রভুর হরিষ-অন্তর।
ব্রাহ্মণের শাপ মোরে হৈল মহাবর॥ ৩৯৬॥
শাপ সে স্বীকার যবে কৈল ভগবানে
শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভয় পাইল বড় মনে॥
আমি কি করিব প্রভু যে বলাইলে তুমি।
তুমি সর্ব্ব-পরিপূর্ণ সর্ব্ব-অন্তর্যামী॥ ৩৯৭॥

কুতর্কের গণ সব নিস্তার করিবে।
সন্ন্যাস করিয়া তা-সবারে প্রেম দিবে॥
সন্ন্যাসী বলিয়া গুরু তোমারে বলিবে।
সেই নম্রভাবে প্রেম তা-সবারে দিবে॥
পরম চতুর-শিরোমণি গৌরহরি।
বিলাইবে পূর্ব্ব-প্রেমভাণ্ডার উঘাড়ি॥ ৩৯৮॥
তোমার প্রতিজ্ঞা—এই ব্রহ্মাণ্ড ডুবাবে।
দুর্জ্জন সুজন একো জনে না এড়িবে॥
আমি সে বঞ্চিত হৈলুঁ তোর প্রেম-বানে।
কি হইবে মোর গতি পতিত-পাবনে॥ ৩৯৯॥
শুনি প্রভু বলে—শাপ নহে—মোর বর।
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলে—নাহি তোর ডর॥
শুনিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
তুলিয়া ত মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রভু-আলিঙ্গনে বিপ্র প্রেমায় আকুল।
গরগর কৃষ্ণপ্রেমে হইলা তরল॥ ৪০০॥
বিপ্রের মানস পূর্ণ কৈল ভগবান্।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম তারে দিল দান॥
হেন চিত্র-লীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
বুঝিতে না পারে দুষ্ট অন্তর-পামর॥
তবে সেই মহাপ্রভুর অন্তর-উল্লাস।
কাতর-অন্তরে কহে এ লোচন দাস॥ ৪০১॥

————

যথা রাগ।

প্রভুকে সে ব্রহ্মশাপ লোক-মুখে শুনি।
আচম্বিতে কাঁপি উঠে শচীর পরাণি॥

৩৯৫। "হইবে বাহিরে" =সন্ন্যাসী হইবে।
৩৯৬। "নাহি পরবোধে"=সান্ত্বনা মানে না।
৩৯৮। "কুতর্কের গণ সব" =তার্কিক-সকলকে।
"উঘাড়ি"=আল্‌গা করিয়া দিয়া; খুলিয়া দিয়া।
৪০০। "হইলা তরল"=গলিয়া গেল।
৪০০। "মানস"=মনোবাঞ্ছা। "চিত্র-লীলা"=

ধকধক প্রাণ পোড়ে বৃত্তান্ত না জানে।
নিবারিতে নারে অশ্রু ঝরে দু'নয়ানে॥
ব্যাকুল হইয়া শচী পুছে সর্ব্বজনে।
প্রভুরে সে ব্রহ্মশাপ সবার বদনে॥ ৪০২॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তথায়।
চেতন পাইয়া শচী কান্দে উভরায়॥
কান্দিতে কান্দিতে আইলা আপনার ঘর।
ক্ষণেক অন্তরে গৃহে আইলা বিশ্বম্ভর॥ ৪০৩॥
গৌর-মুখ দেখি মায়ের শোক উথলিল।
কান্দিতে কান্দিতে শচী পুছিতে লাগিল॥
শুন রে নিমাই বাপ! কিবা কথা শুনি।
তোমারে ব্রাহ্মণ নাকি দিল শাপবাণী॥
কোন্ অপরাধ তুমি কৈলে তার স্থান।
কেমন ব্রাহ্মণ তার কি কঠিন প্রাণ॥ ৪০৪॥
তোর মুখ দেখি তার দয়া নাহি হৈল।
আমার বধের ভাগী কোন্ জন হৈল।
এ ঘর-করণ মোর সব তোমা লৈয়া।
অভাগী শচীর প্রাণ যায় বিদরিয়া॥
সবার দুলাল তুমি—মোর আঁখি তারা।
বিধির বিপাকে পাছে তোমা হই হারা॥ ৪০৫॥
অমিয়া সিনান করি দেখি তোর মুখ।
দারুণ বচন শুনি ফাটে মোর বুক॥
অভাগী শচীর ভাগ্যে না জানি কি হব।
তোর অমঙ্গল হৈলে পরাণে মরিব॥
এ বোল শুনিয়া তবে গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
মায়েরে কহয়ে কিছু প্রবোধ উত্তর॥ ৪০৬॥
শুন গো জননি! তুমি আমার বচন।
কি লাগিয়া রোদন করহ অকারণ॥
মোর অপরাধ নাহি ব্রাহ্মণের স্থানে।
মোরে যে শাপিল বিপ্র সেহ অকারণে॥
বিনি অপরাধে শাপ লাগিব বা কেনে।
নিশ্চয় জানিহ মাতা এ সত্য-বচনে॥ ৪০৭॥
ইহা বলি গেলা প্রভু জাহ্নবীর তীরে।
সুরনদী স্নান করি আইলা নিজ-ঘরে॥
ঘরে আসি মহাপ্রভু পরম-সাদরে।
কৃষ্ণ-পূজার্চ্চনা করে হরিষ-অন্তরে॥
পূজা করি স্তব পাঠ পড়ি কতক্ষণ।
তুলসীরে জল দিলা প্রেমাবিষ্ট মন॥ ৪০৮॥
প্রণাম করিয়া প্রভু কৈলা জলপান।
সাদরে নিরীখে শচী পুত্রের বয়ান॥
কোটি চান্দ জিনি গোরার বদন প্রকাশ।
গৌরাঙ্গ-চরিত্র কহে এ লোচন দাস॥ ৪০৯॥

হলধর আবেশ

বিভাস রাগ। দিশা।

জয় জয় গোরাচাঁদ
নদীয়া উদয় কলিকালে॥ মূর্চ্ছা॥
না হারে আমার প্রভুর কথা শুন।
এ তিন ভুবন আলো কৈল যার গুণ॥
না হারে গৌরাঙ্গ-চান্দের কথা শুন।
কি আরে হয় হয়॥ ধ্রু॥

আর কথা কহি শুন বড় অপরূপ।
নদীয়া-নগরে নিতি নূতন কৌতুক॥
নিজ-ঘরে বৈসে প্রভু আনন্দিত-মনে।
চৌদিকে বেঢ়িয়া বৈসে যত নিজ-জনে॥

অদ্ভুত লীলা। ৪০৫। "বিধির বিপাকে"=দুর্ভাগ্যবশতঃ; দৈবক্রমে।

৪০৬। "অমিয়া মুখ"=যখন তোর মুখ দেখি, তখন যেন অমৃত-সাগরে স্নান করি।

আচম্বিতে এক ধ্বনি উঠিল গগনে।
'মধু দেহ' বলি ডাকে মেঘের গর্জ্জনে॥ ৪১০॥
সেইক্ষণে ধরে প্রভু হলায়ুধ-রূপ।
সুনীল-বসন শ্বেতপর্ব্বত-স্বরূপ॥
সুন্দর চরণ আর কমল-লোচন।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হৃষ্ট হৈলা মন॥
সর্ব্বজন-প্রেমদাতা প্রেম বিলসয়।
আপন-আবেশ ধরি নাচে মহাশয়॥ ৪১১॥
হরিগুণ গায় সব নিজজন-সনে।
সেইমনে গেলা অদ্বৈত-আচার্য্যের স্থানে॥
তথা গিয়া কহে প্রভু গদগদ ভাষ।
'মধু দেহ মধু দেহ' বলি অট্ট হাস॥
দেহের বরণ যেন বাল-দিননাথ।
মধু দেহ দেহ' বলি ঘন পাতে হাত॥
তোয়-পূর্ণ ভাজন ধরিয়া নিজ-করে।
মধুপান করি তোলে রসের উদগারে॥ ৪১২॥
টলমল করি নাচে যেন মাতোয়াল।
হেউ হেউ করি তোলে রসের উদগার॥
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে ক্ষণে কান্দে হাসে।
অধর মিটাই ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে॥
দেখিয়া সকল লোক করয়ে স্তবন।
'হলধর' বলি কেহো ধরয়ে চরণ॥ ৪১৩॥
তবে সেই মহাপ্রভু লীলা-বলরাম।
কহয়ে অমৃত-কথা অতি অনুপাম॥
শ্রীকৃষ্ণ নহিয়ে আমি—বলে হব সুখী।
অদ্ভুত সুপেয় মধু আনি দেহ দেখি॥
সেইখানে এক দ্বিজ ছিল দাঁড়াইয়া।
ইহ মল্ল বলি ফেলে আঙ্গুলে ঠেলিয়া॥ ৪১৪॥
অঙ্গুলি-ঠেলায় বিপ্র পড়ে বহুদূর।
লজ্জা সে পাইল বিপ্র ফেলিল-ঠাকুর॥
প্রভাতে আবেশ—ভেল সায়াহ্ন-সময়।
লীলাবলরাম-ক্রীড়া করে মহাশয়॥
নরহরি-পাদপদ্ম শিরের ভূষণ।
ধন্য গোরা গুণ গায় এ দাস লোচন॥ ৪১৫॥

———

তার পর দিনে শুন অপরূপ আর।
নাচয়ে ঠাকুর বলদেব-অনুকার॥
আচম্বিতে আর্ত্তনাদ করি পাইল মোহ।
বলরাম-স্মরণে নয়ানে বহে লোহ॥
ভূমিতে লোটায় মহাপ্রভু মুক্তকেশে।
মুখে জল দেই সর্ব্বজন পাই ক্লেশে॥ ৪১৬॥
ক্ষণেকে লভিল সংজ্ঞা গদাধর দেখি।
কহিল কাতর বাণী ইঙ্গিতে সে লখি॥
তুমি সে আমার বন্ধু প্রাণ-সম জানি।
তোর প্রেম-বশ আমি শুন দ্বিজমণি॥
তোর নাথ হঙ মুই—তুমি মোর প্রাণ।
গদাইর গৌরাঙ্গ আমি—কর অবধান॥ ৪১৭॥
মোর যত ভাব তোতে নহে অগোচর।
আমার অন্তর-শক্তি তোর কলেবর॥
রাত্রিদিন মোর সঙ্গ তিলেক না ছাড়।
তোমা বিনে মোর কথা জানে কে বা দঢ়॥

৪১১। "হলায়ুধ-রূপ"=বলরাম-মূর্ত্তি।
"আপন-আবেশ ধরি"=নিজ-ভাবাবেশময় রূপ ধরিয়া। ৪১২। "বাল-দিননাথ" = প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ। "তোয়-পূর্ণ ভাজন= জলভরা পাত্র। "তোলে রসের উদগার"= মদ্যপানের মত ঢেকুর তোলে।
৪১৩। "অধর মিটাই"=মুখ মিটাইতে লাগিলেন।
৪১৬। "বলদেব-অনুকার" = বলরামের মত

আচম্বিতে এক ধ্বনি উঠিল গগনে।
'মধু দেহ' বলি ডাকে মেঘের গর্জ্জনে॥ ৪১০॥
সেইক্ষণে ধরে প্রভু হলায়ুধ-রূপ।
সুনীল-বসন শ্বেতপর্ব্বত-স্বরূপ॥
সুন্দর চরণ আর কমল-লোচন।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হৃষ্ট হৈলা মন॥
সর্ব্বজন-প্রেমদাতা প্রেম বিলসয়।
আপন-আবেশ ধরি নাচে মহাশয়॥ ৪১১॥
হরিগুণ গায় সব নিজজন-সনে।
সেইমনে গেলা অদ্বৈত-আচার্য্যের স্থানে॥
তথা গিয়া কহে প্রভু গদগদ ভাষ।
'মধু দেহ মধু দেহ' বলি অট্ট হাস॥
দেহের বরণ যেন বাল-দিননাথ।
মধু দেহ দেহ' বলি ঘন পাতে হাত॥
তোয়-পূর্ণ ভাজন ধরিয়া নিজ-করে।
মধুপান করি তোলে রসের উদগারে॥ ৪১২॥
টলমল করি নাচে যেন মাতোয়াল।
হেউ হেউ করি তোলে রসের উদগার॥
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে ক্ষণে কান্দে হাসে।
অধর মিটাই ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে॥
দেখিয়া সকল লোক করয়ে স্তবন।
'হলধর' বলি কেহো ধরয়ে চরণ॥ ৪১৩॥
তবে সেই মহাপ্রভু লীলা-বলরাম।
কহয়ে অমৃত-কথা অতি অনুপাম॥
শ্রীকৃষ্ণ নহিয়ে আমি—বলে হব সুখী।
অদ্ভুত সুপেয় মধু আনি দেহ দেখি॥
সেইখানে এক দ্বিজ ছিল দাঁড়াইয়া।
ইহ মল্ল বলি ফেলে আঙ্গুলে ঠেলিয়া॥ ৪১৪॥
অঙ্গুলি-ঠেলায় বিপ্র পড়ে বহুদূর।
লজ্জা সে পাইল বিপ্র ফেলিল-ঠাকুর॥
প্রভাতে আবেশ—ভেল সায়াহ্ন-সময়।
লীলাবলরাম-ক্রীড়া করে মহাশয়॥
নরহরি-পাদপদ্ম শিরের ভূষণ।
ধন্য গোরা গুণ গায় এ দাস লোচন॥ ৪১৫॥

—————

তার পর দিনে শুন অপরূপ আর।
নাচয়ে ঠাকুর বলদেব-অনুকার॥
আচম্বিতে আর্ত্তনাদ করি পাইল মোহ।
বলরাম-স্মরণে নয়ানে বহে লোহ॥
ভূমিতে লোটায় মহাপ্রভু মুক্তকেশে।
মুখে জল দেই সর্ব্বজন পাই ক্লেশে॥ ৪১৬॥
ক্ষণেকে লভিল সংজ্ঞা গদাধর দেখি।
কহিল কাতর বাণী ইঙ্গিতে সে লখি॥
তুমি সে আমার বন্ধু প্রাণ-সম জানি।
তোর প্রেম-বশ আমি শুন দ্বিজমণি॥
তোর নাথ হঙ মুই—তুমি মোর প্রাণ।
গদাইর গৌরাঙ্গ আমি—কর অবধান॥ ৪১৭॥
মোর যত ভাব তোতে নহে অগোচর।
আমার অন্তর-শক্তি তোর কলেবর॥
রাত্রিদিন মোর সঙ্গ তিলেক না ছাড়।
তোমা বিনে মোর কথা জানে কে বা দঢ়॥

৪১১। "হলায়ুধ-রূপ"=বলরাম-মূর্ত্তি। "আপন-আবেশ ধরি"=নিজ-ভাবাবেশময় রূপ ধরিয়া। ৪১২। "বাল-দিননাথ" = প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ। "তোয়-পূর্ণ ভাজন= জলভরা পাত্র। "তোলে রসের উদগার"= মদ্যপানের মত ঢেকুর তোলে।

৪১৩। "অধর মিটাই"=মুখ মিটাইতে লাগিলেন। ৪১৬। "বলদেব-অনুকার" = বলরামের মত

মোর প্রিয়-বন্ধু যত সব ভক্তজন।
আনহ সবারে আমি দেখিব এখন ॥ ৪৪৮ ॥
আজ্ঞা পাইয়া গদাধর-পণ্ডিত সবারে।
আনিল আচার্য্যরত্ন আদি যত আরে ॥
আসিয়া দেখিল যত মহোত্তম জন।
বিভোর হইল সবে সজল-লোচন।
কহিল আচার্য্যরত্ন মধুর বচনে।
কহ না আপনে বাপ! ইহার কারণে ॥ ৪১৯ ॥
শুনিয়া তাঁহার বাণী কহে বিশ্বম্ভর।
কহিতে না পারে—কণ্ঠ গদগদ-স্বর ॥
অতি সুবিহ্বল—কহে আধ আধ বোলে।
শ্বেতগিরি হলায়ুধ দেখিল মো কোলে ॥
সুবর্ণ-সমান শোভে—সূর্য্য-সম আভা।
ঝলমল করে অতি অলঙ্কার-শোভা ॥ ৪২০ ॥
কহিতে কহিতে সেই প্রভু পুনর্ব্বার।
দেখে বলদেব—শ্বেতপর্ব্বত-আকার ॥
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
সেইমত আবেশেতে পুন নাচে গায় ॥
সকল বৈষ্ণব-জন আনন্দে বিহ্বল।
বলরাম-প্রেমে সবে করে টলমল ॥ ৪২১ ॥
আনন্দে ভরল সব দিগ ও বিদিগে।
হইল ত দিন রাতি—আবেশ না ভাঙ্গে ॥
তার পর দিনে হৈল অদ্ভুত নর্ত্তন।
চৌদিকে বেড়িল যত ভক্ত মহাজন ॥
পদতল-ভরে মহী করে টলমলে।
ঢুলায় করুণ আঁখি—আধ আধ বলে ॥ ৪২২ ॥
মত্ত করিবর যেন গমন মন্থর।
চলিতে না পারে প্রেমে—আনন্দ নির্ভর ॥
যেন পহুঁ-আবেশ—আবেশ তেন সঙ্গী ॥
নাচয়ে বিহ্বল প্রভু—বলরাম-রঙ্গী ॥
নাচিতে গাইতে ভেল সায়াহ্ন-সময়।
আচম্বিতে বদনে বারুণী-গন্ধ কয় ॥ ৪২৩ ॥
বারুণীর দিব্য-গন্ধে ভেল আমোদিত।
চৌদিকে নেহারে সবে হইয়া চমকিত ॥
দশদিক আমোদিত বারুণীর গন্ধে।
মাতল ভকত অতি প্রেমার উন্মাদে ॥
হেন কালে শ্রীরামপণ্ডিত দ্বিজবর্য্য।
যে দেখিল—শুন তার অনুভব কার্য্য ॥ ৪২৪ ॥
আচম্বিতে দিব্য দিব্য পুরুষ-রতন
সেইখানে দিব্যবেশে হৈল উপসন্ন ॥
কারো এক কর্ণে পদ্ম—কমল-লোচন।
এক কর্ণে কুণ্ডল—ধরে নীলিম বসন ॥ ৪২৫ ॥
পীতবস্ত্র পাগড়ি বান্ধিয়া লটপটি।
কহিতে না পারি রূপ—বেশ পরিপটী ॥
বনমালী নামে এক ব্রাহ্মণ তথাই।
কহিব তাহার কথা শুন সর্ব্ব ভাই ॥
দেখিলেন কাঞ্চন-নির্ম্মিত কলেবর।
রত্নে বিভূষিত যেন সুমেরু সুন্দর ॥ ৪২৬ ॥
দেখি অতি হৃষ্ট-চিত তনু পুলকিত।
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমকিত ॥
হলায়ুধ-বেশে নাচে তিন-লোক-নাথ।
সকল ভকত-জন নাচে তার সাথ ॥

করিয়া। "লোহ" = রক্ত।

৪১৮। "মোর"... ..."অগোচর" = আমার যত ভাব, তুমি সবই জান।

৪২৩। "সায়াহ্ন-সময়" = সন্ধ্যাকাল।

"বারুণী-গন্ধ কয়" = মদের গন্ধ বাহির হইতে লাগিল।

৪২৭। "তিন-লোক-নাথ" = ত্রিভুবনপতি শ্রীগৌরচন্দ্র। "অ-ন্তরীক্ষে" = আকাশে

অন্তরীক্ষে দেবগণ হরষিত-মনে।
সন্তোষ-হৃদয়ে গেলা নিজ-স্থানে॥ ৪২৭॥
এইমনে আনন্দে গোঙাই দিবানিশি।
সুরনদী-স্নানে প্রভু যায় হাসি হাসি॥
সকল বৈষ্ণবগণ করি একমেলে।
করয়ে মজ্জন-কেলি জাহ্নবীর জলে॥ ৪২৮॥
নিজজন-সনে পহুঁ হাস-পরিহাসে।
কৌতুকে করয়ে ক্রীড়া তা-সবার রসে॥
স্নান সমাধিয়া প্রভু উঠিলা সত্বর।
প্রভু নমস্করি সবে গেলা নিজ-ঘর॥
নিজালয়ে গিয়া প্রভু আছে মহাসুখে॥
প্রভাতে আইলা সবে প্রভুর সম্মুখে॥ ৪২৯॥
সবারে কহিল প্রভু—শুন এক বাণী॥
গদগদ কহিতে—বেকত আধখানি॥
বরাহ-ঠাকুর মোরে আলিঙ্গন দিল।
হলায়ুধ মোর হিয়া প্রবেশ করিল॥
নয়ানে অঞ্জন ভেল মুরলীবদন।
কহিল অমৃত-কথা শুন নিজ-জন॥ ৪৩০॥
কহিল সে মহাপ্রভু শ্রীবাসে দেখিয়া।
মোর বাঁশী দেহ—চাহে শ্রীহস্ত পাতিয়া॥
তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত-ঠাকুর।
কহিল তাঁহারে তেঁহ ভক্ত সুচতুর॥
শুন শুন মহাপ্রভু এই তোর ঘরে।
রাখিল ভীষ্মক-কন্যা মুরলী তোমারে॥ ৪৩১॥
কপাট লাগিল রাত্রে ঘরের দুয়ারে।
এখনি পাইবা বাঁশী—কহিল তোমারে॥
এইমনে ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ-কৌতুক।
নদীয়া-বিহার এই বড় অপরূপ॥
যে জানয়ে কৃষ্ণরস সে জানে মরম।
নদীয়াবিহার-প্রেম—এই বড় ধন॥ ৪৩২॥
যে না জানে তারে মুই করিয়ে মিনতি।
হেলা না করিহ—গোর-গুণে দেহ মতি॥
মন দিয়া বুঝ ভাই! কি আছে ইহাতে।
ত্রিজগত-নাথ প্রভুর লাগ পাবে হাতে॥
না ভজিলে নাহি নাহি নাহিক নিস্তার।
এ লোচন দাস ইহা বলে বারবার॥ ৪৩৩॥

সংকীর্ত্তন যজ্ঞ

যথা রাগ।

তার পরদিনে প্রভু বসি দিব্যাসনে।
কহিতে লাগিলা কিছু সব ভক্তগণে॥
মোর এই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের মহিমা।
সব শাস্ত্রে কহে ইহার মহিমা-গরিমা॥
সর্ব্বধর্ম্ম-সার এই সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম।
বিশেষ জানিবে কলিযুগে এই কর্ম্ম॥ ৪৩৪॥
পঞ্চম সে বেদ হৈতে প্রকাশ ইহার।
শিব তেঁই পঞ্চমুখে গায় অনিবার॥
নারদ বীণায় গাই বুলয়ে নাচিয়া।
শুক সনকাদি ভক্ত বুলয়ে গাইয়া॥ ৪৩৫॥
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ এই বেদ লৈয়া।
গোপী-সঙ্গে নাচি বুলে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
নিত্য বৃন্দাবনে স্থিতি পঞ্চম জানিবে।
তেঁই শিব গান করে মহা-প্রেমভাবে॥

৪২৮। "গোঙাই"=কাটাইয়া; অতিবাহিত করিয়া। "মজ্জন-কেলি"=স্নানক্রীড়া।
৪২৯। "সমাধিয়া"=শেষ করিয়া।
৪৩০। "অঞ্জন"=কাজল।
৪৩১। "ভীষ্মক-কন্যা"=শ্রীরুক্মিণী-দেবী।
৪৩৩। "লাগ"=ধরা; নাগাল।
৪৩৫। "পঞ্চম যে বেদ"=শ্রীমদ্ভাগবত।
৪৩৬। "ওর"=সীমা।

তথাপি গাইয়া শিব ওর না পাইল।
হেন বেদ কলিযুগে প্রকাশ হইল ॥ ৪৩৬ ॥
গানে যেই করে সেই প্রবোধ হইয়া।
গানরূপে বেদের উচ্চারে—মহা দয়া ॥
সব-লোক-কর্ণ-গর্ত্ত-কুণ্ড পরিসর।
জিহ্বা—স্রুব, ধ্বনিরস—ঘৃত মনোহর ॥
অন্তরে প্রবিষ্ট হৈয়া ভাব-অগ্নি জ্বালে।
অগ্নিশিখা-পুলকাশ্রু-কম্প কলেবরে ॥ ৪৩৭ ॥
সর্ব্বপাপ-মুক্ত হৈয়া সব জন নাচে।
সালোক্যাদি মুক্তি তার ফিরে পাছে পাছে ॥
কদাচ না দেখে সেই নয়ানের কোণে।
নাচিয়া বুলয়ে কৃষ্ণ-রসআস্বাদনে ॥
যে যজ্ঞ বেঢ়িয়া রহে বৈষ্ণব-আচার্য্য।
জানিবে কীর্ত্তন-যজ্ঞ সর্ব্ব-যজ্ঞ-আর্য্য ॥ ৪৩৮ ॥
ইহাতে জন্মিল এই প্রেম-মহাধন।
ইহার গৃহস্থ—নিত্যানন্দ—আবরণ ॥
গদাধর-পণ্ডিত এই প্রেমের গৃহিণী।
এই তত্ত্ব জানিবে সকল ভক্তমণি ॥
অদ্বৈত আচার্য্য-গোসাঁই আমারে আনিয়া।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ স্থাপে সুদৃষ্টি হইয়া ॥ ৪৩৯ ॥
শ্রীনিবাস নরহরি আদি ভক্তগণ।
তো-সবারে লৈয়া মোর যজ্ঞের স্থাপন ॥
এই যজ্ঞ কলিকালে দেহ ঘরে ঘরে
তরুক সকল লোক পতিত পামরে ॥ ৪৪০ ॥
এ বোল শুনিয়া ভক্ত কান্দিয়া কান্দিয়া।
প্রভুর চরণে পড়ে ঢলিয়া ঢলিয়া ॥
সবারে করিলা কোলে গৌর-ভগবান্
শুনি আনন্দিত কথা এ লোচন গান ॥ ৪৪১ ॥

—•—

নাটকাভিনয়

ববাড়ী রাগ—ধূলাখেলা জাত।

আর অপরূপ কথা; শুন গোরা গুণগাথা,
লোক-বেদ-অগোচর বাণী।

৪৩৭। "প্রবোধ হইয়া"=মূর্ত্তিমান্ হইয়া সাক্ষাৎ হইয়া; জাগ্রত হইয়া।

"গানে যেই কলেবরে"=এই গানে যে প্রেমের উদয় করে তাহা প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠে; সুতরাং গানরূপে এই পঞ্চমবেদ যে উচ্চারিত হন, ইহা তাঁহার অসীম কৃপা। এই বেদরূপ গান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-গুণকীর্ত্তন সমস্ত লোকের কর্ণগহ্বররূপ প্রশস্ত যজ্ঞকুণ্ডের ভিতর দিয়া জিহ্বারূপ ঘৃতপাত্র-সহযোগে শ্রীহরিনামধ্বনিরস-রূপ অত্যুত্তম ঘৃত হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ভাব-রূপ অগ্নি প্রজ্বালিত করে, তাহাতে দেহে পুলক, অশ্রু, কম্প, প্রভৃতি সাত্ত্বিক-বিকার-রূপ অগ্নিশিখার উদ্গম হয় অর্থাৎ জিহ্বায় উচ্চারিত কৃষ্ণগুণ-কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনধ্বনি কাণের ভিতর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক সাত্ত্বিকভাবের উদয় করিয়া দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার-সমূহ আনয়ন করে।

৪৩৮। "ফিরে পাছেপাছে"=দাস হইয়া থাকে।

"কদাচ কোণে"=কিন্তু ভক্ত ঐ সমস্ত মুক্তির দিকে একবার ফিরিয়াও চায় না।

"যে যজ্ঞ"=নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞ।

"সর্ব্ব-যজ্ঞ-আর্য্য"=সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৪৩৯। "ইহার আবরণ" = রক্ষক স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু হইলেন এই প্রেমরত্নের ভাণ্ডারী।

"গৃহিণী"=গৃহকর্ত্রী বা নায়িকা-স্বরূপিণী।

"স্থাপে"=অনুষ্ঠান করে।

"সুদৃষ্টি হইয়া"=পরম কৃপাযুক্ত হইয়া।

৪৪০। "তরুক পামরে"=পাপিষ্ঠ পাষণ্ড পর্য্যন্ত সকলেই উদ্ধার হউক।

রসের আবেশে করে, ভক্তিযোগ পরচারে,
করুণা-বিগ্রহ গুণমণি ॥
শুন কথা মন দিয়া, আন কথা তেয়াগিয়া,
অপরূপ করিবারে খেলা।
নিজজন সঙ্গে করি শ্রীল-বিশ্বম্ভর-হরি,
শ্রীচন্দ্রশেখর-বাড়ী গেলা ॥ ৪৪২ ॥
কথা-পরসঙ্গে কথা গোপিকার গুণগাথা,
কহিতে সে গদগদ ভাষ।
অরুণ বয়ান ভেল, দু'নয়নে ঝরে নীর,
রসাবেশে রসের প্রকাশ ॥
কমলা যাহার পদ, সেবা করে অবিরত,
হেন প্রভু গোপিকার তরে।
পরসঙ্গে হয় ভোরা, হেন ভক্তি কৈল তারা,
কথামাত্র সে আবেশ ধরে ॥ ৪৪৩ ॥
তবে বিশ্বম্ভর-হরি, গোপিকার বেশ ধরি,
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য-ঘরে।
নাচয়ে আনন্দে ভোলা, শ্রীবাস হেনই বেলা,
ন্যারদ-আবেশ ভেল তারে ॥
প্রভুরে প্রণাম করে, বিনয়-বচনে বলে,
দাস করি জানহ আমারে।
এমন কহিয়া বাণী, তবে সেই মহামুনি,
গদাধর-পণ্ডিতেরে বলে ॥ ৪৪৪ ॥
শুনহ গোপিকা তুমি, যে কিছু কহিয়ে আমি,
তোর পূর্ব্ব কথা কিছু জান।
অপূর্ব্ব কহিয়ে আমি, জগতে দুর্ল্লভ তুমি
তোর কথা শুন সাবধান ॥
শুন তো-সবার কথা, কহি আমি গুণগাথা,
গোকুলে জন্মিলা জনে জনে।
ছাড়ি নিজ-পতিব্রত, সেবা কৈলে অবিরত,
অভিমত পাই বৃন্দাবনে ॥ ৪৪৫ ॥
প্রধান প্রকৃতি তুমি, কৃষ্ণ-শক্তি রাধা তুমি,
কি জানি তা কহিবারে আমি।
রমণীর শিরোমণি, কৃষ্ণপ্রেম-সোহাগিনী,
তোর তত্ত্ব কি বলিতে জানি ॥
ঐছন করিলে ভক্তি, কেহ না জানয়ে যুক্তি।
পরম নিগূঢ় তিন লোকে।
ব্রহ্মা মহেশ্বর দেবা, লখিমী অনন্ত কিবা,
তারে ধিক পরসাদ তোকে ॥ ৪৪৬ ॥
প্রহ্লাদ নারদ শুক, সনাতন সনক,
না জানয়ে তোর ভক্তি-লেশ।
ত্রৈলোক্য-লখিমী-পতি, চাহে তোর পিরীতি,
অঙ্গে ধরয়ে বর-বেশ ॥
লখিমী যাহার দাসী, তোর প্রেম-অভিলাষী,
হৃদয়ে ধরয়ে অনুরাগ।
সকল-ভুবন-পতি, ভুলাইলা সে পিরীতি,
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥ ৪৪৭ ॥
তোরা যে জানিলি তত্ত্ব, প্রভুগুণ-মহত্ত্ব
পিরীতে বান্ধিলি ভালমতে।
উদ্ধব অক্রূর আদি, সবে তোর পরসাদী,
অনুগ্রহ না ছাড়িহ চিতে ॥
এতেক কহিল বাণী, শ্রীনিবাস দ্বিজমণি,
শুনি আনন্দিত সব জন।

৪৪২। "খেলা"=লীলা।

৪৪৬। "কেহ না জানয়ে যুক্তি"=ঐরূপ ভক্তির যোগ্য বা তুল্য আর অন্যে হইতে পারে বলিয়া কেহ জানে না।

"তারেধিক"=তার চেয়েও বেশী।

৪৪৭। "সকল ... পিরীতি"=চতুর্দ্দশভুবনাধিপতিকে সেই প্রেমে ভুলাইলে।

৪৪৮। "পরসাদী"=অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী।

সকল বৈষ্ণব মিলি, করি সবে কোলাকুলি,
দেখে বিশ্বম্ভরের চরণ ॥ ৪৪৮ ॥
নাচয়ে আনন্দে ভোরা, প্রেমে গরগর তারা,
হেনকালে আইলা হরিদাস।
দণ্ড এক করি করে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলে,
গুণ গাহ পরম-উল্লাস ॥
হরিগুণ-সঙ্কীর্ত্তন, কর ভাই অনুক্ষণ,
ইহা বলি অট্ট অট্ট হাসে।
হরিগুণ গানে ভোরা, ছু'নয়ানে বহে ধারা
আনন্দে ফিরয়ে চারিপাশে ॥ ৪৪৯ ॥
শুনি হরিদাস-বাণী, সকল বৈষ্ণবমণি,
অমৃতে সিঞ্চিল সব গা।
হরষেতে নাচে গায়, মাঝে নাচে গোরারায়,
কান্দিয়া ধরয়ে রাঙ্গা পা ॥
তবে সর্ব্ব-গুণ ধাম, অদ্বৈত-আচার্য্য নাম,
আইলা সব বৈষ্ণবের রাজা।
রূপে আলোকিত মহী, সম্মুখে দাণ্ডায় চাহি,
প্রভু অংশে জন্ম—মহাতেজা ॥ ৪৫০ ॥
হরি হরি বলি ডাকে, চমক লাগিল লোকে,
আনন্দে নাচয়ে প্রেম-ভরে।
পুলকিত সব গা, আপাদ-মস্তক যা,
প্রেমবারি ছু'নয়ানে ঝরে ॥
বিশ্বম্ভর-শ্রীচরণ, নেহারয়ে ঘনে ঘন,
হুহুঙ্কারে মারে মালসাট্।
সকল বৈষ্ণব মিলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি,
পসারিল অপরূপ হাট ॥ ৪৫১ ॥
সকল বৈষ্ণব জনে, অতি আনন্দিত-মনে,
প্রেমার সাগরে দিল ডুব।
সকল ভকত মেলি, আপনে গৌরাঙ্গ-হরি,
প্রকাশয়ে সংসারের শুভ ॥
এখনে কহিয়ে শুন, সাবধানে সর্ব্বজন,
গোপিকা-আবেশ বশ প্রভু।
হৃদয়ে কাঁচলি পরে, শঙ্খ কঙ্কণ করে,
ছুটি আঁখি রসে ডুবুডুবু ॥ ৪৫২ ॥
পট্ট-বসন পরে, নূপুর চরণে ধরে,
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি।
রূপে ত্রিজগত মোহে, উপমা বা দিব কাহে,
গোপীবেশ ঠাকুর আপনি ॥
আলোক অঙ্গের তেজে, বায়ু বহে মলয়জে,
তাহে নব-মালতীর মালা
সুমেরু-শিখরে যেন, সুরনদী-ধারা-হেন
গোরা-অঙ্গে বহে ছুই ধারা ॥ ৪৫৩ ॥
সকল-বৈষ্ণব-মাঝে নাচে মহানটরাজে,
রসের আবেশে ভাব ধরে।
নাচিতে নাচিতে পুন, লখিমী পড়িল মন,
সে আবেশে গেলা দেব-ঘরে
ঘরে সান্তাইয়া আর্ত্তি, দিব্য চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি,
দেখি দাণ্ডাইল তার কাছে।
আধ নয়ানে চায়, আধ পদে চলি যায়,
বসনে ঢাকিল আঁখি পাছে ॥ ৪৫৪ ॥
তবে সব নিজ-জনে, পড়ি তার শ্রীচরণে,
বিনয়-বচনে করে স্তুতি।
শ্রীস্তব পড়য়ে কেহো, আনন্দে বিভোর সেহো
বর মাগে—দেহ প্রেমভক্তি ॥
সর্ব্বজন স্তব করে, শুনি প্রভু বিশ্বম্ভরে,
আদ্যাশক্তি পড়ি গেল মনে।

৪৫১। "পসারিল"=বিস্তার করিল; পাতিল।
৪৫২। "গোপিকা-আবেশ-বশ"=গোপী ভাবাবেশে।
৪৫৩। "মলয়জে"=চন্দন-গন্ধ-যুক্ত।
৪৫৫। "আদ্যাশক্তি"=মহাদেবী; শ্রীদুর্গা।

সেই ত আবেশ ধরে, সর্ব্বজন চমৎকারে,
স্তব পড়ে কত সুরগণে ॥ ৪৫৫ ॥
তবে স্তব কৈল সবে, সুরকৃত মহাস্তবে,
তুষ্ট হৈয়া বলে আদ্যাশক্তি।
দেবতা-আসনে বসি, কহে লহু লহু হাসি,
দেখিবারে আইলুঁ প্রেমভক্তি ॥
তো-সবার নৃত্যগীতে, আইলুঁ দেখিবার চিতে
কহিলুঁ আপন-অভিলাষ।
এ বোল শুনিয়া পুন, কহে সেই সব জন,
নিজ-ভক্তি কর পরকাশ ॥ ৪৫৬ ॥
এ বর মাগিল যবে, আদ্যাশক্তি বলে তবে,
শুন শুন শুন সবজনে।
আমি চণ্ডী পরচণ্ড, সবে হবে প্রচণ্ড,
এই বর দিল সর্ব্বজনে ॥
এ বোল শুনিয়া তবে, পরণাম করে সবে,
দণ্ডবত ভূমিতে পড়িয়া।
তবে সেই ঈশ্বরী, হরিদাস-করে ধরি,
কোলে বসাইল সে হাসিয়া ॥ ৪৫৭ ॥
বসিয়া তাহার কোলে, হরিদাস হাসি দোলে,
পাঁচ-বরিষের যেন শিশু।
আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে, আনন্দিত সব জনে,
হরিষ পাইলা পক্ষী পশু ॥
সেইক্ষণে একজন, কহিল এই বচন,
মুরারিকে চাহ দয়া-দিঠে।
এ তোমার নিজ-দাস, এ বোল শুনিয়া হাস,
অমৃত মধুর মহামিঠে ॥ ৪৫৮ ॥
নয়ান-করুণা-জলে, ঝর ঝর অমিয়া ঝরে,
করুণায়ে অরুণ মুখচন্দ্র।
হেনকালে শচীদেবী, আপনে শ্রীপাদ সেবি,
প্রেমানন্দে ভেল পরতন্ত্র ॥
তবে সেই কাত্যায়নী, সর্ব্বজনে কাছে আনি,
নিজ-সুত করি হেন মানে ॥
পুত্র-স্নেহ করে লোকে, সবজন দেখি তাকে,
প্রেমজল ঝরে দু' নয়ানে ॥ ৪৫৯ ॥
হেনকালে সেইক্ষণে, আসি এক ব্রাহ্মণে,
প্রভু বলি ডাকে উচ্চনাদে।
আর্ত্তজন-আর্ত্তনাদে, শুনিয়া ফুকরি কাঁদে,
ভই গেল ঈশ্বর উন্মাদে ॥
আপনি ঈশ্বর হৈয়া, নিজ-প্রেম প্রকাশিয়া,
নিজ-গুণে করে ঠাকুরাল।
সব-জন হেরি হেরি, দণ্ড-পরণাম করি
ঈশ্বর আবেশে বারবার ॥ ৪৬০ ॥
এইমনে সব নিশে, গোঙাইল রসাবেশে,
প্রভাতে চলিলা নিজ ঘর।
যত জন সঙ্গে যায়, দেখে যেন গোরারায়,
কেবল প্রচণ্ড দণ্ডধর ॥
হেনমতে গৌরহরি, করুণা প্রকাশ করি,
অখিল ভুবনে এক কর্ত্তা।
করুণা কারণ আসি, দীনভাব পরকাশি,
আপে করে পৃথিবীর চিন্তা ॥ ৪৬১ ॥
হেন অপরূপ কথা, শুনিয়া সংসার ব্যথা,
না ঘুচয়ে যাহার অন্তরে।
না ঘুচিব কোন কালে, যে ইথে সংশয় করে,
তারোধিক নাহিক পামরে ॥
যুক্তি অনুভব শাস্ত্র, তিনে এই কহে মাত্র,
সাক্ষাতে না দেখে পরচার।

৪৫৬। "সুর-কৃত"=দেবগণ-কৃত।
৪৫৭। "সবে হবে প্রচণ্ড"=হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মহা উন্মাদ হইবে।
৪৬০। "ভই"=হইয়া।

বিচার না করে ইহা, না ছিল তা হৈল সিয়া,
কেমনে তার হৈব নিস্তার ॥ ৪৬২ ॥
গোরা অবতারে যেন, করুণা-প্রকাশ হেন,
নাহি হয় নাহি হবে আর।
যে বলু সে বলু লোকে, অনুভব কহি তাকে,
মনে মনে করুক বিচার ॥
এইমাত্র মোর চিন্তা অন্তরে মরম-ব্যথা
হেন অবতার না প্রকাশে।
তা লাগি কান্দয়ে হিয়া, কাহারে কহিব ইহা
গুণ গায় এ লোচন দাসে ॥ ৪৬৩ ॥

বরাড়ী রাগ।

মোর প্রাণ আরে গোরাচান্দ নারে হয় ॥ ধ্রু ॥

কহিব অপূর্ব্ব কথা— লোক-অগোচর।
কভু নাহি দেখি যাহা জগত-ভিতর ॥
তিলেক সন্দেহ কিছু না করিহ চিতে।
প্রকাশ করিল প্রভু সব-জন-হিতে ॥
চন্দ্রশেখরের বাড়ী নাচিয়া গাইয়া।
ঘরেরে আইলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া ॥ ৪৬৪ ॥
আনন্দিত শ্রীচন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য।
তাহার বাড়ীর কথা কহিব আশ্চর্য্য ॥
নাচিয়া আইল প্রভু—তাহার ছটাকে।
উদয় করিল যেন চান্দ লাখে লাখে ॥
অদ্ভুত শীতল শোভা অমৃত অধিক।
চাহিতে না পারি যেন চৌদিকে তড়িত ॥ ৪৬৫ ॥
হৃদয় আহ্লাদ করে দেখি হেন সাধ।
আঁখি মেলিবারে নারি—তেজে করে বাধ ॥
চমক লাগিল সে নদীয়াপুর-জনে।
কিবা অপরূপ সে দেখিল এতদিনে ॥
আসিয়া বৈষ্ণব-জনে পুছে সর্ব্বজন।
কি জান সন্দর্ভ-কথা—কহ না কথন ॥ ৪৬৬ ॥
সকল বৈষ্ণব বলে—আমরা কি জানি।
নাচিয়া আইলা বিশ্বম্ভর গুণমণি ॥
এই মাত্র জানি—কিছু না জানিয়ে আর।
লোক-বেদ-অগোচর চরিত্র তাহার ॥
সাত দিন অবিচ্ছিন্ন ছিল তেজোরাশি।
তেজের ছটায় নাহি জানি দিবানিশি ॥৪৬৭॥
নিতুই নূতন অতি অপরূপ কর্ম্ম।
প্রকাশে শচীর সুত সর্ব্বময় ধর্ম্ম ॥
তার পর-দিনে শ্রীনিবাস দ্বিজবর।
পুছয়ে ঠাকুর-আগে হৃদয় উত্তর ॥ ৪৬৮ ॥
কলিযুগে হরি-নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তন।
পূর্ণফল বলে কেনে আর যুগে ন্যূন ॥
শুনিয়া ঠাকুর কহে—শুন শ্রীনিবাস ॥
বড় কথা সুধাইলে—কহিব বিশেষ ॥
সত্যযুগে পূর্ণ ধর্ম্ম ধ্যানমাত্র সাধি।
ত্রেতায় সাধয়ে যজ্ঞধর্ম্ম উদারধী ॥ ৪৬৯ ॥

৪৬২। "সাক্ষাতে পরচার"=ইহা যে প্রত্যক্ষ প্রকাশ হইল তা দেখিতে পায় না।

৪৬২। "না ছিল তা হৈল সিয়া"=যাহা কোনও কালে ছিল না, গৌর-অবতারে তাহা হইল।

৪৬৩। "না প্রকাশে"=পাছে জন-সমাজে প্রচারিত না হয়। ৪৬৫। "ছটাকে"=ছটার; জ্যোতিতে। "তড়িত"=বিদ্যুৎ।

৪৬৬। "সন্দর্ভ-কথা"=গূঢ় রহস্য।

৪৬৮। "সর্ব্বময় ধর্ম্ম"=সর্ব্বধর্ম্মময়। "হৃদয়-উত্তর"=মনের কথা।

৪৬৯। "ন্যূন"=কম। "উদারধী"=বিজ্ঞলোকে।

দ্বাপরে কৃষ্ণের পূজা—কহিল এ ধর্ম্ম।
কলিযুগে শক্ত কেহো নহে এই কর্ম্ম॥
আপনে ঠাকুর নামরূপী ভগবান্।
কলিযুগে সর্ব্বশক্তিময় হরিনাম॥
সত্য আদি তিন যুগে যত সব জন।
ধ্যান-যজ্ঞার্চ্চনা বিধি সেবে নারায়ণ ॥ ৪৭০ ॥
পাপ কলিযুগে জীবের দুরন্ত-চরিত ॥
এই ত কারণে দয়া ভেল বিপরীত॥
আপনে ঠাকুর নিজ-সঙ্কীর্ত্তনরূপে।
অনায়াসে সর্ব্বসিদ্ধি সাধি কলিযুগে॥
সত্য আদি যুগে যাহা সাধি মহাদুখে।
প্রভুর কৃপায় সুখে সাধি কলিযুগে॥
নরহরি-পাদপদ্ম ধরি শিরোপরি।
কহয়ে লোচন দাস গৌরাঙ্গ-মাধুরী॥ ৪৭১ ॥

———

একাদশ অধ্যায়

সন্ন্যাস প্রসঙ্গ

যথা রাগ।

এই মনে আনন্দে সানন্দে দিন যায়।
আচম্বিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায়॥
নারিল নারিল এথা থাকিবারে আমি।
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি॥
কতি মোর কালিন্দী যমুনা বৃন্দাবন।
কতি মোর বহুলা ভাণ্ডীর গোবর্দ্ধন॥ ৪৭২ ॥
কতি গেলা আরে মোর ললিতাদি রাধা
কতি গেলা আরে মোর এ নন্দ যশোদা॥
শ্রীদাম সুদাম মোর রহিল কোথায়।
ধবলী শাঙলী বলি অনুরাগে ধায়॥ ৪৭৩॥

ক্ষণে দন্তে তৃণ ধরি করুণা করিয়া।
ফুকরি ফুকরি কান্দে চৌদিকে হেরিয়া॥
এ ভব-সংসার আমি কেমনে তরিব।
সে নন্দনন্দন-পদ কোথা গেলে পাব॥
ইহা বলি ছিণ্ডিল গলার উপবীত।
কৃষ্ণের বিরহে দুঃখ ভেল বিপরীত॥ ৪৭৪॥
হরি হরি বলি ডাকে ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।
অশ্রুধারা গলে কিছু না কহে বিশেষ॥
পুলকে পূরিত তনু—অরুণ বদন।
দেখিয়া মুরারি কিছু কহয়ে বচন॥
শুন শুন মহাপ্রভু গৌর-ভগবান্।
তোমার অশক্য নাহি—কহি পরিণাম॥ ৪৭৫॥
থাকিতে চলিতে তুমি পারহ সর্ব্বথা।
তথাপি আমার বোলে না দিবে অন্যথা॥
তুমি যদি এখনে চলিবে দিগন্তর।
স্বতন্ত্র হইব সব-বৈষ্ণব অন্তর॥
স্বতন্ত্রে করিব সবে যাহা মনে লয়।
পুন প্রবেশিব সবে সংসার-আশ্রয়॥ ৪৭৬॥
যতেক করিলে নাথ! কিছুই না হৈল।
নিশ্চয় করিয়া প্রভু! তোমারে কহিল॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু নিশবদে রহে।
খণ্ডিতে নারিলেন মুরারি যাহা কহে ॥ ৪৭৭॥
তবে আর কতদিন গেল ত কৌতুকে।
নয়ন ভরিয়া দেখে নদীয়ার লোকে॥
জননীর হৃদয় নয়ন স্নিগ্ধ করি।
বিষ্ণুপ্রিয়া-সঙ্গে ক্রীড়া করে গৌরহরি॥
স্বজন-বান্ধব-সঙ্গে আছে মহাসুখে।
সবারে সন্তোষে যত আছে নবদ্বীপে ॥ ৪৭৮॥

৪৭৫। 'কহি পরিণাম"=শেষকথা এই বলছি।
৪৭৬। "আমার অন্যথা"=আমার কথা ঠেলিও না। "স্বতন্ত্র" স্বেচ্ছাচারী।
৪০৭। "কিছুই না হৈল"=সব বিফল হইয়া যাইবে।

সকল বৈষ্ণব-সনে কীর্ত্তন-বিলাস।
পুরনারীগণ দেখি করয়ে হুতাশ ॥
ত্রৈলোক্য-মোহন রূপ- তাহে নাগরিমা।
বিনোদ-বিলাস-রস-লাবণ্যের সীমা ॥
আর তাহে ঝলমল আভরণ-শোভা।
সুন্দর লম্বিত কেশে মালতীর গাভা ॥ ৪৭৯ ॥
চন্দন-তিলক পরিপাটী মনোহর।
রক্তপ্রান্ত বাস—বেশ ত্রৈলোক্য-সুন্দর ॥
নিজ-পরিজন আর পুরজন সব।
সবে সে দেখয়ে যার যেই অনুভব ॥
হেনমতে নিজ জন সঙ্গে আছে পঁহু
স্বপ্ন কহে সবাকারে হাসি লহু লহু ॥ ৪৮০ ॥
শুন সর্ব্বজন—স্বপ্ন দেখিল রজনী।
আচম্বিতে মোর ঠাঁই আইলা দ্বিজমণি ॥
মোর কর্ণে কহিল সন্ন্যাস-মন্ত্র এক।
এখনো আমার মনে আছে পরতেক ॥
যাবত আমার কর্ণে প্রবেশিল মন্ত্র।
সে অবধি মোর হিয়া না হয় স্বতন্ত্র ॥ ৪৮১ ॥
কেমনে ছাড়িব আমি প্রিয় প্রাণনাথ।
তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন্ কাজ ॥
ইন্দ্রনীলমণি জিনি পরম-সুন্দর।
মোর বক্ষঃস্থলে বসি হাসে নিরন্তর ॥
শুনিয়া মুরারি-গুপ্ত কহিল উত্তর।
সে মন্ত্রের ষষ্ঠী সমাস তুমি কর ॥ ৪৮২ ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু কহিল বচন।
তোমার বচনে মোর স্থির নহে মন ॥
যত স্থির করি তত উঠয়ে রোদন।
না বলিহ মোরে কিছু—শুনহ বচন ॥ ৪৮৩ ॥
শব্দ-শক্তি করে হেন কি করিব আমি ॥
লঙ্ঘিতে না পারি পুন যত কহ তুমি ॥
এ বোল শুনিয়া সবে অন্তর চিন্তিত।
কহয়ে লোচন দাস হৃদয় ব্যথিত ॥ ৪৮৪ ॥

ধানশী রাগ।

কি দোষে ছাড়িয়া যাইছ মায়েরে।
আরে দুখিনীর বাছা নিমাই রে ॥ ধ্রু ॥

আর কতদিনে শ্রীকেশব ভারতী।
আইলা সন্ন্যাসি-বর—অতি শুদ্ধমতি ॥
মহাতেজ ন্যাসিবর মহাভাগবত।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কত পুণ্যের পর্ব্বত ॥
আচম্বিতে আসিয়া দেখিলা বিশ্বম্ভর।
বিশ্বম্ভর দেখি হৃষ্ট হৈলা ন্যাসিবর ॥ ৪৮৫ ॥
উঠিয়া ঠাকুর কৈল চরণ বন্দন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রেমে ঝরে দু'নয়ন ॥
প্রভু-অঙ্গ নিরীখয়ে সেই ন্যাসিরাজ
মহাবুদ্ধি ন্যাসিবর বুঝিলেন কাজ ॥
কেশব ভারতী-গোসাঁই কহিল বচন।
তুমি শুক প্রহ্লাদ কি—হেন লয় মন ॥ ৪৮৬ ॥
এ বোল শুনিয়া সেই প্রভু বিশ্বম্ভর।
কান্দয়ে—দ্বিগুণ ঝরে নয়নের জল ॥

৪৭৯। "করয়ে হুতাশ" = হায়! আমাদের ভাগ্যে এমন পতি হইল না এই বলিয়া আপশোষ করে। "গাভা" = মালা। ৪৮০। "বাস" = বস্ত্র।

৪৮২। "প্রিয় প্রাণনাথ" = হৃদয়বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। "সে ... কর" = সে মন্ত্রের ইতি কর, উহার বিষয়ে আর ভাবিও না, উহা আর মনে স্থান দিও না।

তবে পুন কহে ন্যাসী বিস্মিত হইয়া।
অনুমান করি মনে নিশ্চয় করিয়া।
তুমি প্রভু ভগবান্—জানিল নিশ্চয়।
সর্ব্ব-লোক-প্রাণ তুমি—নাহিক সংশয়॥ ৪৮৭॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু করয়ে রোদন।
কত দিনে পাব আমি কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণে তোর অনুরাগ অতি বড় হয়।
তে কারণে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময়॥
কত দিনে কৃষ্ণ মুই দেখিবারে পাব।
তোমার এমন বেশ কবে মোর হব॥ ৪৮৮॥
কৃষ্ণের উদ্দেশে মুই দেশে দেশে যাব।
কোথা গেলে প্রাণনাথ কৃষ্ণ মুই পাব॥
সন্ন্যাসীরে বেদ্য কথা কহি বিশ্বম্ভর।
দণ্ডবত হৈয়া প্রভু যান নিজ-ঘর॥
শ্রীবাসে দেখিয়া প্রভু কহিল উত্তর।
সন্ন্যাসীরে লৈয়া তুমি যাহ নিজ-ঘর॥ ৪৮৯॥
প্রভুর বচন শুনি শ্রীবাস ঠাকুর।
সন্ন্যাসী লইয়া ভিক্ষা দিলেন প্রচুর॥
ভিক্ষা করি সে দিন বঞ্চিয়া ন্যাসিবর।
যথাস্থানে প্রভাতে চলিলা যতীশ্বর॥
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস প্রভুর নিকটে।
সন্ন্যাসি-বিজয়-কথা কহে করপুটে॥ ৪৯০॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু কাতর-অন্তর।
সন্ন্যাসীরে মনে করি গেলা নিজ-ঘর॥
ঘরে গিয়া মনে মনে অনুমান করি।
সন্ন্যাস করিব—দঢ়াইলা গৌরহরি॥

ইঙ্গিত-আকারে তাহা বুঝিল মুকুন্দ।
প্রভু রাখিবারে করে প্রকার প্রবন্ধ॥ ৪৯১॥
আইলেন যথা আছে সব ভক্তগণে।
কান্দিয়া কহিল সব ভক্তের চরণে॥
শুন শুন সর্ব্বজন আমার উত্তর।
সন্ন্যাস করিব এই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
যাবত থাকেন দেখ নয়ন ভরিয়া।
শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবণ পূরিয়া॥ ৪৯২॥
ছাড়িয়া যাইব প্রভু নিজ-গৃহবাস।
জননী ছাড়িব আর সব নিজ-দাস॥
এ বোল শুনিয়া সবে ব্যথিত-হিয়ায়।
যুকতি করিয়া মনে চিন্তয়ে উপায়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর—না রহিব কারু বশে।
ইহা বলি ভক্তগণ পড়িলা তরাসে॥ ৪৯৩॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে ধূলায় ধূসর।
প্রাণনাথ আরে মোর প্রভু বিশ্বম্ভর॥
হা হা মহাপ্রভু কোথা যাইবে এড়িয়া।
মো সবারে কলি-সর্পে খাইবে ধরিয়া॥
কলি-ভয়ে প্রভু! তোর লইল শরণ।
তোর ভয়ে কলি-সর্পে না লঙ্ঘে এখন॥ ৪৯৪॥
হেনকালে আসি তথা প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীবাস-পণ্ডিত দেখি কহিল উত্তর॥
শুন শুন ওহে দ্বিজ প্রিয় শ্রীনিবাস।
এক কথা কহি যদি না পাও তরাস॥
প্রেম-উপার্জ্জনে আমি যাব দেশান্তর।
তো-সবারে আনি দিব শুন দ্বিজবর॥ ৪৯৫॥

৪৮৯। "বেদ্যকথা"=জ্ঞাতব্য বস্তু; মর্ম্ম-কথা।
৪৯০। "ভিক্ষা দিলেন"=খাওয়াইলেন।
"যতীশ্বর"=ন্যাসিচূড়ামণি।
"সন্ন্যাসি... ...করপুটে"=হাতজোড় করিয়া বলিলেন—সন্ন্যাসী চলিয়া গিয়াছেন।
৪৯১। "প্রকার-প্রবন্ধ"=নানারূপ উপায়।
৪৯৪। "না লঙ্ঘে"=কামড়ায় না; অনিষ্ট করে না; কলির পাপ আমাদিগকে স্পর্শ করে না।

সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূরদেশ।
ধন উপার্জ্জন লাগি করে নানা ক্লেশ॥
আনিয়া বান্ধবগণে করয়ে পোষণ।
আমিহ ঐছন আনি দিব প্রেমধন॥৪৯৬॥
এ বোল শুনিয়া কহে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
তোমা না দেখিয়া প্রভু! কি কাজ জীবিত॥
জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ।
দেহান্তরে করে তার শ্রাদ্ধ তর্পণ॥
যে জীয়ে তাহারে তুমি দিও প্রেমধন।
তোমা না দেখিলে হবে সবার মরণ॥ ৪৯৭॥
মুকুন্দ কহয়ে—প্রভু! পোড়য়ে শরীর।
অন্তর পোড়য়ে—প্রাণ না হয় বাহির॥
মোরা সব অধম ত্বরন্ত ত্বরাচার।
তুমি শঠ খল-মতি—বুঝিল বেভার॥
অচতুরগণ মোরা—না বুঝিলুঁ তোরে।
শরণ লইনু তোর ছাড়িয়া সংসারে॥ ৪৯৮॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ি তোর পদ কৈলুঁ সারে।
পতিত করিয়া কেনে ছাড় মো-সবারে॥
পতিত-পাবন তুমি শাস্ত্রেতে জানিয়া।
শরণ লইনু সর্ব্ব ধর্ম্মেরে ছাড়িয়া॥
এখনে ছাড়িয়া যাহ মো-সবারে তুমি।
এ নহে উচিত প্রভু--নিবেদিল আমি॥৪৯৯॥
খলমতি না বুঝিয়া লইনু শরণ।
বজর অন্তর তোর হৃদয় কঠিন॥
বাহিরে কমল-রস-সুগন্ধি পাইয়া।
অন্তরেহ এইমত—ছিল মোর হিয়া॥

এখনে জানিল তোর কঠিন অন্তর।
বিষকুম্ভ পয় যেন তাহার উপর॥ ৫০০॥
কাষ্ঠের মোদক যেন কর্পূর ছাইয়া।
গিলিতে না পারে যেন তাহা না বুঝিয়া॥
কুল-বধূ যেন কামে হৈয়া অচেতনে।
পিরীতি করয়ে পর-পুরুষের সনে।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম লজ্জা ছাড়ি করয়ে বেভারে।
কলঙ্কী করিয়া শেষে ছাড়য়ে তাহারে॥ ৫০১॥
সে নারী অনাথ শেষে হয় ত্বই কুলে।
সেইমত মো-সভারে ভাসাবে অকূলে॥
তুমি দেশান্তরে যাবে কি কাজ জীবনে।
সভারে নিষ্ঠুর প্রভু হৈলা কি কারণে॥ ৫০২॥
তিল আধ তোর মুখ না দেখিলে মরি।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু কহয়ে মুরারি॥
শুন শুন ওহে প্রভু গৌর ভগবান্।
অধম মুরারি বলে—কর অবধান॥৫০৩॥
রোপিলে অপূর্ব্ব বৃক্ষ অঙ্গুলে ধরিয়া।
বাঢ়াইলে দিবানিশি সিঞ্চিয়া খুঁড়িয়া॥
তিলে তিলে রাখিলে ঢাকিলে বহু যত্নে।
বান্ধিলে তরুর মূল দিয়া নানা রত্নে॥৫০৪॥
ফল-ফুল-কালে গাছ ফেলাহ কাটিয়া।
মরিব আমরা-সব হৃদয় ফাটিয়া॥
নিরন্তর দিবানিশি আন নাহি জানি।
স্বপনেহ দেখোঁ তোর চাঁদ মুখখানি॥
সংসার-বাসনা মোর নিয়ড় না হয়।
জগত-ত্বর্ল্লভ তব চরণের বায়॥ ৫০৫॥

৪৯৬। "সাধু"=বণিক।

৪৯৭। "কি কাজ জীবিত"=বাঁচিয়া থাকিয়া কি ফল? ৪৯৮। "শঠ খলমতি"=ধূর্ত্ত কপট।

৫০০। "বজর অন্তর"=চিত্ত বজ্রের ন্যায় কঠিন। "কমল-রস-সুগন্ধি"=অত্যুৎকৃষ্ট পদ্ম-গন্ধ।

"অন্তরেহ... ...হিয়া" = ভাবিয়াছিলাম তোমার ভিতরও বুঝি এইরূপ সুন্দর। "বিষকুম্ভ...উপর"= বিষের কলসীর মুখে একটু দুধ দেওয়া।

দয়া কর—নিদারুণ হৈলে কি কারণে।
ইহা বলি সবে মেলি পড়িলা চরণে॥
তুমি দেশান্তরে যাবে সবারে এড়িয়া।
খাইব সংসার-ব্যাঘ্রে সবারে বেড়িয়া॥
ওহে দীনবন্ধু প্রভু! অনাথের নাথ।
পতিত-তারণ ওহে প্রভু জগন্নাথ॥ ৫০৬॥
কেহো দন্তে তৃণ ধরি কাতর-বচনে।
কেহো উর্দ্ধে বাহু তুলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
প্রভু কহে—তোমরা আমার নিজ-দাস।
তো-সবারে কহি শুন আপন-বিশ্বাস॥
কহিতে আরম্ভ মাত্র—গদগদ স্বর।
অরুণ কমল আঁখি করে ছলছল॥৫০৭॥
সকরুণ-কণ্ঠে আধ আধ বাণী কহে।
সম্বরিতে নারি ক্ষণে নিশবদে রহে॥
আমার বিচ্ছেদ-ভয়ে তোমরা কাতর।
মোর কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল কলেবর॥ ৫০৮॥
আত্মসুখ লাগি তোরা মোরে দেহ দুখ।
কেমন পিরীতি কর মোরে তোরা লোক॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়য়ে অন্তর।
দগধ ইন্দ্রিয়-দেহে ভেল মহাজ্বর॥ ৫০৯॥
অগ্নি হেন লাগে মোর সেহেন জননী।
বিষ মিশাইল যেন তো-সবার বাণী॥
কৃষ্ণ বিনু জীবন-জীবনে নাহি লেখি।
কি কাজ এ ছার প্রাণে যেন পশু পাখী॥৫১০॥
মড়ার যেহেন সর্ব্ব অবয়ব আছে।
জীবারে জীয়য়ে—যেন লতা পাতা গাছে॥
কৃষ্ণ বিনু ধর্ম্মকর্ম্ম—দ্বিজ বেদহীন।
পতি বিনু সতী যেন—জল বিনু মীন॥
ধনহীন গৃহারম্ভে—কিছু নাহি কাজ।
বিদ্যাহীন বৈসে যেন বিদ্যার সমাজ॥ ৫১১॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর ধকধক প্রাণ।
আর যত বল কিছু না সান্ধায়ে কাণ॥
ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দূর দেশে।
যথা গেলে পাও প্রাণনাথের উদ্দেশে॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া।
নিজ-অঙ্গ উপবীত ফেলিলা ছিণ্ডিয়া॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি ডাকে অতি আর্ত্তনাদে।
সকরুণ-স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে॥ ৫১২॥

বিভাস রাগ। তর্জ্জা ছন্দ।

না হারে আরে হয়॥ দিশা॥
কমলা-সেবিত পদ মহেশ ধেয়ায়।
মল দেখি কৃষ্ণ-পদ পাব কি উপায়॥ ধ্রু॥
শুন সর্ব্বজন, সংসার দারুণ,
সংশয় করিল মোরে।
বিষম বিষয়, যেন বিষময়,
শুপতে অন্তর পোড়ে॥

৫০৮। "সকরুণ-কণ্ঠে"=কাতর-স্বরে।

"সম্বরিতে নারি"=দুঃখের বেগ সামলাইতে না পারিয়া। ৫১০। "জীবনে নাহি লেখি"= জীবন বলিয়াই গণ্য করি না।

৫১১। "জীবারে জীয়য়ে"=বেঁচে থাকতে হয় তাই বেঁচে আছে, তাহাদের বোধ-শক্তি কিছুই নাই।

"কৃষ্ণ বিনু ... বেদহীন"=শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণও যেমন অপদার্থ, কৃষ্ণকে বাদ দিয়া ধর্ম্মকর্ম্মও তদ্রূপ অনর্থক। "বিদ্যার সমাজ"=পণ্ডিত-সভায়।

৫১২। "না ... কাণ"=কাণের ভিতর যাইতেছে না।

যতেন্দ্রিয়গণ, বলিয়ে আপন,
বাসনা না ছাড়ে কেহো।
নিতুই নূতন, করাই ভোজন,
তবু না লেউটে সেহো॥ ৫১৩॥
লোভ মোহ কাম, কেহো নহে কম,
সদা অভিমান ক্রোধে।
চিত চুরি করি, আছয়ে সম্বরি,
তিলেক নাহি প্রবোধে॥
বাহিরে বান্ধয়ে, ভ্রমাই মায়ায়ে
আশ্রয় এ জাতি কুলে।
কৃষ্ণ পাসরিয়া, বুলিয়ে ভ্রমিয়া,
পাপ দুর্ব্বাসনা মূলে॥ ৫১৪॥
জগতে যতেক, দেখ অপরূপ,
কৃষ্ণ-আবরক সবে।
তবহিঁ সার্থক, মানুষ জনম,
শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়ে যবে॥
মানুষ-জনম, দুর্ল্লভ জানিয়,
কৃষ্ণ ভজিবার তরে।
হেন দেহ লৈয়া, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া
মরিয়ে মিছা সংসারে॥৫১৫॥
শুন সব জন, কহিলুঁ মরম,
আশীর্ব্বাদ কর মোরে।
কৃষ্ণে রতি হউ, এ দুখ পালাউ,
এ বর মাগোঁ সবাকারে॥
কৃষ্ণের চরিত, গাঙ অবিরত,
বদনে লাগয়ে সাধে।
শ্রীমুখ-কমলে, নয়ান-যুগলে,
বান্ধোঁ মো হিয়া শ্রীপাদে॥৫১৬॥

কি কহিব হিয়া, কৃষ্ণ না দেখিয়া,
মরমে বিরহ-জ্বালা।
সংসার-সাগরে, পড়িয়া পাথারে,
চিত বেয়াকুল ভেলা॥
সেই পিতা মাতা, সেই সে দেবতা,
সেই গুরু বন্ধু-জন।
সেই আত্ম হয়, কৃষ্ণকথা কয়,
ভজায়ে কৃষ্ণ-চরণ॥ ৫১৭॥
তোমরা বান্ধব, পরম বৈষ্ণব,
দয়া না ছাড়িহ চিতে।
সন্ন্যাস করিব, প্রেম বিথারিব,
তোমা সবাকার হিতে॥
এতেক উত্তর, কহি বিশ্বম্ভর,
ভুমে গড়াগড়ি বুলি।
ধূলায়ে ধূসর, গৌর-কলেবর,
লোটায়ে মুকুল চুলি॥৫১৮॥
হরি হরি বোল, ডাকে উতরোল,
সঘন নিশ্বাস নাসা।
অঙ্গের পুলক, আপাদ-মস্তক,
গদগদ আধ ভাষা॥
ক্ষণেক রোদন, ক্ষণেক বেদন,
ক্ষণে চমকিত চাহে।
ক্ষণে হাঁপ ঝাঁপ, কলেবর কাঁপ,
ক্ষণে উঠে কৃষ্ণ-বিরহে॥ ৫১৯॥
ক্ষণে উতরোলী, বৃন্দাবন বলি,
ক্ষণে 'রাধা' বলি ডাকে।
মালসাট মারি, বলে হরি হরি,
ক্ষণে হাত মারে বুকে॥

৫১৩। "না লেউটে"=গতি ফেরে না; তৃপ্ত হয় না। ৫১৪। "বাহিরে"=কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বাহ্য বস্তুতে। "ভ্রমাই"=ঘুরা ৫১৫। "কৃষ্ণ-আবরক" = কৃষ্ণের দিকে যাইতে

দেখি সব জন, গণে মনে মন
অন্তরে কাতর হৈয়া।
কি কহিব আরে, দুখের পাথারে,
পড়িল যেহেন গিয়া ॥ ৫২০ ॥
কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি,
স্বতন্ত্র তুমি সর্ব্বথা।
লোক বুঝাবারে, করুণা-প্রচারে,
ভাবহ বিরহ-ব্যথা ॥
তুমি যা করিবে, নিজ-মন-সুখে,
তাহে কি বলিব আনে।
তুমি সব জান, যে কর বিধান,
কি হয়ে জীবের প্রাণে ॥ ৫২১ ॥
মোরা সব জীব, না জানি কি কব,
কীট-পিপীলিকা-হেন।
তুমি দয়াসিন্ধু, সব-লোক-বন্ধু,
বুঝিয়া করহ যেন।
এ বোল শুনিয়া, পহুঁ সে হাসিয়া,
সবারে করিলা কোলে।
প্রেম প্রকাশিয়া, সবা সন্তোষিয়া,
প্রবোধ-বচনে বোলে ॥ ৫২২ ॥
শুন সব-জন, কহিয়ে বচন,
সন্দেহ না কর কেহো।
যথা তথা যাই, তো সবার ঠাঁই,
আছিয়ে জানিহ এহো ॥
তবে বিশ্বম্ভর গেলা নিজ-ঘর,
সবারে বিদায় দিয়া।
সন্ন্যাস-আশয়ে, যতেক করয়ে,
জননী না জানে ইহা ॥
শচীর অন্তরে, ধক ধক করে,
সোয়াথ না পায় চিতে।
লোচন বলে হেন, প্রেমার সাগর,
কেমনে চাহে ছাড়িতে ॥ ৫২৩ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীশচীমাতার বিলাপ

আহিরী রাগ। দিশা।

আরে নিমাই নিমাই আমার না ছাড়িহ মোরে।
তোমা বহি কেহো নাহি সকল সংসারে ॥
এইমনে অনুমানে জানাজানি কথা
সন্ন্যাস করিবে পুত্র—শুনে শচীমাতা ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক-উপর।
অচেতন হৈলা শচী মূর্চ্ছিত অন্তর ॥ ৫২৪ ॥
উন্মতী পাগলী শচী বেড়ায় চৌদিকে।
যারে দেখে তারে পুছে সব নবদ্বীপে ॥
নিশ্চয় জানিল—পুত্র করিব সন্ন্যাস।
বিশ্বম্ভরের কাছে গিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
তুমি মাত্র পুত্র মোর—দেহে এক আঁখি।
তোরে না দেখিলে সব অন্ধকার দেখি ॥ ৫২৫ ॥
লোক মুখে শুনি বাছা করিবে সন্ন্যাস।
মোর মুণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ ॥
একাকিনী অনাথিনী আর কেহ নাহি।
সকল পাসরি এক তোর মুখ চাহি ॥ ৫২৬ ॥
নয়নের তারা মোর কুলের প্রদীপ।
তোমা পুত্রে ভাগ্যবতী বলে নবদ্বীপ ॥
না ঘুচাইহ আরে বাপ! মোর অহঙ্কার।
তুমি না থাকিলে সব হব ছারখার ॥

দেয় না। ৫১৮। "মকুল"=কোঁকড়ান; সুন্দর। ৫২০। "উতরোলী"=উদ্বিগ্ন হয়, ছট্‌ফট্‌ করে।

ভাগ্য করি মানে লোকে দেখি মোর মুখ।
এখন আমারে দেখি হইবে বিমুখ ॥ ৫২৭ ॥
তুমি-হেন পুত্র মোর এ সংসারে ধন্য।
তোমা না দেখিলে মোর সকলি অরণ্য ॥
দুঃখ দিয়া অভাগীরে ছাড়ি যাবে তুমি।
গঙ্গায় প্রবেশ করি মরি যাব আমি ॥
এহেন কোমল পায়ে কেমনে হাঁটিবে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাগিবে ॥ ৫২৮ ॥
ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়।
কেমনে সহিব ইহা এ দুখিনী মায় ॥
হাপুতীর পুত মোর সোনার নিমাই।
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কোন ঠাঁই ॥
বিষ খাইয়া মরি যাব তোর বিদ্যমানে।
তোমার সন্ন্যাস যেন না শুনিয়ে কাণে ॥ ৫২৯ ॥
আমারে মারিয়া বাপু যাইবে বিদেশে।
আগুনি জ্বালিয়া তাতে করিব প্রবেশে ॥
সর্ব্বজীবে দয়া তোর--মোরে অকরুণ।
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ ॥
রূপে গুণে শীলে পুত্র ত্রিজগতে ধন্য
ভুবন-মোহন বেশ – কেশের লাবণ্য ॥ ৫৩০ ॥
স্কন্ধ-বিলম্বিত কেশে মালতী বান্ধিয়া
জুড়ায় পরাণ মোর সে বেশ দেখিয়া ॥
বয়স্য-বেষ্টিত তুমি চলি যাহ পথে।
দেখিয়া জুড়ায় হিয়া পুঁথি বাম হাতে ॥
কেমনে ছাড়িবা বাপু! নিজ-সঙ্গিগণ।
না করিবে তা-সবা-সহিত সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৫৩১ ॥
সেহেন সুন্দর বেশে না নাচিবে আর।
যাহা দেখি মোহ পায় সকল সংসার ॥
কেমনে বা জীবে তোর নিজ-প্রিয়জন।
সবারে মারিয়া তোর সন্ন্যাস-করণ ॥
আগে ত মরিব আমি—তবে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিব ভকত সব বুক বিদরিয়া ॥ ৫৩২ ॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস।
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঁই আর হরিদাস ॥
নরহরি শ্রীরঘুনন্দন গদাধর।
শ্রীরামাদি বাসুদেব ঘোষ বক্রেশ্বর ॥
মরিব ভকত সব না দেখিয়া তোমা।
এ সব বুঝিয়া বাপু চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥ ৫৩৩ ॥
পিতৃহীন পুত্র তুমি—দিল দুই বিহা।
অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা ॥
তরুণ-বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
গৃহস্থ-আশ্রমে থাকি সাধ' সব কর্ম্ম ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ যৌবনে প্রবল।
সন্ন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল ॥ ৫৩৪ ॥
মনের নিবৃত্তি কলিযুগে নাহি হয়।
মনের চাঞ্চল্য সন্ন্যাসের ধর্ম্ম-ক্ষয় ॥
গৃহিজন মনঃপাপে নাহি হয় বদ্ধ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম যায় মনোজ-অশুদ্ধ ॥
এতেক বচন যদি শচীদেবী বৈল।
শুনিয়া প্রবোধ-বাণী মায়েরে কহিল ॥
নরহরি-পাদপদ্ম শিরের ভূষণ।
গৌরাঙ্গ-চরিত কহে এ দাস লোচন ॥ ৫৩৫ ॥

৫২৯। "হাপুতীর পুত"=অভাগিনীর ছেলে; অভাগীর বেটা।

৫৩১। "স্কন্ধ-বিলম্বিত"=কাঁধ পর্য্যন্ত লম্বা।

৫৩৩। "চিত্তে দেহ ক্ষমা" = মনের সংকল্প পরিত্যাগ কর; সন্ন্যাসের মতলব ছাড়িয়া দাও।

৫৩৫। "মনোজ-অশুদ্ধ"=মন যদি পাপ-মলিন হয়; মনে যদি পাপ-চিন্তার উদয় হয়।

বরাড়ী রাগ।

হেন অদভুত কথা শ্রবণ-মঙ্গল নাম রে।
শুন গোরা-গুণগাথা শচীর দুলাল-চাঁদ রে॥

অস্তব্যস্ত নহ শুন আমার বচন।
মিছামিছি তুঃখ চিতে কর কি কারণ॥
বারে বারে কহি তোরে নাহি অবধানে।
মিছামাত্র লোভ মোহ ক্রোধ অভিমানে॥
কে তুমি তোমার পুত্র কেবা কার বাপ।
মিছা তোর মোর করি কর অনুতাপ॥ ৫৩৬॥
কি নারী পুরুষ কিবা কেবা কার পতি।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ বিনু নাহি আর গতি॥
সেই মাতা সেই পিতা সেই বন্ধুজন।
সেই হর্ত্তা সেই কর্ত্তা সেই মাত্র ধন॥
সেই সে কেবল গতি—কহিল এ তত্ত্ব।
তা বিনু সকল মিছা যতেক জগত॥ ৫৩৭॥
বিষ্ণুমায়া-বন্ধে সব সংসার জড়িত।
নিজ-মদ অহঙ্কারে কেবল পীড়িত॥
নিজ ভাল বলি যেই যেই করে কর্ম্ম।
পরকালে বন্দী করে সেই সব ধর্ম্ম॥ ৫৩৮॥
কর্ম্ম-সূত্রে বন্দী হৈয়া বুলয়ে ভ্রমিয়া।
আপনা না জানে জীব কৃষ্ণ পাসরিয়া॥
চতুর্দ্দশ-লোক-মধ্যে মানুষের জন্ম।
তুর্ল্লভ করিয়া মানি—কহিল এ মর্ম্ম॥
বিষয়-বিপাক ইথি আছয়ে অপার।
ক্ষণেকে ভঙ্গুর এই অনিত্য সংসার॥ ৫৩৯॥
তবহুঁ তুর্ল্লভ জানি মনুষ্য-শরীর।
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যে মায়ায় হৈয়া স্থির॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন সবে মাত্র এই দেহে।
মুক্তবন্ধ হয় যদি কৃষ্ণে করে লেহে॥
পুত্রস্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে হৈলে কত হৈত লাভ॥
সংসারে আরতি করি মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণে আরতি করি ভব তরিবারে॥
সেই সে পরমবন্ধু সেই মাতা পিতা।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে যেই প্রেমভক্তি-দাতা॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর অন্তর কাতর।
চরণে পড়িয়া কহি বিনয়-উত্তর॥ ৫৪১॥
বিস্তর পিরীতি মোরে করিয়াছ তুমি।
তোমার কৃপায় শুদ্ধ-চিত হইল আমি॥
আমার নিস্তার হয়—তোর পরিত্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ভজ—ছাড় পুত্র-জ্ঞান॥ ৫৪২॥
সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণ-প্রেমার কারণে।
দেশে দেশে হৈতে আনি দিব প্রেমধনে॥
আনের তনয় আনে রজত সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায়—নহে কোনো ধর্ম্ম॥
বড় তুখে ধন উপার্জ্জন করি আনে।
ধনই যাউক কিবা মরুক আপনে॥ ৫৪৩॥
আমি আনি দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।
সকল সম্পদ সেই কৃষ্ণের চরণ॥
ইহলোকে পরলোকে অবিনাশী প্রেমা।
আজ্ঞা দেহ—কেঁদো না মা! চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
সকল জনমে পিতা মাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে—বুঝহ হিয়ায়॥ ৫৪৪।
মনুষ্য-জনমে সবে কৃষ্ণ-গুরু জানি।
সেই গুরু নাহি করে—পশু পক্ষী মানি॥

৫৪০। "লেহে"=স্নেহ; প্রীতি।
৫৪১। "আরতি"=অনুরাগ; আসক্তি।
৫৪৫। "মনুষ্য-জনমে সবে"=কেবলমাত্র মানব-জন্মে।

এত শুনি শচী-দেবী বিস্ময়-হিয়ায়।
বিশ্বম্ভর-মুখপদ্ম একদিঠে চায়॥
চতুর্দ্দশ-লোক-নাথ মায়া কৈল দূর।
সর্ব্বজীবে দেখে শচী এক সমতুল॥ ৫৪৫॥
সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণ-বুদ্ধি হৈল।
আপন-তনয় বলি মায়া দূরে গেল॥
নব-মেঘ জিনি তনু শ্যামল-বরণ।
ত্রিভঙ্গ মুরলীধর সুপীত-বসন॥
গোপ গোপী গোপালের সনে বৃন্দাবনে।
দেখিল আপন-পুত্র—চকিত তখনে॥ ৫৪৬॥
দেখি শচী চমৎকার হইলা অন্তরে।
পুলকে আকুল অঙ্গ কম্প কলেবরে॥
স্নেহে নাহি ছাড়ে শচী আপন-সম্বন্ধ।
কৃষ্ণ হৈয়া পুত্র হৈল ভাগ্যের নির্ব্বন্ধ॥
জগত-দুর্ল্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়।
কারু বশ নহে—মোর শক্ত্যে কিবা হয়॥
এত অনুমানি শচী কহিল বচন।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ-রতন॥ ৫৪৭॥
মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলা মোর বশ।
এখনে আপন-সুখে করহ সন্ন্যাস॥
এক নিবেদন মোর আছে তোর ঠাঁয়।
এহেন সম্পদ মোর কি লাগিয়া যায়॥
ইহা বলি সকরুণ ভেল কণ্ঠস্বর।
সাত পাঁচ ধারা বহে নয়নের জল॥ ৫৪৮॥
ফুকারি ফুকারি কান্দে শচী সুচরিতা।
মায়ের কান্দনে প্রভু হেট কৈল মাথা॥
পুনরপি মুখ তুলি কহে বিশ্বম্ভর।
শুন গো জননী! তুমি আমার উত্তর॥
যে দিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে।
সেইক্ষণে তুমি আমা দেখিবারে পাবে॥
এ বোল শুনিয়া শচী সত্বরে ক্রন্দন।
ব্যথিত-হৃদয়ে কহে এ দাস লোচন॥ ৫৪৯॥

———

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ

বরাড়ী। ধুলাখেলাজাত।

গৌরাঙ্গ হে কেনে বা নদীয়া আইলা।
ও গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ হে॥ ধ্রুব॥

তবে দেবী শচীরাণী, কহে মন-কাহিনী,
হিয়া-দুখে বিরস-বদন।
মুখে না নিঃসরে বাণী, দু'নয়ানে ঝরে পানী,
দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন।
সুধাইতে নারে কথা, অন্তরে মরম-ব্যথা,
লোক-মুখে শুনি ঘানাঘুনা।
ইঙ্গিতে বুঝিল কাজ, পড়িল অকালে বাজ,
চেতনা হরিল সেই দীনা॥ ৫৫০॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গণে, প্রভু দিবা-অবসানে,
ঘরেরে আইলা হরষিতে॥
করিয়া ভোজন পান, সুখে শয্যায় শয়ান,
বিষ্ণুপ্রিয়া আইলা ত্বরিতে॥
চরণ-কমল-পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে,
নেহারয় কাতর-বয়ানে।
হৃদয় উপরে থুইয়া, বান্ধে ভুজলতা দিয়া,
প্রিয় প্রাণনাথের চরণে॥ ৫৫১॥

৫৪৫। "যেই……মানি" = সেই কৃষ্ণকে যে জন গুরুজ্ঞান না করে, যে তাঁহাকে গুরু বলিয়া ভজন না করে, তাহাকে পশু পক্ষীর মধ্যেই গণ্য করি।

৫৪৮। "এহেন সম্পদ = তুমি হেন পরম ধন।

৫৫০। "ঘানাঘুনা" = গালাঘুসা; ফিস্ফাস্।

দু'নয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর,
চরণ বহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে,
বিষ্ণুপ্রিয়ায় পুছে অভিপারা॥
মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি, কান্দ কেনে নাহি জানি,
কহ প্রিয়ে! ইহার উত্তরে।
থুইয়া উরুর পর, চিবুকে দক্ষিণ কর,
পুছে কিছু মধুর-অক্ষরে॥ ৫৫২॥
কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিদারিয়া যায় হিয়া,
পুছিতে না কহে কিছু বাণী।
অন্তরে গুমরে প্রাণ, দেহে নাহি সম্বিধান,
নয়ানে ঝরয়ে মাত্র পানী॥
পুনঃপুন পুছে পঁহু, সুমতি না দেই তভু,
কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া।
প্রভু সর্ব্ব কলা জানে, পুছে নানা-বিধানে,
অঙ্গবাসে বয়ান মুছিয়া॥ ৫৫৩॥
নানারঙ্গ পরথাব, করিয়া বাঢ়ায় ভাব,
যে কথায় পাষাণ মুঞ্জরে।
প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী,
কহে কিছু গদগদ-স্বরে।
কহ কহ প্রাণনাথ, মোর শিরে দিয়া হাত,
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোক-মুখে শুনি ইহা, বিদরিতে চাহে হিয়া,
আগুনিতে প্রবেশিব আমি ৫৫৪॥
তো লাগি জীবন ধন, রূপ নব-যৌবন,
বেশ-বিলাস ভাব কলা।
তুমি যবে ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে
হিয়া পোড়ে যেন বিষ-জ্বালা॥
আমা-হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোনো যুবতী,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ।
বড় প্রতিআশা ছিল, নিজ-দেহ সমর্পিল,
এ নব-যৌবনে দিবা হাত॥ ৫৫৫॥
ধিক্ রহু মোর দেহে, এক নিবেদিয়ে তোহে,
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
শিরীষ-কুসুম যেন, সুকোমল শ্রীচরণ,
ডর লাগে পরশিতে হাত॥
ভূমিতে দাঁড়াও যবে, ডরে প্রাণ হালে তবে,
সিঞ্চিয়া পড়য়ে সর্ব্ব গায়।
অরণ্য-কণ্টকবনে, কোথা যাবে কোন্ খানে,
কেমনে হাঁটিবে রাঙ্গা পায়॥৫৫৬॥
সুধাময় মুখ-ইন্দু, তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু,
অলপ-আয়াস মাত্রে দেখি।
বরিষা-বাদল বেলা, ক্ষণে বা বিমষ খরা,
সন্ন্যাসে করয়ে মহাদুখী॥
তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি,
আমারে ফেলাহ কার ঠাঁয়।
ধর্ম্ম-ভয় নাহি তোরা, মাতা বৃদ্ধ আধমরা
কেমনে ছাড়িবে হেন মায়॥৫৫৭॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত হেন সব ভকত,
শ্রীনিবাস আর হরিদাস।
অদ্বৈত-আচার্য্য আদি, ছাড়িয়া কি কার্য্য সাধি
কেনে তুমি করিবে সন্ন্যাস॥

৫৫২। "হিয়ার চীর"=বুকের কাপড়। "অভিপারা"=মনের ভাব। "চিবুক"=দাড়ী; থুতনী। "মধুর-অক্ষরে"=মিষ্ট কথায়।

৫৫৩। "সম্বিধান"=জ্ঞান-চৈতন্য।

৫৫৪। "পরথাব"=বিস্তার। "পাষাণ মুঞ্জরে"=পাষাণ অঙ্কুরিত হয়।

৫৫৭। "খরা"=রৌদ্র।

৫৫৮। "কি কার্য্য সাধি"=কি ফল পাইবে?

তুমি প্রভু গুণরাশি, জগজনে হেন বাসি,
বিপরীত চরিত আশয়।
তুমি যবে ছাড়ি যাবে, শুনিলে মরিবে সবে,
হবে সব অপযশময় ॥ ৫৫৮ ॥
কি কহিব মুই ছার, মুই তোমার সংসার
সন্ন্যাস করিবে মোর ডরে।
তোমার নিছনি লৈয়া, মরি যাঙ, বিষ খাইয়া,
সুখে নিবসহ নিজ-ঘরে ॥
না যাইও দেশান্তরে, কেহো নাহি এ সংসারে,
বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া।
কহিতে না পারে কথা, অন্তরে মরম-ব্যথা,
কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া ॥ ৫৫৯ ॥
শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া-বাণী, তবে সেই গৌরমণি,
হাসিয়া তুলিয়া নিল কোলে !
বসনে মুছায় মুখ, করে নানা কৌতুক,
মিছা না ভাবিহ দুঃখ—বোলে ॥
আমি তোরে ছাড়িয়া, সন্ন্যাস করিব গিয়া,
এ কথা বা কে কহিল তোকে।
যে করি সে করি যবে, তোমারে কহিব তবে,
এখনে না মর মিছা-শোকে ॥ ৫৬০ ॥
ইহা বলি গৌরহরি, আশ্লেষ চুম্বন করি,
নানারস কৌতুক বিথারে।
অনন্ত বিনোদ প্রেমা, লীলা লাবণ্যের সীমা,
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে ॥
বিনোদ-বিলাস-রসে, ভৈ গেল রজনী শেষে,
পুন কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
হিয়ায় আগুনি আছে, তে কারণে পুন পুছে,
প্রিয়-প্রাণনাথ মুখ চাইয়া ॥৫৬১॥

প্রভু-কর বুকে নিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,
মিছা না কহিও মোর ডরে।
হেন অনুমান করি. যত কহ সে চাতুরী,
পলাইবে মোর অগোচরে ॥
তুমি নিজবশ প্রভু, পরবশ নহ কভু,
যে করিবে আপনার সুখে।
সন্ন্যাস করিবে তুমি, কি বলিতে পারি আমি,
নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে ॥ ৫৬২ ॥
এ বোল শুনিয়া পঁহু, মুচকি হাসিয়া লহু,
কহে শুন মোর প্রাণপ্রিয়া।
কিছু না করিহ চিতে, যে কহিয়ে তোর হিতে
সাবধানে শুন মন দিয়া ॥
জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ,
সত্য এক সবে ভগবান্।
সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনে যতেক সব,
মিছা করি করহ গেয়ান ॥৫৬৩॥
মিছা সুত পতি নারী, পিতা মাতা আদি করি,
পরিণামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ---সব মায়া তার ॥
কি নারী পুরুষ দেখ, আত্মা সে সবার এক,
মিছা মায়াবন্ধে ভাবে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এই কথা না বুঝয়ে কোই ॥ ৫৬৪ ॥
রক্ত রেতঃ-সম্মিলনে, জন্ম বিষ্ঠা-মূত্র স্থানে,
ভূমে পড়ি হয়ে অগেয়ান।
বাল যুবা বৃদ্ধ হৈয়া, নানা দুঃখকষ্ট পাইয়া
দেহে গেহে করে অভিমান ॥

৫৬১। "আশ্লেষ"=আলিঙ্গন।
"তুষিলা প্রকারে"=নানারূপে সন্তুষ্ট করিলেন।

৫৬৩। "মিছা করি সব লেখ"=সমস্তই মিথ্যা বলিয়া গণ্য; সবই মিথ্যা। "সবে"=কেবলমাত্র।

বন্ধু করি যারে পালি, তারা সব দিই গালি,
অভিমানে বৃদ্ধ-কাল বঞ্চে।
শ্রবণ নয়ান আন্ধে, বিষাদ ভাবিয়া কান্দে,
তবু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে ॥ ৫৬৫ ॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে,
মায়া-বন্ধে পাসরি আপনা।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিজ-প্রভু পাসরিয়া,
শেষে পাই নরক-যন্ত্রণা ॥
তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করহ চিতে।
এ তোরে কহিলুঁ কথা, দূর কর আন চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে ॥ ৫৬৬ ॥
আপনে ঈশ্বর হৈয়া, দূর করে নিজ-মায়া,
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত।
দূরে গেল দুঃখ শোক, আনন্দে ভরল বুক,
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত ॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া,
পতি-বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু।
পড়িয়া চরণ-তলে, কাকুতি মিনতি করে,
এক নিবেদন শুন প্রভু ॥ ৫৬৭ ॥
মো অতি অধম ছার, জনমিল এ সংসার,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি।
এহেন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়াছিলুঁ তোর
কি লাগিয়া ভেল অধোগতি ॥
ইহা বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, কান্দে উত্তরোলী হৈয়া
অধিক বাঢ়ল পরমাদ।
প্রিয়জন-আর্ত্তি দেখি, ছলছল করে আঁখি'
কোলে করি করিলা প্রসাদ ॥ ৫৬৮ ॥
শুন দেবি বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমারে কহিল ইহা,
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাঁই
এই সত্য কহিলাম দঢ় ॥
প্রভু-আজ্ঞাবাণী শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণি,
স্বতন্ত্র ঈশ্বর এই প্রভু।
নিজসুখে করে কাজ, কে দিবে তাহাতে বাধ
প্রত্যুত্তর না দিলেন তভু ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া হেটমুখী, ছলছল করে আঁখি,
দেখি প্রভু সরস সম্ভাষে।
প্রভু-আচরণ-কথা, শুনিতে লাগয়ে ব্যথা,
গুণ গায় এ লোচন দাসে ॥ ৫৬৯ ॥

———

শ্রীভক্তবৃন্দের বিলাপ

বরাড়ী রাগ।

মোর প্রাণ আরে দ্বিজচাঁদ নারে হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
মদন-মোহন গোরা-রূপের মাধুরী।
সদাই জাগিছে রূপের বালাই লৈয়া মরি ॥ ধ্রু ॥
এইমনে অনুমানে দিন রাত্রি যায়।
আগুনি জ্বালিল যেন সভার হিয়ায় ॥
সকল ভকতগণ একত্র হইয়া।
গোরা গুণগাথা কহি মরয়ে কান্দিয়া ॥
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া দোঁহে কান্দে দিবানিশি।
দশদিক অন্ধকার—শূন্য হেন বাসি ॥৫৭০ ॥
পুরজন পরিজন সোয়াথ না পায়।
ছটফট করি সবে নগরে বেড়ায় ॥
হেনই সময়ে শ্রীনিবাস দ্বিজরায়।
কাতর-হৃদয়ে কিছু প্রভুরে সুধায় ॥

৫৬৮। "উতরোলী"=ব্যাকুল।
৫৬৯। "গুণি"=ভাবিতে লাগিলেন।
৫৭০। "অনুমানে"=ভাবনা চিন্তায়।
৫৭১। "সুধায়"=জিজ্ঞাসা করিবেন।

এক নিবেদন আছে কহিতে ডরাঙ।
আজ্ঞা পাইলে প্রভুসঙ্গে মো চলি যাঙ ॥৫৭১॥
আর যেবা পারে সেহ সঙ্গে চলি যাউ।
তোমা না দেখিলে কেহো না রাখিবে জীউ॥
আগে ত মরিব আমি- শুন বিশ্বম্ভর।
আপন-অন্তর-কথা করিল গোচর॥
এ বোল শুনিয়া পহুঁ লহু লহু হাস।
যে কিছু কহিয়ে তাহা শুন শ্রীনিবাস॥ ৫৭২॥
আমার বিচ্ছেদ লাগি না পাও তরাস॥
কভু না ছাড়িব আমি তোমা-সবার পাশ॥
বিশেষে তোমার ঘরে কৃষ্ণের মন্দিরে।
নিরন্তর আছি আমি প্রাণ কর স্থিরে॥
প্রবোধ বচন বলি তুষিল তাহারে।
মুরারি গুপ্তের ঘরে গেলা সন্ধ্যাকাল॥ ৫৭৩॥
হরিদাস সঙ্গ করি মুরারি-মন্দিরে।
নিভৃতে কহয়ে কিছু দেবতার ঘরে॥
শুনহ মুরারি তুমি আমার বচন।
মোর প্রাণ-প্রিয় তুমি কহি তে কারণ॥
কহিব উত্তম কথা—শুন সাবধানে।
উপদেশ কহি তোর হিতের কারণে॥ ৫৭৪॥
অদ্বৈত আচার্য্য-গোসাঁই ত্রিজগতে ধন্য।
তাহার অধিক বন্ধু নাহি মোর অন্য॥
আপন ঈশ্বর অংশ—অখিলের গুরু।
যে চাহে আপনা-হিত—তার সেবা করু॥
জগতের হিত-কর্ত্তা বৈষ্ণবের রাজা।
পরম ভকতি করি করু তার পূজা॥ ৫৭৫॥
তার দেহ পূজা পাইলে কৃষ্ণ পূজা পায়।
নিভৃতে কহিল তোরে—রাখিবে হিয়ায়॥
আমি আর গদাধর পণ্ডিত-গোসাঁই।
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাস রামাই॥ ৫৭৬॥

জানিবে আমার দেহ এ সব সহিতে।
অন্তর কহিল তোরে—রাখিবে হিয়াতে॥
এ বোল শুনিয়া সে মুরারি বৈদ্যরাজ।
অন্তরে জানিল প্রভুর অন্তরের কাজ॥
কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর পড়িল চরণে।
নিশ্চয় জানিলা প্রভুর সন্ন্যাস-করণে॥৫৭৭॥
হরিদাস করয়ে চরণে নমস্কার।
আত্ম-সমর্পণ করে বিনয় অপার॥
মুরারি কান্দনা প্রভু শুনিতে কাতর।
আস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া চলিলা নিজ-ঘর॥
মুরারিকে প্রবোধ করিলা এই বাণী।
তোমার নিকটে নিরন্তর আছি আমি॥৫৭৮॥
সন্ন্যাস করিব তার আছয়ে বিলম্ব।
পরিণামে যে কহিল অই অবলম্ব॥
এ বোল বলিয়া প্রভু নিজ-ঘরে যায়।
কাতর-অন্তরে কথা এ লোচন গায়॥৫৭৯॥

ভক্তগণে প্রবোধ

করুণশ্রী রাগ।

ওঁকি আরে হয় হয়।
যে প্রভুর স্মরণে হয় দুঃখ-বিমোচন।
কি আরে আরে হয়॥ মূর্চ্ছা॥
ছেড়ে গেলে মরি যাব গৌরাঙ্গ রে।
কার মুখ চাইয়া রব গৌরাঙ্গ রে॥ ধ্রু॥

রজনী বঞ্চয়ে প্রভু আনন্দ-হিয়ায়।
আছিল-অধিক করি পিরীতি বাঢ়ায়॥
মায়েরে সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া।
যে কথায় থাকয়ে অন্তর সুস্থ হৈয়া॥
পুরজনে পরিজনে যারে যে উচিত।
এইমনে সবাকারে করয়ে পিরীত॥৫৮০॥

বৈরাগ্য-আবেশ প্রভু পরিত্যাগ করি।
ঘরে ঘরে নিজ-প্রেম পরকাশ করি॥
কারু ঘরে হাস্য-পরিহাস-কথা কহে।
যার যেন হিয়া তেনমতে সবে মোহে॥ ৫৮১॥
আছিলা গুপত বেশে যারা সঙ্গে যাইতে।
মায়ার প্রভাবে তারা আইলা ঘরেতে॥
নানা আভরণ পরে শ্রীঅঙ্গে চন্দন।
হাস বিলাস রসময় অনুক্ষণ।
সব লোক জানিলেক—নহিব সন্ন্যাস।
স্বচ্ছন্দ হইল সব লোক নিজ-দাস॥ ৫৮২॥
শয়ন-মন্দিরে প্রভু শয়ন করিলা।
তাম্বূল-স্তবক-করে বিষ্ণুপ্রিয়া আইলা॥
হাসিয়া সম্ভাষে প্রভু—আইস আইস বোলে।
পরম পিরীতি করি বসাইল কোলে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু-অঙ্গে চন্দন লেপিল।
অগুরু কস্তুরী গন্ধে তিলক রচিল॥ ৫৮৩॥
দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা-অঙ্গে।
শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানা-রঙ্গে॥
তবে মহাপ্রভু সে রসিক-শিরোমণি।
বিষ্ণুপ্রিয়া-অঙ্গে বেশ করেন আপনি॥
দীর্ঘ কেশ কামের চামর জিনি আভা।
কবরী বান্ধিয়া দিল মালতীর গাভা॥৫৮৪॥
মেঘ বন্ধ হৈল যেন চাঁদের কলাতে।
কিবা উগারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে॥
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর-কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দন-বিন্দু আর।
শশি কোলে সূর্য্য যেন ধায় দেখিবার॥ ৫৮৫॥

খঞ্জন-নয়ানে দিল অঞ্জনের রেখ।
ভুরু কাম-কামানের গুণ করিলেখ।
অগুরু কস্তুরী গন্ধ কুচোপরি লেপে।
দিব্য বস্ত্রে রচিল কাঁচুলি পরতেকে॥
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিল তাহার।
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহরে অপার॥ ৫৮৬॥
ত্রৈলোক্য-অদ্ভুত-রূপ—নিরীখে বদন।
অধর-বান্ধুলী সাধে করয়ে চুম্বন॥
ক্ষণে ভুজ-লতা বেঢ়ি আলিঙ্গন করে।
নব-কমলিনী যেন করিবর-কোরে॥
নানা রস বিথারয়ে বিনোদ-নাগর।
আছুক আনের কাজ কাম-অগোচর॥ ৫৮৭॥
সুমেরুর কোলে যেন বিজুরী-প্রকাশ।
মদন মুগধে দেখি রতির বিলাস॥
হৃদয়-উপরে থোয় না ছোঁয়ায় শয্যা।
পাশ পালটিতে নারে দোঁহে একমজ্জা॥
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসাদে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায়॥৫৮৮॥
রজনীর শেষে প্রভু উঠিলা সত্বর।
বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যায় অতি ঘোরতর॥
বৈরাগ্য-সময়ে প্রেমা উভারে অধিক।
সন্ন্যাস করিব বলি উনমত-চিত॥
এ সময়ে বিথারয়ে রঙ্গরস-ভাব।
ইহার কারণ কিছু শুন লাভালাভ॥ ৫৮৯॥
যে জন যেমনে ভজে—তারে তেন প্রভু।
ভজন-অধিক-ন্যূন না করয়ে কভু॥
তাহাতে বিশেষ আছে অধিকারি-ভেদ।
অমায়া সমায়া ভক্তি সবেদ নির্ব্বেদ॥ ৫৯০॥

৫৭৭। "অন্তরের কাজ"=সন্ন্যাস গ্রহণ।
৫৭৯। "পরিণামে যে কহিল"=এই শেষকালে তোমারে যে কথাগুলি বলিলাম।
৫৮৩। "তাম্বুল-স্তবক"=পানের ডিবা।

ভক্তি বিনু কৃষ্ণ ভজিবারে নারে কেহো।
অমায়া নিশ্চলা প্রেমভক্তি হয় সেহো॥
বিনি অনুরাগে প্রেমভক্তি হয় যবে।
কৃষ্ণে বন্দী করিবারে নারে কেহো তবে॥
ঐছন ঠাকুর গৌর করুণার সিন্ধু।
অনুরাগে প্রেমার ভিখারী দীনবন্ধু॥ ৫৯১॥
করুণায় প্রকাশয়ে নিজ-অনুরাগ।
বিচ্ছেদ হৃদয়ে যেন বাঢ়ে তার ভাব॥
ভাব-সঙ্গে যে জন দেখয়ে মোর অঙ্গ।
তার সহ মোর ভাব কভু নহে ভঙ্গ॥ ৫৯২॥
এহেন করুণানিধি আর আছে কে।
আপনা বান্ধিতে প্রেম-অনুরাগ দে॥
এই সে কারণে বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রসাদ।
ইহা জানি মনে কেহো না কর প্রমাদ॥
এ প্রেমভকতি প্রভু করিব প্রকাশ।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥ ৫৯৩॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গৃহত্যাগ

করুণশ্রী রাগ।

প্রভু রে গোরা রে আরে হর।
গোরাচাঁদ নারে হয়॥ মূর্চ্ছা॥

এমন কেনে হ'লে গৌরাঙ্গ! এমন কেনে হ'লে।
নটবর-বেশ গোরা কি লাগি ছাড়িলে॥
সুরধনী-তীরে নিমাই তিলেক দাঁড়াও।
চাঁদ-মুখ নিরখিয়ে তবে ছাড়ি যাও॥
এক বোল বলি নিমাই! যদি তুমি রাখ।
সন্ন্যাসেরে কাজ নাই—ঘরে বসি থাক॥
সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও।
অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও॥
মায়ে ডাকে রহ গৌরাঙ্গ ও গৌরাঙ্গ রে।
মায়ে না ছাড়িয়া যাও ও গৌরাঙ্গ রে॥ ধ্রু॥

প্রাতঃকালে উঠি প্রভু প্রাতঃক্রিয়া করি।
সন্ন্যাস করিব—দঢ়াইলা গৌরহরি॥
কাঞ্চন-নগরে আছে ভারতী-গোসাঁই।
সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই॥
একান্ত করিয়া মনে কৈল বিশ্বম্ভর।
যাত্রাকালে লৈল দক্ষিণ-নাসার স্বর॥ ৫৯৪॥
চলিলা সে মহাপ্রভু গঙ্গার সমীপে।
গঙ্গা-সন্তরণে গেলা ছাড়ি নবদ্বীপে॥
গঙ্গা নমস্করি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।
বজর পড়িল যেন সবার মাথায়॥
কিবা দিন মাঝে রবি যেন লুকাইল।
সরোবর ছাড়ি হংসগণ কোথা গেল॥ ৫৯৫॥

৫৮৯। "উভারে"=বর্দ্ধিত হইল; উথলিয়া উঠিল।

৫৯০। "ভজন. . . . . .কভু"=যেরূপ ভজন, তদ্রূপ ফল দেন—তাহার বেশী বা কম নহে।

"অমায়া"=নিষ্কপট। "সমায়া"=কপট।

"সবেদ"=অন্য-আসক্তি-যুক্ত।

"নির্ব্বেদ"=অন্য-আসক্তি-বিহীন; ঐকান্তিক।

৫৯১। বিনি যবে"=ভক্তি যদি প্রগাঢ় অনুরাগ বা রতি-বিহীন হয়।

"অনুরাগে প্রেমার ভিখারী"=অনুরাগযুক্ত প্রেম-ভক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন।

৫৯৪। "দক্ষিণ নাসার স্বর"=মানুষের কখনও বা দক্ষিণ নাসা দিয়া, কখনও বা বাম নাসা দিয়া নিশ্বাস-বায়ু বহির্গত হয়, একই সময়ে দুই নাসা দিয়া হয় না। জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে পুরুষের দক্ষিণ নাসা দিয়া ও স্ত্রীলোকের বাম নাসা দিয়া নিশ্বাস বাহির হইবার সময় যাত্রা করা শুভ।

কিবা দেহ ছাড়ি প্রাণ গেল আচম্বিতে।
ভ্রমরা ছাড়িল যেন পদ্মের পিরীতে॥
বিচ্ছেদে বিয়োগময় হৈল নবদ্বীপে।
শোকের পর্ব্বত যেন সবাকারে চাপে॥
পরিজন পুরজন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥৫৯৬॥
শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিষ্ণুপ্রিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিল পড়িয়া॥
দেহমাত্র আছে - প্রাণ গেল ত ছাড়িয়া।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে ভূমি লোটাইয়া॥
শচীদেবী কান্দে—ডাকে 'নিমাই' বলিয়া।
আগুনি পোড়য়ে যেন ধকধক হিয়া ॥৫৯৭॥
শূন্য হৈল দশদিক অন্ধকারময়।
কেমনে বঞ্চিব মুই ঘর ঘোরময়॥
গিলিবারে আইসে মোরে এ ঘর-করণ।
বিষ যেন লাগে ইষ্টকুটুম্ব-বচন॥ ৫৯৮॥
মা বলিয়া মোরে আর না ডাকিবে কেহো।
আমারে নাহিক যম—পাসরিল সেহো॥
কিবা দুঃখ পাই—পুত্র ছাড়িল আমারে।
হাপুতি করিয়া মোরে গেলা কোথাকারে॥ ৫৯৯
হায় রে হায় রে নিমাই নিদারুণ হৈয়া।
কোন্ দেশে গেলে বাছা—কে দিবে আনিয়া॥
বুক ফাটে বাপ! তোর সোঙরি মাধুরী।
মা বলিয়া আর না ডাকিবা গৌরহরি॥
অনাথিনী করিয়া কোথায় গেলে বাপ।
মনে ছিল—জননীরে দিবে তুমি তাপ॥ ৬০০॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র ইহাই শিখিলা।
অনাথিনী অভাগিনী মায়েরে করিলা॥

বিষ্ণুপ্রিয়া এড়ি বাপ! কোথা পলাইলা।
ভকত-সবার প্রেম কিছু না গণিলা।
বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে হিয়া নাহিক সম্বিত।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে—উনমত-চিত ॥৬০১॥
বসন না দেয় গায়ে - না বান্ধয়ে চুলি।
হাকান্দ-কান্দনা কান্দে উন্মত্ত-পাগলী॥
প্রভুর অঙ্গের মালা হৃদয়ে করিয়া!
জ্বালহ আগুনি তাহে মরিব পুড়িয়া ॥৬০২॥
গুণ বিনাইতে নারে—মরয়ে মরমে।
সবে এক বোল বলে—এই ছিল করমে॥
অমিয়া-অধিক প্রভু তোর যত গুণ।
এখনে সকল সে ভৈ গেল আগুন ॥৬০৩॥
রহস্য-বিনোদ-কথা কহিবারে নারে।
হিয়ার পোড়নে কান্দে অতি আর্ত্তস্বরে॥
চৌদিকে ভকত মরে অন্তর-যন্ত্রণা।
কি কহিব—সম্বরিতে না পারে আপনা ॥৬০৪॥
অনেক শকতি সবে বলে ধীরে ধীরে।
কি দিব প্রবোধ তোরে—মন কর স্থিরে॥
যে দেখিলে যে শুনিলে এত কাল ধরি।
প্রাণ স্থির কর সেই সব মনে করি॥
কি জানহ—ভগবান্ কার আপনার।
শুনিয়াছ যত যত পূর্ব্ব অবতার॥ ৬০৫॥
লোক-বেদ-অগোচর চরিত্র তাহার।
বড় ভাগ্যে নাম ধরে সম্বন্ধ তোমার॥
যারে যেই আজ্ঞা কৈলা—থাক সেইমতে।
সেই আজ্ঞা পালন করহ দৃঢ়-চিতে॥
এতেক বচন যবে বৈল ভক্তগণ।
শুনিয়া কাতর-হিয়া সম্বরে ক্রন্দন॥ ৬০৬॥

৫৯৮। "কেমনে" ... ঘোরময়"=এ দারুণ শোকময় সংসারে কিরূপে থাকিব?

৬০৩। "বিনাইতে নারে"=বলিতে পারে না।

৬০৫। "অনেক শকতি"=অতি কষ্টে।

তবে নিত্যানন্দ লৈয়া যত ভক্তগণ।
যুক্তি করে—কোথা গেলে পাব দরশন॥
কেহো বলে—যত তীর্থ করিব গমন।
যথা গেলে গোরাচাঁদের পাব দরশন॥
কেহো বলে—বৃন্দাবন যাব বারাণসী!
নীলাচলে যাব যথা থাকয়ে সন্ন্যাসী॥ ৬০৭॥
কাঞ্চন-নগরে আছে ভারতী-গোসাঁই।
সন্ন্যাস করিবে তথা পণ্ডিত নিমাই॥
এই বাক্য কভু প্রভুর মুখে শুনিয়াছি।
সত্য করি এই বাক্য দৃঢ় নাহি বুঝি॥৬০৮॥
মিথ্যা বাক্যে সব লোক যাইব তথারে।
আগে আমি তত্ত্ব জানি কহিব সবারে॥
ধীর ভক্ত জন-কত দেহ মোর সঙ্গে।
ধরিয়া আনিব মোর প্রভু সে গৌরাঙ্গে॥
তবে সব ভক্তগণ মনে অনুমানে।
মুখ্য মুখ্য জন কত দিল তাঁর সনে॥ ৬০৯॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর।
বক্রেশ্বর আদি করি চলিলা সত্বর॥
এই সবা লৈয়া নিত্যানন্দ চলি যায়।
প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়॥
এথা গৌরহরি শীঘ্র চলিলা সত্বর।
কোটি কুঞ্জর মত্ত গমন সুন্দর॥ ৬১০॥
ঝর ঝর নয়নে ঝরয়ে প্রেমধারা।
পুলকে আকুল অঙ্গ সোণার কিশোরা॥
ঊর্দ্ধবাস কেশ প্রভু করিয়া বন্ধন।
মথুরার মল্ল যেন করিছে গমন॥ ৬১১॥
রাধার বিরহ-ভাবে হইয়া আকুল।
বলে কোথা রাধা মোর কোথায় গোকুল॥

সে গমন ক্ষণে ক্ষণে মন্থর হইয়া।
মালসাট্ মারে ক্ষণে চৌদিকে চাহিয়া॥
এইমত প্রেমাবেশে চলি যায় পথে।
অখিলের গুরু মোর প্রভু জগন্নাথে॥ ৬১২॥
কাঞ্চন-নগরে আইলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
যথা আছে কেশব ভারতী ন্যাসিবর॥
পরম ভকতি করি পরণাম করে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ন্যাসী নারায়ণ স্মরে॥
বড় ভাগ্য মানি দোঁহে সরস সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভর বলে— মোরে করাহ সন্ন্যাস॥ ৬১৩॥
এইমনে দুইজনে আছে—সেই কালে।
নিত্যানন্দ আইলা চন্দ্রশেখরাদি-মেলে॥
সন্ন্যাসীরে নমস্করি প্রভু নমস্করে।
হাসিয়া কহয়ে প্রভু— ভাল হৈল আইলে।
তোর আগমনে মোর সকল মঙ্গল।
সন্ন্যাস করিব হবে জনম সফল॥৬১৪॥
এ বোল বলিয়া প্রভু ভারতী সম্ভাষে।
প্রণতি মিনতি করে সন্ন্যাসের আশে॥
ভারতী কহয়ে— শুন শুন বিশ্বম্ভর।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে কাঁপয়ে অন্তর॥
এহেন সুন্দর তনু - তরুণ বয়েস।
জনম অবধি নাহি জান দুঃখ-ক্লেশ॥৬১৫॥
অপত্য সন্ততি নাহি হয়ে ত তোমার।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে না হয় আমার॥
পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ হৈলে রাগের নিবৃত্তি।
তবে সে সন্ন্যাস দিতে হয় ভাল যুক্তি॥৬১৬॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু কহে লহু বাণী।
তোমার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে জানি॥

৬১২। "মন্থর"=বক্র; আঁকাবাঁকা।
"অখিলের" ..."জগন্নাথে"=বিশ্বগুরু জগৎপতি আমার গৌরচন্দ্র।

৬১৬। "রাগের নিবৃত্তি"=সংসারাসক্তি ক্ষয় হয়।

মায়া না করিহ মোরে শুন ন্যাসিমণি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-তত্ত্ব কেবা জানে তোমা বিনি॥
সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষের জন্ম।
তাহাতে দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পর-ধর্ম্ম॥ ৬১৭॥
বড়ই দুর্ল্লভ তাহে ভক্তজন-সঙ্গ।
মানুষের দেহ সে তিলেকে হয় ভঙ্গ॥
বিলম্ব করিতে এই দেহ যদি যাবে।
তবে আর বৈষ্ণবের সঙ্গ কবে হবে॥
মায়া না করিহ—মোরে করাহ সন্ন্যাস।
তোর পরসাদে মুই হঙ কৃষ্ণদাস॥৬১৮॥
ইহা বলি করুণ অরুণ দু'নয়ান।
ছল ছল করে আঁখি কাতর বয়ান॥
হুঙ্কার গর্জ্জন সিংহ জিনি পরাক্রম।
ভাবময় সব দেহ অতি সুলক্ষণ॥
'হরি হরি' বলি ডাকে মেঘের গর্জ্জনে।
অবিরাম প্রেমবারি ঝরে দু'নয়নে॥ ৬১৯॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া 'বংশী বংশী' বলি ডাকে।
ক্ষণে রাস-মণ্ডলী বলিয়া অঙ্গ ঝাঁকে॥
গোবর্দ্ধন রাধাকুণ্ড বলি হাসে কান্দে।
চমৎকার হৈল ন্যাসী অন্তরেতে চিন্তে॥
বুঝিয়া অন্তরে কিছু বলে ন্যাসিরাজ।
মরম জানিল—মোর ভাল নহে কাজ॥৬২০॥
জগতের গুরু এই জগতের নাথ।
গুরু বলি আমারে করিবে জোড়হাত॥
এত অনুমানি ন্যাসী কহিল উত্তর।
সন্ন্যাস করিবে যদি যাহ নিজ-ঘর॥ ৬২১॥
সাক্ষাতে জননী-ঠাঁই লইবে বিদায়।
তোর পত্নী সুচরিতা যাবে তার ঠাঁয়॥
সাক্ষাতে সবার ঠাঁই বিদায় হইয়া
আসিবে আমার ঠাঁই সবা বুঝাইয়া॥
মনে আছে গোরাচাঁদে করিয়া বিদায়।
আসন ছাড়িয়া আমি যাব অন্য ঠাঁয়॥৬২২॥
অন্তর্যামী ভগবান্ এ মন জানিয়া।
পালিব তোমার আজ্ঞা—বলিল হাসিয়া॥
চলিলেন মহাপ্রভু নবদ্বীপ-পুরে।
দেখিয়া ভাবিল ন্যাসী আপন-অন্তরে॥ ৬২৩॥
যাঁর লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের গণ বৈসে।
তাঁরে পলাইয়া আমি যাব কোন্ দেশে॥
ভ্রান্তমতি আমি কিছু দেখিয়া না দেখি।
সবার জীবনে এই—সর্ব্বজন-সাখী॥
ইহা ভাবি সন্ন্যাসী ডাকিয়া গৌরহরি।
বলিতে লাগিলা কিছু অনুনয় করি॥ ৬২৪॥
আর এক বোল বলি—শুন বিশ্বম্ভর।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে বড় লাগে ডর॥
তুমি জগতের 'গুরু—কে গুরু তোমার।
মিছা বিড়ম্বনা কেনে করহ আমার॥
এ বোল শুনিয়া কান্দে বিশ্বম্ভর-রায়।
আরতি করিয়া ধরে সন্ন্যাসীর পায়॥ ৬২৫॥
প্রণত-জনেরে কেনে বল দুর্ব্বচন।
মারিলেও নাহি ছাড়ি তোমার চরণ॥
মোরে যত বল—মোর বুঝিবারে মন।
এক নিবেদন আছে- শুনহ বচন॥
একদিন রাত্রিশেষে দেখিলুঁ স্বপন।
সন্ন্যাসের মন্ত্র মোরে কহিল ব্রাহ্মণ॥ ৬২৬॥
দেখ দেখি এই বটে হয় কিবা নয়।
ইহা বলি ভারতীর কর্ণে মন্ত্র কয়॥

৬১৭। "মায়া না করিহ"=ছলনা করিও না; ভুলাইও না।

৬২৪। "সর্ব্বজন-সাখী=সর্ব্বান্তর্যামী।

৬২৫। "বিড়ম্বনা"=বঞ্চনা।

এইমতে সন্ন্যাসীর কর্ণে কহি মন্ত্র।
প্রকারে হইলা গুরু আপনি স্বতন্ত্র॥
মন্ত্র শুনি ন্যাসিবর হৈলা প্রেমময়।
কম্প পুলকিত অশ্রু রাধাকৃষ্ণ কয়॥ ৬২৭॥
বৃন্দাবন যমুনা ফুকারে ঘনেঘন।
বুঝিল—এই সে কৃষ্ণ শচীর নন্দন॥
ইহারে পিরীতি—সেই ভাগ্য সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণে প্রীতি-হীন ধর্ম্ম হয়ে ত অধম॥
বুঝিল সকল কাজ ভারতী গোসাঁই।
সন্ন্যাস করাব তোরে শুনহ নিমাই॥ ৬২৮॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু নাচয়ে আনন্দে।
হরি হরি বোলয়ে গম্ভীর মেঘনাদে॥
গৌর-শরীরে ভেল পুলক সারি সারি।
অমিয়া পসারে যেন অঙ্গের মাধুরী॥
অরুণ-নয়ানে জল ঝরে অনিবার।
দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার॥৬২৯॥
নবদ্বীপ হৈতে গদাধর নরহরি।
আসিয়া মিলিলা তারা বলি হরি হরি॥
দণ্ডবত প্রণতি করিল বহুতর।
হাসিয়া করিলা কোলে শচীর কোঙর॥
প্রভু কহে—ভাল হৈল তোমরা আইলা।
কৃষ্ণ-অনুগ্রহ-হেতু তোমরা মিলিলা॥৬৩০॥
আদ্যোপান্ত তোরা দুই সঙ্গী মোর সঙ্গে।
তোদের দেখিয়া চিত্তে হয় বড় রঙ্গে॥
গৌর-মুখ দেখি কান্দে দুই মহাশয়।
ডাহিন বামেতে দোঁহে নিশ্চল রহয়॥

কাঞ্চন-নগরের লোক দেখিবারে ধায়।
যে দেখয়ে তার হিয়া নয়ান জুড়ায়॥ ৬৩১॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা অন্ধ কি নারী পুরুখ।
কিবা সে পণ্ডিত জন কি গণ্ড-মূরুখ॥
শিশুগণ ধায় আর কুলের যুবতী।
নিজ-ছায়া নাহি দেখে হেন রূপবতী॥ ৬৩২॥
কাঁখে কুম্ভ করি কেহো দাঁড়াইয়া চায়
নড়িতে না পারে কেহো লড়ি ধরি ধায়॥
কি পঙ্গু আতুর কিবা গর্ভবতী নারী।
শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া সন্ন্যাসীরে পাড়ে গালি॥
এমন বালকে কেহো করায়ে সন্ন্যাস।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে—লোকে উপহাস॥৬৩৩॥
কঠিন অন্তর ইহার—দয়াহীন জন।
নগরে না রাখি ইহায়—কহিল কথন॥
সন্ন্যাসীরে সবে নিন্দা করে বারবার।
গোরা-মুখ দেখি সবার আনন্দ অপার॥
ধন্য ধন্য করি লোক বাখানয়ে রূপ।
এতকালে দেখিল এ অতি অপরূপ॥ ৬৩৪॥
ধন্য ধন্য জননী ধরিল পুত্র গর্ভে।
দেবকী-সমান সেই—শুনিয়াছি পূর্ব্বে॥
কোন্ ভাগ্যবতী হেন পেয়েছিল পতি।
ত্রৈলোক্যে তাহার সম নাহি ভাগ্যবতী॥
রূপ দেখি নিজ-আঁখি পীলটিতে নারি।
ইহার সন্ন্যাস কিবা সহিবারে পারি॥ ৬৩৫॥
কেমনে বা জীবে সেই ইহার জননী।
এ কথা শুনিলে মাত্র মরিবে তখনি॥

৬২৯। "পসারে"=বিস্তৃত করে; বর্ষণ করে।

৬৩১। "আদ্যোপান্ত"=চিরকাল। "রঙ্গে"= আনন্দ। "ডাহিন রহয়" = ডাহিনে শ্রীনরহরি ও বামে শ্রীগদাধর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৬৩২। "নিজ-ছায়া রূপবতী"=অসূর্য্যম্পশ্যারূপা।

৬৩৪। "এতকালে অপরূপ"=এতদিন পরে এমন অপূর্ব্ব রূপ দেখিলাম!

এইমতে সন্ন্যাসীর কর্ণে কহি মন্ত্র।
প্রকারে হইলা গুরু আপনি স্বতন্ত্র॥
মন্ত্র শুনি ন্যাসিবর হৈলা প্রেমময়।
কম্প পুলকিত অশ্রু রাধাকৃষ্ণ কয়॥ ৬২৭॥
বৃন্দাবন যমুনা ফুকারে ঘনেঘন।
বুঝিল—এই সে কৃষ্ণ শচীর নন্দন॥
ইহারে পিরীতি—সেই ভাগ্য সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণে প্রীতি-হীন ধর্ম্ম হয়ে ত অধম॥
বুঝিল সকল কাজ ভারতী গোসাঁই।
সন্ন্যাস করাব তোরে শুনহ নিমাই॥ ৬২৮॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু নাচয়ে আনন্দে।
হরি হরি বোলয়ে গম্ভীর মেঘনাদে॥
গৌর-শরীরে ভেল পুলক সারি সারি।
অমিয়া পসারে যেন অঙ্গের মাধুরী॥
অরুণ-নয়ানে জল ঝরে অনিবার।
দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার॥৬২৯॥
নবদ্বীপ হৈতে গদাধর নরহরি।
আসিয়া মিলিলা তারা বলি হরি হরি॥
দণ্ডবত প্রণতি করিল বহুতর।
হাসিয়া করিলা কোলে শচীর কোঙর॥
প্রভু কহে—ভাল হৈল তোমরা আইলা।
কৃষ্ণ-অনুগ্রহ-হেতু তোমরা মিলিলা॥৬৩০॥
আদ্যোপান্ত তোরা দুই সঙ্গী মোর সঙ্গে।
তোদের দেখিয়া চিত্তে হয় বড় রঙ্গে॥
গৌর-মুখ দেখি কান্দে দুই মহাশয়।
ডাহিন বামেতে দোঁহে নিশ্চল রহয়॥

কাঞ্চন-নগরের লোক দেখিবারে ধায়।
যে দেখয়ে তার হিয়া নয়ান জুড়ায়॥ ৬৩১॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা অন্ধ কি নারী পুরুখ।
কিবা সে পণ্ডিত জন কি গণ্ড-মূরুখ॥
শিশুগণ ধায় আর কুলের যুবতী।
নিজ-ছায়া নাহি দেখে হেন রূপবতী॥ ৬৩২॥
কাঁখে কুম্ভ করি কেহো দাঁড়াইয়া চায়
নড়িতে না পারে কেহো লড়ি ধরি ধায়॥
কি পঙ্গু আতুর কিবা গর্ভবতী নারী।
শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া সন্ন্যাসীরে পাড়ে গালি॥
এমন বালকে কেহো করায়ে সন্ন্যাস।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে—লোকে উপহাস॥৬৩৩॥
কঠিন অন্তর ইহার—দয়াহীন জন।
নগরে না রাখি ইহায় কহিল কথন॥
সন্ন্যাসীরে সবে নিন্দা করে বারবার।
গোরা-মুখ দেখি সবার আনন্দ অপার॥
ধন্য ধন্য করি লোক বাখানয়ে রূপ।
এতকালে দেখিল এ অতি অপরূপ॥ ৬৩৪॥
ধন্য ধন্য জননী ধরিল পুত্র গর্ভে।
দেবকী-সমান সেই—শুনিয়াছি পূর্ব্বে॥
কোন্ ভাগ্যবতী হেন পেয়েছিল পতি।
ত্রৈলোক্যে তাহার সম নাহি ভাগ্যবতী॥
রূপ দেখি নিজ-আঁখি পীলটিতে নারি।
ইহার সন্ন্যাস কিবা সহিবারে পারি॥ ৬৩৫॥
কেমনে বা জীবে সেই ইহার জননী।
এ কথা শুনিলে মাত্র মরিবে তখনি॥

৬২৯। "পসারে"=বিস্তৃত করে; বর্ষণ করে।

৬৩১। "আদ্যোপান্ত"=চিরকাল। "রঙ্গে"=আনন্দ। "ডাহিন রহয়" = ডাহিনে শ্রীনরহরি ও বামে শ্রীগদাধর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৬৩২। "নিজ-ছায়া রূপবতী"=অসূর্য্যম্পশ্যারূপা।

৬৩৪। "এতকালে অপরূপ"=এতদিন পরে এমন অপূর্ব্ব রূপ দেখিলাম!

হেন বুঝি মাতা পিতা নাহিক ইহার।
ইহো সে অচ্যুতানন্দ—সর্ব্ব-বেদ-সার॥
বৃন্দাবন মাঝে কিবা রাধা হারাইয়া।
তার অন্বেষণে বুলে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
সে বিরহে ভেল ইহার সন্ন্যাস-করণ।
নিশ্চয় জানিল—এই নন্দের নন্দন॥
এত অনুমান করি কান্দে সব লোক।
ডাকিয়া কহয়ে প্রভু—না করিহ শোক॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে শুন মাতা পিতা।
সাধ লাগে কৃষ্ণের চরণে দেঙ মাথা॥৬৩৭॥
যার যেই নিজ-পতি সেই তাহা চায়।
তার চিত্ত বান্ধিবারে করয়ে উপায়॥
রূপ যৌবন যত এ রস-লাবণ্য।
নিজ-পতি ভজিলে সে সব হয় ধন্য॥
মনে মনে কর সবে এই অনুভব।
পতি বিনু যুবতীর মিছা হয় সব॥ ৬৩৮॥
কৃষ্ণ-পদ বিনু মোর নাহি অন্য-গতি।
নিজ-অঙ্গ দিয়া সে ভজিব প্রাণপতি॥
ইহা বলি মহাপ্রভু করয়ে রোদন।
ক্ষণেক অন্তরে সব কৈল সম্বরণ॥
পুনরপি ন্যাসিবরে করয়ে প্রণাম।
আপন-অন্তর-কথা করে নিবেদন॥ ৬৩৯॥
তার পরদিনে প্রভু গুরু-আজ্ঞা লৈয়া।
সন্ন্যাস-বিধান কর্ম্ম করেন হাসিয়া॥
করিল সকল কর্ম্ম যে হয় উচিত।
সন্ন্যাস করিব বলি আনন্দিত চিত॥
আপনে আচার্য্যরত্ন কৃষ্ণ-পূজা করে।
চৌদিকে বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে॥ ৬৪০॥

গুরুর সম্মুখে প্রভু পুটাঞ্জলি করি।
মাগয়ে সন্ন্যাস-মন্ত্র পরণাম করি॥
মুণ্ডন করিল প্রভু—শুন তার কথা।
যাহা শুনি সবার হৃদয়ে লাগে ব্যথা॥
সকল বৈষ্ণব-জনে লাগে হিয়া-কাঁপ।
মুণ্ডনের কালে বস্ত্র দেই মুখ ঝাঁপ॥ ৬৪১॥
কমলা-লালিত কেশ ত্রৈলোক্য-সুন্দর।
মালার সহিতে নাম্বে এ গজ-কন্ধর॥
পূরুবে চূড়ার বেশে মোহিল জগত।
যাহার ধেয়ানে জীয়ে সকল ভকত॥ ৬৪২॥
গোপবধূ যাহা লাগি ছাড়িলেক লাজ।
জাতি-কুল-শীল-ভয়ে পাড়িলেক বাজ॥
যার গুণ গায় শিব বিরিঞ্চি নারদ।
আপনারে ধন্য মানে সকল সম্পদ॥
হেন কেশ মুণ্ডন করিতে চাহে পঁহু।
কান্দয়ে সকল লোক না তোলয়ে মুহু॥৬৪৩॥
নাপিত আনিয়া বৈল বচন বিনয়।
কৃষ্ণ ভজি—তুমি মোরে হও ত সহায়॥
আমি ত সন্ন্যাসী হৈয়া কৃষ্ণের হইব।
মস্তক মুণ্ডন কর—তোর ভাগ্য হব॥
নাপিত না দেই হাত শিরের উপর।
তরাসে তাহার অঙ্গ কাঁপে থর থর॥৬৪৪॥
মোর ভাগ্য নাশ প্রভু! যাউ সর্ব্বথায়।
কেমনে বা হাত দিব তোমার মাথায়॥
যদি মোর কুষ্ঠ হউ গলু সব অঙ্গ।
বংশ সে নরকে যাউ—শুনহ গৌরাঙ্গ॥
তথাপি তোমার শিরে হাত দিতে নারি।
বিনয় করিয়া বলি শুন গৌরহরি॥ ৬৪৫॥

৬৪১। "পুটাঞ্জলি করি"=হাতজোড় করিয়া।
৬৪২। "নাম্বে এ গজ-কন্ধর"=বিশাল স্কন্ধের উপর দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে।
৬৪৩। "বিরিঞ্চি"=ব্রহ্মা। "মুহু"=মুখ।

কাঞ্চন-নগরের লোক কি নারী পুরুষে।
ফুকরি ফুকরি কান্দে গদগদ ভাষে॥
নাপিত কহয়ে—প্রভু! নিবেদি চরণে।
তোর শিরে হাত দিব কাহার পরাণে॥
আমার শকতি নাহি করিতে মুণ্ডন।
সুন্দর কুঞ্চিত কেশ ত্রৈলোক্য-মোহন॥৬৪৬॥
দেখিতে শীতল হয় হৃদয় নয়ন।
যে কর সে কর প্রভু! না কর মুণ্ডন॥
এরূপ মানুষ নাই জগত-ভিতর।
তুমি সর্ব্ব লোক-নাথ—জানিল অন্তর॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু অসন্তোষ পায়।
বুঝিয়া নাপিত কাজ অন্তরে ডরায়॥৬৪৭॥
পুন নিবেদন করে কাতর-অন্তরে।
কেমনে সে হাত দিব শিরের উপরে॥
অপরাধ লাগি মোর ডরে হালে গা।
তোর শিরে হাত দিয়া ছোঁব কার পা॥
কার পায়ে হাত দিয়া করিব নিজ-কৃত্যি।
অধম নাপিত মুই—এই মোর বৃত্তি॥ ৬৪৮॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু সদয়-হৃদয়।
না করিহ নিজ-বৃত্তি—ঠাকুর কহয়॥
প্রভু বলে—শুন রে নাপিত হরিদাস।
মুণ্ডন করহ—আমি করিব সন্ন্যাস॥ ৬৪৯॥
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম সুখে গোঙাইবে।
অন্তকালে বাস তোর মোর লোকে হবে॥
আমার মুণ্ডন করি যত অস্ত্রগণ।
গঙ্গাজল-মাঝে লৈয়া কর সমর্পণ॥
শুনি হরিদাস মনে ভাবিতে লাগিল।
আমার মঙ্গল-কর্ম্ম কভু না হইল॥ ৬৫০॥
মুণ্ডন করিয়ে যদি তবুহ বিনাশ।
মুণ্ডন না কৈলেও মোর হবে সর্ব্বনাশ॥
ইঁহারে পিরীতি করি যে হয় সে হো'ক।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পরমাত্মা এই পরতেক॥
মুণ্ডনের কালে সে নাপিতে বর পায়।
কাতর-হৃদয়ে এ লোচন দাস গায়॥ ৬৫১॥

চতুর্দশ অধ্যায়

সন্ন্যাস গ্রহণ

পূরবী সিন্ধুড়া রাগ।

মুণ্ডন করিয়া প্রভু বসে শুভক্ষণে।
সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন সংক্রমণে॥
মকর লেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে।
সন্ন্যাসের মন্ত্র কহে গুরু সেই কালে॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ করে সঙ্কীর্ত্তনে।
মন্ত্র কহে ন্যাসী বিশ্বম্ভরের শ্রবণে॥ ৬৫২॥
মন্ত্র পাইয়া বিশ্বম্ভর পুলকিত-অঙ্গ।
শতগুণ বাঢ়ে কৃষ্ণ-প্রেমার তরঙ্গ॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার।
ক্ষণে মালসাট্ মারে ছাড়ি হুহুঙ্কার॥
সন্ন্যাস করিল—ইহা বলিয়া উল্লাস।
পুনঃপুন প্রেমানন্দে অট্ট অট্ট হাস॥ ৬৫৩॥

৬৪৬। "তোর"…"পরাণে"=কার প্রাণ লইয়া তোমার মাথায় হাত দিব? আমার প্রাণে পারিব না। ৬৪৮। "কৃত্যি"=কার্য্য। "কুঞ্চিত"=কোঁকড়ান।

৬৫২। "শুভদিন সংক্রমণে"=শুভ সংক্রান্তির দিন। "মকর…বেলে"=সূর্য্যদেব মাঘ মাসে মকর-রাশিতে অবস্থান করেন; তন্নিমিত্ত মাঘ-সংক্রান্তির নাম মকর-সংক্রান্তি। ফাল্গুন মাসে সূর্য্যদেব কুম্ভ-রাশিতে গমন করেন। মকর যাইবে কুম্ভ আসিবে এমন সময়ে অর্থাৎ মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন মহাপ্রভু বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চন-নগরে বা কণ্টক-নগরে অর্থাৎ কাটোয়াতে শ্রীকেশব ভারতীপাদের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

কাঞ্চন-নগরের লোক সে রূপ দেখিয়া।
নিশ্চয় জানিল—এই রাস-বিনোদিয়া॥
ভক্তগণ-মুখ হেরি নাচয়ে আনন্দে।
আপনে ঠাকুর নাচে—নাচে নিত্যানন্দে॥
গদাধর নরহরি নাচে কাছে কাছে।
সকল বৈষ্ণব নাচে—গৌরহরি মাঝে॥ ৬৫৪॥
করতাল মৃদঙ্গ আর কীর্ত্তনের রোল।
চৌদিকে সকল লোক বলে হরিবোল॥
নটবর-শেখর—সুঘড় সহচর।
রাধাকৃষ্ণ গুণগানে প্রেমায় বিহ্বল॥
হেনই সময়ে কহে ভারতী-গোসাঁই।
কি নাম তোমার হবে শুন হে নিমাই॥৬৫৫॥
যতেক বৈষ্ণবগণ ছিল সেইখানে।
সবে মিলি ন্যাসিবর করে অনুমানে॥
বুদ্ধি-অনুসারে কহে যার যেই মনে।
হেনকালে শুভবাণী উঠিল গগনে॥
ধ্বনি শুনি সর্ব্বলোক হৈল চমৎকার।
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম করহ ইহার॥৬৫৬॥
নিদ্রারূপা মহামায়া দেবী ভগবতী।
আচ্ছাদিল সর্ব্বজনে—ছন্ন ভেল মতি॥
যতেক করয়ে সব নিঁদের স্বপনে।
আপনে ঠাকুর সবার করায়ে চেতনে॥
আপনেই কৃষ্ণ—কৃষ্ণ বুঝায়ে সবারে।
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' তেঁই বলিয়ে ইহারে"॥৬৫৬॥
এতেক বচন যবে দৈব-মুখে শুনি।
আনন্দিত সর্ব্বলোক—করে হরিধ্বনি॥
আনন্দ হৃদয়ে প্রভু বলে হরিবোল।
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম আজি হৈতে মোর॥

গুরুর চরণে করি প্রণতি বিস্তর।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলয়ে বিশ্বম্ভর॥ ৬৫৮॥
গমন-উত্তম দেখি সেই ন্যাসিরাজ।
ডাকে—হের, ধর দণ্ড—না করহ ব্যাজ॥
গুরুর বচন শুনি লেউটিয়া আসি।
গুরু-ঠাঁই দণ্ড পাইয়া লহু লহু হাসি॥
সাদরে লৈল প্রভু গুরুর সে দণ্ড।
প্রণতি করয়ে বহু ভকতি প্রচণ্ড॥ ৬৫৯॥
তবে সেই মহাপ্রভু বলে হরিবোল।
আকাশ পরশে মহা প্রেমার হিল্লোল॥
গুরুর আজ্ঞায় প্রভু সে দিন তথাই।
গুরুভক্তি করি সুখে বঞ্চিলা গোসাঁই॥৬৬০॥
নিশায় বৈষ্ণব মিলি করে সঙ্কীর্ত্তন।
গুরুর সংহতি নৃত্য করয়ে মোহন॥
কেশব-ভারতী নাচে প্রেমানন্দ-সুখে।
ঠাকুর নাচয়ে—হরি বলে সর্ব্বলোকে॥ ৬৬১॥
প্রেমানন্দে পূর্ণ দোঁহে—পাসরে আপনা।
ব্রহ্ম-সুখ অল্প করি মানয়ে দু'জনা॥
এইমনে কতক্ষণে নৃত্য-অবসানে।
বসিয়া কহয়ে ন্যাসী—বিশ্বম্ভর শুনে॥ ৬৬২॥
মোর হাত হৈতে দণ্ড কে নিল আমার।
দণ্ডাগ্র পরশি পুন চাহি নাচিবার॥
ইহা বলি বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে।
অতি অপরূপ নাচে প্রেমানন্দ ভরে॥ ৬৬৩॥
আনন্দে বৈষ্ণব সব নাচয়ে কৌতুকে।
'হরি হরি' বলে সব লোক চতুর্দ্দিকে॥
এইমনে আনন্দে-সানন্দে রাত্রি যায়।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু মাগেন বিদায়॥ ৬৬৪॥

৬৫৪। "রাস-বিনোদিয়া"=রাস-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ।
৬৫৫। "সুঘড়"=সুরসিক। ৬৫৯। "ব্যাজ"= দেরি।
৬৬০। "বঞ্চিলা"=কাটাইলেন।
৬৬২। "অল্প করি"=তুচ্ছ করিয়া।

গুরু প্রদক্ষিণ করি করয়ে প্রণাম।
নীলাচল যাই যদি পাই সন্বিধান॥
গুরুর চরণে আজ্ঞা মাগয়ে ঠাকুর।
কেশব ভারতীর হিয়া করে দুরুদুর্॥ ৬৬৫॥
ছলছল করে আঁখি করুণার জলে।
বিদায়-সময়ে গোরাচাঁদে করে কোলে॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি আপনার সুখে।
করুণা-কারণে পদব্রজে বুল লোকে॥ ৬৬৬॥
গুরুভক্তি লওয়াবারে কর বিধি-কর্ম্ম।
সংস্থাপন করিবারে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম॥
সর্ব্বলোক নিস্তারিতে করুণা প্রকাশ।
আমা বিড়ম্বিতে কৈলে এই ত সন্ন্যাস॥
আমার নিস্তার যেন হয় বিশ্বম্ভর।
এই মোর বাক্য তুমি পালিহ অন্তর॥ ৬৬৭॥
আজ্ঞা দিল চল নীলাচল গিরিরাজে।
কিছু না বলিল গৌরচন্দ্র আর লাজে॥
চরণ পরশ করি চলিলা ঠাকুর।
পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাঢ়িল প্রচুর॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি ডাকে অন্তর-উল্লাসে।
ক্ষণেক রোদন—ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে॥ ৬৬৮॥
বুক বৈয়া পড়ে ধারা নয়নের জলে।
সুরনদী-ধারা যেন সুমেরু-শিখরে॥
কদম্ব-কেশর জিনি একটি পুলক।
কণ্টকিত সর্ব্ব অঙ্গ আপাদ-মস্তক॥
মত্ত করিবর যেন রঙ্গে চলি যায়।
নির্ভর-প্রেমায় ক্ষণে কৃষ্ণ-গুণ গায়॥ ৬৬৯॥
ক্ষণেক পড়য়ে ভূমে—রহে স্তব্ধ হৈয়া।
ক্ষণে লম্ফ দিয়া উঠে হরিবোল বলিয়া॥
ক্ষণে গোপিকার ভাব ক্ষণে দাস্যভাব।
ক্ষণে ধীরে ধীরে চলে ক্ষণে শীঘ্র যাব॥
এইমনে দিবারাত্রি না জানে আনন্দে।
রাঢ়দেশে না শুনিল কৃষ্ণনাম-গন্ধে॥ ৬৭০॥
কৃষ্ণনাম না শুনিয়া খেদ উঠে চিতে।
নিশ্চয় করিল প্রভু জলে প্রবেশিতে॥
দেখি সব ভক্তগণ করে অনুতাপ।
গৌরাঙ্গ গোলোকে যায় কি হবে রে বাপ॥
তবে নিত্যানন্দ-প্রভু বলে বীর-দাপে।
রাখিব চৈতন্য আমি আপন-প্রতাপে॥৬৭১॥
সেইখানে শিশুগণ গোধন চরায়।
নিত্যানন্দ-প্রভু তার প্রবেশে হিয়ায়॥
যে কালে গেলেন প্রভু জলের সমীপে।
হরি বলি ডাকে এক শিশু আচম্বিতে॥৬৭২॥
তাহা শুনি লেউটি আইলা গৌরহরি।
বোল বোল বোলে তার শিরে হস্ত ধরি॥
তোমারে করুন কৃপা প্রভু ভগবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনা'য়ে হরিনাম॥
প্রেমানন্দে ভাসে প্রভু—আনন্দিত-হিয়া।
ভিক্ষা করিলা তবে কতদূর গিয়া॥ ৬৭৩॥
হেনমতে দিবানিশি নাহি জানে সুখে।
তিন দিন বহি অন্ন-জল দিলা মুখে॥
হেনমনে প্রেমানন্দে দিন রাতি যায়।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যে দিলেন বিদায়॥ ৬৭৪॥
নবদ্বীপ-বাসী যত আমার লাগিয়া।
কান্দয়ে ব্যাকুল হৈয়া ডাকিয়া ডাকিয়া॥
নিশ্চয় না জানে মোর সন্ন্যাস-করণ।
সবারে জানাহ মোর এই বিবরণ॥

৬৬৫। "সন্বিধান"=অনুমতি।
৬৬৭। "লওয়াবারে"=শিখাইবার জন্য।
৬৭১। "বীর-দাপে"=বীর-দর্পে; জোর করিয়া।
৬৭৪। "বহি"=বাদে; পরে।

কহিল ঠাকুর—পুন হৈব দরশন।
অচিরে হইবে দেখা—না হও বিমন ॥ ৬৭৫ ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
কান্দিতে কান্দিতে যায় শ্রীচন্দ্রশেখর ॥
মরিব মরিব প্রভু! তোমা না দেখিয়া।
মরিব সে নবদ্বীপের শোকাগ্নে পুড়িয়া ॥
হেথা নবদ্বীপের লোক একদৃষ্টে রহে।
শ্রীচন্দ্রশেখর আসি কিবা বার্ত্তা কহে ॥
কহয়ে লোচন ইহা কহনে না যায়।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য নবদ্বীপে যায় ॥ ৬৭৬ ॥

———

করুণশ্রী রাগ।

ওকি আরে আরে আরে হয় ॥ ধ্রু ॥

নবদ্বীপে প্রবেশিতে আচার্য্য শেখর।
নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর ॥
নবদ্বীপ-বাসী যত তাহারে দেখিয়া।
অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ ধকধক হিয়া ॥
সকল বৈষ্ণব আসি মিলিলা সেখানে।
সম্বরিতে নারে অশ্রু কাতর-বয়ানে ॥ ৬৭৭ ॥
পুছিতে না পারে কেহো মুখে নাহি রায়।
শুনি শচী উনমতা আউলা চুলে ধায় ॥
আচার্য্য বলিয়া ডাকে উন্মতী পাগলী।
না দেখিয়া গৌরাঙ্গে হইলা উতরোলী ॥
আমার নিমাই কোথা থুয়ে এলে তুমি।
কেমনে মুড়ালো মাথা কোন্ দেশ ভূমি ॥৬৭৮ ॥
কোন্ ছার সন্ন্যাসী সে হৃদয় দারুণ।
বিশ্বম্ভরে মন্ত্র দিতে না হৈল করুণ ॥

সে-হেন সুন্দর কেশ-লাবণ্য দেখিয়া।
কোন্ ছার নাপিত সে নিদারুণ-হিয়া ॥
কেমনে পাপিষ্ঠ তেন কেশে দিল খুর।
কেমনে বাঁচিল সেই দারুণ নিঠুর ॥ ৬৭৯ ॥
আমার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মস্তক মুড়াইয়া বাছা কেমন বা হৈল ॥
আর না দেখিব পুত্র! বদন তোমার।
অন্ধকার হৈল মোর সকল সংসার ॥
রন্ধন করিয়া আর নাহি দিব ভাত।
সে-হেন সোণার গায়ে আর না দিব হাত ॥
সুন্দর বদনে চুম্ব না দিব মো আর।
ক্ষুধার সময় কেবা বুঝিবে তোমার ॥ ৬৮০ ॥
এতেক বিলাপ যবে শচীদেবী কৈল।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধিতে জন-কত গেল ॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশু পক্ষী তরু লতা এ পাষাণ ঝরে ॥
হাহা প্রাণনাথ! ছাড়ি গেলে হে নদীয়া।
অনাথিনী বিষ্ণুপ্রিয়ায় নিঠুর হইয়া ॥ ৬৮১ ॥
শ্রীবাসাদি ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তনে বিহার।
নয়ন ভরিয়া নৃত্য না দেখিব আর ॥
প্রেমাবেশে গদগদ বোল শ্রীবদনে।
না শুনিয়া অভাগিনী বাঁচিবে কেমনে ॥
কোন্ দেশে কিরূপে বা আছ প্রাণেশ্বর।
সোঙরি সোঙরি প্রাণ হৈল জ্বর জ্বর ॥ ৬৮২ ॥
হায় রে কঠিন প্রাণ! না বেরোও কেনে।
জ্বালহ আগুনি আমি মরিব এখনে ॥
উদ্বেগে দিবস মোর হৈল কোটি যুগ।
না দেখিয়া প্রাণনাথ তোর বিধুমুখ ॥ ৬৮৩ ॥

৬৭৮। "নাহি রায়"=কথা সরে না। "আউলা"=এলোমেলো।

জীবমাত্রে উদ্বেগ না দেয় সাধুজন।
তোর শোকে শচীমাতা ছাড়য়ে জীবন॥
মুই অভাগিনী তোমার ভকতি না জানি।
সেই অপরাধে বুঝি হৈলুঁ অনাথিনী॥ ৬৮৪॥
চরণ-নিকটে প্রভু বসিয়া তোমার।
রূপ হেরি হেরি আমি না জুড়াব আর॥
বদনে তুলিয়া দিতে কর্পূর-তাম্বুলে।
দশন-মুকুতা-পাঁতি পরশি অঙ্গুলে।
অরুণ-নয়ান কোণে করুণায় চাইয়া।
মধুর মধুর কথা বলিতে হাসিয়া॥৬৮৫॥
অধর অরুণ আর তাম্বুলের রাগে
দশন-কিরণ মোর হিয়া-মাঝে জাগে॥
তাহাতে অমিয়-মাখা শ্রীমুখের হাস
শ্রবণ নয়ান মোর জীত সেই আশ॥৬৮৬॥
অমিয়া-অধিক প্রভু তোর যত গুণ
সোঙরিতে এবে সেই ভৈ গেল আগুন॥
বিনোদ-বিলাস রস সুখময় শেজে।
সে সব সোঙরি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণ ত্যজে॥
হায় হায় কিবা দৈব হইল আমারে।
গৌর বিনু আমার সকল আন্ধিয়ারে॥
সে হাস্য লাবণ্য দেহ না দেখিব আর।
না শুনিব বচন-চাতুরী সুধাসার॥৬৮৭॥
অনাথিনী করিয়া কোথারে গেলা তুমি।
সোঙরি তোমার গুণ নিবেদিয়ে আমি॥

কোন্ ভাগ্যবতী সব তোমারে দেখিয়া।
নিন্দিল কতেক মোরে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কোন্ অভাগিনী-কোল ছাড়িয়া আইলা।
খণ্ডব্রতী অভাগিনী কেনে না মরিলা॥ ৬৮৮॥
পূজিল তোমার মুখ অনঙ্গ-নয়নে।
কেমনে ধরিব হিয়া তোমা-অদর্শনে॥
বিচ্ছেদে মরিল তোর যত বর-নারী।
আমি অভাগিনী প্রাণ এতকাল ধরি॥
মরি মরি গৌরাঙ্গ-সুন্দর কতি গেলা।
আমি নারী অনাথিনী সহজে অবলা॥ ৬৮৯॥
কোন্ দেশে যাব লাগি পাব কোন্ ঠাঁই।
যাইতে না দিব কেহো—মরিব এথাই॥
মায়ে অনাথিনী করি গেলে কোন্ দেশে।
কেমনে বঞ্চিব তেঁহ তোমার হুতাশে॥
পাপিষ্ঠ শরীর মোর— প্রাণ নাহি যায়।
ভূমিতে লোটাইয়া দেবী করে হায় হায়॥ ৬৯০॥
বিরহ অনল-শ্বাস বহে অনিবার।
অধর-শুখায়— কম্প হয় কলেবর॥
কেশ বাস না সম্বরে ধূলায় পড়িয়া।
ক্ষণে ক্ষীণ হয় ক্ষণে রহে ত ফুলিয়া॥
ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় রাঙ্গা-চরণ-ধেয়ানে।
সম্বিত সে পায় ক্ষণে অনেক যতনে॥৬৯১॥
প্রভু প্রভু বলি ডাকে ক্ষণে আর্ত্তনাদে।
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে সর্ব্বজন কাঁদে॥

৬৮৮। "খণ্ডব্রতী" =যে ব্রত ভঙ্গ করিয়া অপরাধী হয়।

৬৮৯। "পূজিল··· ··· ···নয়নে" = কত কেলি-বিলাস-লালসায় তোমার চন্দ্র-বদন দর্শন করিত।

"বিচ্ছেদে··· ···বরনারী" = শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পরমা সুন্দরী রমণীগণ তোমার বিরহে প্রাণত্যাগ করিল।

৬৯০। "লাগি"=উদ্দেশ; নাগাল।

৬৯১। "বিরহ-অনল-শ্বাস"=বিচ্ছেদ-রূপ অগ্নি-জনিত তপ্ত নিশ্বাস।

প্রবোধ করিতে যেই যেই জন গেল।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে তার কাণে।
কতক্ষণে বিষ্ণুপ্রিয়া পাইলা চেতনে॥ ৬৯২॥
সব জন বলে—হের শুন বিষ্ণুপ্রিয়া।
কি দিব প্রবোধ তোরে—স্থির কর হিয়া॥
তোর প্রভু তোর আগে কহিয়াছে কথা।
যথা তথা যাই তোর নিকটে সর্ব্বদা॥
তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কাজ
বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ-হিয়া-মাঝ॥ ৬৯৩॥
প্রবোধিয়া সব ভক্ত একত্র হইয়া
বিচার করয়ে গোরাচাঁদের লাগিয়া॥
সন্ন্যাস করিল মো-সবারে দুঃখ দিয়া।
সবারে ছাড়িয়া গেল নিদারুণ হৈয়া॥ ৬৯৪॥
রহিব কেমনে তারে ছাড়ি সবে মোরা।
নিদারুণ মো-সবারে ছাড়ি গেলা গোরা॥
তারোধিক দয়াল বড় তাহার সে নাম।
নাম হৈতে তারে পাই—এই মুখ্য কাম॥
তার বাক্য আছে পূর্ব্ব মো-সবার তরে।
নাম যেই লয় সেই পাইব আমারে॥৬৯৫॥
এত চিন্তি নাম লৈতে বসিলা সবাই।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া আর যত যত যেই॥
কি বালক বৃদ্ধ কিবা যুবক যুবতী।
নাম লৈতে বসিলা গৌরাঙ্গ করি গতি॥
নাম পাশে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্তসিংহ।
দাণ্ডাইলা মহাপ্রভু—গতি হৈল ভঙ্গ॥ ৬৯৬॥

নিত্যানন্দ-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া রহিলা।
অঝোর-নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
যাহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আজ তুমি।
শান্তিপুরে সবারে দেখিয়ে যেন আমি॥
শুনি নিত্যানন্দ বড় আনন্দ হইল।
দেখাইব সবাকারে এই মনে কৈল॥
কহয়ে লোচন দাস কাতর হিয়ায়।
তবে প্রভু গৌরচন্দ্র করিল বিজয়॥৬৯৭॥

পঞ্চাদশ অধ্যায়
শান্তিপুর বিলাস
যথা রাগ।

প্রভু-সঙ্গে নিত্যানন্দ পথে চলি যায়।
হাসিয়া ঠাকুর তারে দিলেন বিদায়॥
নবদ্বীপে যাহ তুমি—শুনহ বচন।
নদীয়া-নগরে মোর যত বন্ধুজন॥
সবারে কহিও "নমো নারায়ণ"—বাণী।
অদ্বৈত-আচার্য্য-গৃহে উত্তরিব আমি॥ ৬৯৮॥
সবারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে।
একত্র হইবে সবে আচার্য্যের ঘরে॥
ইহা বলি মহাপ্রভু চলিলা সত্বর।
নিত্যানন্দ যান তবে নদীয়া-নগর॥ ৬৯৯॥
নদীয়া-নগরের লোক জীয়ন্তেতে মরা।
কাটিলে কুটিলে রক্ত মাংস নাহি তারা॥
উদরে নাহিক অন্ন—টলমল তনু।
সর্ব্ব অন্ধকার তারা গোরাচাঁদ বিনু॥
আচম্বিতে নিত্যানন্দ নদীয়া-নগরে।
গায়ে বল হৈল—সবে ধাইলা সত্বরে॥৭০০॥

৬৯৫। "তারোধিক" ... ..."নাম"=তাঁর চেয়ে তাঁর নাম হইল বেশী দয়ালু। "এই মুখ্য কাম"= এই নাম-গ্রহণই আমাদের শ্রেষ্ঠ কার্য্য হউক।

"তাঁর" ... ..."পূর্ব্ব"=পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

৬৯৮। "নমো নারায়ণ-বাণী" = সন্ন্যাসিগণকে নমস্কার করিলে তাঁহারা প্রতি-নমস্কার করেন না—'নমো নারায়ণ' বলিয়া প্রকারান্তরে নমস্কার জ্ঞাপন করেন।

৭০০। "তারা"=তাদের।

চলিতে না পারে পথে টলমল করে।
দেখিতে না পায় পথ নয়ানের জলে॥
সকল বৈষ্ণব আসি পড়িলা চরণে।
পুছিতে না পারে কিছু নিরীখে বদনে॥ ৭০১
শচী অতি উনমতী ধায় ঊর্দ্ধমুখে
এ ভূমি আকাশ শচীর জুড়িলেক শোকে॥
আর্ত্তনাদে ডাকে শচী - আরে অবধূত।
কোথা থুয়ে এলি মোর নিমাই সোণার সুত॥
ইহা বলি কান্দে শচী বুকে কর হানে।
টলমল করে - নাহি চাহে পথ-পানে॥ ৭০২॥
শচী দেখি অভ্যুত্থান করিলা ঠাকুর।
শচী বলে—মোর পুত্র আইসে কতদূর॥
নিত্যানন্দ বলে—খেদ না করিহ চিতে।
আমারে পাঠালো তোমা-সবাকারে নিতে॥
অদ্বৈত-আ র্য্য-ঘরে রহিবে ঠাকুর
খেদ না করিহ দেখা হইবে অদূর॥ ৭১৩॥
চলহ সকল লোক প্রভু দেখিবারে।
সেইমনে সেইক্ষণে সর্ব্বলোক চলে॥
বাল-বৃদ্ধ যুবক-যুবতী ধীর জন।
মূর্খ কিবা তপস্বী - চলিলা সর্ব্ব জন॥
শচী আগে আগে ধায় গায়ে হৈল বল।
আনন্দে চলিয়া যায় বৈষ্ণব সকল॥ ৭০৪॥
অদ্বৈত আচার্য্য-ঘরে উত্তরিল গিয়া।
ভাঙ্গিল কাঁকালি তারা প্রভু না দেখিয়া॥
অদ্বৈত আচার্য্যে কথা পুছে নিত্যানন্দ।
তোমার আশ্রমে প্রভু করিলা নির্ব্বন্ধ॥৭০৫॥
আমারে পাঠাইয়া দিল এ সবারে নিতে।
আর কিছু নাহি জানি কি আছে তার চিতে॥
ইহা বলি দোঁহে মেলি করে কোলাকুলি।
গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস শুনি অদ্বৈত বিকলী॥
মুই অভাগিয়া—সঙ্গ না পাইল তার।
কবে তার চাঁদমুখ দেখিব সে আর॥ ৭০৬॥
শচী উনমতী পুছে তখনি-তখনি।
সর্ব্ব জন বলে প্রভু আসিবে এখনি॥
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল সর্ব্ব জনের হৃদয়ে
আইলা ত মহাপ্রভু হেনই সময়ে॥৭০৭॥
আছিল-অধিক কোটি গুণ দেহ-ছটা।
আর তাহে চন্দন-উজ্জ্বল-দীর্ঘ-ফোটা॥
গোরা গায়ে অরুণ বসন উজিয়ার।
প্রভাতের সূর্য্য জিনি বরণ তাহার॥
দণ্ড-করে আইসে প্রভু সিংহের গমনে।
দেখিয়া সকল লোক পড়িলা চরণে॥৭০৮॥
হিয়া জুড়াইল দেখি অঙ্গের ছটাকে।
পাসরিল সর্ব্ব লোক দুঃখ লাখে লাখে॥
আনন্দে ভরল হিয়া নাহি শোক দুখ।
একদৃষ্টে চাহে সবে বিশ্বম্ভর-মুখ॥
প্রাণ হারাইলে যেন প্রাণ পায় জনে।
ধন হারাইলে যেন ধনী পায় ধনে॥৭০৯॥
পতি হারাইলে যেন পতিব্রতাগণ।
সুখী যেন পুনর্ব্বার পাইয়া দরশন॥
জল ছাড়ি মৎস্য যেন ছটফট করে
আচম্বিতে জল পাইলে যেন কুতূহলে॥

৭০৩। "ঠাকুর"=শ্রীনিত্যানন্দ। 'অদূর"=শীঘ্র।
৭০৪। "সেইমনে"=সেইরূপেই; যেমন আছে সেই ভাবেই। ৭০৫। "করিলা নির্ব্বন্ধ"=আসিবেন বলিয়া ঠিক করিয়া দিলেন। "তারা" = তাদের।
৭০৯। "ছটাকে"=জ্যোতি।
৭১০। "কুতূহলে"=আহ্লাদ করে।

এইমত সব জন গৌরাঙ্গ দেখিয়া।
পুলকে আকুল অঙ্গ হরষিত-হিয়া ॥ ৭১০ ॥
প্রেমায় ভরল লোক নাহি শোক দুখ।
এক-দিঠে চাহে শচী গোর চাঁদ-মুখ ॥
আইস আইস বাপ হাপুতীর পুত।
অনাথিনী করি কোথা গিয়াছিলা সুত ॥
ঘরে লৈয়া যাব তোরে রাখিব সম্বরি।
সন্ন্যাসের বেশ তোর সব পরিহরি ॥ ৭১১ ॥
মায়ের কান্দনা দেখি জগত-ঈশ্বর।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা বিশ্বম্ভর ॥
মায়েরে কহিল—আর না কান্দহ তুমি।
তোমার কান্দনায় চিত্তে দুঃখ পাই আমি ॥
ইহা বলি শোক দূর কৈল ভগবান্।
শচীহ আপন শোক কৈল নিবারণ ॥৭১২॥
যতেক আছিল শোক কিছু নাহি চিতে।
অমিয়া সিঞ্চিল মুখ দেখিতে দেখিতে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য-গোসাঁই আনন্দ-হিয়ায়।
দিব্যাসনে বসাইলা প্রভু গোরারায় ॥
পাদ প্রক্ষালন করি মুছায় বসনে।
পাদোদক পান কৈল সব নিজ-জনে ॥৭১৩॥
জয় জয় ধ্বনি শুনি হরি হরি বোল।
সকল বৈষ্ণব-হিয়ায় আনন্দ-হিল্লোল ॥
তেজ দেখি আনন্দিত হৈলা হরিদাস।
মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস ॥
দণ্ড-পরণাম করে ভুমিতে পড়িয়া।
ছলছল করে আঁখি বদন দেখিয়া ॥৭১৪ ॥
প্রেমে গদগদ স্বর অঙ্গ পুলকিত।
মৈল-শরীরে জীউ আইল আচম্বিত ॥

হেনমনে নিজ-জনে দেখি গোরারায়।
কৃপাদিঠে চাহে—দয়া বাড়িল হিয়ায় ॥ ৭১৫ ॥
কারো নিজ-করে প্রভু পরশন করে।
হাসিয়া সম্ভাষে কাহো কোলে চাপি ধরে ॥
যারে যেন অভিমত করয়ে ঠাকুর।
সবার হৃদয়ে প্রেম বাড়িল প্রচুর ॥
হৃষ্ট হৈলা সব জন—দূরে গেল শোক।
আনন্দে মঙ্গল-ধ্বনি—হরি বলে লোক ॥
অদ্বৈত আচার্য্য-গোসাঁই ভক্ত সুচতুর।
তাহার আশ্রমে ভিক্ষা করিলা ঠাকুর ॥ ৭১৭॥
পাক কৈল শচীমাতা জগত-জননী।
আনন্দে ভাসিলা সীতাদেবী নারায়ণী ॥
ভোজন করায় অদ্বৈত বড় পরিপাটী।
সকল ব্যঞ্জন পত্রে দিল মিঠিমিঠি ॥
ভোজন করয়ে প্রভু ত্রিদশের রায়।
দেখিয়া সকল ভক্ত আনন্দ-হিয়ায় ॥ ৭১৮ ॥
তবে সব জন যার যেই অনুরূপ।
ভোজন করিলা সবে আনন্দ-কৌতুক ॥
সন্ন্যাস করিলা প্রভু কারো নাহি মনে।
আনন্দে গোঙায় দিনরাত্রি সঙ্কীর্ত্তনে ॥
সঙ্কীর্ত্তনে ভোরা প্রভু নিজ গুণ গায়।
আনন্দ-হৃদয়ে আপে নাচয়ে নাচায় ॥ ৭১৯ ॥
নাচে নিত্যানন্দ আর নাচে হরিদাস।
মুরারি মুকুন্দ নাচে আর শ্রীনিবাস ॥
গদাধর নরহরি নাচে তার পাশ।
বাসুদেব ঘোষ নাচে গদাধর দাস ॥ ৭২০ ॥
সব ভক্ত নাচে মোর গৌরাঙ্গ বেড়িয়া।
গণিতে না পারি তা-সবার নাম লৈয়া ॥

৭১১। "সম্বরি" =অতি যত্ন করিয়া।
"সব পরিহরি" =সব ত্যাগ করাইয়া।

৭১৫। "মৈল-শরীরে" =মরা দেহে।
"হেনমনে" =এইরূপে।

অনন্ত গৌরাঙ্গ-সঙ্গী কে বর্ণিতে পারে।
সবাই বেড়িয়া নাচে প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥৭২১॥
শচী সুখে দেখে সীতা-নারায়ণী-সঙ্গে।
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে পুত্র-সনে রঙ্গে ॥
সবার অন্তরে প্রেম বাড়িল অপার।
অশ্রু কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক-বিকার ॥
সবার হৃদয়ে ভেল আনন্দ-উল্লাস।
ঐছন শুনিয়া সুখী এ লোচন দাস ॥ ৭২২ ॥

ভাটিয়ারি রাগ।

ভাইয়া আরে আরে গোরা গোসাঁইর
মহিমা গুণ গাও ॥ ধ্রু ॥

এইমনে শুভরাত্রি সুপ্রভাত হৈল।
প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভু আসনে বসিল ॥
দণ্ড করে যেন সর্ব্ব রাজ্যের ঈশ্বর
অরুণ বসন অঙ্গে করে ঝলমল ॥
যত নিজ-জন কাছে আছয়ে বসিয়া।
হাসি হাসি কহে প্রভু সবা সম্বোধিয়া ॥৭২৩॥
শ্রীনিবাস আদি করি যত ভক্তগণ।
আপন-আশ্রমে সবে করহ গমন ॥
নীলাচল যাব জগন্নাথ-দরশনে।
দয়া করে যদি প্রভু প্রসন্ন-বদনে ॥
তোমরা থাকিবে—আজ্ঞা করিবে পালন।
নিরন্তর দিবানিশি করিবে কীর্ত্তন ॥৭২৪॥
হরিনাম ভক্তসেবা করিবে স্থাপন।
এই ধর্ম্ম করি যেন তরে সর্ব্বজন ॥
নির্ম্মৎসর অন্তর হইবে সর্ব্বজন।
সবে সবাকার মন ক'রো আরাধন ॥ ৭২৫ ॥

এ বোল বলিয়া প্রভু উঠিলা সত্বরে।
বাহু মেলি সবাকারে আলিঙ্গন করে ॥
প্রেম-জলে দু'নয়ান করে ছলছল।
সকরুণ কণ্ঠ ভেল গদগদ-স্বর ॥
হেনই সময়ে সে চতুর হরিদাস।
দন্তে তৃণ ধরি পড়ে পদাম্বুজ-পাশ ॥ ৭২৬ ॥
অতি আর্ত্তনাদে কান্দে সকরুণ-স্বরে।
শুনিতে সকল-লোক হৃদয় বিদরে ॥
ব্যথিত হইল প্রভু সজল-নয়ন।
কাতর-অন্তরে কিছু কহয়ে বচন ॥
এইমত ভাগ্য মোর হবে কতদিনে।
পড়িয়া কান্দিব জগন্নাথের চরণে ॥৭২৭॥
কহিব কাতর-বাণী পদাম্বুজ পাইয়া।
সফল করিব আঁখি শ্রীমুখ দেখিয়া ॥
এ বোল বলিতে চারিপাশে ভক্তগণ।
ভূমেতে পড়িয়া সবে করয়ে রোদন ॥
চেতন হরিল শচী—কান্দিতে না পায়।
ধরিবারে চাহে নিজ-পুত্রের গলায় ॥
কেহো পায়ে ধরি কান্দে - আউদড় চুলি।
অনেক যতনে প্রভু আপনা সম্বরি ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
প্রভুরে কহিতে কিছু করিল প্রবন্ধ ॥
স্বতন্ত্র ঠাকুর তুমি মো-সব অধীন।
দীন দুরাচার পাপী তাহে ভক্তিহীন ॥৭২৯॥
কি বলিতে পারি প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
এখন ছাড়িয়া যাহ নিজ-সব দাস ॥
একেশ্বর কেমনে চলিয়া যাবে পথে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কাহাতে ॥

৭২৫। "নির্ম্মৎসর-অন্তর"=বিদ্বেষশূন্য-মন।
"মন ক'রো আরাধন" = মনের আনন্দ-বিধান করিও। ৭২৯। "আউদড়"=এলোমেলো।
৭৩০। "একেশ্বর"=একলা।

শচীর দুলাল তুমি দুল্লিল-চরিত।
দু'খানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত॥ ৭৩০॥
ভক্তজন-নয়ন-অমিয়া-দিঠিপাতে।
এ দেহে প্রেমার তরু বাঢ়ে হাতে হাতে॥
অনেকে আছিল প্রেমফল প্রতিআশে।
সন্ন্যাস করিয়া এবে করিলা নৈরাশে॥
পাপিষ্ঠ শরীরে প্রাণ না যায় ছাড়িয়া।
ঘরে চলি যাব তোরে বিদায় করিয়া॥ ৭৩১॥
এখনে চলিয়া যাব মো-সব অধম।
তোর ধর্ম্ম নহে—তুমি পতিতপাবন॥
করুণা-কর্দ্দমে তনু গড়িয়াছে বিধি।
বিনোদ-বিলাস লীলা দিয়া নানা নিধি॥
কেবল পরম প্রেমা তাহে জীবন্যাস
ত্রৈলোক্য-অদ্ভুত-রূপ করিল প্রকাশ॥
উপমা দিবারে নাহি ত্রৈলোক্য-ভিতর।
তোমার নিষ্ঠুর বাণী জগত কাতর॥ ৭৩২॥
এমত করিতে প্রভু না জুয়ায় তোরে।
আপনে রোপিয়া বৃক্ষ কাট কেনে মূলে॥
যে যায় তাহারে লহ সংহতি করিয়া।
নহে বা মরিবে সবে আগুনে পুড়িয়া॥
হের দেখ তোর মাতা শচী অনাথিনী।
সহিতে না পারি উহার বিনাইয়া কান্দনি ৭৩৩
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
শূন্য হৈল নবদ্বীপ নগরে বাজারে॥
শূন্য হেন লাগে সর্ব্ব বৈষ্ণবের ঘর।
সবাকার বাড়ী যেন যোজন অন্তর॥
যেখানে বসিয়া সে কহিতে নিজ-কথা।
দেখিলে মরিব—আর নাহি যাব তথা॥৭৩৪॥

রহস্য-বিনোদ-কথা না শুনিব আর।
না দেখিব নৃত্যাবেশ—প্রেমার প্রচার॥
নাচিবার বেলে আর না করিব কোলে।
না দেখিব অরুণ-নয়নে প্রেমজলে॥
হুহুঙ্কার-শব্দামৃত না শুনিব আর।
কে মোর রোধিল কর্ণ-নয়ান-দুয়ার॥
কেমনে না দেখি জীব' তোর মুখচান্দ।
নয়ান থাকিতে কেবা করিলেক আন্ধ॥ ৭৩৫॥
না দিহ বিদায় প্রভু! যাব তোর সঙ্গে।
তোমার নিঠুর বাণী পোড়ায় সব অঙ্গে॥
আহিড়ী ঘণ্টার রব যেমন করিয়া।
কাছে মৃগী আইসে - তারে মারয়ে ধরিয়া॥
তেমতি তোমার প্রেম বুঝিল এখন।
লোভ দেখাইয়া পাছে মার কি কারণ॥ ৭৩৬॥
তোমার বিচ্ছেদে ভক্ত সবাই মরিবে।
ভকত-বৎসল নাম কেমনে ধরিবে॥
শচীরে বিদায় দিবে করি কোন্ যুক্তি।
তাহার সমীপে ইহা কহে কোন্ ব্যক্তি॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মরিব শবদমাত্র শুনি।
এ কথার সম্বিধান করহ আপনি॥ ৭৩৭॥
এতেক বচন যদি ভক্তগণ বৈল।
করুণ অন্তরে প্রভু কহিতে লাগিল॥
শুনহ সকল ভক্ত বচন প্রচুর।
কোনো কালে তো-সবারে নহিব নিঠুর॥
নীলাচলে বাস আমি করিব সর্ব্বথা।
সর্ব্বদা আসিবে যাবে দেখা পাবে তথা॥
আছিল-অধিক সুখ বাঢ়িবে অপার।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে ভাসিব সংসার॥

৭৩০। "দুল্লিল-চরিত"=অত্যন্ত আদরে।
৭৩২। "করুণা… … …বিধি"=সমস্ত দেহই করুণাময়। "কেবল… …জীবন্যাস"=সেই দেহে পরম প্রেমই হইল জীবন-স্বরূপ।

কাহারো হৃদয়ে না রাখিব দুঃখ শোক।
সঙ্কীর্ত্তন-সমুদ্রে ডুবাব সর্ব্ব লোক ॥ ৭৩৯ ॥
কিবা ভক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা মাতা শচী।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি ॥
এ বোল শুনিয়া সবে পড়িলা চরণে।
সত্য কর প্রভু! যেই কহিলা বচনে ॥
সত্য সত্য বলি প্রভু বলে বারবার।
নীলাচল বাস সত্য হইবে আমার ॥ ৭৪০ ॥
শচীদেবী দাঁড়াইতে নারে স্থির হৈয়া।
দাঁড়াইল দু'জনার দু'হাত ধরিয়া ॥
নিদারুণ হৈয়া কোথাকারে যাবে তুমি।
তোরে না দেখিলে বাপ! মরি যাব আমি ॥
সবে তোর বদন দেখিব কতবার।
আমি অভাগিনী মুখ না দেখিব আর ॥ ৭৪১ ॥
সবার প্রবোধ বাছা! করিলা আপনে।
আমারে প্রবোধ তুমি দিবে রে কেমনে ॥
আমার দ্বিতীয় কেহো নাহিক সংসারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া শেলামাত্র বুকের ভিতরে ॥
হাসিয়া কহেন প্রভু সকরুণ হিয়া।
মিছা শোকে মর পূর্ব্ব জ্ঞান পাসরিয়া ॥৭৪২ ॥
চলি যাহ – শোক কিছু না করিহ চিতে।
নির্ম্মৎসর হই রহ এ-সব সহিতে ॥
দণ্ডবত করি প্রভু মায়ের চরণে।
প্রবোধ করিলা তাঁরে কথার বিধানে ॥
মায়ে প্রবোধিয়া প্রভু বলে হরিবোল।
সত্বরে চলিলা—উঠে ক্রন্দনের রোল ॥ ৭৪৩ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে চলি যায়।
দণ্ড দুই গিয়া প্রভু পাছে পাছে চায় ॥
দাঁড়াইলা মহাপ্রভু আচার্য্য-বিলম্বে।
উত্তরিল আচার্য্য কাঁকালি-অবলম্বে ॥
বয়ান বিরস—ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়।
কাতর-অন্তরে কিছু প্রভুরে সুধায় ॥ ৭৪৪ ॥
তুমি পরদেশে যাবে এই বড় দুখ।
তা' হ'তে অধিক এক পোড়ে মোর বুক ॥
আপন-অন্তর-কথা করিয়ে গোচর।
নিশ্চয় কহিবে প্রভু! ইহার উত্তর ॥
তোর নিজ-জন যত তোমার বিচ্ছেদে।
কান্দয়ে কাতর হৈয়া পদ-অরবিন্দে ॥৭৪৫॥
আমার পাপিষ্ঠ হিয়া না দরবে কেনে।
এ কাঠ-কঠিন—অশ্রু নাহিক নয়ানে ॥
আমার সমান আর নাহি দুরাচার।
তোমার বিচ্ছেদে প্রেম না উঠে আমার ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসি কৈল কোলে।
কহিব ইহার তত্ত্ব—শুন মোর বোলে ॥ ৭৪৬ ॥

৭৩৪। "নিজ-কথা"=আপন কথা অর্থাৎ কৃষ্ণ-কথা, কেননা তিনিই হইলেন কৃষ্ণ।

৭৩৬। "আহিড়ী ... ... করিয়া"=ব্যাধ যেমন বংশীধ্বনি করিয়া। "মৃগী"=হরিণী।

৭৩৭। "সম্বিধান"=উপায়; প্রতীকার; সমাধ্যন।

৭৩৯। "আছিল-অধিক" = যা ছিল তার চেয়ে বেশী। ৭৪২। "প্রবোধ"=সান্ত্বনা।

৭৪৪। "আচার্য্য-বিলম্বে" = মহাপ্রভুর নিকট শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর পেঁ'ছিতে বিলম্ব হওয়ায়।

"উত্তরিল"=আসিলেন।

"কাঁকালি" অবলম্বে" = কোমর ধরিয়া অর্থাৎ অতিকষ্টে, কারণ শোকে আর নড়িতে পারেন না।

৭৪৬। "এ কাঠ-কঠিন" = আমার হৃদয় কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন; পাষাণ-হৃদয়।

তোমার প্রেমায় আমি স্থির হৈতে নারি।
তে কারণে তোর প্রেমা গাঁঠিতে সম্বরি ॥
ইহা বলি আউলাইলা বসনের গ্রন্থি।
প্রেমায় বিভোর সে আচার্য্য মনে চিন্তি ॥
নয়ন সাগরে বহে পাঁচ সাত ধারা।
নির্ভর প্রেমায় সম্বেদন নাহি তারা ॥ ৭৪৭ ॥
পড়িল অদ্বৈত প্রভু শ্রীচৈতন্য বলি।
চৈতন্য-বিয়োগে গড়াগড়ি যায় ধূলি ॥
দেখিলেন মহাপ্রভু অদ্বৈত-বিলম্ব।
পুন গাঁঠি বান্ধে প্রভু অদ্বৈত-সম্বন্ধ ॥
আস্তে-ব্যস্তে সম্বরণ করয়ে ঠাকুর।
সম্বরণ কৈল তবে আচার্য্য চতুর ॥ ৭৪৮ ॥
এই ত কারণে তোর প্রেমা উঠে নাই।
তোমার প্রেমায় আমি চলিতে না পাই ॥
তোর প্রেমার বশ আমি— শুনহ আচার্য্য।
পূর্ব্ব সোঙরিয়া বিথারহ নিজ-কার্য্য ॥ ৭৪৯ ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
সকল বৈষ্ণব গেলা আপনার ঘর ॥
কহয়ে লোচন দাস গোরা-ঠাকুরাল।
সন্ন্যাস নহে ত—বুকে রহি গেল শাল ॥ ৭৫০

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীনীলাচল যাত্রা

ভাটিয়ারি রাগ।

সবারে বিদায় দিয়া চলিলা ঠাকুর।
শূন্যাকার হৈল সব নবদ্বীপ-পুর ॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর অবধূত-রায়।
নরহরি আদি জন-কত সঙ্গে যায় ॥
শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর।
এই নিজজন-সঙ্গে চলিলা ঈশ্বর ॥ ৭৫১ ॥
জগন্নাথ দোলেতে দেখিব মনে করি।
সত্বরে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি ॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু চলি যায় পথে।
টলমল করে তনু—না পারে হাঁটিতে ॥
ক্ষণে শীঘ্রগতি ধায় সিংহ-পরাক্রমে।
ক্ষণে হুহুঙ্কার দেই বলে হরিনামে ॥ ৭৫২ ॥
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় সকরুণ কান্দে।
ক্ষণে মালসাট্ মারে প্রেমার উন্মাদে ॥

৭৪৭। "গাঁঠিতে সম্বরি"=বসনে বাঁধিয়া যত্ন পূর্ব্বক বহন করি অর্থাৎ আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

"আউলাইলা বসনের গ্রন্থি" = কাপড়ের গিরো (গাইট) খুলিয়া দিলেন; তখন শ্রীঅদ্বৈত-চাঁদ তাঁহার প্রেম ফিরিয়া পাইলেন।

"সম্বেদন নাহি তারা"=ঐ অশ্রুধারার আর নিবৃত্তি নাই।

৭৪৯। "এই ত... ...পাই=তোমার প্রেমের বশে আমি বন্ধ হইয়া যাই, আর নড়িতে পারি না, সে কারণে তোমার প্রেম আকর্ষণ পূর্ব্বক আমি বসনে গাঁঠি দিয়া বাঁধিয়া লইয়াছিলাম বলিয়া তোমার আর প্রেমের উদয় হইতে পারে নাই।

"পূর্ব্ব সোঙরিয়া"=পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া অর্থাৎ তুমি যে বলিয়াছিলে আমি কৃষ্ণকে আনিয়া আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করাইব ও তদ্দ্বারা জগতের দৈন্য-দশা ঘুচাইব, সেই কথা স্মরণ করিয়া।

"বিথারহ"=বিস্তার কর; সম্পাদন কর।

"নিজ-কার্য্য"=প্রেম-বিতরণের কার্য্য।

৭৫০। "কহয়ে... ...শাল"=গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীলোচন দাস-ঠাকুর বলিতেছেন, শ্রীগৌর-ভগবান্ তদীয় ঐশ্বরিক-শক্তি প্রভাবে এই যে সন্ন্যাস করিলেন, ইহা ত তাঁহার সন্ন্যাস করা নহে, ইহা সকলের বুকে শেল মারা হইল।

৭৫২। "দোলে"=দোলযাত্রায়।

অরুণ-নয়ানে জলধারা অবিরল।
বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলেবর॥
ক্ষণেক মন্থর গতি—অলৌকিক কহে।
ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে—দাঁড়াইয়া রহে॥ ৭৫৩॥
যদি বা কখন ভক্ষ্য উপসন্ন হয়।
নিবেদিত নহে বলি কিছুই না খায়॥
অনেক যতনে দুই তিনে করে ভিক্ষা।
লোক-অনুগ্রহে সে প্রকাশে লোক-শিক্ষা॥
সব-নিশি-জাগরণে লয় হরিনাম।
ডাকিয়া পড়য়ে এই শ্লোক গুণধাম॥ ৭৫৪॥

তথাহি—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥৭৫৫॥

এই শ্লোক সুমধুর-স্বরে পড়ে পঁহু।
প্রেমানন্দে গদগদ হাসে লহু লহু॥
দোলে জগন্নাথ দেখিবারে যাত্রিগণ।
প্রভু-সঙ্গে যায় তাহা আনন্দিত-মন॥
এককালে একঠাঁই যাত্রিক-সমূহ।
পথে রাখিয়াছে দানী পাপিষ্ঠ দুরূহ॥ ৭৫৬॥
অনেক যন্ত্রণা দুঃখ দিছে তা-সবারে।
আগে গিয়াছিলা প্রভু লেউটে সত্বরে॥
অবধূত গদাধর পণ্ডিত বিস্ময়।
কি কারণে প্রভু পুন লেউটিয়া যায়॥ ৭৫৭॥
চিন্তিতে চিন্তিতে তারা যায় পাছে পাছে।
কতদূরে দেখে দানী যাত্রী রাখিয়াছে॥

কারণ দেখিয়া তারা ভেল চমকিত।
পুলকে ভরল অঙ্গ—অতি আনন্দিত॥
যাত্রিক দেখিয়া প্রভু করুণ-বদন।
সত্বরে চলিলা মত্তসিংহের গমন॥ ৭৫৮॥
প্রভুকে দেখিয়া যাত্রী কান্দে উভরায়।
ত্রাস পাইয়া শিশু যেন মার কোলে ধায়॥
দীন বন-জন্তু যেন দগ্ধ দাবানলে।
সন্তপ্ত হইয়া পড়ে জাহ্নবীর জলে॥
প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে যাত্রিগণ।
দেখিয়া পাপিষ্ঠ দানী গণে মনেমন॥ ৭৫৯॥
এরূপ মানুষ নাহি জগত ভিতর।
এই নীলাচল-চন্দ্র—জানিল অন্তর॥
ইহা সবাকারে আমি দিলুঁ এত দুখ।
কি করয়ে নাহি জানি—ভয়ে কাঁপে বুক॥
এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাদানী।
প্রভুর চরণে পড়ি বলে কাকু-বাণী॥ ৭৬০॥
ছাড়িলুঁ যাত্রিকগণ—না সাধিব দান।
অন্তরে জানিলে প্রভু—তুমি ভগবান্॥
ইহা বলি চরণে পড়িয়া সেই কান্দে।
তাহার মাথায় দিল চরণারবিন্দে॥
কম্প গদগদ-স্বরে নানা স্তব করে।
বিষয়ী বলিয়া ঘৃণা না করিহ মোরে॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু মুচকি হাসিয়া।
সুখে চলি যান যাত্রিগণে ছাড়াইয়া॥
হেনই সময়ে কতদূরে এক দানী।
ডাকিতে ডাকিতে আইসে উভ করি পাণি॥

৭৫৪। "দুই তিনে"=দুই তিন দিন পরে।
"ভিক্ষা"=ভোজন; সন্ন্যাসীর ভোজনকে ভিক্ষা বলে।

৭৫৮। "রাখিয়াছে"=আটক করিয়াছে।

"কারণ দেখিয়া"=প্রভুর ফিরিয়া যাইবার কারণ বুঝিতে পারিয়া।

৭৫৯। "উভরায়"=উচ্চৈঃস্বরে। "ত্রাস=ভয়।

৭৬২। "উভ করি পাণি"=হাত ঊর্ধ্ব করিয়া।

দেখিয়া ঠাকুর তাহে উভ কৈল বাই।
হাতসানে সেই দানী রহে সেই ঠাঁই ॥ ৭৬২ ॥
ঝরঝর নয়ন—পুলক কলেবর।
'হরে কৃষ্ণ' নাম সেই বলে নিরন্তর ॥
দেখি নিত্যানন্দ-গদাধরের উল্লাস।
গৌরাঙ্গ-চরিত্র কহে এ লোচন দাস ॥ ৭৬৩ ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

ভাইরে! গাও গাও গোরা-গোসাঁইর গুণ শুনি।
আহো রে আহো রে! রাঙ্গা-চরণ-কমল কর ইচ্ছা।
জগতে যতেক দেখ, আপনা করিয়া লেখ, হো হো হো হো হো হো রে ভাই! সে পুন সকলি শুধু মিছা ॥ তাই বলি ভাই! ভাই রে! গাও গাও গোরা-গুণ শুনি ॥ ধ্রু ॥

এইমনে মহাপ্রভু চলি যায় পথে।
যেখানে যে দেবস্থল দেখিতে দেখিতে ॥
রহি রহি যায় প্রভু প্রতি গ্রামে গ্রামে।
নর্ত্তন করিয়া সব দেবতার স্থানে ॥
এক অদভুত কথা শুন তার মাঝে।
যে করিলা নিত্যানন্দ অবধূত-রাজে ॥ ৭৬৪ ॥
নিত্যানন্দ করে দণ্ড দিয়া গৌরহরি।
কিছু আগে গেলা নিত্যানন্দ পাছু করি ॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু—যায় মহাবেগে।
আপনা পাসরে কৃষ্ণপ্রেম-অনুরাগে ॥ ৭৬৫ ॥
গদাধর আদি যত জন সঙ্গে যায়।
দেখি নিত্যানন্দ আরো দূরে পাছু হয় ॥
গণিতে গণিতে নিতাই যায় ধীরে ধীরে।
মোর বিদ্যমানে প্রভু দণ্ড হাতে ধরে ॥

সেহেন সুন্দর বেশ—ত্রৈলোক্য-মোহন।
ছাড়িয়া ধরিল দণ্ড—সহিব কেমন ॥ ৭৬৬ ॥
সন্ন্যাস করিল প্রভু মুণ্ডাইল মাথা।
চিরদিন রহিবে দারুণ এই ব্যথা ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে দুঃখ বাঢ়িল বিস্তর।
ভাঙ্গিলেন থুইয়া দণ্ড উরুর উপর ॥ ৭৬৭ ॥
ভগ্ন দণ্ড তুলিয়া ফেলিল লৈয়া জলে।
প্রভুর তরাসে পাছু ধীরে ধীরে চলে ॥
কতক্ষণে একত্র হইলা দুই জনে।
সুধাইল প্রভু—দণ্ড না দেখিয়ে কেনে ॥
প্রভুর সঙ্কোচে কিছু না দেয় উত্তর।
বিস্ময় লাগিল প্রভু চিন্তয়ে অন্তর ॥ ৭৬৮ ॥
পুনরপি পুছে প্রভু—দণ্ড থুইলে কোথা।
দণ্ড না দেখিয়া হিয়ায় পাও বড় ব্যথা ॥
এ বোল শুনিয়া কহে নিত্যানন্দ-রায়।
তোর করে দণ্ড দেখি পোড়ো মো হিয়ায় ॥
সন্ন্যাস করিলে একে মুড়াইলে মুণ্ড।
তাহার অধিক দুখ—কান্ধে কর দণ্ড ॥ ৭৬৯ ॥
সহিতে না পারি ভাঙ্গি ফেলাইল জলে।
যে কর সে কর—গদগদ-ভাষে বলে ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু হৈয়া দুঃখিত!
রুষিয়া কহিল—সব কর বিপরীত ॥ ৭৭০ ॥
মোর দণ্ডে বৈসে যত মোর দেবগণ।
হেন দণ্ড ভাঙ্গি কি সাধিলে প্রয়োজন ॥
তুমি সদা উনমত—বুদ্ধি স্থির নয়।
বাতুলের প্রায় রীত—বালক-আশয় ॥
পাণ্ডিত্য-ধর্ম্মেতে ধর্ম্মী নহ কদাচিত।
আশ্রম ছাড়া সে কার্য্য কর বিপরীত ॥ ৭৭১ ॥

"বাই"=বাহু। [৭৭১। "বালক-আশয়"= বালক-স্বভাব! চঞ্চল-প্রকৃতি।

৭৭২। "দেবতা-আশ্রয়-পাড়ায়" = দেবতার আশ্রয়-স্থল নষ্ট করিলে।

দেবতা-আশ্রম-পীড়ায় নাহি জান দোষ।
কিছু যদি বলি তবে কর মহারোষ॥
এ বোল শুনিয়া নিত্যানন্দ পহুঁ হাসে।
প্রভুরে কহয়ে কিছু গদগদ-ভাষে॥
দেবতা-আশ্রম-পীড়া নাহি করি আমি।
ভাল কৈল মন্দ কৈল—সব জান তুমি॥ ৭৭২॥
তোর দণ্ডে বৈসে যত তোর দেবগণে।
কান্ধে করি লৈয়া যাহ—সহিব কেমনে॥
তুমি তার ভাল কর আমি করি মন্দ।
কি কারণে তোর সনে করিব আর দ্বন্দ্ব॥
অপরাধ কৈলুঁ—দোষ ক্ষম এইবার।
তোর নামে নিস্তারয়ে সকল সংসার॥ ৭৭৩॥
তোর অধিক পতিত-পাবন নাম তোর।
এই অপরাধ ক্ষমা করিবে সে মোর॥
নামমাত্র নিস্তারয়ে জগতের লোক।
সন্ন্যাস করিলে ভক্তগণে বড় শোক॥
সেহেন সুন্দর কেশে মুণ্ডাইলে মাথা।
ভক্তজন-হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথা॥ ৭৭৪॥
মোর প্রাণ পোড়ে নিরন্তর ইহা দেখি।
হয় নয় পুছ সর্ব্ব ভক্ত ইথে সাখী॥
ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড ভক্তগণ-দুখে।
দণ্ড নহে—শেল সে আছিল মোর বুকে॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু না দিল উত্তর।
বিরস-বদন কিছু—হরিষ-অন্তর॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু সর্ব্ব রস জানে।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড এ লোচন গানে॥৭৭৫॥

ভাটিয়ারি রাগ। দিশা।

ভাই রে! গোরা-গোসাঁইর মহিমা গাণ গাও॥ মূচ্ছা॥
আরে ভাইয়া প্রাণ-ভাইয়া রে! সংসার-বাসনা না করিহ
জগতে যাবত জীও, মহাপ্রভুর চরণ না ছাড়িহ॥ ধ্রু॥

এইমতে মহাপ্রভু পথে চলি যায়।
তবে এক পুণ্যক্ষেত্র দেখিবারে পায়॥
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান—দেখি শ্রীমধুসূদন।
প্রেমার আবেশে প্রভু আনন্দিত-মন॥
এইমনে কতদিন পথে চলি যায়।
উত্তরিলা মহাপ্রভু গ্রাম রেমুণায়॥ ৭৭৬॥
মহাপুরী রেমুণাতে আছয়ে গোপাল।
দেখিবারে যায় প্রভু—আনন্দ অপার॥
পূর্ব্বে বারাণসী-তীর্থে উদ্ধব-স্থাপিত।
ব্রাহ্মণেরে কৃপা-ছলে এথা উপনীত॥
ইহা বলি পুনঃপুন করে নমস্কার।
উদ্ধবের প্রভু বলি করে হুহুঙ্কার॥৭৭৭॥
নয়ন সফল আজি—দেখিল ঠাকুর।
উদ্ধব সম্বন্ধে প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর॥
'উদ্ধব উদ্ধব' বলি ডাকে আর্ত্তনাদে।
প্রেমায় বিহ্বল—ক্ষণে ভূমে পড়ি কাঁদে॥
অরুণ নয়ানে নীর ঝরে অনিবার।
পুলকে পূরিল অঙ্গ কম্প বারে বার॥৭৭৮॥
উদ্ধবের প্রভু বলি প্রদক্ষিণ করি।
নিজজন-সঙ্গে নাচে বলি হরি হরি॥
উথলিল প্রেমসিন্ধু বাঢ়িল উল্লাস।
প্রেমায় ছাইল সব এ ভূমি আকাশ॥৭৭৯॥
আনন্দে দেবতা সব চাহে অন্তরীক্ষে।
অনিমিখ-আঁখে তারা প্রভুকে নিরীখে॥
সহস্র-নয়ানে ইন্দ্র চাহে একদিঠে।
অমৃত-অধিক গোরা-অঙ্গ লাগে মিঠে॥ ৭৮০॥
হেনই সময়ে সেই মূরতি-গোপাল।
মস্তক-উপরে পুষ্প-মুকুট তাহার॥
আচম্বিতে মস্তকের মুকুট খসিতে।
ভূমিরে পড়িতে প্রভু ধরিলেন হাতে॥৭৮১॥

চতুর্দ্দিকে লোক সব হরি হরি বোলে॥
আকাশ পরশে যেন প্রেমার হিল্লোলে॥
দেখিলেন দেবগণ প্রভু বিশ্বম্ভর!
অদ্ভুত দেখিয়া তারা প্রণত-কন্ধর॥ ৭৮২॥
দিনান্ত নাচয়ে প্রভু—নাহিক বিরাম।
সন্ধ্যার সময়ে হৈল নৃত্য-অবসান॥
নানা উপহার দ্রব্য কৃষ্ণে নিবেদিত।
প্রভুর সম্মুখে বিপ্র কৈল উপনীত॥
আনন্দিত মহাপ্রভু লৈয়া নিজ-গণ।
সন্তোষে করিল মহাপ্রসাদ ভোজন॥ ৭৮৩॥
রজনী গোঙায় কৃষ্ণ-কথার আনন্দে।
প্রভাতে চলিলা নিজ-গণ করি সঙ্গে॥
এইমতে প্রভু পথে যাইতে যাইতে।
নদী-বৈতরণী-তীরে গেলা আচম্বিতে॥
স্নান-পানে সেই নদী পরম পাবনী।
আর তাহে স্নান কৈল ঠাকুর আপনি॥৭৮৪॥
তবে চলি যায় প্রভু পরম চতুর।
সাধ বাঢ়ে দেখিবারে বরাহ-ঠাকুর॥
যাহা দেখি সর্ব্বলোক উদ্ধারে দু'কুল।
তারে নমস্করি গেলা গ্রাম যাজপুর॥
যাঁহা যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মা লৈয়া দেবগণ।
ব্রাহ্মণেরে দিল গ্রাম করিয়া শাসন॥৭৮৫॥
মহাপাপী নর যদি সেই গ্রামে মরে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া শিব রূপ ধরে॥

শত শত আছে তাহে মহেশের লিঙ্গ।
তারে নমস্করি যায় গৌর-গোবিন্দ॥
আনন্দ হৃদয়ে যায় বিরজা দেখিতে।
বিরজা-মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে॥ ৭৮৬॥
কোটি কোটি পাতক নাশয়ে দরশনে।
বিরজা দেখিল প্রভু হরষিত-মনে॥
বিরজাকে নমস্করি কহিল বচনে।
দেহ প্রেমভক্তি মোরে কৃষ্ণের চরণে॥
এইমত মহাপ্রভু পথে চলি যায়।
পিতৃপিণ্ড দান কৈল এ নাভিগয়ায়॥ ৭৮৭॥
ব্রহ্মকুণ্ড-জলে স্নান কৈল হরষিতে।
দেব কার্য্য সারি চলে নগর দেখিতে॥
মহা পুণ্যস্থান সেই শিবের নগর।
দেখিতে দেখিতে প্রভু ভৈ গেল নির্ভর॥ ৭৮৮॥
করিতে না পারি সে নগর-পরিপাটী।
ত্রিলোচন আদি করি আছে লিঙ্গ কোটী॥
হেনই সময়ে সেই শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
প্রভুর সাক্ষাতে কহে যে জানয়ে তত্ত্ব॥
এই হইতে দানীকে নাহিক আর ভয়।
আমি সর্ব্ব জানি দুষ্ট যে যেখানে রয়॥ ৭৮৯॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু মুচকি হাসয়।
কি বলিব তোরে মুই তুমি মহাশয়॥
আমি ত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম করিয়াছি আশ্রয়।
দানী কি করিব মোর - কহ ত নিশ্চয়॥

৭৮২। "প্রণত-কন্ধর" = নত-মস্তকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

৭৮৩। 'দিনান্ত"=সমস্ত দিন ধরিয়া।

৭৮৪। "স্নানপানে"' ... '"আপনি"=সেই বৈতরণী-নদীতে স্নান করিলে ও তাহার জল পান করিলে, একে ত উহা স্বতঃই মানুষকে পবিত্র করে, তাহাতে আবার স্বয়ং মহাপ্রভু উহাতে স্নান করিলেন, সুতরাং উহা কি মহা পবিত্র হইল।

৭৮৬। "শিব-রূপ ধরে"=শিব হইয়া যায়। "বিরজা"=বিরজাদেবী।

শুনিয়া মুকুন্দ কিছু ভয় না পাইল।
তবু দুঃখ দেয় প্রভু! —তোমারে কহিল॥
শুনিয়া ঠাকুর বলে - শুনহ মুকুন্দ।
রাখিবে আমার দেহ যতেক কুটুম্ব॥৭৯০॥

তথাহি শান্তিশতকে—

ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং
যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ॥৭৯১॥

শুনিয়া মুকুন্দ ভয় না পাইল চিতে।
কহিল তাহারে প্রভু হাসিতে হাসিতে॥
এতদূর পথ পালি আনিলে আমারে।
ইহা বলি গেলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥ ৭৯২॥
গদাধর আদি করি যত সঙ্গিগণ।
ঠাঁই ঠাঁই গেলা সবে করিতে ভিক্ষাটন॥
হেনকালে এক দানী রাখে তা সবারে।
মহাক্রোধ করি দানী বান্ধে মুকুন্দেরে॥
সারাদিন রাখিয়াছে ক্রোধ নাহি পড়ে।
অনেক যতনে প্রবোধিল সন্ধ্যাকালে॥ ৭৯৩॥
তা-সবার আছিল কম্বল একখণ্ড।
কাড়িয়া লইল সেই পাপিষ্ঠ পাষণ্ড॥
সন্ধ্যাকালে সবে ভিক্ষা করি স্থানে স্থানে।
সঙ্কেত-মণ্ডপে সবে আইলা জনে জনে॥
সেই ত মণ্ডপে আগে আছেন ঠাকুর।
দেখি সর্ব্বজন-হিয়া আনন্দ প্রচুর॥ ৭৯৪॥
চরণে পড়িয়া কান্দে শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
জানিলাম প্রভু তোমার যতেক মহত্ত্ব॥
তোমার সম্মুখে বৈল নাহি দানি-ভয়।
তাহার লাগিয়া মোর এত দুঃখ হয়॥
জানিয়া না জানোঁ মুই— তুমি ভগবান্।
তোমার উপরে আর কে সাধিব দান॥৭৯৫॥
তোমার নাহিক ভয় এ তিন ভুবনে।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কেবা তোমা জানে॥
তোমারে নির্ভয় করিবারে কহি কথা।
ভাল কৈল — দানী মোর করিল অবস্থা॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু গদাধরে পুছে।
প্রত্যক্ষ কহিল দানী যত করিয়াছে॥ ৭৯৬॥
শুনিয়া ঠাকুর বৈল — নহ উতরোল।
'ভাল হৈব' বলি মাত্র বৈল এক বোল॥
সেই রাত্রে সেই দেশে দানীর ঈশ্বর।
স্বপ্নে দেখা দিল তারে শচীর কোঙর॥
ক্ষীরোদ-সমুদ্রে দেখে অনন্ত-শয়নে।
লক্ষ্মী সরস্বতী করে চরণ-সেবনে॥ ৭৯৭॥

৭৮৮। "নির্ভর"=বিভোর।

৭৯১। ধৈর্য্য যাঁর পিতা, ক্ষমা যাঁর মাতা, চির-শান্তি যাঁর ভার্য্যা, সত্য যাঁর পুত্র, দয়া যাঁর ভগিনী, মনঃসংযম যাঁর ভ্রাতা, ভূমি যাঁর শয্যা, দিকসকল যাঁর বসন অর্থাৎ যিনি উলঙ্গ এবং জ্ঞানামৃত যাঁর আহার, বল বল হে সখে! যে যোগীর এতগুলি আত্মীয়, তাঁর আবার ভয় কোথা হইতে আসিতে পারে?

৭৯২। "পথ পালি"=পথে রক্ষা করিয়া; পথে বাঁচাইয়া।

৭৯৩। "প্রবোধিল"=ছাড়িয়া দিল।

৭৯৪। "সঙ্কেত মণ্ডপে"=পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মিলন স্থানে।

৭৯৭। "ভাল… … …বোল"=কেবলমাত্র এই এক কথা বলিলেন যে, ভাল হইবে।

"দানীর ঈশ্বর"=দানীর মনিব।

তাহার অন্তরে দেখে সনকাদি গণ।
ব্রহ্মা আদি দেব দূরে করয়ে স্তবন॥
দেখিয়া দানীর রাজা কাঁপিল অন্তরে।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিহোঁ পড়িলা ফাঁপরে॥
বিরজা-নিকটে আছি সন্ন্যাসীর বেশে।
মোর ভক্তে দুঃখ দিল তোর সব দাসে॥৭৯৮
কাঁপিল অন্তরে—ত্রাস পাইল অপার।
সত্বরে চলিল যথা শ্রীগৌর-গোপাল॥
কতক্ষণে সেইখানে সেই দানীশ্বর।
প্রভু নমস্করি করে বিনয় বিস্তর॥
তুমি ভগবান্ ক্ষীর-নিধির নিবাস।
জীব নিস্তারিতে প্রভু করিয়াছ সন্ন্যাস॥ ৭৯৯
ভব-ঘোর-অন্ধকারের তুমি সে চন্দ্রমা।
তুমি বেদ—বেদের পরমতত্ত্ব-সীমা॥
শুনি গোরাচাঁদ হাসি বলিলা তাহারে।
অচিরাতে কৃষ্ণ কৃপা করুন তোমারে॥
ইহা বলি চরণ ধরিলা তার মাথে।
প্রেমায় বিভোর হৈয়া নাচে উর্দ্ধহাতে॥ ৮০০
তারে অনুগ্রহ করি সে দেশে রাখিলা।
অধিকার কৃষ্ণভক্তি তারে শিখাইলা॥
হেনই সময়ে কহে বৈষ্ণব-সকল।
অনেক যন্ত্রণা দিল তোমার নফর॥
কাড়িয়া লইল আমা-সবার কম্বল।
এ বোল শুনিয়া সেই সঙ্কোচ অন্তর॥৮০১॥
নৌতুন কম্বল দিল দানীর ঈশ্বর।
সন্তোষ হইল তবে সবার অন্তর॥
তবে সেই দানীশ্বর প্রভু নমস্করি।
বিদায় হইয়া গেলা আপনার বাড়ী॥
ঘরে গিয়া কৃষ্ণসেবা করিল আশ্রয়।
সঙ্কীর্ত্তনে হরিনামে অহর্নিশি রয়॥ ৮০২॥
এইমনে সকল রজনী গেল সুখে।
প্রাতঃকালে প্রাতঃস্নান করিলা কৌতুকে॥
বিরজা দেখিতে প্রভু যায় আরবার।
যাহা দেখি সব লোক তরয়ে সংসার॥
বিরজাকে নমস্করি চলি যায় রঙ্গে।
উঠিল কৃষ্ণের প্রেমা— পুলকিত অঙ্গে॥৮০৩॥
চলিলা সে মহাপ্রভু সিংহ-পরাক্রমে।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা একাম্রক-গ্রামে॥
সেই গ্রামে আছে শিব পার্ব্বতী সহিতে।
দেখিবারে ধায় প্রভু উনমত চিতে॥
কতদূর হৈতে প্রভু দেখিলা দেউল।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল চিত্তে প্রেমায় আকুল॥৮০৪॥
দেউল উপরে শোভে পতাকা সুন্দর।
শিবলিঙ্গময় সেই একাম্র-নগর॥
পতাকা দেখিয়া প্রভু নমস্কার করি।
ক্রমে ক্রমে গিয়া প্রবেশিলা শিব-পুরী॥
এক কোটি লিঙ্গ আছে একাম্র-নগরে।
হাঁটিয়া চলিতে প্রাণ হালে কাঁপে ডরে॥৮০৫
বিশ্বেশ্বর আদি করি আছে লিঙ্গ কোটি।
দেখিতে সন্দেশ সেই নগরের মাটি॥
মহা-বিন্দুসরোবর—সর্ব্বতীর্থ জলে।
আর নানা পুণ্যতীর্থ আছয়ে নগরে॥

৮০০। "ভব"… …"চন্দ্রমা" = সংসারনরক-রূপ ভীষণ আঁধারের তুমিই চাঁদ-স্বরূপ অর্থাৎ সংসার-ক্লেশ-মোচনের তুমিই কর্ত্তা।

"তুমি"… …"সীমা" =বেদও তুমি, বেদের সমস্ত তত্ত্বও তুমি, বেদ যাঁহাকে পরতত্ত্ব বলিয়া চূড়ান্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাই তুমি।

৮০১। "নফর" = চাকর; অধীন কর্ম্মচারী।

৮০৪। "দেউল" = দেবালয়; মন্দির।

পুরী প্রবেশিয়া দেখে পার্ব্বতী-শঙ্কর।
নমস্কার করি প্রভু প্রেমায় বিহ্বল ॥ ৮০৬ ॥
সর্ব্বজন দেখিল সে পার্ব্বতী-মহেশ।
লিঙ্গ-দরশনে সভার খণ্ডিলেক ক্লেশ ॥
মহেশ দেখিয়া প্রভুর অবশ শরীর।
টলমল করে তনু নাহি রহে স্থির ॥
অরুণ-নয়নে জল ঝরে অনিবার।
পুলকিত অঙ্গ—স্তব পড়ে বারবার ॥ ৮০৭॥

তথাহি স্তবঃ

নমোনমস্তে ত্রিদশেশ্বরায় ভূতাধিনাথয় মৃড়ায় নিত্যং
গঙ্গাতরঙ্গোর্ত্থিত-বালচন্দ্র-চূড়ায় গৌরী-নয়নোৎসবায়।
সন্তপ্তচামীকর-চন্দ্র-নীলপদ্ম প্রবালাম্বুদ কান্তিবস্ত্রৈঃ
সন্নৃত্য রঙ্গেষ্টবর প্রদায় কৈবল্য নাথায় বৃষধ্বজায় ॥৮০৮

এইমতে মহাপ্রভু পড়ে শিব স্তব।
চতুর্দ্দিকে স্তব পড়ে সকল বৈষ্ণব ॥
হেনই সময়ে সেই শিবের সেবকে।
গন্ধ চন্দন মালা দিলেন প্রভুকে ॥ ৮০৯ ॥
শিব নমস্করি প্রভু বাহিরে আসিয়া।
বিশ্রাম করিলা এক গৃহে প্রবেশিয়া ॥
কৃষ্ণে নিবেদিত অন্ন ভোজন করিলা।
পথের আয়াসে নিশি শুতিয়া রহিলা ॥৮১০॥
শয়ন-সময়ে কৃষ্ণপাদাম্বুজ-ধ্যান।
হেনকালে করয়ে হৃদয়ে অনুমান ॥
শিব-মহাপ্রসাদ পাইয়ে ভাগ্যবশে।
ভক্ষণ করিয়ে হেন আছে প্রতিআশে ॥

এইমনে মহাপ্রভুর অনুমান-কালে।
পানা-পরসাদ লহ—একজন বলে ॥
উঠিয়া প্রসাদ-পানা লইলা ঠাকুর।
পানা পান করি সুখ বাড়িল প্রচুর ॥ ৮১১ ॥
নিজ-জনে দিল যে আছিল অবশেষ।
ভক্ষণ করিল সব ভকতে বিশেষ ॥
এইমনে আনন্দে বঞ্চিলা সেই রাতি।
প্রভাতে উঠিলা প্রভু ত্রিজগত-পতি ॥
প্রাতঃক্রিয়া করি স্নান বিন্দু-সরোবরে।
চলিলা ঠাকুর নমস্করি মহেশ্বরে ॥৮১২॥
প্রভুর সংহতি চলি যায় ভক্তগণ।
এই পরসঙ্গে কথা কহিব এখন ॥
মুরারিতে দামোদরে যে হৈল বচন।
শুন সাবধানে সবে কহিয়ে এখন ॥
মুরারিরে পুছিলা পণ্ডিত দামোদর।
শিবের নির্ম্মাল্য কেনে লইয়া ঈশ্বর ॥৮১৩॥
অগ্রাহ্য শিবের নির্ম্মাল্য ভৃগু-শাপে।
তবে কেনে পরিগ্রহ কৈল কভু আপে ॥
আপনে ব্রহ্মণ্যদেব এই মহাপ্রভু।
জানিয়া শুনিয়া আজ্ঞা লঙ্ঘিলেক তভু ॥
মুরারি কহয়ে শুন শুন দামোদর।
আমি কি জানিয়ে প্রভুর মরম উত্তর ॥৮১৪॥
নিজবুদ্ধি-অনুমানে যে কহি উত্তর।
তোর মনে লয় যদি রাখিহ অন্তর ॥
শিবের সেবক যেই শিব-সেবা করে।
উচ্ছিষ্ট না লয় হরি হরে ভেদ করে ॥

৮০৮। গঙ্গা তরঙ্গাহত অর্দ্ধচন্দ্র যাঁহার শির শোভা পাইতেছে ; যিনি শ্রীগৌরীদেবীর নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করেন ; যিনি প্রতপ্ত স্বর্ণ, চন্দ্র, নীলপদ্ম প্রবাল ও মেঘের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ঠ বসন ধারণ করেন ; যিনি ভক্তগণকে অভীপ্সিত বর প্রদানে সমুৎসুক ; যিনি মুক্তির অধীশ্বর অর্থাৎ মুক্তি প্রদানে সুসমর্থ ; সেই দেবদেব ভূতেশ্বর বৃষধ্বজ শ্রীমহাদেব ! তোমাকে নিত্য নমস্কার নমস্কার।

তাহারে ব্রাহ্মণ-শাপ—কহিল এ তত্ত্ব।
অশুদ্ধ তাহার মতি—না জানে মহত্ত্ব ॥ ৮১৫ ॥
অভিন্ন করিয়া যেই করয়ে সেবন।
শিবের নির্ম্মাল্য সেই করয়ে ভক্ষণ ॥
শিবের নির্ম্মাল্য খায় অভেদ-চরিত।
সে জনে অধিক হরি-হরের পিরীত ॥
মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজা।
সেই ভাবে যেই জন করে তাঁর পূজা ॥ ৮১৬ ॥
তাহার হস্তেতে শিব করেন ভোজন।
সে প্রসাদ খাইলে হয় বন্ধ-বিমোচন ॥
বস্তুতঃ সে মহেশ্বর প্রভুর গমনে।
আতিথ্য করিল সে পরম হর্ষমনে ॥
শাপ আদি যত শুন বহির্ম্মুখ প্রতি।
সুহৃদ্ভাবে কৈলে হয় কৃষ্ণে রতি-মতি ॥ ৮১৭ ॥
লোক-শিক্ষা-হেতু প্রভু কৈল অবতার।
দামোদর বলে—এবে ঘুচিল জঞ্জাল ॥
শুনিয়া সকল লোক আনন্দিত-চিত।
কহয়ে লোচন দাস চৈতন্য-চরিত ॥ ৮১৮ ॥

যথা রাগ।

বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চাঁদের মধুর নামখানি ॥ মূর্চ্ছা ॥
ভাই রে ভাই! আর নাহি তরিবার তরি ॥
জগত-দুর্ল্লভ তাঁর কথা।
জগতে যাবত জীও, শ্রবণ ভরিয়া পিও,
কভু না ছাড়িহ গুণগাথা ॥
তবে পুন শুন গোরাচান্দের চরিত।
বরিখয়ে প্রভু প্রেমা নূতন অমৃত ॥
পথে চলি যায় প্রভু নিজজন সঙ্গে।
দেখিল ত কপোত-ঈশ্বর মহালিঙ্গে ॥ ৮১৯ ॥
তাঁরে নমস্করি প্রভু চলি যায় পথে।
পুণ্যক্ষেত্র মহাতীর্থ দেখিতে দেখিতে ॥
তবে সে ভার্গবী নামে নদী ভাগ্যবতী।
তাতে স্নান কৈল নিজ-জনের সংহতি ॥

৮১০। "আয়াসে"=পরিশ্রমে; কষ্টে।

৮১৫। "নির্ম্মাল্য" = প্রসাদ-চরণামৃতাদি যে কিছু নিবেদিত দ্রব্য।

৮১১-৮১৭। শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে, দেবাদিদেব শ্রীমহাদেব হইলেন সর্ব্ব-বৈষ্ণবের চূড়ামণি; সুতরাং তিনি কদাচ কৃষ্ণে অনিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। পরন্তু তাঁহার ভক্তগণ যদি তাঁহাকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ ঈশ্বর-জ্ঞানে, কৃষ্ণ নিবেদিত দ্রব্য দ্বারা তাঁহার সেবাপূজা না করিয়া, তাঁহাকে অনিবেদিত দ্রব্য অর্পণ করেন, তথাপি বৈষ্ণবরাজ তিনি স্বয়ং উহা কৃষ্ণে নিবেদন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন বুঝিতে হইবে। হৃদয়ে এই ভাব পোষণ করিয়া শিবের প্রসাদ হইলে উহা বৈষ্ণবাধরামৃত-ভোজনের ন্যায় মহামহাপ্রসাদ-গ্রহণ-রূপে পরিণত হইল জানিতে হইবে। অথবা হরি ও হর একই বস্তু এইরূপ দৃঢ়জ্ঞানে হরের প্রসাদ পাইলে উহা প্রকারান্তরে হরিরই প্রসাদ পাওয়া হইল জানিতে হইবে। শাস্ত্রে বলিয়াছেন, শিব ও বিষ্ণুতে পৃথক্ ঈশ্বর জ্ঞান করা একটী অপরাধ, যথাঃ—

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি-সকলং।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥
পদ্মপুরাণ—শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৮ম বিঃ)।

পরন্তু ঐকান্তিক অর্থাৎ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ ভক্তগণের অন্য আর কোনও দিকে দৃষ্টি থাকে না বলিয়া তাঁহারা কদাচ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য আর কোনও দেবতারই প্রসাদ গ্রহণ করেন না এবং তাঁহাদের পক্ষে উহা কোনরূপ দোষাবহ হয় না। ৮১৯। "কপোত-ঈশ্বর মহালিঙ্গে" = কপোতেশ্বর মহাদেব।

স্নান সমাধিয়া প্রভু চলি যায় পথে।
জগন্নাথ-মন্দির দেখিল আচম্বিতে ॥ ৮২০ ॥
চন্দ্রের কিরণ জিনি উজ্জ্বল দেউল।
পবন-চালিত তাতে পতাকা রাতুল ॥
নীলগিরি-মাঝে হরি-মন্দির সুন্দর।
কৈলাস জিনিয়া তেজ অদ্ভুত ধবল ॥
অভিন্ন-অঞ্জন এক বালকের ঠান।
দেউল-উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান ॥ ৮২১ ॥
স-বসন হস্তে ঘন করয়ে আহ্বান।
দেখিয়া বিহ্বল তারে করে পরণাম ॥
ভূমিতে পড়িল প্রভু নাহিক সম্বিত।
নিঃশব্দে রহিল যেন ছাড়িল জীবিত ॥
দেখিয়া সকল লোক মূর্চ্ছিত অন্তর
প্রভু প্রভু বলি ডাকে না দেয় উত্তর ॥ ৮২২ ॥
কি হৈল কি হৈল বলি চিন্তে গণে তারা
কিছু না নিঃসরে যেন জীয়ন্তেই মরা ॥
হেনই সময়ে প্রভু উঠিলা সত্বর।
পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমায় বিভোর ॥
দেখিয়া সঁকল লোক জীল পুনর্ব্বার।
মইল-শরীরে যেন জীউর সঞ্চার ॥ ৮২৩ ॥
তা-সবারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচনে।
দেউল-উপরে কিছু দেখহ নয়ানে ॥
নীলমনি-কিরণ-বরণ উজিয়ার।
ত্রৈলোক্য-মোহন এক সুন্দর ছাওয়াল ॥
কিছু না দেখিয়া তারা কহয়ে— দেখিল!
পুন মোহ যায় পাছে—আশঙ্কা হইল ॥ ৮২৪ ॥
পুন তা-সবারে প্রভু কহিল উত্তর।
দেউল ধ্বজায় দেখ বালক সুন্দর ॥
প্রসন্ন-বদনে পূর্ণামৃত যেন রূপ।
আলোল অঙ্গুলি—করতল অপরূপ ॥
আমারে ডাকয়ে কর-কমল-লাবণ্য ॥
বামকরে বেণু শোভে ত্রিজগত-ধন্য ॥ ৮২৫ ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
আনন্দে চলিল তবে বৈষ্ণব-সকল ॥
কোটি ইন্দু জিনিয়া সে গৌর-অঙ্গ-ছটা।
ঝলমল করে সে চন্দন-দীর্ঘ-ফোটা ॥
গোরা-গায় অরুণ বসন উজিয়ার।
প্রভাতের সূর্য্য যেন বরণ তাহার ॥ ৮২৬ ॥
জগন্নাথ-মন্দির দেখিয়া গোরারায়।
পুনঃপুনঃ পরণাম করি চলি যায় ॥
নয়নে গলয়ে জল অবিরল ধারে।
বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলেরবে ॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয় সত্বর।
উত্তরিল মহাতীর্থ মার্কণ্ডেয় সর ॥ ৮২৭ ॥
স্নান দান কৈল প্রভু যে বিধি আচার।
চলিলা সত্বয়ে তবে করি নমস্কার ॥
যজ্ঞেশ্বর নমস্করি অতি হৃষ্টমনে।
উৎকণ্ঠা হৃদয়ে যায় সত্বর গমনে

৮২১। "নীলগিরি"=নীলাচল; নীলপর্ব্বত।
"অভিন্ন অঞ্জন"=কজ্জলের ন্যায় উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ; কৃষ্ণের বর্ণ হইল দলিতাঞ্জন চিক্কণ। "ঠান"=মূর্ত্তি।
"দেউল উপরে"=মন্দিরের চূড়ায়।
৮২২। "স বসন হস্তে"=কাপড়ের অঞ্চল হাতে ধরিয়া। ৮২৩। "চিন্তে গণে"=ভাবা চিন্তা করছে।
"জীল পুনর্ব্বার"=যেন বাঁচিয়া উঠিল।
"মইল শরীরে"=মৃত দেহে।
"জীউর"=প্রাণের। "সঞ্চার"=আগমন।
৮২৫। "আলোল"... "অপরূপ"=অঙ্গুলিগুলি হাতের তলার দিকে ঈষৎ গুটান রহিয়াছে—দেখিতে অতি সুন্দর।

পুনরপি জগন্নাথ-মন্দির দেখিয়া।
পুন পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া ॥৮২৮॥
অঝোরে ঝরয়ে দুই নয়ানের নীর।
বিহ্বল হইয়া কান্দে আরতি গভীর ॥
এইমত গোরাচাঁদের আরতি দেখিয়া।
দেখা দিল জগন্নাথ পাণি পসারিয়া ॥ ৮২৯ ॥
আইস আইস বলি ডাকে ত্রিজগত-রায়।
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু—ভূমে গড়ি যায় ॥
আনন্দে হাসিয়া কিছু কহিল বচন।
কৃপা কর জগন্নাথ—দেখিয়ে চরণ ॥
পুন না দেখিয়া পুন করয়ে রোদন।
পুনরপি দেখি অতি উলসিত মন ॥৮৩০॥
কেবল উদ্ভট প্রেমা—পুলকিত অঙ্গ।
হুহুঙ্কার নাদে প্রেমা অমিয়া-তরঙ্গ ॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয় সত্বর।
উত্তরিলা বাসুদেব-সার্ব্বভৌম-ঘর ॥
প্রভুরে দেখিয়া সার্ব্বভৌম হরষিতে।
ত্বরিতে আনিয়া দিল আসন বসিতে ॥
'নমো নারায়ণ' বলি কৈল নমস্কার।
"রাধাকৃষ্ণে শীঘ্র মতি হউক তোমার ॥"
প্রভু-আশীর্ব্বাদবাণী শুনি ভট্টাচার্য্য।
বুঝিলেন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী মহাচার্য্য ॥
তবে প্রভু সার্ব্বভৌমে কহিল বচন।
জগন্নাথ দেখিবারে উৎকণ্ঠিত মন ॥৮৩২॥
কেমনে দেখিব আমি দেবদেব-রায়।
সাক্ষাত করিতে মোর সম্ভ্রম হিয়ায় ॥

এ বোল শুনিয়া সার্ব্বভৌম-মহাশয়।
প্রভু-অঙ্গ নিরীখয়ে বিস্মিত-হিয়ায় ॥
এ তপ্তকাঞ্চন গৌর সুমেরু-সুন্দর।
নয়ন-চন্দ্রমায় মুখ করে ঝলমল ॥৮৩৩॥
সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ সুদীর্ঘ লোচন।
আজানুলম্বিত ভুজ সব সুলক্ষণ ॥
উজ্জ্বল কৃষ্ণের প্রেমায় আরতি-বিহ্বল।
পুলকে আকুল অঙ্গ—করে টলমল ॥
দেখিয়া বিহ্বল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
গণিতে লাগিলা দেখি সকল আশ্চর্য্য ॥৮৩৪॥
এরূপ মানুষ নাহি সকল জগতে।
দেবতা-ভিতরে ইহা না পারি গণিতে ॥
বৈকুণ্ঠ-নায়ক প্রভু আইলা আপনে।
এই সেই ভগবান্—বুঝি অনুমানে ॥
এতেক চিন্তিয়া সার্ব্বভৌম মহাজন।
আপন-তনুজ দেখি কহিল বচন ॥ ৮৩৫॥
সত্বরে চলহ তুমি চৈতন্য-সংহতি।
সাবধানে শুনিবে যে কহে মহামতি ॥
শ্রীজগন্নাথ-মহাপ্রভু যথা আছে
সঙ্গীর সহিতে ইহায় থোবে তার কাছে ॥
এ বোল শুনিয়া তুষ্ট হৈলা গোরারায় ॥
চলিলা ত সার্ব্বভৌম-তনুজ-সহায় ॥ ৮৩৬ ॥
সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু প্রেমে টলমল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বল ॥
থির চলিবারে নারে আউলাইল অঙ্গ।
সাবধানে কাছে কাছে যায় সব সঙ্গ ॥

৮৩৩। "সাক্ষাত... ...হিয়ায়"=দর্শন করিবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে।

৮৩৪। "গণিতে"=বিচার করিতে; ভাবিতে।

৮৩৫। "দেবতা... ...গণিতে" = ইহাঁকে দেবতা-বলিয়াও বলিতে পারি না—ইনি তার চেয়ে ঢের উঁচু।

"তনুজ"=পুত্র;

৮৩৭। "সঙ্গ"=সঙ্গের ভক্তগণ।

অনেক যতনে সিংহদ্বারে প্রবেশিলা।
সেখানে ত্বরিতে নাট-মন্দিরে উঠিলা ॥৮৩৭॥
গরুড়ের পাছে রহি থির-দিঠে চায়।
দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগত-রায় ॥
অতি উলসিত হিয়া ভরল আনন্দ।
অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন পুলক-কদম্ব ॥
নয়নে বহয়ে প্রেমধারা অবিরল
আপনা পাসরে—প্রেমানন্দ পরবল ॥৮৩৮॥
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অবশ শ্রীঅঙ্গ।
বাতাসে খসিল যেন সুমেরুর শৃঙ্গ ॥
প্রেমার আবেশে মূর্চ্ছা হৈলা ভগবান্।
দুই হস্তে দৃঢ়-মুষ্টি—মুদ্রিত নয়ান ॥
শিথিল বসন ভেল বিবশ শরীরে।
দেখি দ্বিজজন গেলা দেউল-বাহিরে ॥৮৩৯॥
আসন ছাড়িয়া জগন্নাথ প্রভু তুলি।
দোঁহার পরশে দোঁহে ভেল কুতুহলী ॥
বাহু বাহু দিয়া সে তখনি কৈল কোলে।
জগন্নাথ সম্মুখে নাচয়ে হরিবোলে ॥
গৌরাঙ্গ-পরশে জগন্নাথ প্রেমে ভোরা।
আসন-উপরে তবে বসাইল গোরা ॥ ৮৪০ ॥
নাচে হরি বলি প্রভু শচীর নন্দন।
প্রবিষ্ট হইলা সবে মন্দিরে তখন ॥
গদাধর নাচে নরহরি নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস দামোদর মুরারি মুকুন্দ ॥
আর সব ভক্তগণ নাচয়ে হরিষে।
রাধাকানু গুণগান-কীর্ত্তন প্রকাশে ॥ ৮৪১ ॥

তবে সবে অনুমানি সঙ্গী যত জন!
প্রভু লৈয়া আইলা সার্ব্বভৌমের আশ্রম ॥
সার্ব্বভৌম-ঘরে প্রভুর সম্বেদন হৈল।
গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে প্রভু নাচিত লাগিল ॥
ঐছন দেখিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য।
হৃদয়ে আহ্লাদ—মহা গণয়ে আশ্চর্য্য ॥ ৮৪২ ॥
তবে পুন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে।
ভিক্ষা-আমন্ত্রণ তারে দিল সার্ব্বভৌমে ॥
প্রসাদ আনিতে দিল ব্রাহ্মণের গণ।
প্রভু-সঙ্গে সার্ব্বভৌম করয়ে মিলন ॥
ইষ্টগোষ্ঠী করে বিদ্যা জানিবার তরে।
তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে কিছু লাগিল প্রভুরে ॥৮৪৩॥
তোর জন্ম কোথা—তত্ত্ব কহিবে আমায়।
প্রভু কহে—যে কহিলে সেই সত্য হয় ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তুমি কি কহ কথন।
এক কহি আর কহ কিসের কারণ ॥
প্রভু মৌনী হৈয়া রহে—সমুদ্র গম্ভীর।
পুনর্ব্বার প্রভুরে জিজ্ঞাসে বিপ্র ধীর ॥৮৪৪॥
তোর মাতা পিতা কেবা কহ না আমারে।
প্রভু কহে—সত্য এই তুমি যে কহিলে ॥
ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার তথাপি জিজ্ঞাসে।
কহিবে তোমার কোথা হইল সন্ন্যাসে ॥
প্রভু কহে—এই সত্য জানিবে নিশ্চয়।
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বড়ই বিস্ময় ॥৮৪৫॥
বুঝিতে নারিল কিছু প্রভুর নির্ণয়।
কোটী-সরস্বতী-কান্ত অখিলের জয় ॥

৮৩৮। "পরবল"=প্রবল।
৮৪২। "সম্বেদন"=চেতন; জ্ঞান।
৮৪৩। "করয়ে মিলন"=মিলিত হইলেন।
"ইষ্টগোষ্ঠী"=আলাপ-সালাপ; কথাবার্ত্তা

৮৪৪-৮৪৫। মহাপ্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা হওয়ায়, অন্তর্যামী শ্রীগৌর-ভগবান্ তাহা জানিয়া প্রথমে তাঁহাকে দেখাইলেন যে, হাঁ তিনি যেন ঐরূপই একটী বোকা পাগল।

কিবা বা ঈশ্বর কিবা বাতুল-স্বভাব।
মনে কুণ্ঠা ক্রোধ মাত্র হৈল তার লাভ॥
আনাইল ভট্টাচার্য্য অনেক প্রসাদ।
উঠিল প্রসাদ দেখি প্রেমার উন্মাদ॥৮৪৬॥
জগন্নাথ-অন্নমহাপ্রসাদ পাইয়া।
মস্তকে বন্দিলা প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥
হুঙ্কার করিল এক গম্ভীর-শবদে।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সে প্রভুর সিংহনাদে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর শৃগাল কুক্কুর।
আইলা গৌরাঙ্গ কাছে যত নাগকুল॥৮৪৭॥
সবার মুখেতে দেই প্রসাদ আনন্দে।
দেখে গদাধর আদি প্রভু নিত্যানন্দে॥
কেহো না কহিল কিছু—তত্ত্ব সব জানে।
প্রসাদ পাইল সব লৈয়া ভক্তগণে॥
নিজজন-সনে অন্ন করিল ভোজন।
হেনকালে শ্রীনিবাস কহিল বচন॥৮৪৮॥
এক নিবেদন প্রভু কহিতে ডরাই।
নির্ভয়ে পুছিয়ে তবে যদি আজ্ঞা পাই॥
প্রসাদ পাইয়া তুমি হাসিলা হে কালে।
মোর মনে হৈল—কিছু আছয়ে অন্তরে॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু অধিক উল্লাস।
কহয়ে অন্তর-কথা করিয়া প্রকাশ॥৮৪৯॥
কাত্যায়নী-প্রতিজ্ঞায় প্রসাদ হেন ধন।
শৃগাল কুক্কুরে খায় শুনহ ব্রাহ্মণ॥
ইন্দ্র চন্দ্র গন্ধর্ব্ব ব্রহ্মাদি দেবগণে।
সবার দুর্ল্লভ বস্তু—না পাই যতনে॥
নারদ প্রহ্লাদ শুক আদি ভক্তগণ।
তাহারো দুর্ল্লভ এই—কহিল মরম॥৮৫০॥

হেন মহাপ্রসাদ ভুঞ্জয়ে সব জনে।
কহিল মরম-মথা—এই মোর মনে॥
হেন মহাপ্রসাদ পাইয়া যেবা জন।
অন্ন-বুদ্ধি করিয়া সে করয়ে ভক্ষণ॥
পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত তার আছিল যে ধর্ম্ম।
সেহো নষ্ট হয়—সে শূকরে হয় জন্ম॥৮৫১॥
কুক্কুরের মুখ হৈতে পড়ে যদি তভু।
পাইলে খাইবে—ইথে দোষ নাহি কভু॥
তবে মহাপ্রভু ভিক্ষা করিলা সাদরে।
সন্ধ্যাকালে গেলা জগন্নাথ দেখিবারে॥
একদৃষ্টি হৈয়া প্রভু দেখয়ে শ্রীমুখ।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তাঁর অন্তর-কৌতুক॥৮৫২॥
ধূপ দীপ সুকুসুম মনোহর গন্ধ।
নিবেদন কৈল বিপ্র দেখিয়া আনন্দ॥
ঝলমল তেজ দেখি অঙ্গের ছটাকে।
একত্র হইল যেন চাঁদ লাখেলাখে॥
জিনিয়া নূতন মেঘ অঙ্গের কিরণ।
তাহে অপরূপ দুই কমল-লোচন॥৮৫৩॥
দেখিয়া আনন্দ-সিন্ধু ডুবিলা ঠাকুর।
ভূমিতে লোটায়—প্রেম বাঢ়িল প্রচুর॥
সুমেরু পর্ব্বত জিনি সুন্দর শরীর।
ভূমে গড়াগড়ি যায় আনন্দে অধীর॥
গৌরাঙ্গ-কিরণে জগন্নাথ হৈলা গোরা।
ভাবময় হৈল দেহ—পরম বিভোরা॥৮৫৪॥
গৌরময় বলরাম আর পাণ্ডাগণ।
ভাবময় দেহ সবার হইল তখন॥
গৌরাঙ্গে তুলিয়া পাণ্ডা করিল আরতি।
অচল ব্রহ্মের কাছে সচল-মূরতি॥৮৫৫॥

৮৪৬। "কুণ্ঠা"=সঙ্কোচ।

৮৫৩। "নূতন মেঘ"=নব জলধরের শ্যামবর্ণ।

জগন্নাথ প্রকাশ হইলা ন্যাসিরূপে।
হেন অপরূপ না দেখিল কারো বাপে ॥
তবে চিত্তে স্থির প্রভু হৈল কতক্ষণে।
আপন-আশ্রমে গেলা লৈয়া নিজ-গণে ॥
এইমনে জগন্নাথ দেখে তিনবার।
দিবা-রাত্রি নাহি জানে আনন্দ-পাথার ॥৮৫৬॥
হেনমতে নিজজন-সনে কতদিন।
কৌতুকে গোঙায় প্রভু—প্রেম-পরবীণ ॥
হেনই সময়ে কথা শুন সাবধানে।
পুরুষোত্তমে প্রথম প্রকাশ যেনমনে ॥
লোক-শিক্ষা করে প্রভু হৈয়া অকিঞ্চন।
না বুঝি মানুষ-জ্ঞান করে মূঢ়জন ॥৮৫৭ ॥
সমুদ্রের ধারে টোটা করি গৌররায়।
নিজজন-সঙ্গে তাঁহা নিজ-গুণ গায় ॥
বিদ্যা-বিমোহিত-চিত্ত শ্রীসার্ব্বভৌম।
প্রভুর পরোক্ষে কিছু কহয়ে বিভ্রম ॥ ৮৫৮ ॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন যত সম্পূর্ণ সভায়।
তার মধ্যে কহে দ্বিজ যে ছিল হিয়ায় ॥
মহাবংশে জন্ম ন্যাসী—সুপণ্ডিত নন।
তরুণ বয়সে কেনে সন্ন্যাস-করণ ॥৮৫৯॥
এ সময়ে অনুচিত সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
না বুঝিয়া কৈল বিপ্র এত বড় কর্ম্ম ॥
পুনরপি সংস্কার করু আপনার।
বেদান্ত পড়িয়া করু আশ্রম-আচার ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে কীর্ত্তন নর্ত্তন।
বেদান্ত আমার ঠাঁই করুক শ্রবণ ॥ ৮৬০ ॥
জগন্নাথ যতবার করয়ে ভোজন।
ততবার সন্ন্যাসী সে করয়ে ভক্ষণ ॥
যুবাকালে এত ভক্ষণ যে জন করয়।
তার কাম-নিবৃত্তি কেমন মতে হয় ॥
ঘর মনে পড়ে তেঁই রাধা বলি কান্দে।
বিপাকে পড়িলা ন্যাসী সন্ন্যাসের ফান্দে ॥
এথা গোরাচাঁদ আছে নিজজন-সঙ্গে।
কৃষ্ণকথা-আলাপনে প্রেম-পরসঙ্গে ॥৮৬১॥
আচম্বিতে মুচকি হাসিলা গোরা-পঁহু।
অবিরল-ধারে যেন বরিখয়ে মহু ॥
জানিয়া সকল পহুঁ চলিলা তথায়।
সার্ব্বভৌম বসি যথা বেদান্ত পড়ায় ॥
নিজজন-সনে সেইখানে উপনীত।
দেখি ভট্টাচার্য্য উঠে চমকিত-চিত ॥ ৮৬২ ॥
বসিতে আসন দিল সগৌরবে আনি।
ঠাকুর মাগয়ে—বিধি কি করিব আমি ॥
তুমি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সব জান।
অন্তর পুছিয়ে তোরে কহ ত বিধান ॥
সন্ন্যাস-আশ্রম ধর্ম্ম না বুঝিয়ে আমি।
সন্ন্যাস করিল—বিধি বিচারহ তুমি ॥৮৭৩॥
তুমি সর্ব্ব তত্ত্ব বেত্তা বেদান্ত বাখান'।
কি বিধান আছে কিছু পড়াহ এখন ॥

৮৫৮। "টোটা"=বাগিচা; কুটীর।
"তাঁহা"=সেখানে। "নিজ গুণ"=আপনার গুণ অর্থাৎ হরিগুণ, কেননা তিনিই হইলেন হরি।
"পরোক্ষে"=অসাক্ষাতে।
"বিভ্রম"=বিপরীত কথা; ভুল কথা।
৮৬২। "বরিখয়ে মহু"=মধু বর্ষণ করিতেছেন।
"উপনীত"=উপস্থিত।
৮৬৩। "মাগয়ে"=নিবেদন করিলেন; বলিলেন।
"অন্তর পুছিয়ে" = হৃদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।
"বিধি বিচারহ তুমি"=আমার কি কর্ত্তব্য তাহা তুমি বিচার করিয়া বল, আমি ত কিছু জানি না,

তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
কি বিধান আছে পুন উপবীত-কর্ম্ম ॥
জগন্নাথ-প্রসাদে মত্ত মোরে করাইল।
কাম-শান্তি করিবারে নারি যুবাকালে ॥ ৮৬৪ ॥
ঘর মনে পড়ে তেঁই কান্দি রাধা বলি।
কীর্ত্তনের মাঝে তেঁই হইয়ে বিকলি ॥
এ বোল শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
হৃদয়ে সঙ্কোচ—মহা গণয়ে আশ্চর্য্য ॥
এখনি কহিল কথা নিজ শিষ্য সনে।
এ সকল কথা ন্যাসী জানিল কেমনে ॥৮৬৫॥
মনে অনুমান করি লজ্জায় পীড়িত।
কিছু না কহিল—হিয়ায় রহিল বিস্মিত ॥
তার পরদিনে প্রভু সার্ব্বভৌম-ঘরে
নিজজন-সঙ্গে গেলা তাঁরে দেখিবারে ॥
বেদান্ত পড়ায় সার্ব্বভৌম ঘরে বসি।
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত প্রভু পুছে হাসি হাসি ॥৮৬৬॥
বেদান্ত-নিগূঢ়-কথা পুছিল ঠাকুর
কৃষ্ণ-পাদাশ্রয়-কথা—অমৃত-অঙ্কুর ॥
বেদে নরাকৃতি ব্রহ্ম শাস্ত্রে জানাইলে।
তুমি তাহা নাহি মান আত্মবুদ্ধি-বলে ॥
ব্রহ্মার বচন ব্রহ্ম-সংহিতাতে কহে।
সচ্চিদানন্দময় সেই মহৈশ্বর্য্যময়ে ॥
রসময় দেহ তার শ্যাম-কলেবর।
আর অবতার অংশ—কৃষ্ণ পূর্ণবর ॥ ৮৬৭ ॥
ভাগবতে এই কথা ব্যাস জানাইল।
তুমি তাহা নষ্ট করি আর-মত বল ॥
রাধা পূর্ণতত্ত্ববস্তু বরাহ সংহিতা কহে।
আর সব প্রকৃতি তার নখজ্যোতি হয়ে ॥
গৌতমীয়-তন্ত্র সনৎকুমার-সংহিতা।
রাধাতত্ত্ব তাহাতেই আছে বিরচিতা ॥ ৮৬৮ ॥
বেদ-অর্থ শাস্ত্রে লেখে ব্যাস মুনিবর।
ব্যাস-নিন্দা করি তুমি পাও কিবা ফল ॥
বৃন্দাবন-ধাম কৃষ্ণ স্থান চিন্তামণি।
বিহার করেন কৃষ্ণ সঙ্গে ত রমণী ॥
রমণীর শিরোমণি রাধা মহাদেবী।
মহাতত্ত্ব দেব কৃষ্ণ বেদে অনুভবি ॥ ৮৬৯ ॥
দোঁহার কীর্ত্তন গায় যত গোপীগণ
সে কীর্ত্তন নিন্দা কর তুমি সে অধম ॥
কীর্ত্তনমহিমা কথা ভাগবতে কয়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ সব নষ্ট হয় ॥
তেনমতে নাম বিনাশয়ে পাপগিরি।
পাছে কৃষ্ণ পায়—চিন্তামণি নাম ধরি ॥ ৮৭০
প্রসাদ পাইলে কোটি কোটি পাপ নাশে।
তুমি কহ লোভ মোহ কামের প্রকাশে ॥
বৈষ্ণব মহিমা সব শাস্ত্রের প্রমাণে।
তুমি শাস্ত্র নাহি মান কোন্ শাস্ত্র জ্ঞানে ॥
শুনি সার্ব্বভৌম হৈল বিস্মিত-অন্তর।
বুঝিল মনুষ্য নহে এই ন্যাসিবর ॥ ৮৭১ ॥

ছেলে মানুষ, না বুঝিয়া সন্ন্যাস করিয়া ফেলিয়াছি। সন্ন্যাস-ধর্ম্মের আমি কি জানি, কি বুঝি?

৮৬০। "বেদে" ... ... "জানাইলে"=বেদশাস্ত্রে ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বরকে মনুষ্যের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট বলে।

৮৭০। "পাপগিরি" = পর্ব্বত-প্রমাণ পাপ; রাশি রাশি পাপ।

"চিন্তামণি নাম ধরি"=যে কৃষ্ণ হইলেন চিন্তামণি-স্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ।

"চিন্তামণি"=ইহা একটী মহারত্ন বিশেষ; ইহার কাছে যা চাওয়া যায় তাই দেয়।

লজ্জায় পীড়িত ভেল – হৃদয়ে তরাস।
এত কাল নাহি শুনি এমত বিশ্বাস॥
পড়িল শুনিল যত এত কাল ধরি।
পড়াইল শিষ্যগণে অহঙ্কার করি।
এত কালে না শুনিল এ সব সিদ্ধান্ত।
এই মহাপ্রভু সেই সরস্বতী-কান্ত॥ ৮৭২॥
এত অনুমানি সার্ব্বভৌম দ্বিজরাজ।
করজোড়ে স্তুতি করে বুঝিয়া ত কাজ॥
হেনই সময়ে প্রভু ষড়্‌ভুজ শরীর।
দেখি সার্ব্বভৌম হৈল আনন্দে অধীর।
ঊর্দ্ধ দুই করে ধরে ধনু আর শর।
মধ্য দুই হাতে ধরে মুরলী অধর॥ ৮৭৩॥
নম্র দুই করে ধরে দণ্ড কমুণ্ডল।
দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
চরণে পড়িয়া কান্দে বিনয় বিস্তর।
স্তুতি করে সার্ব্বভৌম গদগদ-স্বর॥
গদগদ-স্বরে পড়ে সহস্রেক স্তব।
চৈতন্য-সহস্রনাম জানে লোক সব॥ ৮৭৪॥
জয় রঘুবীর যদুবীর মহাশয়।
জয় দ্বিজবীর গৌরসিংহ সর্ব্বাশ্রয়॥
বিদ্যামদে মত্ত হৈয়া তোমা নিন্দা কৈনু।
তোমার অভয় পদে মুই বিকাইনু॥
অপরাধ ক্ষমা কর—জয় গৌরহরি।
পরম দয়াল তুমি—সবার উপরি॥ ৮৭৫॥

সার্ব্বভৌমে কৃপা কৈল গৌর মহাসিংহ।
আনন্দ বাঢ়িল সব ভক্ত মহাভৃঙ্গ॥
বিহ্বল হইয়া পড়ে পাদাম্বুজ-পাশে।
কহয়ে লোচন সার্ব্বভৌমের প্রকাশে॥

এইমতে আছে প্রভু আনন্দ-কৌতুকে।
আনন্দে দেখয়ে নীলাচলবাসী লোকে॥৮৭৬॥
অধিক হইল জগন্নাথের প্রকাশ।
সবার হৃদয়ে সুখ পরশে আকাশ॥
চৈতন্যচরিত্র কথা কে কহিতে জানে।
সম্বরিতে নারি কিছু কহিয়ে বদনে॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত বেজা ধন্য তিনলোকে।
পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাহাকে॥৮৭৭॥
কহিল মুরারি গুপ্ত শ্লোক-পরবন্ধে।
যে কিছু শুনিল সেই দোঁহার প্রসাদে॥
শুনিয়া মাধুরীলোভে চিত উতরোল।
নিজ-দোষ না দেখিল মন ভেল ভোর॥ ৮৭৮॥
যে কিছু কহিল নিজ-বুদ্ধি-অনুরূপ।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহোঁ মো ছার মূরুখ॥
সূত্রখণ্ড আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড সায়।
শেষখণ্ড আছে তাহা কহিব কথায়॥
চৈতন্যচরিত্র-কথা চৈতন্য-প্রকাশ।
মধ্যখণ্ড সায়—কহে এ লোচন দাস॥ ৮৭৯॥

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

ইতি শ্রীলোচন-দাস-ঠাকুর বিরচিত "শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল" গ্রন্থে মধ্যখণ্ড সমাপ্ত।

৮৭৭। "সম্বরিতে নারি" = বলিবার ক্ষমতা আমার কিছুই নাই, তথাপি না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ৮৭৮। "শ্লোক-পরবন্ধে"= সংস্কৃত শ্লোকে রচিত "মুরারি গুপ্তের কড়চা" নামক গ্রন্থ। ৮৭৯। "চৈতন্য-প্রকাশ"= জ্ঞানোদয় করে; হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান স্ফুরিত করে।

শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দৌ জয়তাং।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল।

শেষখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়

প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ।
কৃপা করি কর প্রভু! শুভদৃষ্টিপাত॥
শেষখণ্ড-কথা কহি অমৃতের সার।
শুনিলে পাইবে সুখসাগর-পাথার॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যে করিল স্তুতি।
কতদিন বঞ্চিলা কীর্ত্তনে দিবারাতি॥ ১॥
সেতুবন্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর।
কূর্ম্ম নামে বিপ্রে দেখি দেখে কূর্ম্মপুর॥
বাসুদেব নামে বিপ্র আছে সেই গ্রামে।
দুইজনা সঙ্গে দেখা হৈল এক ঠামে॥
প্রভুর দর্শনে তারা হইল নির্ম্মল।
নিরীখয়ে গৌর দেহ—প্রেমায় বিহ্বল॥ ২॥
সুমেরু সুন্দর তনু—বাহু জানু সম।
সিংহ গ্রীবা কম্বু কণ্ঠ সুদীর্ঘ লোচন॥
দেখিতে দেখিতে হিয়া আনন্দ বাঢ়িল।
এই গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ—নিশ্চয় জানিল॥
হা হা মহাপ্রভু বলি পড়িলা চরণে।
সর্ব্বলোক কান্দে তার প্রেমার ক্রন্দনে॥ ৩॥
তুলিয়া দোঁহারে প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
উপদেশ কৈল কিছু মধুর বচনে॥
শুন শুন ওহে দ্বিজ! বচন আমার।
কি কাজে আইলা মহী—কি কর আচার॥
কলিযুগে ধর্ম—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রকাশ করিল কৃষ্ণ নাম মহাধন॥ ৪॥
নাম গুণ সঙ্কীর্ত্তনে করহ আনন্দ।
নাচহ নাচাহ লোক—হউ মুক্তবন্ধ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
আপনাকে আপে তারা হৈলা অগোচর॥
চলিতে না পারে পথে বাঢ়ে প্রেমরঙ্গ।
কতদূর গিয়া দেখে জীয়ড় নৃসিংহ॥ ৫॥
স্মরণ হইল পূর্ব্ব রহস্য কাহিনী।
প্রেমায় বিহ্বল—কথা কহয়ে আপনি॥

৫। "আপনাকে" "অগোচর" = বাসুদেব ও কুর্ম্মবিপ্রও কৃষ্ণ ভজনের নিমিত্ত আপনা আপনি লোক চক্ষুর অন্তরালে গেল = নির্জ্জনে গিয়া পরমানন্দে ভজন করিতে লাগিল।

শুন শুন সর্ব্বলোক রহস্য আনন্দ।
যেনমতে অবতার জীয়ড়-নৃসিংহ ॥
কহিব পূর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
একচিত্তে শুন সবে হৈয়া সাবধানী ॥৬॥
এখানে আছিল এক পুঁড়ুয়া গোয়াল।
কৃষি-কর্ম্ম করে সেই বিহান বিকাল ॥
শশা নামে খন্দ মহী কৈল উপার্জ্জন।
হইল মায়াম্বু খন্দ বড়ই সম্পন্ন ॥
দিবা রাখি রাখে খন্দ নাহি অবসর।
না জানি কখন সেই যায় নিজ ঘর ॥ ৭ ॥
একদিন মনে মনে করিল বিচার।
খন্দ রাখিবারে মুই কারে দিব ভার ॥
ভাবিয়া করিল দৃঢ়—কৃষ্ণে নিয়োজিব।
তারে নিয়োজিলে আমি অন্য কাজ পাব ॥
কৃষ্ণ-নাম ডাকি খন্দে নিয়োজিল তারে।
তোমার নামেতে কিছু দিব বৈষ্ণবেরে ॥ ৮ ॥
এইমনে আছে পুঁড়া মনের হরিষে।
আচম্বিতে দেখে খন্দ খাইয়া যায় কিসে ॥
দেখিয়া গোয়ালা দুঃখ অনেক ভাবিলা।
কৃষ্ণ! তুমি খন্দ মোর সব নষ্ট কৈলা ॥
কান্দিয়ে গোয়ালা বৈল - শুন নারায়ণ।
কে মোর খাইল খন্দ দেখিব নয়ন ॥৯॥
ইহা বলি কুঁড়েতে আশ্রয় করি রহে।
জাগিয়া রহিল সেই খন্দ-মহামোহে ॥

আর দিন রাত্রি জাগে তৃতীয় প্রহর।
আচম্বিতে আইল এক বরাহ ডাগর ॥
দেখিয়া গোয়ালা সেই হৈল সাবধান।
খন্দ খায় বরাহ সে সারে দুই কান ॥ ১০ ॥
খন্দ খায় লতা ছিঁড়ে আপনার সুখে।
দেখিয়া গোয়ালা গুণ দিলেক ধনুকে ॥
খন্দ খাও লতা ছিঁড়—সার দুই কান।
আজি মোর হাতে তুমি হারাবে পরাণ ॥
এত বলি সন্ধান পূরিয়া ছাড়ে বাণ।
নির্ভরে বাজিল—বরা স্মরে রাম রাম ॥
ধাইয়া সান্ধাইল পর্ব্বত গুহার ভিতর।
দেখিয়া গোয়ালা পুঁড়া হইল ফাঁপর ॥
বরাহ হইয়া কেনে স্মরে রাম-নাম।
বরাহ না হয়ে এই সেই ভগবান্ ॥
এতেক চিন্তিয়া পুঁড়া কাতর-অন্তর।
গহ্বর নিকটে যাইয়া কহিছে উত্তর ॥ ১২ ॥
কে তুমি কে তুমি বলে- উত্তর না পায়।
তিন উপবাস কৈল কাতর-হিয়ায় ॥
দয়া উপজিল প্রভু—করুণা-নিধান।
আকাশ-বাণীতে বৈল আমি ভগবান্ ॥
আমারে মারিলি—তোর কৈনু অপচয়।
চিন্তা না করিহ—যাহ আপন-আলয় ॥
এ বোল শুনিয়া পুঁড়া অধিক কাতর।
উপবাসে উপবাসে দিমু কলেবর ॥

৭। "বিহান" = সকাল। "খন্দ"=ফসল।
"মহী কৈল উপার্জ্জন" = জমিতে লাগাইল।
"মায়াম্বু" = মায়ার জিনিস।
"বড়ই সম্পন্ন"=প্রচুর ফলিল।

১০। "খন্দ-মহামোহে" = ফসলের মায়ায়।
"বরাহ" = বন্য-শূকর। "ডাগর" = বৃহৎ।
"সে ... ... কাণ" = সেই বরাহ দুই কাণ খাড়া করিয়া থাকে, কে আসে না আসে সেই দিকে কান রাখে।

১১। "বরা" = সেই বরাহ!

১২। "বরাহ......ভগবান্" = এ ত তা হ'লে শূকর না দেখ্‌ছি এ যে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ!

এইমনে উপবাস করিল অনেক।
আচম্বিতে শুনিল গগনে ধ্বনি এক ॥
কেনে রে অবোধ পুঁড়া মর অকারণে।
অপরাধ নাহি—যাহ আপন-ভবনে ॥ ১৪ ॥
পুনরপি বলে পুঁড়া কাতর-বচনে।
তোমারে মারিলুঁ—আর কি কাজ জীবনে ॥
মরিলেহ নাহি ঘুচে এ দোষ আমার।
এ দোষে উচিত হয় যমের প্রহার ॥
শুদ্ধ হৈব আর আমি কোন্ প্রতিকারে।
সবে আমি-মাত্র বাণ মারিল তোমারে ॥ ১৫ ॥
এ কোমল গায়ে তোর ব্যথা এত দিল।
ধিক্ ধিক্ প্রাণ মোর তোমারে মারিল ॥
মোর পিতৃলোক প্রভু গেল নরকেরে।
আর লোক নরক যাবে যে দেখিবে মোরে ॥
এ বোল শুনিয়া বাণী হৈল আর-বার।
নাহি অপরাধ—তুষ্ট হইলুঁ অপার ॥১৬॥
পূর্ব্ব জন্মে যত অপরাধ কৈলে তুমি।
এহো কালে তোর পাপ সব লৈলুঁ আমি ॥
তোর দেহ মোর দেহ জানিহ সর্ব্বথা।
নিশ্চয় আমারে তুমি নাহি দাও ব্যথা ॥
এ বোল শুনিরা পুঁড়া কহে কর জুড়ি।
তোমার আজ্ঞায় মুই বলোঁ ভয় ছাড়ি ॥১৭॥
কেমনে জানিব মোর ঘুচিল এ দোষ।
পরসাদ-সাক্ষী পাইলে হও মো সন্তোষ ॥
এ কথা কহিব আমি রাজার গোচরে।
এইমত আজ্ঞা তুমি করিহ তাহারে ॥১৮॥
তবে ত প্রতীত আমি পাই হিয়া-সাক্ষী।
সব জন জানে তুমি হৈলে মোরে সুখী ॥
তবে পুনরপি আজ্ঞা করিলা ঈশ্বর।
যে বলিলা সেই হবে—পাইলে তুমি বর ॥
এ বোল শুনিয়া পুঁড়া হরষিত হৈয়া।
মহাবেগে রাজদ্বারে উত্তরিল গিয়া ॥১৯॥
দ্বারীকে কহিল—আরে শুন দ্বারিবর।
যে কিছু কহিয়ে—কর রাজার গোচর ॥
কহিব অপূর্ব্ব কথা—লোকে অবিদিত।
শুনিয়া আমারে রাজা করিব পিরীত ॥
এ বোল শুনিয়া দ্বারী রাজারে কহিল।
রাজার আজ্ঞায় পুঁড়া গোচর হইল ॥ ২০ ॥
দণ্ডবত করি কহে সব বিবরণ
আদ্যোপান্ত যত কথা কৈল নিবেদন ॥
শুনিয়া ত মহারাজে বিস্ময় লাগিল।
নিশ্চয় করিয়া কহ—পুঁড়ারে কহিল ॥
পুনরপি কহে পুঁড়া করিয়া নিশ্চয়।
সেইখানে চল রাজা!—ঘুচাহ বিস্ময় ॥
আমারে যেমত আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
সেইমত আজ্ঞা তুমি পাইবে অদূর ॥
রাজা বলে আজ্ঞা যদি করয়ে ঈশ্বর।
আজন্ম হইব আমি তোমার নফর ॥
এ বোল বলিয়া রাজা চলিলা সত্বর।
পদব্রজে গেলা যথা পর্ব্বত-গভর ॥
পর্ব্বত-গভর দ্বারে এক মন-চিতে।
বিস্তর মিনতি করে লোটাইয়া ভূমিতে ॥

১৩। "অপচয়"=ক্ষতি।
১৮। "পরসাদ-সাক্ষী"=কৃপার প্রমাণ।
"হৈলে মোরে সুখী"=তুমি আমারে সুপ্রসন্ন হইলে।
২০। "দ্বারীকে"=দরোয়ানকে।
"লোকে অবিদিত"=যাহা মানুষে জানে না।
"পিরীত"=আদর।
২২। "নফর"=চাকর; গোলাম।
২৩। "গভর"=গুহা।

দ্রবিলা ঠাকুর—আজ্ঞা উঠিল গগণে।
মিথ্যা নহে—শুন রাজা! পুঁড়ার বচনে॥ ২৩॥
তুমি সাক্ষী হৈলে—পুঁড়া হইল আমার।
ইহারে সে নাহি আর যম-অধিকার॥
এ বোল শুনিয়া রাজা নাচয়ে আনন্দে।
গোয়ালার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে॥
তুমি মোর গুরু হৈয়া কৃষ্ণ মিলাইলা।
কৃষ্ণের শ্রীমুখ-কথা তুমি শুনাইলা॥ ২৪॥
গোয়ালার পায়ে পড়ে রাণীগণ-সঙ্গে।
দেখিয়া কৃষ্ণের দয়া উপজিল অঙ্গে॥
মোর ভক্তে জাতি-বুদ্ধি না করিলে তুমি।
তোরে দেখা দিব রাজা!—কহিলা ত আমি॥
দুগ্ধ সেচন তুমি কর এই স্থানে।
দুগ্ধের সেচনে আমা পাবে বিদ্যমানে॥ ২৫॥
এ বোল শুনিয়া রাজা হরষিত-চিতে।
ঘোষণা পড়িল রাজ্যে দুগ্ধ সে আনিতে॥
প্রভুর আজ্ঞায় দুগ্ধ ঢালে সেইখানে।
আচম্বিতে মাথার চূড়া দেখে বিদ্যমানে॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে—আনন্দ অপার।
আনন্দে ভাসয়ে সুখ-সাগর-পাথার॥ ২৬॥
হরি হরি বোল শুনি চৌদিক ভরিয়া।
নাচয়ে সকল লোক দু'বাহু তুলিয়া॥
যত দুগ্ধ ঢালে তত উঠয়ে শরীর।
উঠিল শরীরে দেখে এ নাভি গভীর॥
অধিক ঢালয়ে দুগ্ধ মনের হরিষে।
প্রভু-সব-অবয়ব দেখিবার আশে॥ ২৭॥
উঠিল-শরীরে দেখে জানু বিদ্যমান।
না ঢালিহ দুগ্ধ—আজ্ঞা ভেল—পরিমাণ॥

তবহুঁ ঢালয়ে দুগ্ধ পাদপদ্ম-আশে।
পদতল দুই খানি না উঠিল শেষে॥
হেনকালে আজ্ঞাবাণী উঠিল গগনে।
না উঠিব পদ—আর না কর যতনে॥ ২৮॥
এ বোল শুনিয়া রাজা হরিষ-বিষাদ।
মহামহোৎসব করে পাইয়া পরসাদ॥
দেউল মন্দির দিল নানা ভোগ রাগ।
দু'নয়ান ভরি দেখে হিয়া-অনুরাগ॥ ২৯॥
পুঁড়ারে কহিল রাজা বিনয় করিয়া।
তুমি রাজ্যের রাজা হও মোরে কৃষ্ণ দিয়া॥
গোপ বলে—অজ্ঞান হইয়া কহ কথা।
রাজ্য নাহি লব—মোরে কেন দেহ ব্যথা॥
তোতে মোতে কৃষ্ণ-সেবা করিব আনন্দে।
কোন্ সুখ রাজ্যে রাজা! ছাড়িয়া গোবিন্দে॥
শুনি রাজা বিনয়ে বলিল কর জুড়ি।
তুমি আমি সেবার হইনু অধিকারী॥ ৩০॥
এইমনে আছে রাজা মনের হরিষে।
ডিঙ্গা লৈয়া সাধু এক আইলা সন্তোষে॥
তার সঙ্গে দুই স্ত্রী পরমা সুন্দরী।
সঙ্গে যাইবারে চাহে দেখিতে শ্রীহরি॥
সাধু নাহি লয় সঙ্গে লজ্জার কারণে।
দুই স্ত্রী কান্দে ধরি সাধুর চরণে॥
তুমি গুরু—সঙ্গে করি কৃষ্ণরে দেখাও।
মো দোঁহার ভাগ্য নাথ তুমি না ঘুচাও॥ ৩১॥
সাধু বলে সঙ্গে নাহি লব তো-সবারে।
প্রসাদ আনিব আমি—তোরা থাক ঘরে॥
তারা বলে তুমি যে কহিলে সেই হয়।
কৃষ্ণ দেখিবারে সাধ হৈয়াছে নিশ্চয়॥

২৭। "উঠিল-শরীরে"=দেহের যতটা উঠিয়াছে তাহাতে।

২৮। "পরিমাণ"=যথেষ্ট হইয়াছে।

৩১। "ডিঙ্গা"=নৌকা।

তবে সাধু ক্রোধ করি সে দোঁহারে বলে।
তোরা কৃষ্ণ দেখ গিয়া—আমি থাকি ঘরে॥
শুনি তুই স্ত্রী হইল দুঃখিত অন্তরে।
পতি ছাড়ি কৃষ্ণ ভজি—এই সে বিচারে॥৩২॥
চলিলা সুন্দরী তারা পতিরে ছাড়িয়া।
দয়া হৈল গোবিন্দের একান্তি দেখিয়া॥
সাধুর হৃদয়ে প্রভু সঞ্চারিলা দয়া।
স্ত্রীয়েরে দেখয়ে সাধু তবে সে আসিয়া॥
ধিক্ ধিক্ আমি ছার পাপিষ্ঠ-হৃদয়।
হেন স্ত্রীয়ে অসম্মান—যুক্তি ভাল নয়॥
সাধু বলে—চল সঙ্গে লব তো-সবারে।
পরম পবিত্র তোরা পুণ্য-কলেবরে॥৩৩॥
স্বামীর সৌভাগ্য যার নারী কৃষ্ণ-ব্রত।
অখিল-পূজিত সেই—পরম মহত্ত্ব॥
ঠাকুর দেখিতে তবে আইলা সওদাগর।
তুই নারী লৈয়া গেলা মন্দির-ভিতর॥
প্রভু নমস্করি সাধু হৈ গেল বাহিরে।
সাধু বাহির হৈল—দ্বার লাগিল মন্দিরে॥
লেউটিয়া দেখে তুই নারী নাই পাশে।
মন্দির-ভিতরে তারা প্রভুকে সম্ভাষে॥৩৪॥
বুঝিয়া সে সাধু স্তব করে উচ্চনাদে।
দ্রবিলা ঠাকুর—তারে কৈলা পরসাদে॥
ঘুচিল মন্দির-দ্বার—দেখে তুই জন।
পাষাণ হইয়া প্রভুর পাইয়াছে চরণ॥
পতি ছাড়ি কৃষ্ণ-পতি লভিবারে গেল।
তে কারণে কৃষ্ণ পতি সুদৃঢ় পাইল॥
নিজ ভাগ্য মানি পায়ে পড়ে সওদাগর।
পরসাদ করে প্রভু—বলে মাগ বর॥৩৫॥
চরণে পড়িয়া সাধু করে পরণাম।
বর মাগোঁ—মোর নামে হউ তোর নাম॥
মা বাপে থুইল তার নাম সে 'জীয়ড়'।
আপনার নামে প্রভু-নাম মাগে বর॥
জীয়ড়-নৃসিংহ নাম তেঁই পরকাশ।
আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচন দাস॥ ৩৬॥

সিন্ধুড়া রাগ।

তবে মহাপ্রভু জীয়ড়-নৃসিংহ দেখিয়া।
চলিলা ত পরদিনে সে দিন বঞ্চিয়া॥
চলি যায় পথে প্রেম-পরবশ চিত।
বিদ্যা নগরে প্রভু ভেল উপনীত॥
রত্নময় পুরী সেই বিদ্যানগর।
নগর দেখিয়া তুষ্ট হৈল ন্যাসিবর॥ ৩৭॥
বিষয়ীর মুখ প্রভু নাহি দেখে কভু।
আচম্বিতে রাজ-দ্বারে উত্তরিলা প্রভু॥
রাজা গোদাবরী স্নান করি বিপ্র-সঙ্গে।
অন্তঃপুরে আসি কৃষ্ণ-সেবা করে রঙ্গে॥
প্রভু আসি হেনকালে দ্বারে আগমন।
পরম-সুন্দর-কান্তি মদন-মোহন॥ ৩৮॥
রাজার তুয়ারে গিয়া দ্বারীকে কহিল।
রাজপুত্র কোথা আছে—নিভৃতে পুছিল॥
প্রভুকে দেখিয়া দ্বারী পরণাম করে।
এই ভগবান্—হেন মনে মনে বলে॥

"সাধু"=সওদাগর; বণিক্।
"যুক্তি ভাল নয়"=ভাল কাজ না।
৩৩। "একান্তি"=ঐকান্তিকতা; মহানিষ্ঠা।
৩৪। "লেউটিয়া"=পিছন ফিরিয়া।
৩৫। "পরসাদ"=কৃপা।
৩৮। "রঙ্গে"=পরমানন্দে।

প্রভু কহে—রাজপুত্রে জানাহ বচন।
তাহার নিমিত্তে মোর এথা আগমণ ॥ ৩৯ ॥
চলিল ত দ্বারী রাজপুত্র যথা আছে।
নিজ-অন্তপুরে যথা দেবতা পূজিছে ॥
পরণাম করি দ্বারী জানায় বচন।
এক মহামতি-গোসাঁই দ্বারে আগমন ॥
এ বোল শুনিয়া রাজা না বলিল কিছু।
তরাসে দ্বারী সে পলাইয়া যায় পাছু ॥ ৪০ ॥
দ্বারেতে আসিয়া দ্বারী করে নিবেদন।
জানাইতে না পারিল তোমার বচন ॥
দেবতা পূজয়ে রাজা নিজ অন্তঃপুরে।
কাহার শকতি তথা যাইবারে পারে ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
যথা পূজা করে তথা চলিলা আপনে ॥
এক অংশে দ্বারে রহে—আর অংশে যায়।
যথা পূজা করে সেই রামানন্দ রায় ॥ ৪১ ॥
ধ্যান করে কৃষ্ণে রাজা দেখে গৌরচন্দ্র।
পুনরপি ধ্যান করে জপি মহামন্ত্র ॥
পুনরপি সেই গৌর দেখয়ে নয়নে
কি হৈল কি হৈল বলি গণে মনে মনে ॥
পুনরপি ধ্যান করে সুদৃঢ়-হিয়ায়।
পুনরপি গৌরচন্দ হিয়ার সান্ধায় ॥ ৪২ ॥
কি কি বলি আঁখি মিলি চাহে চারিভিতে।
গৌরচন্দ্র ন্যাসিবর দেখিল সাক্ষাতে ॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা উঠিলা সম্ভমে।
চরণ বন্দনা করি নেহারয়ে ক্রমে ॥

আপাদ-মস্তক প্রভুর নেহারয়ে অঙ্গ।
গৌর-অঙ্গ দেখি হিয়ায় উপজিল রঙ্গ ॥ ৪৩ ॥
বিস্ময় লাগিল—ন্যাসী আইলা কেমতে।
প্রভুরে পুছিলা কিছু হাসিতে হাসিতে ॥
মোর অভ্যন্তরে তুমি আইলা কেমনে।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণে ॥ ৪৪ ॥
প্রভু কহে—তুমি কেনে না চিন আপনা।
আমারে না চিন আমি নিতে আইলুঁ তোমা ॥
এইরূপে বলে প্রভু মধুর বচনে।
আমারে না চিন—আমি নন্দের নন্দনে ॥
এ বোল শুনিয়া রাজা ছলছল-আঁখি।
সেই রূপ দেখাও তবে পাই হিয়া সাক্ষী ॥ ৪৫ ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভুর অট্ট অট্ট হাস।
আপনা চিনায় প্রভু—করে পরকাশ ॥
যে ছিল—সেখানে কৃষ্ণ-শ্বেত-রক্ত-দ্যুতি।
সকল দেখায় এক গৌর-মূরতি ॥
কষিত এ দশবান- কাঞ্চন-বরণ।
তাহা ছাড়ি হৈলা প্রভু শ্যাম সুচিক্কণ ॥ ৪৬ ॥
কানড়া-কুসুমাকৃতি অঙ্গের কিরণ
ময়ূর-পিখণ্ড শিরে মুরলী বদন ॥
নানা আভরণ অঙ্গে চিকণিয়া কালা।
পীত বস্ত্র পরিধান গলে বনমালা ॥
তাহা দেখি মহারাজ আনন্দিত-মন।
পুনরপি হৈলা প্রভু গৌর-বরণ ॥৪৭ ॥
পশু পক্ষী বৃক্ষ আর যত লতা পাতা।
গৌর-অঙ্গ-ছটায় ঝলমল করে তথা ॥

---

৪২ "এক……যায়" = শ্রীগৌরাঙ্গ এক প্রকট-মূর্ত্তিতে দ্বারে রহিলেন, অন্য আর এক গুপ্ত-মূর্ত্তিতে রাজ-অন্তঃপুরে চলিলেন, সুতরাং দ্বারী কিছুই বুঝিতে পারিল না। ৪৩। "নেহারয়ে ক্রমে"= এক এক করিয়া সব অঙ্গ দেখিতে লাগিলেন।

৪৫। "তুমি……আপনা" = তুমি নিজে যখন আমাকে চিনিতে পারিলে না।

৪৬। "যে ছিল……দ্যুতি"=তাঁহার যে গৌরবর্ণ ছিল, তাহা পরপর কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণ হইল

৪৭। "শিখণ্ড" = ময়ূর-পুচ্ছ।

দেখিয়া বুঝিল কাজ রামানন্দ রায়।
প্রেমায় বিহ্বল—ধরে নিজ-প্রভু-পায় ॥
পুনর্ব্বার হৈলা প্রভু শ্যাম-কলেবর ॥
ত্রিভঙ্গ মুরলী-মুখ পীতাম্বর-ধর ॥৪৮॥
রাধা বামে—পরমা সুন্দরী মহাজ্যোতি ॥
চৌদিকে বেঢ়িয়া গোপী বরাঙ্গ-যুবতী ॥
বৃন্দাবনে রতন-মন্দির সিংহাসনে।
দেখে রাজা পরম-আনন্দ রাধা-সনে ॥
পুনর্ব্বার হৈলা প্রভু গৌরাঙ্গ মূরতি।
অরুণ-অম্বর অঙ্গে যেন মহামতি ॥ ৪৯ ॥
চরণে পড়িলা রাজা অবশ-শরীর।
করে ধরি লৈয়া প্রভু ভৈ গেল বাহির ॥
এ প্রকাশ দেখিল সে রাজা আচম্বিতে।
দশ দিন ছিল প্রভু রাজার সহিতে ॥
অনেক হইল কৃষ্ণ-কথা তার সনে।
বিস্তারি কহিতে তাহা অনন্ত না জানে ॥৫০॥
অনন্ত চৈতন্য-লীলা বেদ-অগোচর।
কোনো লীলা কোনো ভক্তে করেন বিস্তার ॥
আদ্যোপান্ত কহিতে শকতি আছে কার।
লিখিতে লিখিতে গ্রন্থ হয়ে ত বিস্তার ॥
রায় রামানন্দে আর প্রভুতে মিলন।
গোরা-গুণগাথা গায় এ দাস লোচন ॥৫১॥

———

শ্রীরাগ।

পাপ তাপ হর হর যম-ভয়।
জয় শচীনন্দন জয় জয় জয় ॥ ধ্রু ॥

তবে মহাপ্রভু সেই আনন্দ-কৌতুকে।
চলিতে আনন্দে দেহ ভরিল পুলকে ॥
এইমনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি যায়।
গোদাবরী করি পঞ্চবটীতে সান্তায় ॥
এই মহা পুণ্য তীর্থ পঞ্চবটী নাম।
যাহাতে আছিলা সেই লক্ষ্মণ শ্রীরাম ॥ ৫২ ॥
পঞ্চবটী দেখি প্রভু প্রেমে অচেতন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
এইখানে কুঁড়ে ঘর বান্ধিলা লক্ষ্মণ।
মৃগ মারিবারে রাম করিলা গমন ॥
শ্রীরাম-উদ্দেশে পাছে চলিলা লক্ষ্মণ।
এইখানে সীতা হরি নিলেক রাবণ ॥৫৩॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু—প্রেমায় বিহ্বল।
মার্ মার্—বলে প্রভু বলে—ধর্ ধর্ ॥
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উভরায়।
সীতা সোঙরিয়া কান্দে অবশ-হিয়ায় ॥
সঙ্গের সঙ্গতিগণ প্রবোধিতে নারে।
আপনেই মহাপ্রভু আপনা সম্বরে ॥৫৪ ॥
তবে আর-দিন পথে চলিলা ঠাকুর।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা কাবেরীর কূল ॥
কাবেরীর তীরে দেখি শ্রীরঙ্গনাথ।
দেখিয়া প্রেমায় নাচে নিজ-জন-সাথ ॥
তথায় ত্রিমল্ল-ভট্ট ঠাকুরে দেখিয়া।
নিরীখয়ে গৌর-অঙ্গ বিস্মিত হইয়া ॥৫৫॥
দেহের কিরণ আর প্রেমার আরম্ভ।
কদম্ব-কেশর জিনি পুলক-কদম্ব ॥
সর্ব্বলোক জিনি তনু যেহেন সুমেরু।
প্রেম ফল-ফুলে ভরিয়াছে কল্পতরু ॥৫৬॥
হরি হরি বলি ডাকে অতি উচ্চনাদে।
দেখিয়া চৌদিক ভরি সব লোক কাঁদে ॥

৫৪। "প্রবোধিতে"=শান্ত করিতে ; বুঝাইতে। "আপনা সম্বরে"=নিজে নিজেই সামলাইলেন—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান আসিল।

৫৫। "ঠাকুরে"=মহাপ্রভুকে।

ঐছন দেখিয়া সে ত্রিমল্ল ভট্টাচার্য্য।
কৌতুকে সকল কথা জানিল সে আর্য্য ॥
এই সেই ভগবান্—কভু নহে আন।
নিশ্চয় জানিল—এই সর্ব্বজন-প্রাণ ॥ ৫৭ ॥
এতেক জানিয়া সে ত্রিমল্ল ভট্টরায়।
আপন-আশ্রমে সে প্রভুরে লৈয়া যায় ॥
তার বাড়ী গেলা প্রভু প্রথম আষাঢ়ে।
সর্ব্ব জীবে কৃষ্ণভক্তি দিনে দিনে বাঢ়ে ॥
সেইখানে রথযাত্রা কৈল দরশন।
রথ-অগ্রে নৃত্য কৈল শ্রীশচীনন্দন ॥ ৫৮ ॥
শ্রাবণে থাকিয়া প্রভু করিল ঝুলনা।
নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে নাচে সর্ব্বজনা ॥
ভাদ্রে থাকিয়া কৃষ্ণ-জন্মযাত্রা কৈল।
গোপ-বেশে গোরাচাঁদের বহু নৃত্য হৈল ॥
আশ্বিনে থাকিয়া প্রভু শচীর নন্দন।
ভক্তগণ লৈয়া করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৫৯ ॥
ভট্ট-প্রেমে মহাপ্রভু তার বশ হৈয়া।
চাতুর্ম্মাস্য বঞ্চিল বড় প্রীতি পাইয়া ॥
চাতুর্ম্মাস্য রহি প্রভু চলিলা ত্বরিতে।
পথে দেখা পরমানন্দ-পুরীর সহিতে ॥
দোঁহে দোঁহা দেখি তুষ্ট হৈলা দুই জন।
নিরখিতে দোঁহাকার ঝরয়ে নয়ন ॥
তবে সে পরমানন্দের হৈল স্মরণে।
গুরু মাধবেন্দ্র-পুরী যে বৈল বচনে ॥ ৬০ ॥

তথাহি বায়ুপুরাণে—

কলেঃ প্রথম-সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম-সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌর-বিগ্রহঃ ॥ ৬১ ॥

কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম রাখিবারে।
জনমিব কৃষ্ণ প্রথম-সন্ধ্যার ভিতরে ॥
গৌর দীর্ঘ-কলেবর বাহু জানু-সম।
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কমল-লোচন ॥
করুণা-সাগর প্রভু—প্রেমার আবাস।
নিজ-করুণায় প্রেম করিব প্রকাশ ॥ ৬২ ॥
মোর ভাগ্য নাহি মুই দেখিব নয়নে।
তোর দেখা হৈলে মোরে করিহ স্মরণে ॥
সেই এই গুরুবাক্য মনেতে পড়িল।
এই সেই ভগবান্—নিশ্চয় জানিল ॥ ৬৩ ॥
'মাধবেন্দ্র' বলি বলি করিল স্মরণ।
তবে ত আনন্দ-মনে করয়ে ক্রন্দন ॥
'মাধবেন্দ্র'-কীর্ত্তন শুনিয়া প্রভু নাচে।
'হরি হরি, বলি ভক্ত নাচে কাছে কাছে ॥
ক্ষণে হুহুঙ্কার দেই পরম-আনন্দে।
'মাধবেন্দ্র' বলি প্রভু প্রেমানন্দে কান্দে ॥৬৪॥
এতদিনে সন্ন্যাস মোর সফল হইল।
'মাধবেন্দ্র'-ধ্বনি মোর কর্ণে প্রবেশিল ॥
তবে পরণাম করে পরমানন্দপুরী।
কি কর বলিয়া প্রভু তোলে হাতে ধরি ॥
গাঢ় আলিঙ্গন কৈল পরম সন্তোষে।
চলিলা ঠাকুর—কহে এ লোচন দাসে ॥৬৫॥

———

ধানশী রাগ।

গোরাচাঁদ জীবন আমার।
গোরাচাঁদ পরাণ আমার রে ॥ ধ্রু ॥

৬১। কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় অর্থাৎ দ্বাপরের শেষে ও কলির প্রারম্ভে লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ গৌর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ-সমীপে অবস্থিতি করিবেন।

৬২। "প্রেমার আবাস"=প্রেমালয়; প্রেমময়।

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে।
পথে চলি যাইতে সপ্ততাল-বিমোচনে ॥
সপ্ত তাল-তরু সেই আছে সেই পথে।
দেখি আচম্বিতে প্রভু লাগিলা হাসিতে ॥
ধাইয়া গিয়া সপ্ত তরু করিলা .পরশে।
জয় জয় ধ্বনি তবে উঠিল আকাশে ॥ ৬৬ ॥
মুনি শাপে ছিল সে গন্ধর্ব্ব সাত জন।
প্রভুর পরশে তারা পাইল মোচন ॥
যোড় হস্ত করি তারা দণ্ডবত কৈল।
দিব্য-দেহ পাইয়া সবে বৈকুণ্ঠে চলিল ॥
দেখিয়া সকল লোক করে নমস্কার।
সবে বলে এই ন্যাসী রাম-অবতার ॥৬৭॥
তবে সেই মহাপ্রভু পথে চলি যায়।
আনন্দে বিভোল হৈয়া হরি-গুণ গায় ॥
প্রেমার আনন্দে নাহি জানে পথশ্রমে।
সেতুবন্ধে উত্তরিলা পথ-ক্রমেক্রমে ॥
সেতুবন্ধ গিয়া দেখে রামেশ্বর-লিঙ্গ।
আনন্দে নাচয়ে প্রভু যেন মত্ত-সিংহ ॥৬৮॥
লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার।
সেতুবন্ধ দেখি হরি বলে বারবার ॥
অনুরাগে কান্দে - ডাকে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কখন আবেশে ডাকে অঙ্গদ হনুমান্ ॥ ৬৯ ॥
ক্ষণেক আবেশে ডাকে সুগ্রীব মোর মিত।
ক্ষণে বিভীষণ বলি ডাকে বিপরীত ॥
প্রেমায় বিহ্বল দিকবিদিক না জানে।
সেতুবন্ধ দেখি নাচে সব-ভক্ত-সনে ॥
এইমনে দিবানিশি না জানে আপনা।
লেউটিতে মহাপ্রভুর বাঢ়িল করুণা ॥৭০॥

ক্রমে ক্রমে তবে প্রভু লেউটিয়া আসি।
পুন চাতুর্ম্মাস্য গোদাবরী-তীর্থে বসি ॥
পুনরপি উড্রদেশে আইলা ঠাকুর।
জগন্নাথ-ভাবে প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর ॥
তবে ত দেখিল প্রভু শ্রীআলালনাথ।
বিষ্ণুদাস উড়িয়ারে কৈল আত্মসাথ ॥৭১॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু হৈলা কুতূহলী।
সঘনে তুলিয়া বাহু বলে 'হরি হরি' ॥
পুরুষোত্তমে আসি প্রভু আছে মহাসুখে।
কহয়ে লোচন—বড় এ আনন্দ লোকে ॥৭২॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভুর বৃন্দবন দর্শন

বরাড়ী রাগ। ধূলাখেলা জাত।

এখানে কহিব কথা, শুন গোরা-গুণগাথা,
ত্রিজগতে অতি অনুপাম।
মনে মনে বান্ধে আলি, মুকুতা প্রবাল ঢালি,
সন্ন্যাসী নৃসিংহানন্দ নাম ॥
সুবর্ণ মণি মাণিক্যে, দিব্যরত্ন চারিদিকে,
মনে মনে বান্ধয়ে জাঙ্গাল।
মথুরা পর্য্যন্ত দিয়া, কৃষ্ণে সমর্পিব ইহা,
হেনকালে প্রত্যাসন্ন কাল ॥৭৩॥
না হৈল জাঙ্গাল সায়, রহিল দুঃখ হিয়ায়
মনে মনে করে অনুতাপ।
কানাইর নাট্‌শালা পর্য্যন্ত, হইল জাঙ্গাল অন্ত
সন্ন্যাসীর বৈকুণ্ঠ হৈল লাভ ॥
এ কথা আছিল চিতে, চলে প্রভু আচম্বিতে,
না জানি কোথারে চলি যায়।
ক্রমে ক্রমে চলি যাইতে, কানাইর নাট্‌শালা হৈতে
পুন লেউটিলা গোরারায় ॥৭৪॥

৬৬। 'সপ্ত-তাল-বিমোচনে"=সাতটী তালগাছের উদ্ধার।

৭১। "কৈল আত্মসাথ" = নিজ-জন করিয়া লইলেন।

এ কথা বেকত নহে, পরমানন্দ-পুরী কহে,
কহ প্রভু! ইহার কারণ।
আদ্যোপান্ত যত কথা, তাহারে কহিল তথা,
মনঃকথা-সিদ্ধির কারণ॥
পুরুষোত্তম আদি অন্ত, মথুরাপুরী পর্য্যন্ত,
স্বর্ণ মানিক্যে দিব আলি।
সন্ন্যাসীর এই হিয়া, এ মোর জাঙ্গাল দিয়া,
চলি যাবে গোরা বনমালী॥
শুন শুন সব জন, সাবধানে দিয়া মন,
শ্রীগোরাচাঁদের পরকাশ।
মনঃকথা নৃসিংহানন্দ, সিদ্ধ কৈল গৌরচন্দ্র,
গুণ গায় এ লোচন দাস॥ ৭৫॥

———

শ্রীরাগ।

গোরচাঁদ না রে হয়।
বিহরই নীলাচল-মাঝে॥ ধ্রু॥

তবে নীলাচলে প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
কীর্ত্তন-বিলাস করে—আছে নানা-রঙ্গে॥
অনেক ভকতগণ মিলিলা তথায়।
প্রেম বিলসয়ে প্রভু—নাচয়ে নাচায়॥
নানা দেশে আছিল যতেক ভক্তগণে।
ক্রমে ক্রমে মিলিলেন চৈতন্য-চরণে॥ ৭৬॥
আনন্দে আছয়ে প্রভু নীলাচল-বাসে।
কহিব সকল পাছু অনেক প্রকাশে॥
মথুরা চলিব মনঃকথা আচম্বিত।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল হিয়া—উনমত-চিত॥
চলিলা মথুরা-পথে চৈতন্য-ঠাকুর।
পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাঢ়িল প্রচুর॥ ৭৭॥
অনুরাগে ধায় প্রভু রাঙ্গা দুই আঁখি।
সিংহের গমনে ধায়—দেখিয়া না দেখি॥
সঙ্গের সঙ্গতিগণ না পারে হাঁটিতে।
কতদূরে যায় প্রভু ডাকিতে ডাকিতে॥
ঝারিখণ্ড-পথে প্রভু চলিলা সত্বর।
কান্দাইলা পশু পক্ষী বৃক্ষাদি প্রস্তর।
গৌরাঙ্গ বেঢ়িয়া মৃগ-ব্যাঘ্রগণ নাচে।
হিংস নাই—সবে সুখে নাচে প্রভু কাছে॥ ৭৮॥
বনজন্তুগণে সবে কৃতার্থ করিয়া।
চলিলা গৌরাঙ্গ পথে প্রেম-বিনোদিয়া॥
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা তীর্থ বারাণসী।
অনেক আছয়ে তথা পরম সন্ন্যাসী॥
বিশ্বেশ্বর নমস্করি চলি যায় পথে।
প্রয়াগে মাধব দেখি হরষিত-চিতে॥ ৭৯॥
রূপ সনাতন গোসাঁই প্রভুরে মিলিলা।
অনুগ্রহ করি তারে শক্তি সঞ্চারিলা॥
তথা বেণী-স্নান করি দেখি অক্ষয়-বট।
যমুনাতে পার হৈলা আগরা-নিকট॥
দেখিলা অদ্ভুত সে রেণুকা নামে গ্রাম।
অবতার কৈলা যেই স্থানে পরশুরাম॥ ৮০॥
তথা বৃন্দাবন-মুখে যমুনা বিমুখী।
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু প্রেমসুখে সুখী॥
রাজগ্রামে গিয়া পারে দেখয়ে গোকুল।
সম্বরিতে নারে হিয়া ভৈ গেল আকুল॥

৭৩। "আলি"=বাঁধ; পথ। "জাঙ্গাল"=বাঁধ। "প্রত্যাসন্ন কাল"=মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল।

৭৫। "মনঃকথা"=মনের সংকল্প।

৭৮। "দেখিয়া না দেখি"=এত বেগে চলিয়াছেন যে, তাঁহাকে যেন দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে না। "ঝারিখণ্ড-পথে"=বন ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়া যে পথ, সেই পথে।

৮০। "আগরা-নিকট"=আগ্রার কাছে।

হিয়া সম্বরিল প্রভু অনেক যতনে।
আনন্দে বিহ্বল—পারে দেখে মহাবনে ॥৮১॥
চলিতে চলিতে আর গিয়া কতদূর।
সুনিকট হৈল যেই—দেখে মধুপুর ॥
মধুপুরী দেখি প্রভু উনমত-চিত।
প্রেমায় বিহ্বল যেন নাহিক সম্বিত ॥
'অক্রূর অক্রূর' বলি ভূমিতে পড়িলা।
মাথুর-বিরহ-ভাবে মূর্চ্ছিত হইলা ॥ ৮২ ॥
দিবানিশি নাহি জানে আছে সেইখানে।
সম্বেদন নাহি প্রভুর ভেল তিন দিনে ॥
গতাগতি করে লোক দেখয়ে আশ্চর্য্য।
কৃষ্ণদাস নামে এক আছে দ্বিজবর্য্য ॥৮৩ ॥
প্রভুরে দেখিয়া সেই গণে মনে মনে।
কোথা হৈতে আইলা এই পুরুষ-রতনে ॥
বড় ভাগ্যে দেখিলাম ইশ্বর চরণ।
এই শুক প্রহ্লাদ কি—হেন হেন লয় মন ॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু পুছিল তাহারে।
কি নাম তোমার হয় শুন দ্বিজবরে ॥৮৪॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে—শুন শুন ন্যাসিবর।
'কৃষ্ণদাস' নাম মোর—কহিল উত্তর ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভুর অট্ট অট্ট হাস।
কৃষ্ণের সকলি জান তুমি কৃষ্ণদাস ॥ ৮৫ ॥
জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে।
তুমি দেখাইবে যেথা যে আছে বিশেষে ॥
মথুরামণ্ডল এ কৃষ্ণের অন্তরীণ।
সকল জানহ তুমি—ভকত প্রবীণ ॥
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ সব তুমি জান।
মথুরামণ্ডল মোরে দেখাও স্থানে স্থান ॥ ৮৬ ॥

দ্বিজ কহে—সব স্থান না জানিয়ে আমি।
দ্বাদশ বনের কথা সবে আমি জানি ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু প্রেমানন্দে ভাসে।
তাহার হৃদয়ে শক্তি করিলা প্রকাশে ॥
মহানন্দে বলে—আমি সব দেখাইব।
কৃষ্ণ-জন্ম হৈতে কংস-বধ শুনাইব ॥৮৭॥
দ্বিজ কহে—শুন শুন শুন মহাশয়।
নন্দের নন্দন তুমি—জানিল নিশ্চয় ॥
তোমার দর্শনে মোর ব্রজ-দরশন।
আচম্বিতে সব মোর হৈল সঙরণ ॥
দেখাব যেখানে যেবা স্থানের মরম।
যেখানে বা ভগবান্ জনম-করম ॥৮৮॥
এ বোল শুনিয়া গৌর হরিষ-হিয়ায়।
কৃষ্ণদাসে কোলে করি কৃষ্ণ-গুণ গায় ॥
সে দিন বঞ্চিলা কৃষ্ণদাসের আলয়ে।
মথুরামণ্ডল-কথা সর্ব্বরাত্র কহে ॥
মথুরামণ্ডল-মধ্যে যমুনা ভাগ্যবতী।
যাহার দু'কূলে কৃষ্ণ বিহরে পিরীতি ॥৮৯॥
যমুনার পূর্ব্বকূলে আছে পাঁচ বন।
পশ্চিমেতে সাত বন কহিল কথন ॥
কৃষ্ণের বিহার সে এই দ্বাদশ বনে।
ভক্ত বিনা কেহো ইহার মরম না জানে ॥
কংসের সদন এই যমুনা-পশ্চিমে।
তাহার উত্তরে বন বৃন্দাবন নামে ॥৯০॥
মথুরা হইতে সেই যোজনেক পথে।
অনেক রহস্য-কথা কহিব তাহাতে ॥
কুমুদ নামে বন আছে তাহার নৈর্ঋতে।
সওয়া যোজন পথ মথুরা হইতে ॥

৮১। "মহাবন"=গোকুল।
৮২। "মধুপুর"=মথুরা।
৮৩। "সম্বেদন"=চৈতন্য জ্ঞান।
৮৬। "অন্তরীণ"=অতিপ্রিয়।

খদির নামে বন আছে তাহার দক্ষিণে।
দেড় যোজন পথ সেই মথুরার সনে ॥ ৯১ ॥
তালবন আছে প্রভু দক্ষিণে মথুরার।
অর্দ্ধ যোজন ভূমি মথুরা তাহার ॥
এক নদীধারা আছে মানস-গঙ্গা নামে।
বৃন্দাবন পশ্চিমে সে মথুরা ঈশানে ॥ ৯২ ॥
কাম্যবন হৈতে মধুবনের উদ্দেশ।
কালীদহ পশ্চিমে যমুনা পরবেশ ॥
সরস্বতী নামে এক ধারা আছে তাতে।
মথুরা উত্তর সে প্রবেশ যমুনাতে ॥
মথুরার পশ্চিমে আছে গোবর্দ্ধন-গিরি।
আট যোজন সে মথুরা হইতে ধরি ॥৯৩॥
কহিব সে কাম্যবন গোবর্দ্ধন-পশ্চিমে।
মথুরা হইতে আট যোজন লোকে গণে ॥
বহুলা নামে বন আছে মথুরা-ঈশানে।
মানস-গঙ্গার পার সে দুই যোজনে ॥
এই সাত বন সে পশ্চিমে যমুনার।
কহিব ত পূর্ব্বকূলে পাঁচ বন আর ॥ ৯৪ ॥
মহাবন নামে বন যমুনা-নিকটে।
মথুরা হইতে সেই যোজনেক বাটে ॥
বিল্ব নামে বন আছে পশ্চিমে তাহার।
অর্দ্ধ যোজন সে মথুরা হৈতে পার ॥ ৯৫ ॥
তাহার উত্তরে আছে লোহ নামে বন।
ভাণ্ডীর নামে বন আছে তাহার ঈশান ॥
একত্রই দুইবন যমুনার কূলে।
মহাবন হৈতে লোকে আট যোজন বলে ॥
এত ত দ্বাদশ বন মথুরামণ্ডল।
কৃষ্ণের বিহার-স্থান—দেখাব সকল ॥৯৬॥
এইমনে কথালাপে প্রভাত হইল।
যে বিধি আছিল প্রভু প্রাতঃক্রিয়া কৈল ॥
উৎকণ্ঠা-হৃদয়ে কৃষ্ণদাসে দিল ডাক।
দেহকে জিনিয়া সে অধিক অনুরাগ ॥
দেখিতে চলিলা গৌর মথুরামণ্ডল।
আপনে ঈশ্বর—কৃষ্ণদাসে করে ছল ॥৯৭॥
কৃষ্ণদাস কহে প্রভু! ইথে কর মন।
পুরীর তিনদিকে দেখ গড়ের পত্তন ॥
পূরুবে যমুনা-নদী বহে দক্ষিণ-মুখে।
উত্তর দক্ষিণ দ্বার গড়ের দুই দিকে ॥
কংসের আবাস দেখ পুরীর নৈর্ঋতে।
পূরুবে উত্তরে দুই দুয়ার তাহাতে ॥ ৯৮ ॥
বসিবার চৌতারা দেখ বাড়ীর উত্তর।
পুরীর বায়ুকোণে দেখ হের কারাগার ॥
মূত্রস্থান হের দেখ ইহার দক্ষিণে।
বিবরি কহিয়ে কিছু শুন সাবধানে ॥ ৯৯ ॥
কংস-ভয়ে বসুদেব লৈয়া যান পুত্র।
আচম্বিতে কৃষ্ণ তাঁর কোলে কৈল মূত্র ॥
সেইখানে বসুদেব বসিলা সত্বর।
প্রস্রাব করিলা কৃষ্ণ—দ্রবিল পাথর ॥১০০॥

৯১। "যোজনেক"=এক যোজন অর্থাৎ চারি ক্রোশ।

৯২। "ঈশানে=উত্তর-পূর্ব্বে।

৯৫। "বাটে"=পথ।

৯৬। "দ্বাদশ বন"=মধুবন, তালবন, কুমুদ-বন, কাম্যবন, বহুলাবন, ভদ্রবন, খদিরবন, মহাবন, লোহবন, বিল্ববন, ভাণ্ডীরবন ও বৃন্দাবন।

৯৭। "দেহকে জিনিয়া" = দেহের শক্তি অপেক্ষাও।

৯৯। "চৌতারা" = চবুতারা; রাস-নৃত্যের রঙ্গভূমি। "বিবরি"=বর্ণনা করিয়া।

১০০। "দ্রবিল"=গলিয়া গেল।

মূত্রচিহ্ন রহিল এ পাষাণ-উপরে।
মূত্রস্থান তেঁই লোকে বলয়ে ইহারে॥
ইহার উত্তরে দেখ উদ্ধবের ঘর।
এ বোল শুনিতে প্রভুর গলে দুই ধার॥
কণ্টকিত ভেল অঙ্গ আপাদ-মস্তক।
কদম্ব-কেশর জিনি একটি পুলক॥১০১॥
এই উদ্ধবের ঘর মুই আলুঁ এবে।
এথা যে করিল কৃষ্ণ কহি অনুভবে॥
এইখানে কৃষ্ণ আর উদ্ধবেতে কথা।
শুনিয়াছি হেন বাসোঁ—মনে লাগে ব্যথা॥
এ বোল বলিতে প্রভু চাহে চারিদিকে।
তবে কহ কৃষ্ণদাস—কহে অনুরাগে॥১০২॥
উদ্ধবের পূর্ব্বে দেখ রজকের ঘর।
মালাকার-বাস দেখ পূরুবে ইহার॥
ইহার দক্ষিণে দেখ কুবুজীর ঘর।
তাহার দক্ষিণে রঙ্গস্থান মনোহর॥১০৩॥
বসুদেব-আবাস দেখ তার অগ্নিকোণে।
এ বোল শুনিতে প্রভু হাসে মনে মনে॥
গদগদ স্বর কিছু অরুণ বদন।
উগ্রসেন বাড়ী দেখ তাহার ঈশান॥
দেখহ বিশ্রান্তি-ঘাট দক্ষিণে তাহার।
গতশ্রম-নাম মূর্ত্তি এথা পরচার॥১০৪॥
কংস মারি টানিয়া ফেলিতে হৈল খাল।
তেঁই কংসখালি ঘাট—দক্ষিণ ইহার॥
দেখহ প্রয়াগ-ঘাট তাহার দক্ষিণে।
তাহার দক্ষিণে ঘাট এ তিন্দুক-নামে॥
সপ্ততীর্থ বলি ঘাট ইহার দক্ষিণে।
তাহার দক্ষিণ দেখ ঋষিতীর্থ-নামে॥১০৫॥
ইহার দক্ষিণে দেখ মোক্ষতীর্থ আর।
তাহার দক্ষিণে কোটিতীর্থের প্রচার॥
তাহার দক্ষিণে দেখ বোধিতীর্থ নামে।
দক্ষিণে গণেশতীর্থ দেখ বিদ্যমানে॥
এই ত দ্বাদশ ঘাট সর্ব্বতীর্থ-সার।
পুরীর দক্ষিণে রঙ্গভূমি দেখ আর॥১০৬॥
তাহার দক্ষিণে আর দেখ অপরূপ।
দুরাশয় কংস রাজা খুদিলেক কূপ॥
কৃষ্ণ মারি ইহাতে ফেলিব এই কাম।
কংস সে খুদিল কূপ—কংসকূপ নাম॥
দেখহ অগস্ত্যকুণ্ড নৈর্ঋতে তাহার।
সেতুবন্ধ সরোবর উত্তরে ইহার॥১০৭॥
এ বোল শুনিতে প্রভু কি কি বলি ডাকে।
অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন অঙ্গের পুলকে॥
সেতুবন্ধ-সরোবরের শুন বিবরণ।
সাবধানে শুন প্রভু! হৈয়া এক-মন॥
একদিন আছে কৃষ্ণ গোপীগণ মেলে।
রাসক্রীড়া করে এই সরোবর-কূলে॥১০৮॥
রাধাকে কহিল—আমি সেই রঘুনাথ।
রাবণ মারিল আমি বানরের সাথ॥
এ বোল শুনিয়া রাধা মুচকি হাসয়।
মিছা কথা কহে কৃষ্ণ—এই ত আশয়॥১০৯॥
দেখিয়া তরস্ত হৈয়া পুছয়ে রাধারে।
কি লাগিয়া হাস রাই! বলহ আমারে॥
রাধা বলে—মিছা কথা না বলিহ আর।
তুমি সে কেমনে হৈলে রাম-অবতার॥
মহা জিতেন্দ্রিয় তেহোঁ পরম-ঈশ্বর।
তোমাতে সম্ভবে নাহি তাঁর ব্যবহার॥১১০॥

১০৪। "উগ্রসেন"=কংসের পিতা।
১০৬। "পুরীর"=মথুরা-পুরীর।
১০৯। "আশয়"=মনের ভাব।
১১০। "জিতেন্দ্রিয়"=সংযমী।

সমুদ্র বান্ধিলা তেহোঁ এ গাছ পাথরে।
তুমিহ বান্ধহ দেখি এই সরোবরে ॥
এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ লহু লহু হাসে।
আমি জলে থুইলে সে ইটা পাথর ভাসে ॥
এ বোল শুনিয়া গোপী বলিল বচন।
আনি এ পাথর — দেখি বান্ধহ এখন ॥ ১১১ ॥
মিছা গর্ব্ব না করিহ শুন হে কানাই।
পাথর ভাসয়ে জলে—কভু শুনি নাই ॥
ঠাকুর কহয়ে—আন এ গাছ পাথর।
পাথরে বান্ধিব আমি এই সরোবর ॥১১২॥
এ বোল শুনিয়া তারা বহি আনে ইটা।
কাষ্ঠ খান খান আনে পাথর গোটা গোটা ॥
এক কূলে রহি কৃষ্ণ বান্ধে সরোবর।
একূলে ওকূল সব লাগিল পাথর ॥ ১১৩ ॥
এ গাছ পাথরে সরোবর গেল বান্ধা।
ভাল ভাল বলে গোপী — মুচকি হাসে রাধা ॥
রাধার কারণে সরোবরে হৈল সেতু।
সেতুবন্ধ-সরোবর কহি এই হেতু ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু অন্তর উল্লাস।
গোরা-গুণ গায় সুখে এ লোচন দাস ॥ ১১৪॥

———

পঠমঞ্জরী শ্রীরাগ।

সপ্তসমুদ্র-কুণ্ড ইহার উত্তরে।
দেবকীর সাত পুত্র মারিতে পাথরে ॥
ইহার উত্তরে দেখ লিঙ্গ ভূতেশ্বর।
দেখ সরস্বতীকুণ্ড পুরীর উত্তর ॥
এইখানে দেখ দশ-অশ্বমেধ ঘাট।
ইহার দক্ষিণে সোম-তীর্থের এ বাট ॥ ১১৫ ॥
কণ্ঠাভরণ-মজ্জন ইহার দক্ষিণে।
নাগতীর্থ ধারা বহে পাতাল-গমনে ॥
সংযমনকুণ্ড-ঘাটে আইলা সে তবে।
পুরী প্রদক্ষিণ করে নিজ-অনুভবে ॥
এইমনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে দিন গেল।
ভিক্ষা করিয়া প্রভু রজনী বঞ্চিল ॥ ১১৬ ॥
উৎকণ্ঠায় আকুল—দীঘল ভেল রাতি।
পোহালো পোহালো পুছে হিয়ার আরতি ॥
রজনী প্রভাত হৈল — হিয়ার উল্লাস।
প্রাতঃক্রিয়া করি বলে—আইস কৃষ্ণদাস ॥
কৃষ্ণদাস বলে—গোসাঁই শুনহ বচন।
মথুরামণ্ডল-ভূমি একুইশ যোজন ॥ ১১৭ ॥
দ্বাদশ বন হয় ছয় যোজন-ভিতর।
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ দেখাব সকল ॥
নারদ-বচন কংস শুনে এইখানে।
বসুদেব-দেবকীরে রাখে এই স্থানে ॥ ১১৮ ॥
এইখানে হৈল কৃষ্ণ চতুর্ভুজ দেখি।
পরিহার মাগে সে বসুদেব দেবকী ॥
তবে গেলা বসুদেব কৃষ্ণ লৈয়া কোলে।
নিদ্রায় প্রহরিগণ পড়ি গেল ভোলে ॥
ফণা ছত্র ধরিয়া বাসুকি পাছে ধায়।
যমুনায় পার হৈতে শৃগালী আগে যায় ॥১১৯
এই মহাবনে নন্দ ঘোষের বসতি।
নিঁদে প্রসবিলা কন্যা যশোদা ভাগ্যবতী ॥
নন্দ-ঘরে পুত্র থুইয়া কন্যারে আনিল।
দেবকীর কন্যা বলি কংসেরে ভাণ্ডিল ॥

১১৯। "পরিহার মাগে"=স্তব স্তুতি করে। "পড়ি গেল ভোলে"=বিভোর হইয়া পড়িল; বেহুঁস হইয়া গেল।

পাপিষ্ঠ সে কংসরাজ মারিতে কন্যারে।
বিদ্যুত হইয়া তেঁহ গেল আকাশেরে ॥ ১২০ ॥
অপরাদ্ধ কংস স্তুতি করয়ে তাঁহারে।
গগনে আকাশবাণী শুনে হেন কালে ॥
শুনিয়া সে বাণী-ধর্ম্ম হিংসিতে লাগিল।
নিশ্চয় করিয়া নিজ-মরণ আনিল ॥
মথুরা আইলা নন্দ পুত্রোৎসব করি।
বসুদেব বৈল—রাখ শিশুরে আবরি ॥ ১২১ ॥
সাত দিবসের কৃষ্ণ পূতনা বধিল।
মাসেকের কালে শকট ভাঙ্গিয়া ফেলিল ॥
তৃণাবর্ত্ত মারে কৃষ্ণ হৈয়া বিশ্বম্ভরে।
জৃম্ভায়ে মায়েরে বিশ্ব দেখালো উদরে ॥
ছয় মাসের কালে নামকরণ হইল।
মৃত্তিকা-ভক্ষণে বিশ্বরূপ দেখাইল ॥ ১২২ ॥

মন্থনের দণ্ড ধরি নাচিল এইখানে।
দুগ্ধ উথলিতে এথা যশোদা-গমনে ॥
উদূখলে চড়ি শিকার ভাণ্ড ছেদ করি।
উর্দ্ধমুখে নবনী ভক্ষণ কৈল হরি ॥
এইখানে চুরি করি কৃষ্ণ খাইল ননী।
উদূখলে বান্ধে লৈয়া যশোদা জননী ॥ ১২৩ ॥
যমল-অর্জ্জুন ভঙ্গ কৈল এইখানে।
ধান্য দিয়া ফল খাইল দেব নারায়ণে।
মহাবন-দক্ষিণে দেখ গোকুল-নগর।
শিশু-সঙ্গে বৎস এথা রাখে দামোদর ॥
হের দেখ গোপেশ্বর-মূর্ত্তি মনোহর।
সপ্তসমুদ্রক-কুণ্ড দেখহ সুন্দর ॥ ১২৪ ॥
আয়ানের ঘর দেখ গ্রামের পশ্চিমে।
নন্দগোপের গ্রাম আয়ানের দক্ষিণে ॥

১২১। "অপরাদ্ধ" = অপরাধী।
"আকাশবাণী" = 'তোমারে মারিবে যে। গোকুলে বাড়িছে সে॥' এই দৈববাণী হইল।
"ধর্ম্ম হিংসিতে লাগিল" = ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল।

১২২। "জৃম্ভায়ে" = হাই তুলিয়া।
"মৃত্তিকা.........দেখাইল" = কৃষ্ণ মাটী খাইতেছিলেন; মা যশোদা বলিলেন, বোকা ছেলে মাটী খাচ্চে। কৃষ্ণ বলিলেন, 'আমি ত মাটী খাইনি মা, এই দেখ' বলিয়া যেমন হা করিলেন, অমনই মা যশোদা কৃষ্ণের মুখের ভিতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কৃষ্ণে ঈশ্বর-বুদ্ধি হইল না—ভাবিলেন ইহা একটা দৈব বা ভৌতিক কিছু হইবে এবং ইহাতে পাছে কৃষ্ণের কোনও অনিষ্ট হয়, তদাশঙ্কায় রক্ষাবন্ধনাদি করিতে লাগিলেন।

১২৩। "উদূখল" = কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ, যাহাতে তণ্ডুল, ডাউল প্রভৃতি রাখিয়া মুষল প্রহারে পরিষ্কার করে। "শিকা" = উপরে ঝুলান দড়ি নির্ম্মিত জাল বিশেষ, যাহাতে হাঁড়িকুড়ি করিয়া নিরাপদে জিনিস রাখা যায়।
"শিকার ভাণ্ড" = শিকায় রক্ষিত মাখনের ভাঁড়

১২৪। "যমল.........এইখানে" = যমল অর্জ্জুন হইলেন দুইটী অর্জ্জুনাবৃক্ষ। ইহাঁরা কুবের পুত্র নলকুবর ও মনিগ্রীব। ইহাঁরা রমণী লইয়া জলক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নারদকে দেখিয়া গাহ্য না করায় তিনি শাপ দিলেন, "তোমরা বৃক্ষ হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ কর"। তাঁহারা তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া নারদের স্তব করিতে লাগিলেন। অতঃপর নারদ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "তোমরা গোকুলে অর্জ্জুন-বৃক্ষ হইয়া জন্মাও, পরে

উপনন্দের ঘর এই গ্রামের মধ্যস্থানে।
পশ্চিমে দেখহ রাবণের তপোবনে।
দেখহ দুর্ব্বাসাশ্রম ইহার উত্তর।
নিকটে দেখহ লোহবন মনোহর ॥ ১২৫ ॥
অপরূপ কহি—এই হের বিল্ববনে।
কৃষ্ণ কোলে করি নন্দ আছিলা এখানে ॥
রাধাকে দেখিয়া নন্দ কহিল উত্তর।
কোলে করি লেহ কৃষ্ণ—থোও লৈয়া ঘর ॥
নন্দের আদেশে রাধা কৃষ্ণ করি কোলে।
চুম্বন করয়ে বাল্য-আচরণ-ছলে ॥ ১২৬ ॥
কাজ নাহি বুঝে রাধা লৈয়া যায় পথে।
গাঢ় আলিঙ্গনে কুচ চিরে নখাঘাতে ॥
দেখিয়া চরিত্র রাধার বিস্ময় লাগিল।
হিয়া উপজিল ভাব বেকত না কৈল ॥
হের আর দেখ পুন কৃষ্ণের চরিত।
মরয়ে সকল শিশু তৃষ্ণায় পীড়িত ॥১২৭॥
পাঁচনী খনিল কুণ্ড দেখ বিদ্যমান।
শুনি মাত্র গৌরচন্দ্র নাহি বাহ্যজ্ঞান ॥
কতক্ষণে গৌরচন্দ্রের হৈল ত বাহ্য।
প্রভু কহে—কৃষ্ণদাস! কি হইল কার্য্য ॥
এইখানে দেখ উপনন্দ আদি যত।
যুকতি করিল সব-গোয়ালা-সম্মত ॥১২৮॥
অসহ্য এ রাজপীড়া—নিতুই সঙ্কট।
রজনী-প্রভাতে সবে সাজালো শকট ॥
গোপীগণে শকটে করিয়া গোপগণ।
নিকট-বসতি করিবারে বৃন্দাবন।
হৈ হৈ রবে যায় গোধন চালাইয়া।
পায়ে বাধা হাতে নড়ি মাথে পাগ দিয়া ॥১২৯॥
শকটে চড়িয়া যায় কৃষ্ণ বলরাম।
তার মুখ দেখি গোপ সুখে চলি যান ॥
ভদ্র ভাণ্ডীর বনে ছিল দুই মাস।
আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচন দাস ॥১৩০॥

তবে পার হৈল সে নিকট বৃন্দাবনে।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত শকট রাখিল এইখানে ॥
কপিত্থ গাছের মূলে বৎসক বধিল।
পুচ্ছ-পদ ধরি তারে তুলি আছাড়িল।
গিলি উগারিল-কৃষ্ণে এথা বকাসুর।
দুই ঠোঁট চিরি তার প্রাণ কৈল দূর ॥১৩১॥
এই গোঠে বিহরে বালক-সব-সঙ্গে।
শিঙ্গা বেণু বেত্র হাতে নানাবিধ রঙ্গে ॥
কেহো কোনো জন্তু-ছলে সেই শব্দ করে।
উড়িতে পক্ষের ছায়া চাহে ধরিবারে ॥
এ বোল শুনিয়া গৌর বিহ্বল-হিয়ায়।
বালকের মত প্রভু ইতি উতি ধায় ॥ ১৩২ ॥
ময়ূরের শব্দ করে ধরয়ে পেখম।
পুলকে পূরল অঙ্গ অরুণ নয়ন।

শ্রীকৃষ্ণের পাদ-স্পর্শে মুক্ত হইবে"। একদিন মা যশোদা চঞ্চল কৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহকার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ সেই উদূখল-সমেত ধীরে ধীরে গিয়া নিকটস্থ দুইটি অর্জ্জুন-বৃক্ষে পদাঘাত করিলেন। তখন ঐ বৃক্ষ দুইটী মহাশব্দে ভূপাতিত হইল কৃষ্ণ-পাদ-স্পর্শে শাপ-মুক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

"ধান্য" "খাইল"=ফল বিক্রেতাকে ধান্য দিয়া তাহার নিকট হইতে ফল লইয়াছিলেন।

১২৭। "দেখিয়া চরিত্র"=কৃষ্ণের কার্য্য দেখিয়া।

১৩১। "কপিত্থ"=কয়েৎ বেল; কদ্বেল।

"বৎসক"=বৎসাসুর।

ভাই ভাই বলি ডাকে হৈ হৈ বোলে।
শ্রীদাম সুদাম বলি গাছ কৈল কোলে ॥
সখ্যভাবে ব্যাকুল হৈলা গৌর-রায়।
প্রেমায় আকুল হৈয়া চারিদিকে ধায় ॥ ১৩৩ ॥
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘন।
কতি গেল ধেনুকাসুর মারিব এখন ॥
ইহা বলি কান্দে—বাহ্য নাহিক শরীরে।
কৃষ্ণদাস বলে—এই সেই যদুবীরে ॥
সঙ্গের সঙ্গতিগণ তারাও তেমন।
গৌর-মুখ নেহারয়ে—নাহি সম্বেদন ॥ ১৩৪ ॥
কতক্ষণে গৌরচন্দ্রের হৈল ত বাহ্য।
পুনরপি কৃষ্ণদাসে কহে—কহ কার্য্য ॥
বকের কনিষ্ঠ সর্প—নাম অঘাসুর।
এইখানে কৃষ্ণ তার প্রাণ কৈল দূর ॥
এইখানে যমুনা ছিল—নাহিক এখন।
এইখানে হরিল ব্রহ্মা বৎস-শিশুগণ ॥১৩৫॥
বৎসরেক রাখে গোবর্ধনের ভিতরে।
সেই বৎস-শিশু দেখি ব্রহ্মা স্তব করে ॥
ধেনুক মারিয়া তাল খাইল বলরামে।
যমুনাতে কালিদহ দেখ এইখানে ॥
কদম্বতরু আরোহণ কৈল এইখানে।
ঝাঁপ দিয়া কৈল কালিনাগের দমনে ॥ ১৩৬॥
শীতে আর্ত্ত হৈয়া কৃষ্ণ এ ঘাটে উঠিল।
দ্বাদশ-আদিত্য তবে গগনে উদিল ॥
দ্বাদশ-আদিত্য-ঘাট তেঁই বলে লোকে।
কালিয়দমন-মূর্ত্তি দেখ পরতেকে ॥
এইখানে শিশু বৎস পোড়ে দাবানলে।
দাবানল পান করি রাখিল সবারে ॥১৩৭॥
শ্রীদামেরে কান্ধে কৃষ্ণ করিল এখানে।
প্রলম্ব হারিয়া কান্ধে করে বলরামে ॥
অসুরের মায়া ব্যক্ত হৈল বলরামে।
মস্তকে মারিল মুষ্টি—ছাড়িল পরাণে ॥ ১৩৮ ॥
ভাণ্ডীর-বনেতে অঘাসুরের মরণ।
নিকটেতে দেখ গোসাঁই! হের বৃন্দাবন ॥
ঈষীকা-মুঞ্জাটবী দেখ পরম-মোহন।
এইখানে আচম্বিতে না দেখে গোধন ॥
ধেনু না দেখিয়া সে বাঁশীতে দিল ফুঁক।
ঊর্দ্ধপুচ্ছ করি ধেনু আইসে ঊর্দ্ধমুখ ॥ ১৩৯ ॥
তৃণ-মুখে ধেনু ধায় বৎস স্তনমুখী।
মুরলীর গানেতে মোহিত মৃগ পাখী ॥

১৩২। "পক্ষের"=পক্ষীর; পাখীর।

১৩৬। "ধেনুক ··· ··· বলরামে"=ধেনুকাসুর তালবন রক্ষা করিত। রাখাল-বালকগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাল খাইতে চাহিলে, তাহা না দেওয়ায়, বলরাম ধেনুকাসুরকে নিহত করিলেন ও মনুষ্যগণ তখন আনন্দে তাল ভক্ষণ করিল।

১৩৭। "দ্বাদশ-আদিত্য"=বারটী সূর্য্য।

"এইখানে··· ···সবারে"=এইটী দাবানল-ভক্ষণ-লীলা।

১৩৮। "শ্রীদামেরে··· ··· ···বলরামে"=এইটী খেলায় হারিয়া কাঁধে করা লীলা।

"মুষ্টি"=মুষ্টিকাঘাত।

১৩৯। "ঈষীকা-মুঞ্জাটবী" = মা'জ (মাইজ) যুক্ত কেশে-ঘাসের বন।

১৪০। "তৃণ-মুখে··· ···স্তনমুখী"=গাভী ঘাস খাইতেছিল; সেই ঘাস মুখে করিয়াই ছুটিল; বাছুরে বাঁটের দুধ খাইতেছিল, সেই বাঁট মুখে ধরিয়া দুধ খাইতে খাইতেই অমনই ছুটিল।

পুন দাবানলে ব্যগ্র ভেল শিশুগণ।
দাবানল খায়—শিশু মুদিল নয়ন॥
এইমতে কৃষ্ণের বিহার স্থানে স্থানে।
আনন্দে দেখয়ে গৌর কহয়ে লোচনে॥১৪০॥

শ্রীরাগ।

আরে মোর অপরূপ গোরা।
যেন কাঁচা-সোণার কিশোরা॥ ধ্রু॥

গোপ-কুমারিকা ব্রত কৈল এইখানে।
কাম্য কৈল—দাসী হব কৃষ্ণের চরণে॥
বস্ত্র আভরণ তারা থুইয়া এই ঘাটে।
জলে নামি স্নান তারা করয়ে লাঙ্গটে॥
আচম্বিতে বস্ত্র আভরণ লইয়া হরি।
নীপতরু'পরে উঠি হাসে ধীরি ধীরি॥ ১৪১॥
গোপ-কুমারিকা স্তুতি অনেক যতনে।
তুষ্ট হৈয়া দিল তারে বস্ত্র আভরণে॥
বৃন্দাবন প্রশংসয়ে শিশু সম্বোধিয়া।
যজ্ঞপত্নী-স্থানে অন্ন খাইল মাগিয়া॥
কংসের উৎপাতে সব গোপ ভয় পাইয়া।
নন্দীশ্বর-গিরিতে আশ্রয় কৈল গিয়া॥১৪২॥
বসতি করিল মানস-গঙ্গার দু'কূলে।
বিলাস করিল গোবর্দ্ধনের শিখরে॥
ইন্দ্র-সনে বাদ করি এ পর্ব্বত ধরে।
তুলিলেক মহাগিরি সপ্তম বৎসরে॥১৪৩॥
মানস-গঙ্গার ধার পর্ব্বত-ঈশানে।
স্থল নাহি—পার হৈতে নারে গোপীগণে॥
নৌকা পারাপার করি বাঢ়ায় কৌতুক।
জলে ভাসি দেহ গোপী দিলেক যৌতুক॥
পর্ব্বতের মধ্য দিয়া আছে রাজপথ।
গোকুল মথুরার লোক করে গতাগত॥১৪৪

"দাবানল……নয়ন" = কৃষ্ণ দাবানল ভক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া রাখাল-বালকগণ ভয়ে চোক্ বুজাইলেন।

১৪১। "গোপ……কৈল" = গোপকুমারীগণ কাত্যায়নী-ব্রত করিলেন। এই ব্রতে তাঁহারা এই প্রার্থনা করিলেন, হে মহাদেবী, কাত্যায়নি! তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এই বর প্রদান কর যে, নন্দগোপ-সুত শ্রীকৃষ্ণ যেন আমানের পতি হন।' "নীপতরু'পরে" = কদম-গাছের উপরে।

১৪১-১৪২। "বস্ত্র আভরণ তারা…আভরণে" = এইটী গোপীগণের বস্ত্রহরণ-লীলা।

১৪২। "যজ্ঞপত্নী……মাগিয়া" = যজ্ঞপত্নীর অন্ন-ভোজন-লীলা।

"নন্দীশ্বর-গিরিতে" = নন্দগ্রামে।

১৪৩। "মানস-গঙ্গার দু'কূলে" = শ্রীগোবর্দ্ধনে। "গোবর্দ্ধনের শিখরে" = গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপরে

"ইন্দ্র সনে………বৎসরে" = এইটী গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা।

১৪৪। "মানস…ঈশানে" = গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের ঈশান-দিকে মানস গঙ্গায়।

"নৌকা……যৌতুক" = কৃষ্ণ পরমানন্দে মজা করিয়া নৌকা এপার ওপার করিতেছেন; গোপীগণ পার হইবার জন্য নৌকায় উঠিলেন, আর সেই নৌকা করিয়া যাইতে যাইতে গোপীগণ কৃষ্ণকে নিজেদের দেহ উপহার দিলেন—কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে লইয়া সেই মানস-গঙ্গার জলের উপর নৌকায় বিলাস করিতে লাগিলেন। এই লীলা হইল নৌকাবিলাশ বা নৌকাখণ্ড।

পর্ব্বত-উপরে এক আছে রম্য স্থান।
এইখানে গোপিকারে সাধে মহাদান ॥
বসিয়া সাধিত দান এই ত পাষাণে।
এই দান-চবুতারা দেখ বিদ্যমানে ॥
পাষাণ দেখিয়া প্রভু গদগদ-স্বর।
অরুণ বরণ ভেল সব কলেবর ॥ ১৪৫ ॥
নিজ-কর দিয়া প্রভু মাজয়ে পাষাণ।
একদৃষ্টে চাহে নিজ বসিবার স্থান ॥
ক্ষণে বুকে দেই ক্ষণে করে নমস্কার।
ক্ষণে বলে—রাধা! দান দেহ না আমার ॥
অবশ শরীর প্রভু— পড়ে ভূমিতলে।
ক্ষণেকে উঠিয়া সে পাথর কোলে করে ॥১৪৬॥
কৃষ্ণদাস বলে—গোসাঁই! শুন মোর বোল।
দেখিবে ত সব স্থান— নহ উতরোল ॥
পর্ব্বতের পূর্ব্বে দেখ এ কুসুমবন।
তাহার দক্ষিণে রাস-মণ্ডলের স্থান ॥
এ বোল শুনিয়া গোরা বলে—রহ রহ।
শ্রীরাসমণ্ডল-কথা ভালমতে কহ ॥ ১৪৭ ॥
রাধাকৃষ্ণ রাস কৈল সেই এই স্থান।
এ বোল বলিতে গোরার ঝরে দু'নয়ান ॥
'হা হা কৃষ্ণ হা হা রাধে' বলে বার বার।
অরুণ নয়ানে ঝরে পাঁচ সাত ধার ॥

শ্রীরাস-মণ্ডল বলি পাড়ে গড়াগড়ি।
ক্ষণে উভবাহু করি হুহুকার ছাড়ি ॥১৪৮॥
জানুর উপরে জানু ত্রিভঙ্গিম রহে।
শুন শুন বলি রাধাকৃষ্ণ-কথা কহে ॥
পুন কি কহিব বলি অট্ট অট্ট হাস।
এইখানে রাধা কৃষ্ণ মিলি কৈল রাস ॥
বিহ্বল দেখিয়া গৌর বলে কৃষ্ণদাস।
পর্ব্বত-উপরে রাধা কদম্ব-বিলাস ॥ ১৪৯ ॥
দেখ ইন্দ্র-আরাধন অন্নকূট স্থানে।
ইন্দ্রপূজা বাধ কৈল কৃষ্ণ এইখানে ॥
অভিমানে আপনা পাসরে ইন্দ্ররাজে।
ঝড় বরিষণ কৈল গোয়ালা-সমাজে ॥
সেইরূপ মূর্ত্তি দেখ পর্ব্বত-শিখরে।
'হরিরায়'-নাম মূর্ত্তি পর্ব্বত-উপরে ॥১৫০॥
গোবর্দ্ধন-উপরে দক্ষিণ-ভাগে বাস।
'গোপাল-রায়' নামে হেথা কৃষ্ণের বিলাস ॥
ইন্দ্রদর্প হরি চড়ে পর্ব্বত-উপরে।
ইন্দ্র অভিষেক করে রাজরাজেশ্বরে।
সর্ব্বপাপহর-কুণ্ড পর্ব্বত-দক্ষিণে।
তাহার দক্ষিণে দেখ শিলা-উবটনে ॥
আর পাঁচ কুণ্ড দেখ পর্ব্বত-উপর।
ব্রহ্মকুণ্ড রুদ্রকুণ্ড সর্ব্ব-তীর্থ-সার ॥ ১৫১ ॥

১৪৫। "পর্ব্বত·····বিদ্যমানে" =এইটি দান-লীলা।

১৪৭। "নহ উতরোল"=অত উদ্বিগ্ন হইও না

"কুসুমবন" = কুসুম-সরোবর। এই স্থান শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

১৫০। "দেখ·····উপরে"=এইটি গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা।

"ইন্দ্র-আরাধন"=ইন্দ্রপূজা-স্থান।

১৫১। "গোপাল-রায়"=শ্রীগোবর্দ্ধনের উপরে চড়িয়া এই গোপাল-দর্শন ভক্তগণের পক্ষে নিষিদ্ধ; ইহা মহাপ্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা।

"ইন্দ্রদর্প·····উপরে"=ইন্দ্রের অহংকার চূর্ণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিলেন।

"ইন্দ্র অভিষেক করে রাজরাজেশ্বরে"=ইন্দ্রদেব মহারাজাধিরাজের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মহা অভিষেক করিলেন।

ইন্দ্রকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড মোক্ষকুণ্ড নামে।
পৃথিবীতে যত তীর্থ ইহাতে বিশ্রামে॥
এইখানে দ্বাদশী-পারণা-স্নানকালে।
বরুণ হরিল নন্দে কৃষ্ণ দেখিবারে॥
ব্রহ্মকুণ্ড-জন্ম এই দেখ বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণের বিভব শিশু দেখহ নয়নে॥১৫২॥
অশোক-বন দেখ এই কুণ্ডের উত্তর।
এক যে আশ্চর্য্য কথা শুনহ ইহার॥
কার্ত্তিক-পূর্ণিমা-তিথি দিবসের মাঝে।
কুসুমিত হয় তরু—দেখে সর্ব্বরাজ্যে॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু নেহারয়ে বন।
অকালে পুষ্পিত তরু ভৈ গেল তখন॥ ১৫৩॥
মুঞ্জরিত তরু লতা—ভরে ফুল-ফলে।
অদ্ভুত দেখিয়া কিছু কৃষ্ণদাস বলে॥
অদভুত গন্ধ গোরা-অঙ্গের বাতাস।
কৃষ্ণদাস বলে—তোমার কপট সন্ন্যাস॥
দণ্ডবত করে ভূমে—স্তব্ধ হৈয়া রহে।
কহ কহ কহ—গৌর কৃষ্ণদাসে কহে॥১৫৪॥
কৃষ্ণদাস বলে গোসাঁই - শুনহ বচনে।
রাসক্রীড়া কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে॥
এই কল্পতরু-মূলে পূরে বংশীনাদ।
ষোলক্রোশ-পথে গোপী ভেল উনমাদ॥
বিগত-চেতন গোপী কৃষ্ণ-আকর্ষণে।
উপেখিত কুল শীল লাজ ভয় মানে॥ ১৫৫॥

ব্যস্ত বস্ত্র আভরণ হৈল সবাকার।
কৃষ্ণগত-চিত্তবৃত্তি মদন-ঝঙ্কার॥
অপ্রাকৃত কামেতে মুগধ ব্রজবালা।
কৃষ্ণের নিকটে সবে আসিয়া মিলিলা॥
এইখানে দেখ নাম এ গোবিন্দ-রায়।
শুনিমাত্র গৌরচন্দ্র বিভোর হিয়ায়॥ ১৫৬॥
হইল আবেশে প্রভু পরবশ-অঙ্গ।
এ ভূমি আকাশ জোড়ে প্রেমের তরঙ্গ॥
হুহুঙ্কার-নাদে প্রেম-অমিয়া বরিষে।
পশু পক্ষী উনমাদ মদন-হরিষে॥
অকালে পুষ্পিত ভেল সব তরুবর।
কোকিল ময়ূর নাদে—মাতল ভ্রমর॥১৫৭॥
বংশী বলি ডাকে প্রভু রাস প্রশংসিয়া।
ভালি রে ভালি রে বলে মুচকি হাসিয়া॥
ক্ষণে বলে গোপি! তোরা রহ এইখানে।
ক্ষণে কথা কহে যেন নিঁদের স্বপনে॥
ক্ষণেকে চমকি নিজ-অঙ্গ কোলে করে।
দ্রবময় ভেল দেহ—সব অঙ্গ ঝরে॥
ক্ষণে বাল্যাবেশে নাচে—অট্ট অট্ট হাস।
বিহ্বল চরণে পড়ি কান্দে কৃষ্ণদাস॥
মোর ভাগ্যে তিন লোকে নাহি কোনো জন।
বড় ভাগ্যে পাইলুঁ মুই—হারাইলুঁ ধন॥
এ বোল বলিতে প্রভুর বাহ্য হৈল যবে।
বলে—কহ কৃষ্ণদাস! কি হইল তবে॥১৫৯॥

১৫২। "বিশ্রামে" = অবস্থিত করিতেছেন!
"বিভব শিশু" = বাল্য-প্রতাপ।
"কৃষ্ণ দেখিবারে" = কৃষ্ণ-দর্শনের উদ্দেশ্যে।
১৫৪। "স্তব্ধ হৈয়া" = চুপ করিয়া!
১৫৫। "পূরে বংশীনাদ" = কৃষ্ণ বংশী-ধ্বনি করে—বাঁশী বাজায়। "উপেখিল" = তুচ্ছ করিল।

১৫৬। "ব্যস্ত" স্খলিত; আলগা।
"কৃষ্ণগত.....ঝঙ্কার" = কৃষ্ণগত-প্রাণ ও কৃষ্ণপ্রীতিময় কামোন্মত্ত হইয়াছে।
"অপ্রাকৃত কামেতে" = কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেমে!
১৫৭। "নাদে" = শব্দে; ডাকিতে লাগিল!
১৫৮। "নিজ অঙ্গ" = কৃষ্ণ-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ-রায়কে।

এইখানে গোপীরে বুঝায় কুলাচারে।
গোপীর নিগূঢ়-ভক্তিভাব বুঝিবারে॥
কিম্বা অনুরাগ-বৃদ্ধি করিবার তরে।
রস-পরিপাটী-ভাব বাঢ়ায় অন্তরে॥১৬০॥
"সুমধ্যমাগণ! কেনে রাত্রে কুঞ্জ-মাঝে।
ভয় না করিলে এথা আইলে কোন্ কাজে॥
পরপতি-পরশ-লালস-হেতু তোরা।
পরনারী-দরশ-পরশ নহে মোরা॥
আপনার ঘরে গিয়া পতি-সেবা কর।
নারী নিজ-পতি ভজে—এই ধর্ম্ম সার॥১৬১॥
কিবা রুগ্ন কিবা বৃদ্ধ দরিদ্র কুরূপ।
নিজ-পতি সেবা পর-ধর্ম্মের স্বরূপ॥
চল চল নিজ-গৃহে যাহ ব্রজবালা।
সতী নাহি করে নিজ-ধর্ম্মে অবহেলা॥
আমি মহা ধর্ম্মী—কভু না করি অধর্ম্ম।
না বুঝি আমার মন কৈলে কোন্ কর্ম্ম॥"
শুনিয়া রমণীগণ হৈলা মূরুছিতে।
স্তব্ধ হৈয়া রহে যেন চিত্র রহে ভিতে॥১৬২॥
অল্প অল্প শ্বাস হৈল—বাক্য নাহি সরে।
জারিলেক মদন-জ্বরেতে কলেবরে।
কভু ঘন শ্বাস বহে বিরহের তাপে।
কভু নেত্র ঝরে—কভু সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে॥
কভু কভু কৃষ্ণ-পানে থির-দিঠে চাহে।
কভু কভু মদন ভরেতে থির নহে॥১৬৩॥
ভাব-ভরে কি বোল বলিতে কিবা কহে।
সবার মনের কথা বেকত কহয়ে॥
জগত মোহন করে যার রূপে গুণে।
অবলা ধৈরয তবে ধরিবে কেমনে॥
মোরা কুলবতী কুলব্রত মাত্র জানি।
কুলব্রত ভঙ্গ কৈল মুরলীর ধ্বনি॥১৬৪॥
তুমি কিছু নাহি জান—মোরা নাহি জানি।
জগত-মোহন গুণে আনিলা রমণী॥
পতির পরম-পতি তুমি আত্মারাম।
তোমারে ছাড়িলে পতি অগতি প্রমাণ॥১৬৫
মোর আত্মারাম তুমি রমহ আমাতে।
তবে কোথা পরপতি দেখিলে ভজিতে॥
অহে পতিগতি পতি-সবার আশ্রয়।
আনন্দ পরমানন্দ সর্ব্বসুখময়॥
ভাব-ভরে ভাবিনীর গণ সত্য কয়।
ভাব কথা শুনি কৃষ্ণ হৈলা ভাবময়॥১৬৬॥
চাহিলা সরস-হাস্যে সব-গোপী-পানে।
যত সুখ গোপী পাইল কেহো নাহি জানে॥
বেঢ়িলেক সব গোপী প্রভু যদুমণি।
মেঘেতে ঝলকে যেন থির-সৌদামিনী॥

১৬০। "কুলাচার" = কুলধর্ম্ম ও লোকাচার। "নিগূঢ়-ভক্তিভাব"=কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেমভাব।

১৬১। "সুমধ্যমাগণ" = হে সুন্দরীগণ!

১৬২। "পরধর্ম্মের স্বরূপ"=শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। "যেন····ভিতে"=ছবির ন্যায়; পুতুলের মত।

১৬৩। "অল্প অল্প শ্বাস হৈল"=নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল। "জারিলেক" = জীর্ণ করিল।

১৬৫। "পতি অগতি প্রমাণ"=পতি আমাদের গতির বা কোন কাজের হইবে না—পতি থাকিলেই বা কি, আর না থাকিলেই বা কি

১৬৬। "অহে··········আশ্রয়" = হে কৃষ্ণ! তুমি পতিগণেরও গতি এবং সমস্ত পতিরই আশ্রয়-স্থল।

এইখানে অপরূপ এ রাস-বিহার।
এক গোপী এক কৃষ্ণ—মণ্ডলী তাহার॥
কনক-চম্পক আর মরকত-মণি।
গাঁথিল যেমন মালা—মণ্ডলী তেমনি॥
আর অপরূপ হের দেখ এইখানে।
রাই রাজা কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে॥
দিব্য চন্দন মালা দিয়া রাই-অঙ্গে।
আপনে করয়ে স্তুতি গোপীগণ-সঙ্গে॥১৬৮॥
অভিষেক করি কহে—শুন গোপীগণে।
আজি হৈতে রাধা রাজা হৈল বৃন্দাবনে॥
হেনমতে রাসে বিহরয়ে যত্নরায়।
আচম্বিতে সব গোপী দেখিতে না পায়॥
এক গোপী লৈয়া গেলা সবারে এড়িয়া।
কান্দয়ে সকল গোপী অঙ্গ আছাড়িয়া॥১৬৯॥
তুলসী মালতী যূথী তোমারে সুধাই।
এ পথে দেখেছ যেতে হলধরের ভাই॥
কৃষ্ণের চরণ-প্রিয়া তুলসি কল্যাণি।
তুমি দেখিয়াছ কৃষ্ণ প্রাণ-যত্নমণি॥
কে মোর হরিয়া নিল নীলমণি কালা।
গহন-কাননে ফিরে আহীরীর বালা॥
রামানুজ আমা-সবার গর্ব্ব সে জানিয়া।
মন হরি কোথা গেলা সবারে ছাড়িয়া॥
শুন শুন আরে তুমি যূথিকা মল্লিকা।
কদম্ব! দেখেছ কৃষ্ণ—পুছেন গোপিকা॥
না পাইয়া লাগি তার যত গোপীগণ।
কৃষ্ণের যতেক লীলা করয়ে রচন॥ ১৭১॥
কেহো ত পূতনা হৈলা কেহো হৈলা কান।
স্তনপান করি কেহো বধিল পরাণ॥
কোনো সখী আইলা শকট-রূপ ধরি।
কৃষ্ণ-রূপ ধরি কেহো তাহারে সংহারি॥
অঘ বক হৈয়া তবে কোনো সখী আইলা।
কৃষ্ণ রূপ হৈয়া কেহো তাহারে মারিলা॥
এইখানে গোপী কৃষ্ণ-চরিতে তন্ময়।
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ তেন সে করয়॥
সেই অভিনয় করে সেই সব রীত।
উনমত গোপী সব—কৃষ্ণময়-চিত॥
সঙ্গের গোপিকা সেই আদরেই ভর।
হাসিয়া কহয়ে—মুই চলিতে কাতর॥ ১৭৩॥
যেনমতে পার তেনমতে লহ তুমি।
কানু কহে—আইস কান্ধে করি নিব আমি॥
মাতিল পাথর-বুকী শীতল-বচনে।
টানিয়া কাঁকালি বান্ধে নেতের বসনে॥
কান্ধে চড়িবারে গোপী মানস করিল।
আচম্বিতে তাহারেও নিঠুর ভৈ গেল॥১৭৪॥
যে কালে চাপিবে কৃষ্ণের চূড়ায় দিয়া হাত।
সেই কালে অন্তর্দ্ধান কৈলা গোপীনাথ॥
এইখানে অন্তর্দ্ধান করিলা তাহারে।
ব্যাকুলিতা সেই গোপী কান্দে একেশ্বরে॥

১৬৯। "এক গোপী" = শ্রীরাধিকাকে।
১৭০। "সুধাই" = জিজ্ঞাসা করি।
"হলধরের ভাই" = বলরামের ভাই শ্রীকৃষ্ণকে।
"আহীরীর বালা" = গোপসুন্দরীগণ।
১৭১। "রামানুজ" = কৃষ্ণ। "লাগি" = উদ্দেশ।
১৭২। "কান" = কানাই; কৃষ্ণ।
"কোনো.....সংহারি" শকটভঞ্জন লীলা।
১৭৩। "কৃষ্ণ-চরিতে" = কৃষ্ণের কার্য্যে।
"তন্ময়" = বিভোর।
"সঙ্গের গোপীকা সেই" = শ্রীরাধিকা।
"আদরেই ভর" = কৃষ্ণের আদরে গর্ব্বে স্ফীত হইয়াছে। ১৭৪। "গোপী" = শ্রীরাধীকা।

কৃষ্ণ হারাইয়া আর গোপী সব যত।
এইখানে বুলে তারা হইয়া উন্মত ॥১৭৫॥
বিরহে ব্যাকুল গোপী কান্দে উভরায়।
এ কথা শুনিতে দুঃখ বাঢ়য়ে হিয়ায় ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে আর গোপীগণ।
দেখে রাধা প্রিয়সখী করিছে রোদন ॥১৭৬॥
রাধা-দরশনে সবার শোক উথলিল।
সবে মিলি আছাড়িয়া কান্দিতে লাগিল ॥
উমতী হইলা সবে কাঁদিতে কাঁদিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া তারা পড়িলা ভূমিতে ॥
হেনমতে মূর্চ্ছা যবে পাইলা গোপীগণ।
এইখানে কৃষ্ণ তবে দিল দরশন ॥১৭৭॥
পুনরপি কৈল তবে এ রাস-বিলাস।
পুন রাসোৎসবে গোপীর আনন্দ উল্লাস ॥
যত গোপী তত কৃষ্ণ এ রাস-মণ্ডলে।
পড়িল রাসের হাট বৃন্দাবন স্থলে ॥
কল্পবৃক্ষ মূলে রাধা কৃষ্ণ দুই জন।
রাধার অংশিনী গোপী রসের কারণ ॥১৭৮॥
কৃষ্ণ হৈতে কৃষ্ণ তথা হইল অপার।
যত গোপী তত কৃষ্ণ হৈল—এ বিচার ॥
রাস-হাট-উপরে পতাকা শশধরে।
কোকিল কোটাল হৈয়া জাগায় কামেরে ॥
ভ্রমরা হাটের বাদ্য—পসার যৌবন।
গরাক রসিকবর মদনমোহন ॥১৭৯॥
গোপীকার শুদ্ধ-প্রেম জানিয়া শ্রীহরি।
ভকত-বশ্যতা-গুণ প্রকাশ সে করি ॥
যুথে যুথে পাটোয়ার নটিনী গোপিনী।
নাটুয়া তাহার মাঝে প্রভু যদুমণি ॥
বলয়া নূপুর মণি-কিঙ্কিণীর রোল।
মুরলী-মধুরধ্বনি তাহাতে উজোর ॥১৮০॥
রবাব উপাঙ্গ স্বর-মণ্ডলের গান।
মৃদঙ্গ মন্দিরা ডম্ফ পাখোয়াজ সুতান ॥
এইমনে আনন্দ-কৌতুকে রাত্রি শেষে।
অলসে অবশ অঙ্গ শ্লথ ভেল বেশে ॥
যমুনা-পুলিন গেলা সব গোপী লৈয়া।
গোপী কোলে নিদ্রা যায় শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥১৮১॥
এখানে যমুনা-জল সুশীতল বায়।
কৃষ্ণ কোলে করি গোপী সুখে নিদ্রা যায় ॥
এইমতে শুভরাত্রি সুপ্রভাত হৈল
প্রণতি করিয়া গোপী নিজ ঘর গেল ॥
এইমনে স্থানে স্থানে দেখে গৌররায়।
আনন্দে লোচন দাস গোরা-গুণ গায় ॥১৮২॥

বিভাস রাগ।

একবার দয়া কর গৌর! দয়া কর হে ॥ ধ্রু ॥

ইহার ভিতরে এই দেখ খদির-বন।
দধি দুগ্ধ বেচিবারে রাধার গমন ॥
এইখানে শিশু লৈয়া কৃষ্ণের মন্ত্রণা।
ডর দরশাহ রাধা পাউক যন্ত্রণা ॥
বনে লুকাইয়া শিশু মহা শব্দ করে।
ডরে ডরাইয়া রাধা কৃষ্ণ চাপি ধরে ॥১৮৩॥

১৭৯। "কোটাল" = প্রহরী; চৌকিদার।
"পসার" = দোকান; দোকানে বেচাকেনার জিনিস।
"গরাক" = গ্রাহক; খরিদ্দার।

১৮০। "পাটোয়ার" = সুপটু; সুদক্ষ।
"নাটুয়া" = নট; নায়ক।
১৮১। "শ্লথ" শিথিল; ঢিলে; আলগা।
১৮৩। "ডর দরশাহ" = ভয় দেখাও।

রাধা কোলে করি কৃষ্ণ বলে হায় হায়।
চুম্বন করয়ে প্রিয়-বাণীতে বুঝায় ॥
কৃষ্ণের পিরীতি পাইয়া রাধিকা বিভোর।
মদন-বিলাস-রসে পাসরিল ঘর ॥
এইখানে নিকুঞ্জেতে বিনোদ-বিলাস।
প্রেমায় মুগধ দোঁহে—ভেল মহারাস ॥১৮৪॥
এইখানে নাম হৈল—মদনগোপাল।
শুনিয়া আনন্দে গোরা বলে ভাল ভাল ॥
দেখহ কুমুদবনে কৃষ্ণের চরিত।
এইখানে খেলা খেলে বালক-সহিত ॥ ১৮৫ ॥
শ্রীদাম সুবল গোঠে মুখ্য দুইজন।
বালকে বালকে খেলা কোন্দলী তখন ॥
কোন্দলিয়া-নাম স্থান তেঁই ত ইহার।
কহিল কুমুদ নাম বনের বিহার ॥ ১৮৭ ॥
অম্বিকার বন দেখ সরস্বতী-তীরে।
এথা গোপ গোপী হরগৌরী-পূজা করে ॥
অঙ্গিরাপুত্রেরে উপহাসের কারণ।
সর্প-দেহ ছিল বিদ্যাধর সুদর্শন ॥
শাপান্ত-কারণে সেই নন্দকে গিলিল।
উগারিল নন্দে কৃষ্ণ চরণে ছুঁইল ॥১৮৭॥
কুবেরের চর শঙ্খচূড়ের মরণ।
মাথায় মুষ্টিকাঘাতে মণির গ্রহণ ॥
অরিষ্ট-বৃষভে শৃঙ্গ চরণে ধরিয়া।
মুখে রক্ত তোলে গোঠে মাইল আছাড়িয়া ॥
নারদ-বচনে কংস চিন্তায়ে বিমন।
বসুদেব-দেবকীর নিগড়-বন্ধন ॥ ১৮৮ ॥

অশ্ব-রূপ ধরে কেশী কংস-সহচর।
মহাতেজ কৃষ্ণবর্ণ—দেখি লাগে ডর ॥
বায়ু বন্ধ করি তার মুখে ভরি হাত।
এইখানে কেশি-বধ কৈল গোপীনাথ ॥
মেষ-রূপে শিশু চুরি করয়ে অসুরে।
পাথর আচ্ছাদি রাখে পর্ব্বত-গহ্বরে ॥ ১৮৯ ॥
আনিলেন শিশু ব্যোম আছাড়ি মারিয়া।
আনন্দে খেলায় খেলা দুষ্ট নিবারিয়া ॥
তবে দেখ নন্দীশ্বর এথা নন্দ-ঘর।
ইহার পশ্চিমে কাম্যবন মনোহর ॥
পিছলি পাথর দেখ—এ গোপ ছাওয়ালে।
পিছলি খেলায় এথা বিহান বিকালে ॥১৯০॥
পাবন-সরোবর নন্দীশ্বরের উত্তরে।
চৌদিকে দেখহ খুঁটা বান্ধিতে বাছুরে ॥
মথুরায় অক্রূরকে কংসের আদেশ।
এইখানে সন্ধ্যাকালে নগর-প্রবেশ ॥
পথেতে আসিতে যত মনঃকথা ছিল।
পদারবিন্দের চিহ্ন দেখি সিদ্ধ হৈল ॥ ১৯১ ॥
এই গোঠে রাম-কৃষ্ণ দোঁহাকে দেখিয়া।
দণ্ডবত করে ভূমে চরণে পড়িয়া ॥
ঘরে লৈয়া গেলা তারে করিয়া আদর।
রজনীতে কংস-মর্ম্ম কহিল সকল ॥
প্রভাতে ঘোষণা নন্দ দিলেন সবারে
ঘোষণা পড়িল—যাব কংসে ভেটিবারে ॥১৯২॥
এইখানে রামকৃষ্ণ চড়িলা ত রথে।
রাজ-দরশনে চলে অক্রূর-সহিতে ॥

১৮৬। "কোন্দলী" = ঝগড়া।
১৮৭। "সর্পদেহ সুদর্শন"=মুনির অভিশাপে সুদর্শন নামে গন্ধর্ব্ব সর্প-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল।
১৮৮। "নিগড়-বন্ধন" = শৃঙ্খলে বাঁধিল।
১৮৯। "বায়ু বন্ধ করি"=নিঃশ্বাস রোধ করিয়া।
১৯০। "ব্যোম" = ব্যোমাসুর।
"নিবারিয়া" =দূর করিয়া; ধ্বংস করিয়া।
১৯১। "মনঃকথা" = মনোভীষ্ট।

এইখানে গোপীগণ মরয়ে কান্দিয়া।
কৃষ্ণের বিরহে কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে আউলাইল কেশ।
বসন ভূষণ সব ব্যস্ত ভেল বেশ॥ ১৯৩॥
তাহার কান্দনা মুখে কহনে না যায়।
প্রাণহীন দেহ যেন রহে হাত পায়॥
দূত হারে—কৃষ্ণ সে আপনে শান্ত করে।
আসিতেছি আমি কত-দিবস-ভিতরে॥
তোমরা সকলে মোর প্রাণের সমান।
প্রাণ ছাড়া দেহ রহে—নহে ত প্রমাণ॥ ১৯৪॥
দুষ্টগণ নাশ করি শীঘ্র সে আসিব।
দুঃখ না ভাবিহ—জান স্বরূপে এ সব॥
এখানে গোয়ালা সব শকটে চড়িল।
মানস-গঙ্গার ঘাটে সবাই জিরাইল॥
যমুনার ঘাটে গেলা আড়াই প্রহর।
স্নান ফলাহার কৈল গোয়ালা সকল॥ ১৯৫॥
অক্রূরেরে স্নান-কালে বিভূতি দেখায়।
বিকালে নন্দাদি আগে—পাছে কৃষ্ণ যায়॥
অক্রূর যতন কৈল নিজ ঘরে নিতে।
বলিল তথারে যাব লেউটি আসিতে॥
কৃষ্ণের বিলম্বে গোপ মথুরা-নিকটে।
সরস্বতী-তীরে তথা রাখিল শকটে॥ ১৯৬॥
নন্দ আদি গোপ যত রাখি এইখানে।
আগেতে জানায় কংসে অক্রূর আপনে॥
বুঝি এইখানে স্থিতি হবে কতক্ষণ।
মথুরা দেখিতে দুই ভাইর গমন॥
দেখিল রজক এক—দুর্ম্মুখ তার নাম।
দেখিয়া কাপড় মাগে কৃষ্ণ বলরাম॥১৯৭॥
দুর্ম্মুখ পাপিষ্ঠ সেই বলে দুরক্ষর।
করাগ্রে কাটিয়া তার ফেলিল কন্ধর॥
সেই দিব্য বস্ত্র পরি অতি হরষিতে।
সুদামা-মালীর ঘরে ভেল উপনীতে॥
সুদামা উঠিয়া কৈল চরণ বন্দন।
দিব্য মাল্য অঙ্গে দিয়া করিল স্তবন॥১৯৮॥
তার পূজা লইয়া চলিলা দুই ভাই।
ত্রিবক্রা কুবুজী এক দেখিলা তথাই॥
ত্রিবক্রা দেখিয়া মনে হাস্য উপজিল।
উপহাস করি তারে আইস আইস বৈল।
আদরে দোঁহারে কুজী নিজ-ঘরে নিল।
অগোর-চন্দন গন্ধ শ্রীঅঙ্গে লেপিল॥১৯৯॥
বড় তুষ্ট হৈয়া কুজী সোসর করিল।
শ্রীহস্ত-পরশে কুজী দিব্য-মূর্ত্তি পাইল॥
কামে অচেতন কুজী চাহে কানু-পানে।
লজ্জা পরিহরি কহে বেকত-বদনে॥
আশ্বাস-বচনে তারে তুষ্ট কৈল হরি।
চলিলা ত দুই ভাই নটবেশ ধরি॥ ২০০॥
তবে ধনুর্যজ্ঞস্থানে ধনুক ভাঙ্গিল।
কংস অনুচর সব মারিতে ধাইল॥

১৯২। "ভেটিবারে" দেখিবার জন্য।

১৯৪। দূত হারে"=দূতে কিছুই করিতে পারিল না।

১৯৫। "স্বরূপে" = সত্য।

"জিরাইল" = বিশ্রাম করিল।

১৯৬। "বিভূতি" = বৈভব ; ঐশ্বর্য্য

১৯৮। "দুরক্ষর"=কর্কশ বাক্য ; কড়া কথা।

"স্কন্ধর" = স্কন্ধদেশ ; কাঁধ।

১৯৯। "ত্রিবক্রা" = তিন স্থানে বাঁকা।

"অগোর" = অগুরু।

২০০। "সোসর" = সমাদর ; বন্ধুত্ব।

২০১। "ধনুর্যজ্ঞস্থানে"=কংসের ধনুর্যজ্ঞ-স্থলে।

ভগ্ন-ধনু হাতে করি কংস-চর মারি।
সন্ধ্যায় চলিলা যথা নন্দ আদি করি॥
সেই রজনীতে কংস কুস্বপ্ন দেখিল।
অতি উচ্চতর করি এ মঞ্চ বাঁধিল॥২০১॥
ইহার দক্ষিণে হের দুই মঞ্চ আর।
বসুদেব দেবকীর তরে বসিবার॥
কালি হেথা রাম-কৃষ্ণ মরিবে আসিয়া।
পুত্র-মৃত্যু দেখে যেন ইহাতে বসিয়া॥
চৌদিকেতে পাত্র মিত্র সবে কৈল মঞ্চ।
অবিকলে মল্লযুদ্ধ দেখিতে সুসঞ্চ।
পশ্চিমে খুদিল কূপ সেই ত পামরে।
দুই ভাই মারি তাতে ফেলিবার তরে।
প্রভাতে উঠিয়া মঞ্চে বসে কংসরাজ।
আনহ গোয়ালা সব দেঙ রাজকাজ॥
তার দুই পুত্র আন কৃষ্ণ বলরাম।
ভাল শুনিয়াছি তার দেখিব সংগ্রাম॥ ২০৩॥
ধাইল ধাবক সেই রাজার আজ্ঞায়।
সংগ্রামের শব্দ শুনি রাম-কৃষ্ণ ধায়॥
সত্বরে চলিয়া গেলা গড়ের দুয়ার।
গড়দ্বারে আছে গজ পর্ব্বত-আকার॥
রামকৃষ্ণ দেখি রুষি আইসে মারিবার।
রুষিয়া রহিল কৃষ্ণ সম্মুখে তাহার॥ ২০৪॥
শুঁড়ে ধরি ত্বরাত্বরি চড়ে তার কান্ধে।
মাহুত মারিয়া টান দিল গজ দন্তে॥
দন্ত উপাড়িয়া পুচ্ছ ধরিয়া ঘুরায়।
আকাশে তুলিয়া চারি যোজনে ফেলায়॥

পড়িল সে মহাগজ শুনি কংসরায়।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ তরাস-হিয়ায়॥২০৫॥
তবে রামকৃষ্ণ গেলা রাজার সম্মুখে।
তরাসে গোয়ালা সব কাঁপে হালে বুকে॥
চাণূর মুষ্টিকে রাজা বলিল বচন।
মল্ল-যুদ্ধ দেখিবারে ভেল মোর মন॥
এইখানে মল্লযুদ্ধ ভেল মহারণে।
চাণূর-সহিত কৃষ্ণ—মুষ্টিক বলরামে॥ ২০৬॥
এইখানে হাহাকার কৈল সব লোক।
এ মল্লের যোগ্য নহে—এ অতি বালক॥
অযোগ্য করয়ে কংস—করয়ে বিরূপ।
যার যেন হিয়া কৃষ্ণে দেখে তেন রূপ॥
চাণূর মুষ্টিক দুই ভাই করে রণ।
দেখিয়া চমকে রাজা তখনে তখন॥ ২০৭॥
চাণূরে মারিলা কৃষ্ণ—ঘুচিল উৎপাত।
মুষ্টিকে মারিলা রাম—শবদ নির্ঘাত॥
পুন আর মুটকিতে কোটি মল্ল মারে।
শাল্ব নামে মল্লে কৃষ্ণ মারিল আছাড়ে॥
ভাঙ্গিল কতেক মঞ্চ চরণের ঘায়।
কৃষ্ণের বিক্রমে মল্ল চৌদিকে পলায়॥২০৮॥
শীঘ্র আজ্ঞা করে কংস এ সব দেখিয়া।
রাম-কৃষ্ণ বাড়ীর বাহির কর নিয়া॥
নন্দ আদি যতেক গোয়লা বন্দী কর।
উগ্রসেন বসুদেব দেবকীরে মার॥
হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র সময় বুঝিয়া।
মহাদর্পে উঠিলা মঞ্চেতে লাফ দিয়া॥২০৯॥

২০২। "অবিকলে" = প্রকৃত। "সুসঞ্চ"= মনোরম; সুন্দর। ২০৩। "দেঙ"=দেই। ২০৪। "ধাবক"=দৌড়ানর লোক।

২০৭। "বিরূপ"=অতি অন্যায় কার্য্য। ২০৮। "মুটকিতে" = মুষ্টিকাঘাতে; ঘুঁসো মারিয়া।

আস্তে-ব্যস্তে কংস খড়্গ ধরিবার কালে।
হুহুঙ্কার দিয়া কৃষ্ণ ধরে তার চুলে॥
চুলে ধরি মঞ্চ হৈতে ফেলিলেন ভূমে।
বিশ্বরূপ বুকে চড়ে মঞ্চের পশ্চিমে॥
ছাড়িলেক প্রাণ কংস বিশ্বরূপের ভরে।
ধন্য কংসরাজ—কৃষ্ণ বুকের উপরে॥২১০॥
কংস-বধ হৈল লোকে দেই জয় জয়।
আনন্দে দেবতা সব পুষ্প বরিষয়॥
ছেঁচুড়িয়া নিল কৃষ্ণ চুলেতে ধরিয়া।
কতদূরে ফেলাইলা তুলি আছাড়িয়া॥
কঙ্ক আদি করি কংসের অষ্ট সহোদর।
ভ্রাতৃ-শোকে উনমত—সবে ধরে বল॥২১১॥
রাম-কৃষ্ণ মারিবারে আইসে সাত জন।
ভ্রূক্ষেপে মারিলা সবে একলা বলরাম॥
কংসেরে ছেঁচুড়ি নিল গ্রাম মধ্য দিয়া।
তেঁই কংসখালি নাম শুন মন দিয়া॥
শ্রমশান্তি কৈল সে বিশ্রান্তি-ঘাট নাম।
কংসনারী-প্রলাপে প্রবোধে বলরাম॥২১২॥
তবে নিজ-পিতা-মাতা করিল মোক্ষণ।
আনন্দে বিহ্বল তারা—করয়ে চুম্বন॥
উগ্রসেনে রাজা কৈল, নন্দকে বিদায়।
এ কথা আমার শক্ত্যে কহনে না যায়॥
কৃষ্ণের নিঠুরপণা শুনিতে তরাস।
কহিতে মরিয়ে—কহে এ লোচন দাস॥২১৩॥

তবে বসুদেব-পিতা দেবকী-জননী।
এ দোঁহার প্রেমসুখে ভরিল ধরণী॥
পুত্রে উপবীত দিয়া গায়ত্রী শিখায়।
কতদিন মথুরাতে বিলাসে গোঙায়॥
কহিতে কৃষ্ণের কথা আছয়ে অপার।
সম্বরণ নহে পুঁথি হয়ে ত বিস্তার॥২১৪॥
সেই বৃন্দাবন-পুরন্দর কলিযুগে।
তখনে যে কৈল—গাথা কহি শুন এবে॥
প্রদক্ষিণ কৈল গোরা মথুরামণ্ডল।
মহাজন কৃষ্ণদাস জানয়ে সকল॥২১৫॥
প্রভুরে বিনয় করে চরণে পড়িয়া।
মো অতি কাতর—মোরে না যাহ ভাণ্ডিয়া॥
তুমি সেই কৃষ্ণ—এই জানিলুঁ নিশ্চয়।
পরসাদ কর মোরে—শুন গোরারায়॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু বোলয়ে বচন।
তোর পরসাদে মোর শুদ্ধ হৈল মন॥২১৬॥
মথুরা দেখিব বলি বড় ছিল সাধে।
দেখিলুঁ রহস্য-স্থান তোর পরসাদে॥
আমার যেহেন হিয়া হইল উল্লাস।
কৃষ্ণ পরসন্ন তোরে হউ কৃষ্ণদাস॥
মথুরামণ্ডলবাসী যত সর্ব্বলোক।
গৌরচন্দ্র দেখিবারে ভেল একমুখ॥২১৭॥
বারেক দেখয়ে যেই নারে পাসরিতে।
প্রেমায় বিহ্বল সেই—নারে সম্বরিতে॥

২১০। "বিশ্বরূপ"=বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি রূপে শ্রীকৃষ্ণ।

২১১ "ছেঁচুড়িয়া নিল" = হিঁচড়াইয়া টানিয়া আনিল।

২১২। "শ্রমশান্তি কৈল" = শ্রীকৃষ্ণ শ্রম দূর করিলেন।

২১৩। "নিজ-পিতা-মাতা"=বসুদেব দেবকী। "মোক্ষণ"=মোচন; উদ্ধার।

২১৫। "সেই ... এবে"=সেই বৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কলিযুগে শ্রীগৌরচন্দ্র-রূপে তৎকালে শ্রীবৃন্দাবনে আর যাহা করিলেন, সেই কথা এখন বলিতেছি, শ্রবণ কর।

২১৬। "ভাণ্ডিয়া"=ফাঁকি দিয়া।

বাল বৃদ্ধ কিবা যুবা এ নারী পুরুখ ।
'কৃষ্ণ এই কৃষ্ণ এই'—বোলয়ে মূরুখ ॥
এতদিনে কৃষ্ণ পুন আইলা মথুরারে ।
পুরুব-রহস্যস্থান দেখিবার তরে ॥২১৮॥
রাত্রিদিবা থাকে লোক না ছাড়য়ে কাছ ।
একে একে দেখে প্রভু বৃন্দাবনের গাছ ॥
একে একে সব স্থান নিরীখে ঠাকুর ।
যেখানে সেখানে প্রেম ভরয়ে প্রভুর ॥২১৯॥
মথুরামণ্ডলে ঘরে ঘরে পরকাশ ।
কেহো শিশু দেখে—কেহো যুবক-বিলাস ॥
কেহো আচম্বিতে ঘরে শুনে বংশীনাদ ।
কারু স্বামি-কোলে কৃষ্ণ-রসের উন্মাদ ॥
কারু পর-বুদ্ধি নাহি—সবে বলে নিজ ।
সবার হৃদয়ে উপজিল প্রেমবীজ ॥ ২২০ ॥
বন বেড়াইতে বনে প্রভু যায় যবে ।
সে বনের তরুলতা ভাসে প্রেম-দ্রবে ॥
কোকিল ভ্রমর ময়ুর বুলে মাঠে গোঠে ।
ধাওয়াধাই আইসে—রহে প্রভুর নিকটে ॥
উর্দ্ধমুখে সর্ব্বজন প্রভু মুখ দেখে ।
সবারে সমান স্নেহে চাহে প্রেম-আঁখে ॥২২১॥
সব জন জানিল—এ কপট-সন্ন্যাস ।
চলিলা ত মহাপ্রভু নীলাচল-বাস ॥
মথুরামণ্ডল-কথা হৈল এবে সায় ।
আনন্দে লোচন দাস গোরা-গুণ গায় ॥২২২॥

তৃতীয় অধ্যায়

সুহই রাগ ।

প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন

নীলাচলে চলে প্রভু হরিষ-হিয়ায় ।
'হা হা জগন্নাথ' বলি অনুরাগে ধায় ॥
প্রেমারম্ভে চলে প্রভু সিংহের গমনে ।
সংহতি চলিতে নারে সঙ্গের যত জনে ॥
সঙ্গে যাইতে নারে সঙ্গী দূরে পিছাইল ।
অরণ্য-ভিতরে প্রভু একলা চলিল ॥ ২২৩ ॥
অরণ্য-ভিতরে এক আছয়ে নগর ।
ঘোল বেচিবারে যায় গোয়ালা-কোঙর ॥
ঠাকুর দেখিয়া তারে আবেশে তিয়াস
ঘোল দেহ গোপ মোর লাগিল পিয়াস ।২২৪॥
এ বোল শুনিয়া গোপ পড়িল চরণে ।
লেহ ঘোল খাও গোসাঁই যত লয় মনে ॥
ঘোল পান কৈল—শূন্য হইল কলসী ।
ঘোল খাইয়া চলি যায় কপট-সন্ন্যাসী ॥২২৫॥
গোয়ালাকে বৈল তুমি থাক এইখানে ।
পাছু যে আইসে কড়ি নিহ তার স্থানে ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর ।
সেইখানে রহি গোপ চিন্তয়ে অন্তর ॥ ২২৬ ॥
গোপ ভাবে—মিথ্যা কথা কহিল সন্ন্যাসী ।
এই মনে করি গোপ মনে কত বাসি ॥
ঘরে গিয়া কি বলিব নিজ-পরিজনে ।
মিথ্যা কথা কহি ন্যাসী করিল গমনে ॥
কতক্ষণে সন্ন্যাসীর সঙ্গী যত জন ।
সেইখানে আইল তারা—প্রভুগত-মন ॥২২৭॥

---

২২০ । "কৃষ্ণ-রসের"=কৃষ্ণপ্রেমের ।

২২১ । "প্রেম-দ্রবে"=প্রেমামৃত-সমুদ্রে ।

"ধাওয়াধাই"=ছুটিয়া ছুটিয়া ।

২২৪ । "ঠাকুর" ... "তিয়াস"=তাহাকে দেখিয়া মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমাবেশে পিপাসার উদ্রেক হইল ।

২২৭ । "মনে কত বাসি"=মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিল ।

পুছিল গোয়ালে—পথে দেখিলে সন্ন্যাসী।
গোপ কহে—ঘোল খাইল একটি কলসী॥
কড়ি নিতে বৈল মোরে তোমা-সবার ঠাঁই।
জুয়ায় ত কড়ি দেহ—আমি ঘরে যাই॥২২৮॥
এ বোল শুনিয়া সবে সবা পানে চায়।
সবে কহে—কড়ি কোথা আমা-সবার ঠাঁয়॥
জল-পাত্র নাহি সঙ্গে নাহি বহির্ব্বাস।
অঞ্জলিতে খাই জল লাগিলে পিয়াস॥
গোয়ালা কহিল—চল তবে নাহি দায়।
মোর পায় সেবা জানাইবা সন্ন্যাসীর॥২২৯॥
এ বোল বলিয়া সে কলসী করে হাতে।
ভারি বড় কলসী—তুলিতে নারি মাথে॥
ঢাকনা ঘুচাইয়া রত্ন এক যে কলসী।
ধাইরা চলিল—হা হা করিয়া সন্ন্যাসী॥২৩০॥
সঙ্গীর বিলম্বে কতদূরে আছে পঁহু।
গোয়ালা দেখিয়া সে মুচকি হাসে লহু॥
সঙ্গের যতেক জন আইল তখনে।
দেখিল গোয়ালা রহে প্রভুর চরণে॥
প্রভু বলে—গোপ! তুমি চলি যাহ ঘর।
তোরে অনুগ্রহ কৃষ্ণ কৈল—পাইলে বর॥২৩১॥
লেউটি আসিতে গোপ পাইল পরসাদ।
নাচিয়া বুলয়ে গোপ প্রেমার উন্মাদ॥
গোয়ালা দেখিয়া সবার বাঢ়িল উল্লাস।
গোরা-গুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥২৩২॥

=———

শ্যামগড়া রাগ।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
নবীন প্রেমার ভরে চলই না পার॥ধ্রু॥

এইমনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি আইসে।
সঙ্গতি-সহিত উত্তরিলা গৌড়দেশে॥
গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া॥
পূর্ব্বাশ্রম দেখিব—এ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ-নিকটে গেলা এই তার মর্ম্ম॥
প্রভু-আগমন শুনি নদীয়ার লোক।
পুন লেউটিল সবে—পাসরিল শোক॥২৩৩॥
হা হা গোরাচাঁদ বলি অনুরাগে ধায়।
কুলবধূ ধায়—তারা পাছু নাহি চায়॥
বিহ্বল হইয়া শচী ধায় উর্দ্ধমুখে।
আউলাইল কেশ—বস্ত্র নাহি দেয় বুকে॥
কোথা মোর বিশ্বম্ভর দেখ মো নয়ানে।
পুন চুম্ব দিব মুই সে চান্দ-বয়ানে॥২৩৪॥
নদীয়া-নগরে আইল আমার নিমাই।
ধরিয়া রাখহ লোক—কিছু দোষ নাই॥
সবাকার প্রাণ সেই—সেইমাত্র জীউ।
প্রাণ বিনা ধর্ম্ম-রক্ষা—এ কেমনে হউ॥
এইমনে কহিতে কহিতে গেলা তথা
দেখিল ত গৌরচন্দ্র বসি আছে যথা॥২৩৫॥
প্রভুরে দেখিয়া বলে—শুন রে নিমাই।
ঘরে আয় বাপ! মোর—সন্ন্যাসে কাজ নাই॥
সন্ন্যাস করিয়া ধর্ম্ম রাখিবি তো পাছু।
মোর বধ আগে লাগে আর সব পাছু॥
বিহ্বল-চেতন শচী কান্দে উভরায়।
সকল শরীরখানি একদৃষ্টে চায়॥২৩৬॥
বাপ বাপ বলি অঙ্গ পরশিতে চায়।
আর সব থাকু বাপ—হাত দেও গায়॥

২২৮। 'জুয়ায় ত'=যদি দেওয়া উচিত বোধ কর, তবে। ২২৯। "ঠাঁয়"= কাছে।

২৩২। "পরসাদ"=প্রেমরূপ অনুগ্রহ। ২৩৬। "বিহ্বল-চেতন"=জ্ঞান-হারা।

অঙ্গে তোর লেগেছে ধূলা ফেলাই ঝাড়িয়া।
এ বোল বলিয়া পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া॥
পুন উঠি বলে—বাপ শুন! মোর বোলে।
মিটাব হিয়ার সাধ তুলি লেই কোলে॥২৩৭॥
শচীর কান্দনা দেখি পৃথিবী বিদরে।
আছুক মানুষের কাজ—এ পাষাণ ঝুরে॥
চৌদিকে সকল লোক কান্দিয়া বিকল।
কাছ না ছাড়য়ে কেহো—পাসরিল ঘর॥
লোকের কান্দনা দেখি মায়ের ব্যগ্রতা।
মনে অনুমানে প্রভু—কি কহিব কথা॥ ২৩৮॥
মায়ের প্রবোধ দিতে প্রভু মনে গণে।
না কান্দ না কান্দ বলে মধুর-বচনে॥
সন্ন্যাস করিতে আজ্ঞা করিলা আপনে।
এখন বিহ্বল হৈয়া কান্দ অকারণে॥ ২৩৯॥
পুত্র বলি মিছা মায়া না ঘুচিল তোর।
ঐছন তুরন্ত মায়া এ সংসার ঘোর॥
ঘুচিলে না ঘুচে মায়া বড়ই দারুণ।
শচী বলে—মোর বোল শুন নিকরুণ!॥২৪০॥
মোর পুত্র হৈয়া জন্ম লৈলে পৃথিবীতে।
জগতের কাছে মোরে পূজিত করিতে॥
তুমি সব-লোক-বন্ধু ত্রিজগতে পূজি।
তোমার সে স্নেহ মায়া শাস্ত্রে ভাল বুঝি॥
যে হউ সে হউ মোর—তুমি হৈও পুত্র।
জন্মে জন্মে রহু মোর এই কর্ম্ম-সূত্র॥ ২৪১॥
মায়ের বচনে প্রভু অস্তব্যস্ত হৈয়া।
মায়ায় জিনিতে নারে—উভারয়ে দয়া॥
যে তোর আছয়ে ইচ্ছা কর নিজ-সুতে।
একমাত্র শেষ আমি নিবেদিনু তোকে॥
শচী বলে—নবদ্বীপ ছাড়ি যাহ তুমি।
নবদ্বীপে তুষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া আর আমি॥ ২৪২॥

মায়ের বচনে পুন গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণা-ঘাট নিজ-বাড়ীর সমীপ॥
শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মায়ে নমস্করি প্রভু প্রভাতে চলিল॥
মায়েরে কহিল মুই বন্দী তোর গুণে।
পূরব-রহস্য-কথা পাসরিলা কেনে॥ ২৪৩॥
রাম-কৃষ্ণ বামন কপিল আদি আমি।
সর্ব্ব জন্ম দেখ সব বিচারিয়া তুমি॥
সর্ব্বকাল আমার সে এইমত কর্ম্ম।
তোমার নিকটে আছি—জান এই মর্ম্ম॥
এবে ত ভকতি-রসে মোর অবতার।
কৃষ্ণচন্দ্র বহি কিছু না ভজিব আর॥২৪৪॥
কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা তুমি।
যে ভজিবে কৃষ্ণ তার কোলে আছি আমি॥
মায়ে নমস্করি প্রভু বলে বারবার।
না ছাড়িহ কৃষ্ণ—না ভজিহ এ সংসার॥
শচীর অন্তরে হিয়া করে তুর্ তুর।
পাছে যায় ভক্ত সব চলিলা ঠাকুর॥
শান্তিপুরে গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘর।
কীর্ত্তন বিলাসে গেল সে অষ্ট-প্রহর॥
পুন পরভাতে প্রভু চলিলা সত্বরে।
উৎকণ্ঠা বাড়িল জগন্নাথ দেখিবারে॥
সবারে কহিলা প্রভু—সবে যাহ ঘর।
নীলাচলে আছি আমি—কহিল উত্তর॥২৪৬॥
যে যায় তথায় জগন্নাথ দেখিবারে।
তথায় আমার দেখা হইব সবারে॥
এ বোল বলিয়া প্রভু বলে হরিবোল।
চলিলা ঠাকুর—উঠে কান্দনের রোল॥২৪৭॥
ক্রমে ক্রমে তমোলুকে উত্তরিলা গিয়া।
যে পথে গিয়াছে পূর্ব্বে সেই পথ দিয়া॥

পথে চলি যায় প্রভু প্রেমানন্দ-সুখে।
প্রেম-বরিষণে ভাসে সে দেশের লোকে॥
হাসিতে খেলিতে যায়—নাহি পথ-শ্রম।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা শ্রীপুরুষোত্তম॥ ২৪৮॥
দেখিব ত জগন্নাথ নীলাচল-রায়।
'হা হা জগন্নাথ' বলি অনুরাগে ধায়॥
সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু ছাড়ে হুহুঙ্কার।
ধাইল সকল লোক—আনন্দ অপার॥
জগন্নাথ দেখি তুষ্ট হৈলা গোরারায়।
তাঁহারে দেখিয়া লোক বড় সুখ পায়॥২৪৯॥
'হরি হরি' বলে লোক উচ্চ-উচ্চরায়।
আনন্দিত দিবানিশি হরি-গুণ গায়॥
রাত্রিদিন করে প্রভু কীর্ত্তন-বিলাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥২৫০॥

=———

ললিত রাগ। দিশা।

গোরা-গুণ গাও গাও ভুবন-মঙ্গল রে॥

আনন্দেতে মহাপ্রভু আছে নীলাচলে।
হরিগুণ-সঙ্কীর্ত্তন করে ভক্ত-মেলে॥
অনেক ভকতগণ মিলিলা তথায়।
নিতুই নূতন প্রকাশয়ে গোরারায়॥২৫১॥
হেনই সময়ে কথা কহিব এখনে।
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল যেনমনে॥
লোক-মুখে শুনি রাজা মহাপ্রভুর গুণ।
আশ্চর্য্য মানয়ে সে - না কহে কিছু পুন॥
একদিন গেলা জগন্নাথ দেখিবারে।
জগন্নাথ না দেখয়ে—দেখে ন্যাসিবরে॥২৫২॥
কি কি বলি মনে গণি বিস্মিত-হিয়ায়।
পড়িছাকে পুছে রাজা - কি দেখহ রায়॥
পড়িছা কহয়ে—দেব জগন্নাথ দেখি।
রাজা কহে—তো সবাকে ব্যর্থ আমি রাখি॥
জগন্নাথ-স্থানে ন্যাসী বসিয়াছে হের।
মোর দণ্ড-ভয়ে—কিছু না দেখিয়ে বল॥২৫৩॥
আঁখি তাড়িমু যেন হেন নহে কভু।
নহে বা কি দেখ সত্য করি কহ তভু॥
এ বোল শুনিয়া পড়িছা বলে পুনর্ব্বার।
জগন্নাথ বহি মোরা নাহি দেখি আর॥
তবে ত প্রতাপরুদ্র গণে মনে মনে।
সন্ন্যাসীরে কেনে দেখি আমার নয়নে॥২৫৪॥
শুনিয়াছি সন্ন্যাসীর মহিমা অপার।
ইহার কারণ তবে করিব বিচার॥
এতেক ভাবিয়া রাজা চলিলা সত্বর।
আপনে চলিলা যথা আছে ন্যাসিবর॥
দেখিল টোটায় ন্যাসী আছে নিজ-মেলে।
বৃন্দাবন-কথা কহে—হরি হরি বলে॥২৫৫॥
পুনরপি জগন্নাথ দেখে আর-বার।
দেখিল সন্ন্যাসী সেই সুমেরু-আকার॥
দেখিয়া রাজার ভেল হিয়া-চমৎকার।
সেই জগন্নাথ এই ন্যাসি-অবতার॥
প্রতাপরুদ্রের মনে বাঢ়ে অনুরাগ।
সত্বরে যাইলা যথা আছে মহাভাগ॥২৫৬॥

২৪৯। "তাঁহারে"=মহাপ্রভুকে।

২৫০। "উচ্চ-উচ্চরায়"=খুব চীৎকার করিয়া।

২৫৩। "পড়িছা"=ছড়িদার; পরিচারক; তত্ত্বাবধায়ক। "কি দেখহ রায়" = জগন্নাথদেবকে কি রকম দেখ্‌ছো?

২৫৪। "আঁখি........কভু" = তোমাদের চোখে ঘা মার্‌তে হয় যেন এমন কিছু না ঘটে অর্থাৎ মিছে কথা বল্‌লে তোমাদের চোখ তুলে ফেল্‌বো।

ঢৌটায় নাহিক কেহো—ভাঙ্গল ওয়ান।
বিহ্বল হইল রাজা—হরিল গেয়ান॥
গোবিন্দেরে কহে রাজা কাতর-বচন।
কোন্ মতে দেখোঁ মুই গোসাঁইর চরণ॥
ইহার উপায় মোরে কহ মহাজন।
এইমত বারবার কহয়ে বচন॥২৫৭॥
গোবিন্দ কহয়ে—রাজা না হও কাতর।
এখনে না পাবা দেখা—হৈল অনবসর॥
কখন আসিব মুই—কহ মহাভাগ।
কাতর-বয়ান রাজা—বাঢ়ে অনুরাগ॥
সে দিন রহিল রাজা সেই ত নগরে।
সঙ্গিগণ দেখি কাকু করয়ে সবারে॥২৬৮॥
পুরী-গোসাঁই আদি করি যত ভক্তগণ।
ঠাকুরের গোচর করিবারে হৈল মন॥
এইমনে দিন দুই চারি গেল যবে।
কাশীমিশ্র-ঘরেতে একত্র হইলা সবে॥
সকল ভকত মেলি যুকতি করিল।
সবে মেলি গোচরিব—এই স্থির কৈল॥২৫৯॥
আর-দিন মহাপ্রভু কাশীমিশ্র-ঘরে।
আচম্বিতে বসি আছে নিজ-ভক্ত-মেলে॥
রাজার ব্যগ্রতায় সবার কাতর অন্তর।
পুরী গোসাঁই কহিল সে প্রভুর গোচর॥
এক নিবেদন গোসাঁই!—কহিতে ডরাঙ।
নির্ভয়ে কহিয়ে তবে যদি আজ্ঞা পাঙ॥
ঠাকুর কহয়ে—শুন হে পুরী গোসাঁই।
মোর ঠাঁই তোর ডর কোনো কালে নাই॥
কি কহিবে কহ শুনি হৃদয় তোমার।
পুরী-গোসাঁই বলে—কথা রাখিবে আমার॥
কাশীমিশ্র আদি করি যত ভক্তগণ।
সবার বচনে মুই বলি এ বচন॥২৬১॥
শ্রীজগন্নাথদেব নীলাচলে বাস।
প্রতাপরুদ্র রাজা হয় তাঁর নিজ-দাস॥
তোর পদ দেখিবারে সাধে মো-সবারে।
আজ্ঞা পাইলে হয় ঐ চরণ গোচরে॥
প্রভু বলে—সব জন! শুনহ বচন।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে রাজ দরশন॥২৬২॥
আমি ত সন্ন্যাসী—সেই হয় মহারাজ।
দোঁহার দর্শন—দোঁহার ভাল নহে কাজ॥
পুরী-গোসাঁই বলে—প্রভু কর অবধান।
এ বোল শুনিলে রাজা হরিবে গেয়ান॥২৬৩॥
যে দেখিল আমরা তাহার অনুরাগ।
এ কথা শুনিলে জীউ ছাড়িবে মহাভাগ॥
আজি ত হইল রাজার দশ উপবাস।
সব ছাড়ি পড়ি আছে চরণ-প্রত্যাশ॥
কাতর হইয়া পুন বলে সব জন।
রাজার ব্যগ্রতা দেখি করিয়ে যতন॥২৬৪॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু কহিলা বচন।
আনহ রাজারে—মুই হইলুঁ পরসন্ন।

২৫৬। "মহাভাগ" = শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু।

২৫৭। "ভাঙ্গল দেওয়ান" = ভক্ত-সম্মিলন তখন আর নাই। ২৫৮। "অনবসর" = অসময়।

২৫৯। "ঠাকুরের·······করিবারে" = মহাপ্রভুকে জানাইবার জন্য। "গোচরিব"=প্রভুকে জানাইব।

২৬০। "ব্যগ্রতায়" = উৎকণ্ঠায়।

২৬২। "গোচরে" = দর্শন।

২৬৪। "চরণ-প্রত্যাশ"=শ্রীচরণ-দর্শনের আশায়।

২৬৫। "এ বোল·········পরসন্ন" = এতদ্বারা মহাপ্রভু এই দেখাইলেন যে, ভক্তের অনুরাগের কাছে তিনি অর্থাৎ শ্রীভগবান্ শাস্ত্রের বিধি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

করুণা দেখিয়া সবার হইল উল্লাস।
আনিল রাজারে—প্রভু করে পরকাশ ॥২৬৫॥
প্রভুরে দেখিয়া রাজা পরণাম করে।
প্রেমায় বিহ্বল রাজা—আপনা পাসরে ॥
পুলকে ভরিল অঙ্গ—ছলছল আঁখি।
প্রেমে গরগর ভেল গোরা-অঙ্গ দেখি ॥
রাজারে দেখিয়া প্রভু লহু লহু হাস।
ষড়্‌ভুজ-শরীর রাজা দেখে পরকাশ ॥২৬৬॥
ষড়্‌ভুজ দেখিয়া দণ্ড পরণাম করে।
টলমল করে অঙ্গ অনুরাগ-ভরে ॥
অবশ শরীর—নীর ঝরে তু'নয়নে।
চৌদিকেতে হরিধ্বনি পরশে গগনে ॥
ষড়্‌ভুজ-শরীর দেখি শ্রীপতাপরুদ্র।
আনন্দে বিহ্বল—ভাসে প্রেমার সমুদ্র ॥২৬৭॥
কণ্টকিত সব অঙ্গ—আপাদ-মস্তকে।
গদগদ-ভাবে 'প্রভু প্রভু' বলি ডাকে ॥
উভ-বাহু করি নাচে—'হরি হরি' বোলে।
জনম সফল—প্রভু পরসন্ন মোরে ॥
আনন্দে ভাসয়ে চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ।
প্রভু বলে—রাজা! হের শুনহ বচন ॥২৬৮॥
প্রজার পাঁলন তোর—এই বড় ধর্ম্ম।
প্রজা পুত্র রাজা পিতা—কহিল এ মর্ম্ম ॥
কৃষ্ণের কেবল দয়া সম সর্ব্ব জীবে।
দেহের স্বভাব নিজ—জানি অনুভবে ॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা সম সুখ তুঃখ।
কর্ম্ম-অনুসারে জীব হয় গৌণ মুখ্য ॥২৬৯॥
নিজ অনুমান করি যে জানে সবারে।
সেই সে কৃষ্ণের দাস—কহিল তোমারে ॥
এতেক উত্তর প্রভু কৈল উপদেশে।
পরণাম করে রাজা আনন্দ-আবেশে ॥
শুন সর্ব্বজন গোরাচাঁদের প্রকাশ।
গোরা-গুণ গায় সুখে এ লোচন দাস ॥২৭০॥

———

বরাড়ী রাগ।

আর অপরূপ কথা কহিব এখন।
গৌরচন্দ্র-গুণগাথা নিতুই নূতন ॥
কহিব নিগূঢ় কথা শুন একচিতে।
অধম-জনের মনের মনে না হয় প্রতীতে ॥
বৈষ্ণব-জনের ইথে পরম উল্লাস।
পরম নিগূঢ় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥
দ্রাবিড়ে ব্রাহ্মণ এক আছে 'রাম' নাম।
পরম-তুঃখিত অঙ্গ অস্থি আর চাম ॥২৭১॥
অন্নকষ্টে দগ্ধ সেই জঠর-অনলে।
রক্ত মাংস নাহি তার শুষ্ক কলেবরে ॥

"করে পরকাশ" = ভগবত্তা প্রকাশ করিলেন।

২৬৬। "ষড়্‌ভুজ-শরীর" = ষড়্‌ভুজ-মূর্ত্তি।

২৬৯। "কৃষ্ণের………জীবে" = সমস্ত জীবেই কৃষ্ণের এক রকম দয়া—ইতর-বিশেষ নাই; (Most impartial grace) "দেহের……অনুভবে" = অনুভবে এই বুঝা যায় যে, ইহাই হইল শ্রীকৃষ্ণের দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অর্থাৎ তিনি সর্ব্ব জীবেই সমান দয়ালু। "কিবা……মুখ্য" = কি রাজা, কি প্রজা, কৃষ্ণ সকলকেই সমভাবে সুখ দুঃখ দিতেছেন, কিন্তু লোকে যার যেই কর্ম্মফলে কম বেশী ভোগ করে।

২৭০। "নিজ…………সবারে" = যে সকলকে আপনার মত দেখে।

২৭১। "দ্রাবিড়ে" = দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত প্রদেশ।

"পরম……চাম" = অত্যন্ত দীন দরিদ্র, সুতরাং না খাইতে পাইয়া অস্থি-চম সার হইয়াছে।

দুরন্ত দারিদ্র্য-দুঃখ কত সহা যায়।
মনে মনে চিন্তে বিপ্র—কি করি উপায় ॥২৭২॥
পূর্ব্বজন্মে কৈলুঁ মুই অনেক অধর্ম্মে।
দরিদ্র হইলুঁ মুই সেই সব কর্ম্মে ॥
না ভুঞ্জিলে নাহি ঘুচে অদৃষ্ট-লিখনে।
দুরন্ত যন্ত্রণা দুঃখ ঘুচয়ে কেমনে ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পাইল প্রতিকার।
প্রভু বিনা নারে কেহো দুঃখ ঘুচাবার ॥২৭৩॥
জগন্নাথ নীলাচলে আছয়ে সাক্ষাতে।
তার ঠাঁই যাও মুই যাচিঙ্গা করিতে ॥
অন্নকষ্টে মরোঁ মুই—ব্রাহ্মণ-শরীর।
'বিপ্র-প্রিয়' বলি তারে বলে সব ধীর ॥
মোর দোষে মোরে যদি না করে অবধান।
তাহার সমীপে মুই ত্যজিব পরাণ ॥২৭৪॥
এই মনে অনুমানি চলিলা ব্রাহ্মণ।
ক্রমে ক্রমে গেলা যথা কমল-লোচন ॥
জগন্নাথ দেখি করে আত্ম-নিবেদন।
"অন্ন-কষ্টে মরোঁ মুই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
তো বিনু নাহিক কেহো—রাখহ জীবন।
ঘুচাহ দারিদ্র-জ্বালা—দেহ মোরে ধন" ॥২৭৫॥
ইহা বলি সে দিন রহিলা সেইখানে।
ভিক্ষায় পাইল যেই করিল ভোজনে ॥
তার পরদিন পুন করে নিবেদন।
ঘুচাহ দারিদ্র প্রভু!—মরয়ে ব্রাহ্মণ ॥
প্রচুর করিয়া ধন দেহ ত আমারে।
দুঃখ যেন নাহি পাও জন্মের ভিতরে ॥২৭৬॥
ধন-বর মাগোঁ প্রভু! না হও বিমুখ।
নহিলে জীবন দিব তোমার সম্মুখ ॥

ইহা বলি উপবাস কৈল অনুবন্ধ।
এথা নিজ-মেলে আছে প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
নিজজন-সঙ্গে বৃন্দাবন-গুণ গায়।
আচম্বিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায় ॥২৭৭॥
বিস্মিত হইয়া রহে—হিয়া ভেল আন।
যে রসে আছিলা তাহা কৈল সমাধান ॥
সবার হৃদয়ে দুঃখ বিস্ময় লাগিল।
আচম্বিতে প্রভু কেনে আনমন হৈল ॥
এথা তিন উপবাস করিল ব্রাহ্মণ।
জগন্নাথ-স্থানে কিছু না পায় বচন ॥২৭৮॥
তবে ত ব্রাহ্মণ কৈল সাত উপবাস।
জগন্নাথ দেব কিছু না করে আশ্বাস ॥
দুর্ব্বল হইল বিপ্র—ক্ষীণ উপবাসে।
সমুদ্রে মরিব বলি দঢ়াইল শেষে ॥
সমুদ্রের কূলে বিপ্র গেলা ধীরি ধীরি।
'স্থান দেহ' সমুদ্রেরে বলে নমস্করি ॥২৭৯॥
হেনকালে দেখে এক পুরুষ বিশাল।
সমুদ্রের মধ্যে আইসে পর্ব্বত-আকার ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে চিন্তিতে লাগিল।
সমুদ্রের মাঝ দিয়া এ কেবা আইল ॥
সমুদ্রের মাঝে তার এক হাঁটু পানী।
এই সব দেখি বিপ্র মনে মনে গণি ॥২৮০॥
দেখিতে দেখিতে কূলে আইল সেই জন।
সামান্য মানুষ যেন হইল তখন ॥
বিপ্র ভাবে—এই জগন্নাথ বিদ্যমান।
সমুদ্রের মাঝে আর কাহার পয়ান ॥
ইহা বলি তার পাছু গোড়াইয়া যায়।
কতদূরে গিয়া পাছু চাহে মহাশয় ॥২৮১॥

২৭৭। "নিজ-মেলে"=ভক্তগণের সঙ্গে।
২৭৮। "তাহা…সমাধান"=তাহা বন্ধ করিলেন।
২৮১। "পাছু গোড়াইয়া যায়" = পিছনে পিছনে চলিয়া যাইতে যাইতে লাগিল।

দেখিল ব্রাহ্মণ সেই আইসে পাছে পাছে।
কোথা যাবে বলিয়া বিপ্রেরে কিছু পুছে ॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে—শুন শুন মহাশয়।
কে তুমি কোথারে যাবা কহ না নিশ্চয় ॥
সাত উপবাসী আমি ব্রাহ্মণ তুর্ব্বল।
তোমারে দেখিনু—আজি জনম সফল ॥২৮২॥
নিশ্চয় করিয়া কহ —না ভাণ্ডিহ মোরে।
নহে বা ব্রাহ্মণ-বধ লাগিবে তোমারে ॥
এ বোল শুনিয়া তবে বলে মহাজনে।
আমা জানিবারে তোর কি কাজ যতনে ॥
যে হই সে হই আমি তোর কিবা দায়
কেনে উপবাসী মর তুরন্ত-হিয়ায় ॥২৮৩॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে – তুঃখ-দারিদ্র্যের জ্বরে।
জর্জ্জর করিল মোর সব কলেবরে ॥
ব্রাহ্মণের ধরম নাহিক আমা ছারে।
এ দিবা রজনী যায় অন্ন-হাহাকারে ॥২৮৪॥
নিজ-কুলে আদর নাহিক কোনো খানে।
না জানিয়ে কোন্ ঠাঁই নহে অপমানে ॥
জীবন-অধিক সে মরণ ভালবাসি।
কহিল তোমারে তেঁই মরোঁ উপবাসী ॥
এ বোল শুনিয়া চিত্ত দ্রবে মহাজন।
'বিভীষণ' নাম মোর—শুনহ ব্রাহ্মণ ॥২৮৫॥
দেখিবারে যাই জগন্নাথের চরণ।
কর্ম্মদোষে তুঃখ পাপ—শুনহ ব্রাহ্মণ ॥
কর্ম্মসূত্রে বন্দী লোক—সুখ তুঃখ লাভ।
ভুঞ্জিলে সে ঘুচে সেই কর্ম্ম-পুণ্য-পাপ ॥
জগন্নাথ মুখ দেখ করিয়া পিরীত।
জন্মান্তরে নহে যেন তুঃখ উপনীত ॥২৮৬॥
ইহা বলি চলিলা সে রাজা বিভীষণ।
পাছে পাছে যায় তবু দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
বসি আছে গোরাচাঁদ নিজজন-মেলে।
তুয়ারে কে আছে দেখ—গোবিন্দেরে বলে ॥
তুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে বিভীষণ-রায়।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া অঙ্গুলি দিল নাসিকায় ॥২৮৭॥
হেন কালে গেলা গোবিন্দ টোটার তুয়ারে।
দেখিল তুয়ারে তুই ব্রাহ্মণ-কুমারে ॥
দেখিয়া গোবিন্দ গেলা প্রভু-বিদ্যমানে।
কিছু না কহিতে ডাকে ব্রাহ্মণ তু'জনে ॥
আইস আইস বলি হাসি সম্ভাষে ঠাকুর।
একে বসাইল কাছে—আর রহে দূর ॥২৮৮॥
সব ছাড়ি প্রভু তারে সম্ভাষে আদরে।
কাছে যত ছিল বিস্ময় লাগিল সবারে ॥
ঠাকুর কহয়ে—চিরদিনে দরশন
অনুরাগে দোঁহাকার ঝরয়ে নয়ন ॥
শ্রীহস্ত দিয়া অঙ্গ পরশে তাহার।
কুশল কুশল পুছে ইঙ্গিত আকার ॥২৮৯॥
সে দোঁহার কথা আর না বুঝয়ে কেহো।
গৌরচন্দ্র বলে বিপ্র তুঃখিত বড় এহো ॥
দারিদ্র্য-জ্বালায় জ্ঞান হরিল ইহার।
জগন্নাথ উপরে এ করয়ে প্রহার ॥২৯০॥
আপনার দোষ জীব না দেখয়ে কিছু।
আপনি করিয়া দোষ প্রভুরে দোষে পাছু ॥

২৮৬। "কর্ম্মসূত্রে·····পাপ" = সমস্ত লোকই নিজকৃত-কর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতেছে; এই কর্ম্মফলের ভোগ শেষ হইয়া গেলে তবে কর্ম্মজনিত পাপ-পুণ্য দূরীভূত হয়। "জন্মান্তরে·····উপনীত" = পর-জন্মে আর যেন দুঃখ না আসে।

২৮৮। একে········ 'দূর" = বিভীষণকে পাশে বসাইলেন ও দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ একটু তফাতে রহিল।

আপনি করয়ে নিজ ভাল-মন্দ বলি।
ভুঞ্জিবার বেলে দোষ প্রভুর উপরি ॥
সুখ সে ভুঞ্জিতে গুণ কহে আপনার।
প্রভুরে দোষয়ে দোষ দুঃখ ভুঞ্জিবার ॥২৯১॥
সাত উপবাসে বিপ্র মৃত্যু কৈল সার।
বিপ্র-প্রিয় জগন্নাথ কি করিব আর ॥
তোমার দর্শনে ইহার ঘুচিল দারিদ্র।
ধন দেহ—যেন হয় ধনের সমুদ্র ॥২৯২॥
ভাল ভাল বলি তিঁহো উঠিলা সত্বর।
যে ছিল সেখানে সবে পড়িলা ফাঁপর ॥
দণ্ডবত করি তারা চলে দুই জন।
পথে যাইতে বিভীষণে পুছয়ে ব্রাহ্মণ ॥
তুমি বল—আমি সেই রাজা বিভীষণ।
সন্ন্যাসীরে নমস্করি চলিলা এখন ॥ ২৯৩ ॥
জগন্নাথ-দেব তুমি না দেখিলে কেনে।
স্বরূপ করিয়া কহ দুঃখিত-ব্রাহ্মণে ॥
সন্ন্যাসীর আজ্ঞা তুমি কৈলে শির'পরি।
সন্ন্যাসী বা কেবা কহ — না কর চাতুরী ॥
রাজা কহে — শুন আরে অবোধ ব্রাহ্মণ।
জগন্নাথ দেখ এই সাক্ষাত নয়ন ॥২৯৪॥
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ—ধন পাইলে তুমি।
দ্রাবিড়ে তোমারে ধন লৈয়া দিব আমি ॥
এ বোল শুনিয়া বিপ্র শিরে হানে ঘা।
আরতি করিয়া ধরে বিভীষণের পা ॥
পুন চল যাই সেই প্রভু-বরাবরে।
অজ্ঞান ব্রাহ্মণ মুই কহ মো তোমারে ॥২৯৫॥

অনেক যতন কৈল—এড়াইতে নারি।
লেউটিয়া যায় পুন প্রভু-বরাবরি ॥
প্রভুর সম্মুখে গেলা— অন্তরে তরাস।
পুন দোঁহা দেখি প্রভুর উপজিল হাস ॥
প্রভু বলে—লেউটিয়া আইলা কি কারণে।
রাজা কহে—যে কারণ পুছহ ব্রাহ্মণে ॥২৯৬॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে—গোসাঁই আমি ত অবুধ।
কত কত জীব আছে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ॥
সবাকার প্রাণ তুমি—সবাকার নাথ।
তো বহি নাহিক কেহো—তুমি জগন্নাথ ॥২৯৭॥
আমি মহাধম ছার মহা অপরাধী।
নিজকর্ম্ম-দোষে মোর দারিদ্র্যজ্বালা ব্যাধি ॥
ব্যাধির পীড়ায়ে মো কুপথ্য করেঁ। আশা।
ঔষধ না রুচে মুখে—কুপথ্যে প্রত্যাশা ॥
বুঝিয়া ঔষধ দেহ তুমি ধন্বন্তরি।
কর্ম্মদোষে ভবব্যাধি—আমি ছার মরি ॥২৯৮॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
জগন্নাথ-দেব তোমার সব ভাল কৈলা ॥
আগে ত ঈপ্সিত তুমি ভুঞ্জিবে এখন।
শেষকালে পাবে জগন্নাথের চরণ ॥২৯৯॥
এ বোল বলিতে বিপ্র দণ্ডবত করে।
চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বলে ॥
শুন শুন সর্ব্বজন অপূর্ব্ব কথন।
বর পাইয়া চলি গেলা দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
হরিষে হইলা দোঁহে বাড়ীর বাহিরে।
ভক্তজন প্রভুরে পুছয়ে ধীরে ধীরে ॥৩০০॥

২৮৯। "চিরদিনে"=অনেক দিন পরে।

২৯১। "সুখ" ... "ভুঞ্জিবার" = লোকে যখন সুখ ভোগ করে, তখন আমি সব করেছি ব'লে নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করে আর যখন দুঃখ ভোগ করে, তখন ভগবানের উপর দোষ দেয়—তখন বলে, হা ভগবান্ তুমি আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ।

২৯৪। "স্বরূপ"=সত্য।

পুরী গোসাঁই বলে প্রভু ! দয়া কর যদি।
ইহার কারণ কহি সবে কর শুদ্ধি ॥
সুধাইতে নারে কেহো—মনে বড় ইচ্ছে।
সাহস করিয়া মুই সুধাইল পিছে ॥৩০১॥
ঠাকুর কহয়ে—শুন শুনহ গোসাঁই।
এ কথা তোমরা সবে কিছু বুঝ নাই ॥
দ্রাবিড়ে আছিল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
অনেক যন্ত্রণা দুঃখ পাইয়াছে তখন ॥ ৩০২ ॥
দারিদ্র্য-জ্বালায় দগ্ধ—আইল এই দেশে।
জগন্নাথ-উপরে প্রহার করে শেষে ॥
দুঃখিত দেখিয়া তুষ্ট হৈলা জগন্নাথ।
আচম্বিতে বিভীষণ-সঙ্গে হৈল সাথ ॥ ৩০৩ ॥
বিভীষণ এই যে বসিল মোর পাশে।
ধন দান কৈল তেঁহো ব্রাহ্মণ-সন্তোষে ॥
এ বোল শুনিয়া সর্ব্ব-জনের উল্লাস।
প্রেমায় ভরিল সব এ ভূমি আকাশ ॥৩০৪॥
সর্ব্ব জন নাচে সবে বলে হরিবোল।
আনন্দে সবাই সবে ধরি দেই কোল ॥
শুন সর্ব্ব জন গোরাচান্দের প্রকাশ।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥৩০৫॥

———

ধানশী রাগ।

প্রভু আরে জয় জয় গৌরাঙ্গচান্দ।
বান্ধিলে জীবের মন দিয়া প্রেমফান্দ ॥ধ্রু॥

অবনি-মণ্ডলে গোরা রূপের অবধি।
বিলাইলা প্রেমধন আচণ্ডাল আদি ॥
বাচাল করয়ে গোরা-গুণে মূক-জনে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধে দেখে তারাগণে ॥
কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজ পর।
যে উঠয়ে তাহা বলি না করিয়ে ডর ॥৩০৬॥
সর্ব্ব-অবতার-সার চৈতন্য-গোসাঁই।
এহেন করুণানিধি আর হৈতে নাই ॥
কৃষ্ণ বহি আর কেহো নাহিক ঈশ্বর।
সত্য কিবা ত্রেতা আর এ কলি দ্বাপর ॥
একমাত্র প্রভু সেই—নাম করে ভেদ।
লোকে বুঝাবারে করে নানা মত-ভেদ ॥৩০৭॥
যত যত অবতার সেই সব যুগে।
করুণা-কারণ—ছোট বড় বলে লোকে ॥
চৈতন্য-গোসাঁই এই করুণাতে বড়।
তেঁই বলি অবতার-শিরোমণি দঢ় ॥ ৩০৮ ॥
হেন অবতার কেহো না বুঝয়ে লোকে।
অমৃত ঢাকিয়া যেন রাখে ক্ষুদ্র পোকে ॥
হেন অবতার-কথা কহিল অলোক।
হেন গোরাচান্দ পহুঁ ভজ ছাড়ি শোক ॥
করুণাসাগর প্রভু প্রেমে উনমত।
ভক্ত-সঙ্গে বৃন্দাবন-লীলা অবিরত ॥৩০৯॥
এইমতে মহাপ্রভুর উৎকল-বিহার।
উৎকল-বিহার কথা অনেক বিস্তার ॥
বিস্তারিতে পুস্তক সে হয়ে ত অনেক।
সংক্ষেপে কহিল কথা শুন সর্ব্বলোক ॥
হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র-ঘরে।
বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত-অন্তরে ॥ ৩১০ ॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিলা মহাপ্রভু।
এমত ভকত-সঙ্গ নাহি দেখি কভু ॥
সম্ভ্রমে উঠিলা জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা গিয়া সিংহদ্বারে ॥

৩০৩। "জগন্নাথ...শেষ"=শেষকালে জগন্নাথের উপর দোষ দিতে লাগিল="হে জগন্নাথ! তুমি আমাকে এত কষ্ট দিতেছ।" "সাথ"=সঙ্গ; মিলন।

৩০৯। "অলোক"=অলৌকিক; অপূর্ব্ব।

সঙ্গে নিজ-জন যত তেমতি চলিল।
সত্বরে চলিয়া গেল মন্দির-ভিতর ॥৩১১॥
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায় ॥
তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল—অন্তর উচাট ॥৩১২॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার ॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত-পাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ ॥৩১৩॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত-রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায় ॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥৩১৪॥
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন ॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে—শুনহ পড়িছা।
ঘুচাও কপাট—প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা ॥৩১৫॥
ভক্ত আর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন ॥
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন ॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি—শুন সর্ব্বজন ॥
এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার।
শ্রীমুখ-চন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর ॥৩১৬॥

শ্রীবাস-পণ্ডিত আর দত্ত যে মুকুন্দ।
গৌরীদাস বাসু দত্ত আর শ্রীগোবিন্দ ॥
কাশীমিশ্র সনাতন আর হরিদাস।
উৎকলের সবে কান্দে ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥
শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে।
পরিবার সহ রাজা হরিল চেতনে ॥৩১৭॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তনুজ-সহায়।
প্রভু প্রভু ডাকি বলে—শুন গৌররায় ॥
অনেক রোদন কৈল সব ভক্তগণ।
ইহা বা লিখিব কত মো অধম-জন ॥
অশেষ প্রভুর গুণ—না হয় বিস্তার।
এবে না দেখিয়া মোর হৈল অন্ধকার ॥৩১৮॥
মিনতি করিয়া বলি শুন সব জন।
দিবানিশি ভজ ভাই! গৌরাঙ্গ-চরণ ॥
নির্ম্মল হইয়া সবে শুন গোরা গুণ।
ভব-ব্যাধি নাশিবারে এই সে কারণ ॥
এত শোকে বিলপন করয়ে লোচন।
শেষখণ্ড সায় হৈল প্রভুর কীর্ত্তন ॥৩১৯॥

———

গৃহ-ব্যবহার-কথা শুন সর্ব্বজন।
হেনই সময়ে করোঁ শ্রীহরি-স্মরণ ॥
সবাকারে করোঁ মুই এই নিবেদন।
সত্য করি জানিহ শ্রীবৈষ্ণব-চরণ ॥
গৌরপদ কমলে মো করিয়ে প্রণতি।
তিলেক করুণা দিঠে কর অবগতি ॥৩২০॥

৩১৩। "তিথি সপ্তমী"=রথযাত্রার মধ্যে লক্ষ্মী বিজয়ের পরদিন শুক্লা সপ্তমী তিথি দিবসে।

৩১৫। "গুঞ্জাবাড়ী"=গুণ্ডিচা-মন্দির। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী গুণ্ডিচা দেবীর নামানুসারে "গুণ্ডিচা-মন্দির" বা "গুণ্ডিচা-বাড়ী" নাম হইয়াছে। চলিত কথায় গুঞ্জাবাড়ী বলে।

৩১৬। "গৌর প্রভুর মিলন" = শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীজগন্নাথদেব সহ মিশিয়া গেলেন।

৩১৮। "তনুজ-সহায়" = পুত্রের সহিত।

৩২০। কোন কোন গ্রন্থে ইহার পরে ৪৪ পৃষ্ঠার

বৈষ্ণব-প্রসাদে কিছু যে জানি প্রকাশ।
প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরি দাস ॥
তাঁর পদ-প্রসাদে এ পথের প্রতি আশ।
গৌর-গুণ কহিবারে কৈলুঁ অভিলাষ ॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত বেজা প্রভুর অন্তরীণ।
সকল জানয়ে সেই ভকত প্রবীণ ॥ ৩২১ ॥
লোক নিস্তারিতে কৈল চৈতন্য চরিত্র।
তাঁহার প্রসাদে হৈল সংসার পবিত্র ॥
শ্লোকবন্ধে কৈল গৌর-গুণের কবিত্ব।
তাহাই হইল এবে সকলের সূত্র ॥
শুনিয়া মাধুরী-লোভে চিত উতরোল।
নিজ-দোষ না দেখিলুঁ মন হৈল ভোল ॥
পাঁচালী-প্রবন্ধে আমি রচিল এখন।
দোষ না লইবে কেহো—মো অতি অধম ॥
অধিকারী নহোঁ তবু করিলুঁ সাহসা।
বৈষ্ণব-করুণা দেখি মনের ভরসা ॥ ৩২৩ ॥
চারিখণ্ড পুঁথি হৈল বৈষ্ণব-কৃপায়।
সমাধা করিতে ব্যথা লাগয়ে হিয়ায় ॥
সূত্রখণ্ডে আদ্য কথা অমৃতের খণ্ড।
জন্মাদি রহস্য-কথা কহিল আদ্যখণ্ড ॥
মধ্যখণ্ড-কথা তাই করুণার ঘর।
শেষখণ্ড-কথা সে তিন খণ্ডের পর ॥৩২৪॥

চারিখণ্ড-কথা হৈল বৈষ্ণব-কৃপায়।
সমাধা করিতে ব্যথা লাগয়ে হিয়ায় ॥
গৌরগুণ-কথা এই অমিয়া-সমুদ্র।
কহিতে না পারে প্রভু প্রজাপতি রুদ্র ॥
আমি কি কহিব গুণ কি জানি কতেক।
বৈষ্ণব-কৃপার বলে বলিল যতেক ॥ ৩২৫ ॥
করজোড় করি বলোঁ কাতর-বয়ানে।
আত্ম নিবেদউ মুই বৈষ্ণব-চরণে ॥
মো-অধিক অধম নাহিক মহী-মাঝ।
বৈষ্ণব-কৃপার বলে সিদ্ধ হৈল কাজ ॥
চৈতন্যচরিত-কথা কহিতে কে জানে।
সম্বরিতে নারি কিছু কহিল বদনে ॥৩২৬॥
চারিখণ্ড-কথা সায় করিল প্রকাশ।
বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কো-গ্রাম নিবাস ॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ-কাম ॥ ৩২৭ ॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে কহি গোরা-গুণগাথা ॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়া দাসী নামে ॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানাতীর্থ পূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত ॥ ৩২৮ ॥

২য় স্তম্ভে লিখিত "শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার" হইতে ৪৬ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে লিখিত "এই ভরসায় পুঁথি হইবে অবাধে" পর্যন্ত পয়ারগুলি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উহা সব গ্রন্থে না থাকায় এবং দ্বিরুক্তি-বোধে এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। ইচ্ছা হইলে উক্ত পৃষ্ঠায় উহা দেখিয়া লইতে পারিবেন। ৩২৩। "সমাধা... হিয়ায়"= গৌর-কথা এত মধুর যে, ইহা আর ছাড়িতে পারছি না, ছাড়িতে প্রাণে বড় কষ্ট হইতেছে।

৩২২। "উতরোল"=উদ্বিগ্ন। "ভোল"=বিভোর।

৩২৪। "আদ্য কথা"=মূল কথা"; গোড়ার কথা।

৩২৫। "প্রজাপতি"=ব্রহ্মা। "রুদ্র"=শিব।

৩২৬। "মহী মাঝ"=পৃথিবীর মধ্যে। "সম্বরিতে নারি" = লোভ সামলাইতে পারিলাম না বলিয়া।

মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি মাত্র পুত্র।
সহোদর নাহি, নাহি মাতামহের সূত্র ॥
যথা তথা যাই সে ছুল্লিল করে মোরে।
ছুল্লিল লাগিয়া কেহো পড়াবারে নারে ॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর।
ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাঁহার ॥৩২৯॥

তাঁহার চরণে মুই করোঁ নমস্কার।
চৈতন্য-চরিত্র লিখি প্রসাদে যাঁহার ॥
মাতৃকুল পিতৃকুল কহিল মো কথা
নরহরি দাস মোর প্রেমভক্তি-দাতা ॥
তাহাঁর প্রসাদে যেবা করিল প্রকাশ।
পুস্তক করিল সায় এ লোচন দাস ॥৩৩০॥

ইতি 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল" গ্রন্থে শেষখণ্ড সমাপ্ত।

৩২৯। "সূত্র" = বংশ। "দুল্লিল" = আদর।

ইতি শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-দেবের শ্রীচরণ-প্রসাদে পরমারাধ্যপাদ শ্রীল লোচন-দাসঠাকুর-বিরচিত "শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল" গ্রন্থের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ।
শ্রীগদাধরচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীশ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ। শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
শ্রীললিতাদি-সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ শ্রীরূপমঞ্জরী-আদি-মঞ্জরীবৃন্দেভ্যো নমঃ।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ॥
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥
ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। সর্ব্ব-বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।
পিতৃ-মাতৃ-চরণেভ্যো নমঃ।

পরিশিষ্ট

[শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের পদাবলী]

শ্রীগৌরাঙ্গাবতার

শ্রীরাগ।

অবতার সার গোরা অবতার
কেন না ভজিলি তারে।
করি নীরে বাস গেল না পিয়াস
আপন করম ফেরে ॥
কণ্টকের তরু সেবিলি সদাই
অমৃত ফলের আশে।
প্রেমকল্পতরু গৌরাঙ্গ আমার
তাহারে ভাবিলি বিষে ॥
সৌরভের আশে পলাশ শুঁকিলি
নাশায় পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড বলি কাঠ চুষিলি
কেমনে লাগিবে মিঠ ॥
হার বলিয়া গলায় পরিলি
শমল-কিঙ্কর সাপ।
শীতল বলিয়া আগুনি পোহালি
পাইলি বজর-তাপ ॥
সংসার ভজিলি গোরা না ভজিয়া
না শুনিলি মোর কথা।
ইহ পরকাল উভয় খোয়ালি
খাইলি লোচন মাথা ॥১॥

শ্রীরাগ।

কে যাবে কে যাবে ভাই ভবসিন্ধু পার।
ধন্য কলিযুগের চৈতন্য অবতার ॥
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়ায়।
জড় অন্ধ বধির অবধি পার হয় ॥
হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী।
সংকীর্ত্তন কেরোয়াল দুবাহু পসারি ॥
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে।
পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে ॥২॥

—ঃ০ঃ—

বাল্যলীলা

বিভাব বা তুড়ী

হের দেখসিয়া নয়ান ভরিয়া
কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া নগরে শচীর মন্দিরে
চাঁদের উদয় দিনে ॥
কিয়ে লাখবাণ কষিল কাঞ্চন
রূপের নিছনি গোরা
শচীর উদর জলদে নিকসিল
স্থির বিজুরী পারা ॥
কত বিধুবর বদন উজোর
নিশি দিশি সম শোভে।
নয়ান ভ্রমর শ্রুতি সরোরুহে
ধায় মকরন্দ লোভে ॥
আজানু লম্বিত ভুজ সুবলিত
নাভি হেম সরোবর।
কটি করি-অরি উরু হেমগিরি
এ লোচন মনোহর ॥৩॥

—ঃ০ঃ—

বিভাস দশকুসি

দেখ দেখ আসি যত নৈদাবাসী
আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
বিহানে উঠিয়া অঞ্চলে ধরিয়া
ননী দে মা বলি কাঁদে ॥
নহি গোয়ালিনী কোথা পাব ননী
একি বিষম হৈল মোরে।
শুনেছি পুরাণে নন্দের ভবনে
সেই যে আমার ঘরে ॥
একি অদভূত অতি বিপরীত
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
আঙ্গিনায় দাঁড়াঞা ত্রিভঙ্গ হইয়া
মধুর মুরলী বায় ॥
আর একদিনে খেলে শিশু সনে
নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে শচীর ভবনে
বাসনা পুরল মোর ॥৪॥

———

রূপ (কামোদ)

মনমথ কোটি কোটি জিনিয়া গৌরাঙ্গ তনু
সর্ব অঙ্গে লাবণ্য অপার।
অবিরত বদনে কি জপতহু নিরবধি
নিরুপম নটন সঞ্চার ॥
মধুর গৌরাঙ্গ রূপ ঝুরিয়া প্রাণ কান্দে।
নবগোরোচনা কান্তি ধূলায় লোটায় গো
ক্ষিতিতলে পূর্ণিমার চান্দে ॥ধ্রু॥
আজানুলম্বিত গোরার সুবাহু যুগল গো
উভ করি রহে ক্ষণে ক্ষণে।
ডগমগ অরুণ কমল জিনি আঁখি গো
কেন সদা রাধা রাধা ভনে ॥
সোণার বরণ খানি শোন কুসুম জিনি
কেন বা কাজর সম ভেল।
কহয়ে লোচন দাস না বুঝি গৌরাঙ্গরতি
রহি গেল হৃদি মাঝে শেল ॥৫॥

—০—

যথা রাগ

এ হেন সুন্দর গোরা কোথা বা আছিল গো
কে আনিল নদীয়া নগরে।
নিরখিতে গোরারূপ হৃদয়ে পশিল গো
তনু কাঁপে পুলকের ভরে ॥
ভাবের আবেশে ওলা এলায়ে পড়েছে গো
প্রেমে ছল ছল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে আমার হেন মনে হয় গো
পরাণ পুতলি করি রাখি ॥
বিধি কি আনন্দ নিধি মথি নিরমিল গো
কিবা সে গড়িল কারিকরে।
পীরিতি কুঁদের কুঁদে উহারে কুঁদিল গো
নয়ান কুঁদিল কামশরে ॥
গোকুল-নটের কাণ বঙ্কিম আছিল গো
কালিয়ে কুটিল যার হিয়া।
রাধার পীরিতি উহায় সমান করেছে গো
সেই এই বিহরে নদীয়া ॥
মনের মরম কথা কাহারে কহিব গো
চিত যেন চুরি কৈল চোরে।
লোচন পিয়াসে মরে ওরূপ দেখিয়া গো
বিধাতা বঞ্চিত ভেল মোরে ॥৬॥

—০—

যথা রাগ

শারদ চন্দ্রিকা স্বর্ণ ধিক্ চম্পকের বর্ণ
শোন কুসুম গোরোচনা।

হরিতাল সে কোন ছার বিকার সে মৃত্তিকার
সে কি গোরারূপের তুলনা ॥
ধিক্ চন্দ্রকান্ত মণি তার বর্ণ কিসে গণি
ফণি মণি সৌদামিনী আর।
ও সব প্রপঞ্চরূপ অপ্রপঞ্চ রসভূপ
তুলনা কি দিব আমি তার ॥
যত দেখ বর্ণন অনুসারে উদ্দীপন
গৌররূপ বর্ণন কে করে।
জান না যে সেই গোরা ধরা রূপে অঙ্গভরা
দরশে ধৈরজ দূর করে ॥
শুন ওগো প্রাণ সই জগতে তুলনা কই
তবে সে তুলনা দিব কিসে।
জগতে তুলনা নাই যাঁর তুলনা তাঁর ঠাই
অমিয়া মিশাব কেন বিষে ॥
কেবা তার গুণ গায় গুণের কে ওর পায়
কেবা করে রূপ নিরূপণ।
রূপ নিরূপিতে নারে গুণ কে কহিতে পারে
ভাবিয়া বাতুল হৈল মন ॥
পক্ষী যেন আকাশের কিছুই না পায় টের
যতদূর শক্তি উড়ি যায়।
সেইরূপ গৌরাঙ্গের রূপের না পায় টের
অনুসারে এ লোচন গায় ॥৭॥

—ঃ০ঃ—

ভাবাবেশ (কামোদ)

নাচে শচীনন্দন ভকত-জীবন-ধন
সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ।
অদ্বৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস
বাসুঘোষ রায় রামানন্দ ॥
নিত্যানন্দ মুখ হেরি বোলে পঁহু হরি হরি
প্রেমায় ধরণী গড়ি যায়।
প্রিয় গদাধর আসি প্রভুর বাম পাশে বসি
ঘন নরহরি মুখ চায় ॥
প্রভু নাহি মেলে আঁখি কহে মোর কাঁহা সখী
কাঁহা পাব রায় দরশন।
কহ কহ নরহরি আর সম্বরিতে নারি
ইহা বলি ভেল অচেতন ॥
এখনি আছিনু সেথা কে মোরে আনিল এথা
রসে রসে নিকুঞ্জ ভবন।
গেল সুখ সম্পদ এবে ভেল বিপদ
বিষাদয়ে এ দাস লোচন ॥৮॥

—ঃ০ঃ—

সুহই

রজনী জাগিয়া গোরা থাকে।
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে ॥
প্রভাতে উঠিয়া গোরারায়।
চঞ্চল নয়ানে সদা চায় ॥
নমিত বদনে মহী লেখে।
আঁখিজলে কিছুই না দেখে ॥
লোচন কহে এই রস গূঢ়।
বুঝয়ে রসিক জন না বুঝয়ে মূঢ় ॥৯॥

—ঃ*ঃ—

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ

তুড়ী

এইবার করুণা কর চৈতন্য নিতাই।
মো সম পাতকী আর ত্রিজগতে নাই ॥
মুঞি অতি মূঢ় মতি মায়ার নফর।
এই সব পাপে মোর তনু জরজর ॥
ম্লেচ্ছ অধম ছিল যত অনাচারী।
তা সভা হইতে যদি মোর পাপ ভারী ॥

অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই।
তা সবারে উদ্ধারিলা তোমরা দুভাই ॥
লোচন বলে মুই অধমে দয়া নৈল কেনে।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে ॥১০॥

—ঃ০ঃ—

ধানশী

জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে দোন ভাই।
ভুবনমোহন গোরাচাঁদ নিতাই ॥
কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন।
হরিনামামৃত দিয়া করিলা চেতন ॥
হেন অবতার ভাই কভু শুনি নাই।
পাতকী উদ্ধার কৈলা ঘরে ঘরে যাই ॥
হেন অবতার ভাই নাই কোন যুগে।
কোন্ অবতারে সে পাপীর পাপ মাগে ॥
রুধির পড়িল অঙ্গে খাইয়া প্রহার।
যাচি প্রেম দিয়া তারে করিলা উদ্ধার ॥
নাম-প্রেম-সুধাতে ভরিল ত্রিভুবন।
একলা বঞ্চিত ভেল এ দাস লোচন ॥১১॥

—০—

শ্রীরাগ

পরম করুণ পহুঁ দুই জন
নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার সার শিরোমণি
কেবল আনন্দ কন্দ ॥
ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া সে রসে মজিয়া
মুখে বল হরি হরি ॥
দেখ আরে ভাই ত্রিভুবনে নাই
এমন দয়াল দাতা।
পশু পাখী ঝুরে পাষাণ বিদলে
শুনি যাঁর গুণ-গাথা ॥
সংসারে মজিয়া রহিলি পড়িয়া
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম ভুঞ্জায় শমন
কহয়ে লোচন দাস ॥১২॥

—০—

শ্রীনিত্যানন্দ

শ্রীরাগ (লোভা)

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥
অধম পতিত জীবের ঘরে ঘরে গিয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া ॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি ॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোনার পর্বত যেন ধূলায় লোটায় ॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই ভবে এল আর গেল ॥১৩॥

শ্রীরাগ

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী ॥
প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীনহীন ভাসে ॥
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে ॥
আবদ্ধ করুণাসিন্ধু কাটিয়া মোহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান ॥
অবান্ধবে সকরুণ নিতাই সুজন।
ঘরে ঘরে করে প্রেমামৃত বিতরণ ॥
লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে।
অনল ভেজাই তার মাঝ মুখ খানে ॥১৪॥

—*—

শ্রীরাগ

নিতাই মোর জীবন ধন নিতাই মোর জাতি।
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি ॥
অসার সংসার সুখে দিয়া মেনে ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাইব নিতাই ॥
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব।
নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না হেরিব ॥
গঙ্গা যার পদজল হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পাঞা মরে ॥
লোচন বলে আমার নিতাই প্রেমকল্পতরু।
কাঙ্গালের ঠাকুর নিতাই জগতের গুরু ॥১৫॥

—ঃ০ঃ—

সিন্ধুড়া

দেখ নিতাই চাঁদের মাধুরী।

পুলকে পূরল তনু কদম্ব কেশর জনু
বাহু তুলি বোলে হরি হরি ॥ ধ্রু ॥
শ্রীমুখ-মণ্ডল ধাম জিনি কত কোটি কাম
সে না বিহি কিসে নিরমিল।
মথিয়া লাবণ্য সিন্ধু তাহে নিঙ্গাড়িয়া ইন্দু
সুধা দিয়া মুখানি গড়িল ॥
নব কঞ্জদল আঁখি তারক ভ্রমর পাখী
ডুবি রহু প্রেম-মকরন্দে।
সেরূপ দেখিল যেহ সে জানিল রসমেহ
অবনী ভাসল প্রেমানন্দে ॥
পুরুবে যে ব্রজপুরে বিহরে নন্দের ঘরে
রোহিনীনন্দন বলরাম।
এবে পদ্মাবতী সুত নিত্যানন্দ অবধূত
ভুবনপাবন হৈল নাম ॥
সে পঁহু পতিত হেরি করুণাময় অবতরি
জীবেরে বোলায় গৌরহরি।
পড়িয়া সে ভববন্ধে কাঁদয়ে লোচন অন্ধে
না দেখিয়া সেরূপ মাধুরী ॥১৬

—০—

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য

তুড়ী

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
যাঁর হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয় ॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা-সাগর।
যাঁর প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গনাগর ॥
যাহারে করুণা করি কৃপা দিঠে চায়।
প্রেমরসে সে জন চৈতন্যগুণ গায় ॥
তাঁহার পদেতে যেবা লইল শরণ।
সে জন পাইলা গৌরপ্রেম মহাধন ॥
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলুঁ ॥১৭

—০—

তুড়ী

নাস্তিকতা অপধর্ম জুড়িল সংসার।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কোথা আর ॥
দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু বিষাদিত হৈলা।
কেমনে তরিবে জীব ভাবিতে লাগিলা ॥
নেত্র বুজি তুলসী প্রদানি বিষ্ণুপদে।
হুঙ্কারি দিলেন লম্ফ আচার্য্য আহ্লাদে ॥
জিতিলু জিতিলু মুখে বলে বার বার।
জীব নিস্তারিতে হবে গৌর অবতার ॥
একথা শুনিয়া নাচে সাধু হরিদাস।
লোচন বলে খসিল জীবের মোহপাশ ॥

—০—

সমাপ্ত


শ্রীগুরু
ভ
জ
নি
তাই
গৌ
র
রা
ধে
শ্যা
ম
জ
প
হ
রে
কৃ
ষ্ণ
হ
রে
রা
ম